সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৪৩

বাঙ্গালা

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

[পরিষৎপুঁথিশালায় সংগৃহীত]

তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সঙ্কলিত
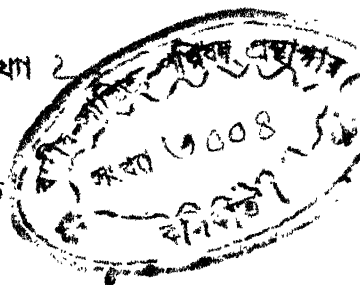
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৩

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—।৶০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥০,
সাধারণের জন্য ॥৶০।

ভূমিকা

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে হাতের লেখা পুরাণো পুথি যে একান্ত প্রয়োজন, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। আজকাল আমরা যেমন ছাপা বই অতি সহজেই পাইতে পারি, বাঙ্গালা দেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বই পাইবার তেমন সহজ উপায় ছিল না। অনেক কষ্টে কাহারও নিকট হইতে পুথি সংগ্রহ করিয়া, তাহা নকল করিয়া বা করাইয়া লইতে হইত। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে এই রকম করিয়াই দেশে সাহিত্যচর্চ্চা হইত। ক্রমশঃ ছাপাখানার কল্যাণে আধুনিক উপন্যাস নাটক যত বাহির হইতে লাগিল, কষ্টলভ্য পুথির প্রতি আগ্রহ ততই কমিতে লাগিল। এইরূপে ধীরে ধীরে পুথি অপ্রচলিত হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত-সমাজে প্রাচীন সাহিত্যের চর্চ্চাও একরূপ বিলুপ্ত হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কালে সাহিত্য-চর্চ্চা বলিয়া কোন জিনিসই ছিল না। অশিক্ষিত লোকেরা পাঁচালী গান করিত, মুদী দোকানদারেরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত পড়িত—শিক্ষিতেরা ঘৃণায় সে দিকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করিত না।

সৌভাগ্যক্রমে এখন আর সে দিন নাই। পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, মুন্সী আবদুল করিম, ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফীপ্রমুখ সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সেই দ্বারে প্রবেশ করিয়া এখন দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের এই প্রাচীন সম্পদ্ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়;—ইহাতে আমাদের জানিবার শুনিবার, বুঝিবার, শিখিবার অনেক আছে এবং আরও বাকী আছে—এই সম্পদ্ সংগ্রহ করিবার।

মুসলমান-বিজয়ের আগে—চৈতন্যদেবের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু প্রমাণে সন্তুষ্ট হইলেই আমাদের চলিবে না; তাহার নিদর্শন আরও আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। এখনও কত মঠে মন্দিরে, কত পল্লীর নিভৃত কুটীরে কত রত্ন লুক্কায়িত থাকিয়া কালের করাল আক্রমণে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এখনও আমরা এগুলির উদ্ধারে যত্নবান্ না হইলে ভবিষ্যতে পরিতাপ করিয়াও আর পাওয়া যাইবে না।

জাতির অতীত ইতিহাস আলোচনায় প্রাচীন সাহিত্য অন্যতম উপাদান। যে জাতি প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদে যত অধিক সম্পন্ন, সে নিজেকে ততই গৌরবান্বিত মনে করে। যে জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, প্রাচীন সাহিত্য তাহার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কেন না, প্রাচীন সাহিত্যেই সেই সময়ের সামাজিক সংস্থান, যান-বাহন, রন্ধনশালা, শয়নাগার, অশন-বসন, খাদ্যদ্রব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে।

অতএব আমাদের উচিত—সর্ব্বপ্রযত্নে পুথি সংগ্রহ করা। যদিও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং রঙ্গপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি পরিষদের শাখা অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে বীরভূম রতন লাইব্রেরী, বোলপুর শান্তিনিকেতন, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনেক পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে, এবং বাঙ্গালা দেশ হইতে এখনও পুথির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এমন অনেক পুথি আছে, যাহার নাম পর্য্যন্ত হয়তো আমরা অবগত নই। সেই সমস্ত পুথি যদি আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তবে সেগুলি দ্বারা হয়তো বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের এক একটা অধ্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গালা পুথি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার পূর্ব্বে পুরাণো পুথিশালা ও পুথির কথা কিছু বলিব। ঠিক ইতিহাসের দিক্ দিয়া নয়, পুথির ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন জন্য আলোচনা হিসাবে কয়েকটা কথা বলিব।

ভারতবর্ষে পুথি প্রাচীন কালে ছিল। কতকাল পূর্ব্বে ছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে লোকবৃত্তপ্রসঙ্গে প্রতিসন্ধ্যায় পুস্তক-বাচনের প্রথার উল্লেখ আছে। পুস্তকবাচন করিতে হইলে পুথি মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে হইত। ঐ সময় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সভা-সমিতি থাকিত। লোকেরা প্রতি সন্ধ্যায় আসিয়া সেখানে আমোদ আহ্লাদে যোগ দিত। আমোদের মধ্যে পুস্তকবাচন—মুখস্থ পুথি আওড়ান একটী নিত্যকর্ম্ম ছিল।

বাবিলনে, আসিরিয়ায় ও মিসরে খৃষ্টাব্দের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বেও যে পুথিশালা ছিল, তাহার মুখ্যভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক বা বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরে পুথিশালা ছিল কি না, তাহার মুখ্য বা গৌণ কোনরূপই প্রমাণ আমাদের নাই। সকলের চেয়ে পুরাতন পুথিশালা মিসরেই ছিল বলিতে হয়। মিসররাজ Memphisএর Osymandyas এই পুথিশালা স্থাপন করেন। পুরাতন যুগে Alexandrian Libraryই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। ইহাতে ৪০০,০০০ বই ছিল। ইহার পর Pergamonএর রাজাদের গ্রন্থাগারের নাম করা যাইতে পারে। ইহার গ্রন্থসংখ্যা ২০০,০০০। দুঃখের বিষয়, এই সময় ভারতের কোন গ্রন্থশালা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতের শিক্ষাদীক্ষা প্রাচীন জগতের কেন্দ্রস্থান ছিল, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এক সময়ে এশিয়ার শিক্ষাদীক্ষায়

কেন্দ্রভূমি ছিল তক্ষশিলা, বারাণসী, কৃষ্ণাতীরবর্ত্তী শ্রীধন্তকটক, নালন্দা, বিক্রমশিলা ও ওদন্ত-পুরী। কিন্তু প্রাচীন যুগের পুথিশালা সম্বন্ধে বলিতে হইলে বলিতে হয়—বাবিলন, আসিরিয়া ও মিসর এবং এমন কি, গ্রীক ও রোমের পরও ভারতের স্থান।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে গান্ধার-মধ্যবর্ত্তী তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ও অন্যান্য শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহা বর্ত্তমান রায়লপিণ্ডি (Rawalpindi) হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। ব্রাহ্মণ ও বড় বড় লোকের ছেলেরা শিক্ষার জন্য এখানে আসিত। তক্ষশিলার ছাত্ররাও বারাণসী ও পাটলিপুত্রে পড়িতে যাইত। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছাত্রেরা তক্ষশিলায় পড়িয়া, সেখান থেকে বারাণসী ও পাটলিপুত্রে যাইত। তক্ষশিলার তীক্ষ্ণধী ছাত্ররা কখন কখন বারাণসীতে গিয়া শিক্ষকতাও করিত। যখন শিক্ষকেরা ছাত্র পড়াইতেন বা কাহারও সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, তখন তাঁহাদের হাতে বেশ সুন্দর-ভাবে বাঁধান বই থাকিত। বর্ষ, উপবর্ষ ও পাণিনি প্রথমে তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁহারা তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রে গমন করেন। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় এ কথা লেখা আছে। এই সমস্ত বিদ্যাপীঠে নিশ্চয়ই পুথিশালা ছিল। গান্ধারের তক্ষশিলায় লেখা একখানা পুথি সম্প্রতি খোটানের নিকটে গোসিঙ্ (Gosing) নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য-এশিয়ায় কুষাণযুগের গোড়ার দিকের কয়েকখানি বৌদ্ধ নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি তিনটী বিদ্যাপীঠের কোন একটীতে লেখা হইয়াছিল। আরও আগেকার ভারতীয় পুথি মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধমঠে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১২ বৎসর পূর্ব্বে Dr. Stein মধ্য-এশিয়া হইতে অনেকগুলি অতিপ্রাচীন বৌদ্ধ পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন।

চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতে আসিতেন। সর্ব্বপ্রথম ফা-হিয়েন (Fa-Hian) চীনের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী চ'ঙ্-অন্ (Ch'ang-an) হইতে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করেন এবং ছয় বৎসর পরে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বৌদ্ধদের ৩০টী পবিত্র স্থান দর্শন করেন। তিনি এক সঙ্গে ২।৩ বৎসর পাটলিপুত্র ও তাম্রলিপ্তির বিদ্যা-পীঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখান হইতে তিনি সিংহলে গমন করেন। তথা হইতে চীনে ফিরিয়া যান। বৌদ্ধদের বিবিধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ এই সকল স্থান হইতে সংগ্রহ ও নকল করেন। যে সমস্ত মঠে তিনি গিয়াছিলেন, সেগুলি খুব বড় ছিল—মঠগুলিতে ৬০০।৭০০ ভিক্ষু থাকিত। পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধদের বিনয়পিটক লিখিয়া লন। তিনি সেখানে মহাসঙ্ঘিকবাদীদের নিয়ম, সর্ব্বাস্তিবাদীদের ৬০০০।৭০০০ গাথা, সংযুক্তাভিধর্ম্মহৃদয়সূত্র, পরিনির্ব্বাণবৈপুল্যসূত্রের একটী অধ্যায় (৫০০ গাথা), মহাসঙ্ঘিক অভিধর্ম্ম এবং ২৫০০ গাথায় সম্পূর্ণ একটী সূত্র তিনি দেখিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীনতম পুথিশালার নিদর্শন ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।

ফাহিয়ানের ২০০ বৎসর পরে চীনপরিব্রাজক যুয়ন-চোয়ঙ (Yuan-Chwang) ভারতবর্ষে

আগমন করেন। তিনি ষোল বৎসর (৬২৯—৬৪৫) ধরিয়া মধ্য-এশিয়া ও উত্তর-ভারত ভ্রমণ করেন। সি-য়ু-চি (Hsi-yu-chi) নামক পশ্চিমদেশবিবরণ গ্রন্থে বৌদ্ধদের বিদ্যা ও আচার বিশেষ করিয়া বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষে কান্যকুব্জরাজ হর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ভারতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করেন। মহাযানবিদ্যাকেন্দ্র নালন্দায় তিনি শীলভদ্রের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন; এইখানে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি একটী প্রাচীন সঙ্ঘারাম দর্শন করেন। এখানে অনেক মঠ ও মন্দির ছিল। ১৮ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা সেখানে থাকিত। হিরণ্যপর্ব্বতে গঙ্গাতীরে তিনি একটী নগর দর্শন করেন। এখানে ১০টী সঙ্ঘারাম ও ৪০০০ হীনযান সম্মিতিয়বাদী দর্শন করেন। তাম্রলিপ্তিতে ১০টী মঠে ১০০ জন ভিক্ষু দেখেন। এইরূপে নালন্দা প্রভৃতি বহু স্থানে মঠাদি অবলোকন করেন। য়ুয়ন-চোয়ঙ্ চীনা শাস্ত্রের বড় বড় বাণ্ডিল পুথি লইয়া যান। ভারতে কত বড় বড় পুথিশালা ছিল, তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা হইতে বেশ বোঝা যায় তিনি মহাযান-সূত্রের ২২৪ খানি, মহাযান-শাস্ত্র ১৯২ খানি স্থবিরবাদীদের গ্রন্থের ১৪ খানি, মহাসঙ্ঘিকবাদীদের ১৫, সম্মিতীয়-বাদীদের ১৫, মহীশাসকবাদীদের ২২, কাশ্যকীয় গ্রন্থ ১৭, ধর্ম্মগুপ্তীয় গ্রন্থ ৪২, সর্বাস্তিবাদীদের ৬৭, হেতুবিদ্যা ৩৬, শব্দবিদ্যা ১৩ খানি অর্থাৎ ৬৫৭ খানি গ্রন্থের ৫২০টী বাণ্ডিল পুথি চীনদেশে লইয়া যান। তাকাকুসু (Takakusu) প্রদত্ত তালিকা হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায়।

৭ম শতকের শেষে চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ্ (I-tsing) নালন্দা বিদ্যাপীঠে ১০বৎসর (৬৭৫—৬৮৫) বিদ্যাগ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন, একমাত্র মঠেই ৩০০০ ভিক্ষু থাকিত। নালন্দাতে ৮টী হল ছিল, তাতে ৩০০টী ঘর ছিল। এখানে কখন্ কেমন করিয়া অধ্যয়নাদি হইত, তাহার একটী মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।

এখন দেখা গেল যে, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম শতকে বৌদ্ধ মঠগুলিতে নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আবার আর এক দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্তদের হিন্দুবংশের রাজত্বকাল ৩২০ খৃষ্টাব্দ। সমগ্র উত্তর-ভারতে ইহাদের আধিপত্য ছিল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে হূনদের আক্রমণে এই রাজত্বের ধ্বংস হইয়াছিল বটে, কিন্তু হিন্দুসম্রাট্ হর্ষ গুপ্তরাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই গুপ্তদের রাজ্যকালে দেশের চারি দিকে হিন্দুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। হেমাদ্রি প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা হুকুম জাহির করিলেন যে, মন্দিরে পুস্তকদানে মহাপুণ্য। অমনি দলে দলে লোকে পুথি দিয়া মন্দির পূর্ণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরগুলি এইরূপে এক একটী পুথিশালা হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে পুথিদানের নজিরও বিরল নয়। ৫৬৮ সালের বলভী-লিপিতে এইরূপ দানের উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে মন্দিরগুলি গ্রন্থভাণ্ডার হইয়া উঠিল। ৬৫০ খৃঃ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুথি-সংগ্রহ একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর এই সময় ভারত বহু রাজ্যে বিভক্তও হইয়াছিল।

পুরাতন পুথিশালা প্রথমে দুই রকমের ছিল—কতকগুলি মঠের সংলগ্ন, কতকগুলি

মন্দিরের সংলগ্ন। তার পর যখন রাজাদের অনুগ্রহে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য খুব বাড়িয়া উঠিল, তখন সম্ভ্রান্ত লোকেরাও নিজেদের বাড়ীতে ভাল ভাল পুথির সংগ্রহ রাখিতে লাগিলেন। নালন্দাবিদ্যাপীঠে অনেকগুলি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ পুথিশালা ছিল। ৪র্থ শতকে নালন্দা একটী ছোট গ্রাম মাত্র। কিন্তু এই সময়ে সিংহলরাজ মঘবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালে (৩৩০—৩৭৫) আম্রবনে প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মাণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ৭ম শতকে য়ুয়ন-চোয়ঙ্ যখন ভারতে আসেন, তখন ইঁহার খুব নাম। চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, পদ্মসংস্থ ও বীরদেব এই নালন্দায় অধ্যয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। দিঙ্নাগ নালন্দায় অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন। এখানে 'রত্নোদধি'তে পুথি সংরক্ষিত থাকিত। রত্নোদধি হীনযান ও মহাযানদের ৯ তলা মন্দির। ১৯১৫-১৬ সালের Arch. Reportএ উল্লেখ আছে যে, খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে যে, ঘরগুলি ১২ ফুট × ৮ ফুট। এই বিরাট্ পুথিশালাটী কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া গেল, তাহা জানা যায় না। তিব্বতে একটী প্রবাদ আছে যে, তৈর্থিক ভিক্ষুরা রত্নোদধি পুড়াইয়া ফেলে। যাহা হউক, ৯ম শতকে নালন্দা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু এটা ঠিক যে, তখন ইহা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল না। এই সময় পাল-রাজাদের চেষ্টায় দুইটী বিরাট্ বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়—একটী বিহারে ওদন্তপুরীতে, আর একটী গঙ্গার উত্তর-তীরে বিক্রমশিলায়। ওদন্তপুরীরাজ গোপাল বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন; পালবংশের ২য় রাজা ধর্ম্মপাল (৮০০ খৃঃ) বিক্রমশিলার বিদ্যাপীঠ ও গ্রন্থাগার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহা তান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ন্যায় ও ব্যাকরণও এখানে পড়া হইত। বিক্রমশিলায় সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী-ভাষায় তর্জ্জমা করা হয়। তিব্বতী পণ্ডিতরাও এখানে অধ্যয়ন করিতেন। তিব্বতের সাহিত্য এক বিরাট্ ব্যাপার। নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার পুথিশালা হইতেই তিব্বতীয় বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি। ওদন্তপুরীর পুথিশালা বিহারের মন্দিরেই অবস্থিত এবং নালন্দার পুথিশালার চেয়ে বড়। এই চমৎকার পুথিশালাটী ১২০২ সালে বখতিয়ার খলজীর এক সেনাপতি পুড়াইয়া দেন। তখন বিভিন্ন বিহারের অধিকাংশ ভিক্ষু নেপালে ও তিব্বতে পলাইয়া যায়।

প্রাচীন কালের পুথি বা পুথিশালা সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। ১০ম ও ১১শ শতকে চীনে একটী খুব বড় বৌদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। এখানে ভারতীয় ভিক্ষুরা গিয়া চীনাভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ তর্জ্জমা করিত। উত্তবাসী ধনপাল এইরূপ একজন ভিক্ষু। তিনি ৯৮০ সালে চীনে যান। ধর্ম্মদেব নামক আর একজন ভারতবাসী তাঁহাকে সাহায্য করেন। ৯৯৫ সালে কলসন্তি, ৯৯৭ সালে রাহুল, ১০০৪ সালে শ্রমণ শীলভদ্র, ১০১৬ সালে ধর্ম্মেন্দ্র চীন-রাজসভায় গিয়া গ্রন্থানুবাদ করেন।

পুথিশালার ইতিহাসে জৈনদেরও কীর্ত্তি বড় কম নয়। রাজপুতানা, গুজরাট, পাটন, জসল্মীর, সুরাট্, কাম্বে, থরড্, ভটনের ও আমেদাবাদের উপাশ্রয়ে উৎকৃষ্ট পুথিশালা

তাঁহাদের ছিল। এই সমস্ত পুথির সংগ্রহ মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। উপাশ্রয়গুলি বিহারের মত। ইঁহারা পুথিশালাকে ভারতীভাণ্ডার বা শুধু ভাণ্ডার বলেন। কোন কোন ভাণ্ডারে ১০,০০০এর বেশী পুথি আছে। গায়কোয়াড়ের রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী পাটনের ভাণ্ডার ১১।১২ শতকে খুব বিখ্যাত ছিল। উপাশ্রয়ে যতিরা বাস করেন। উপাশ্রয় যত পুরাতন, তাহার পুথিশালা তত মূল্যবান্ ও উপাদেয়। পাটনে ১২র বেশী উপাশ্রয় আছে। এটী চালুক্যদের সময়ে নির্ম্মিত। ইহার পুথির সংখ্যাও খুব বেশী। পাটন ভাণ্ডার অন্যান্য ভাণ্ডার অপেক্ষা বড়। কর্ণেল টড্ (Col. Tod) হেমাচার্য্যের ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। লোকে ইহাকে পাটনভাণ্ডার বলে। এই সমস্ত ভাণ্ডার নগরশেঠ ও পঞ্চের কর্ত্তৃত্বে রক্ষিত। এগুলির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অতীতের গৌরবময় অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে।

থরডের ভাণ্ডারগুলিতে জৈনসম্প্রদায়ের ইতিহাসগ্রন্থ ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। জসল্মীরে পরেশনাথ মন্দিরের অধীনে পাটনে একটী সুন্দর ভাণ্ডার আছে। ধারার ভোজরাজের প্রাসাদে ১১শ শতকে একটী বৃহৎ পুথিশালা ছিল। সাহিত্যে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন পুথিশালার কথা উল্লিখিত নাই। সিদ্ধারিয় মালববিজয়ের পর পুথিশালাটী অনিলবাড়ে লইয়া যান এবং চালুক্য-রাজকীয় পুথিশালার সঙ্গে মিশাইয়া দেন। এই পুথিশালাটী খুব প্রসিদ্ধ। চালুক্যরাজ বিশালদেবেরও (১২১২—১২৬২) ভারতী-ভাণ্ডার নামে একটী সুন্দর পুথিশালা ছিল।

আজও ভারতের নানা স্থানে রাজকীয় পুথিশালা আছে। রাজস্থান, আলোয়ার, জয়পুর, যোধপুর, বিকানের, জম্মু, মহীশূর, তাঞ্জোর, নেপাল প্রভৃতি গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যোধপুর দরবার লাইব্রেরীতে ১৮০০ সংস্কৃত পুথি আছে; ছাপা বই, হিন্দী ও মারয়াড়ী পুথিও যথেষ্ট। দুষ্প্রাপ্য পুরাণ, তন্ত্র ও মাহাত্ম্যগ্রন্থের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। জসলমীর গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য পুথি, কাব্য, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা বড় কম নয়। দুষ্প্রাপ্য জৈনগ্রন্থও আছে। তালপাতায় লেখা ১২, ১৩ ও ১৪শ শতকে দুষ্প্রাপ্য হিন্দুশাস্ত্রের পুথি ৫০ খানির উপর আছে। বিকানের লাইব্রেরীতে ১৪০০ পুথি আছে। ভট্নেরে সংস্থিত গ্রন্থাগারে প্রায় ৮০০ পুথি আছে। কাশ্মীরের রাজারা পুরাণো পুথির বড়ই তারিফ করিতেন; অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া পুথিও সংগ্রহ করিতেন। নেপালের দরবার লাইব্রেরী এই সমস্ত লাইব্রেরীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—ইহাতে প্রায় ৫০০ তালপাতার পুথি আছে। তাঞ্জোর লাইব্রেরী ষোড়শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত—এটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। অনেক দামী পুথি আছে।

মুসলমানরাও তাঁহাদের পুথিশালা নির্ম্মাণ করিতেন। সুলতান জলালুদ্দীন খল্জী রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুলতান অলাউদ্দীনের রাজত্বকালে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার একটী পুথিশালা ছিল। ১৫শ শতকে বহমনি রাজ্যের মন্ত্রীর

একটী পুথিশালা ছিল। এটী বিদর শিক্ষা-কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত ছিল। ৩০০০ পুথিও ইহাতে ছিল। বহমনি রাজাদের অহমদ নগরে আর একটী পুথিশালা ছিল। কবি ফেরিস্তা ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অদিল শাহনী রাজাদের বিজাপুরে পুথিশালা ছিল। বাবরের রাজত্বকালে অফগন গাজি খাঁর একটী পুস্তকাগার ছিল। হুমায়ুন ও কামরান যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহাদের এই গ্রন্থাগার থেকে বই পাঠান হইত। হুমায়ুন দ্বিতীয় বার বাদশাহ হইবার পর তাঁহার প্রমোদভবন শেরমণ্ডলকে পুথিশালায় পরিণত করিয়াছিলেন। অকবরের একটী বড় পুথিশালা ছিল। ইহাতে পুথিগুলি বিষয় অনুসারে সাজান থাকিত।

বঙ্গদেশের কোন কোন মঠে মূল্যবান্ প্রাচীন পুথি সংরক্ষিত আছে। রাজসাহী, মৈমনসিংহ, পাবনা, ত্রীরহুত ও ওড়িষার বহু মঠে এইরূপ সংগ্রহ আছে।

আজ বাঙ্গালা দেশে গ্রন্থাগারের ছড়াছড়ি। এগুলি ইয়ুরোপের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এক দিনে গড়িয়া ওঠে নাই। এখন কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গ্রন্থাগার, স্যর রাধাকান্ত দেবের, বাবু রামকমল সেনের, রাজা পীতাম্বর মিত্রের, সুবলদাস মল্লিক প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট লোকেরই গ্রন্থাগার ছিল। মফস্বলে ঢাকা, নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী ও ২৪ পরগণার কোথাও কোথাও পুথির সংগ্রহ খুব ছিল। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুরেও পুথি পাওয়া যাইত। ঢাকায় পণ্ডিতদের নিকটই পুথির সংগ্রহ থাকিত। নদীয়ায় কৃষ্ণনগরের রাজার তন্ত্রের পুথি সকলের চেয়ে বেশী ছিল। বর্দ্ধমানে টোল বড় একটা ছিল না, তবে মানকরের হিতলাল মিশ্রের বেদান্তসংগ্রহ ও অন্যান্য পুথি মন্দ ছিল না। হুগলীতে শ্রীরামপুর কলেজে অল্প হইলেও দামী পুথি ছিল, সেগুলি Dr. Careyর সংগ্রহ; কয়েকটী টোলেও কিছু কিছু সংস্কৃত পুথি ছিল। ২৪ পরগণার কয়েকজন জমীদারের তন্ত্র ও পুরাণ-সংগ্রহ ছিল। হরিনাভি ও ভাটপাড়ায় পুথির সংগ্রহও বড় মন্দ ছিল না।

প্রাচীন পুথি ও পুথিশালা সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন হিসাবে এই কয়টী কথা বলিলাম। প্রাচীন পুথির আলোচনার সঙ্গে অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। পুথি কিসে লেখা হইত, কি দিয়া লেখা হইত, কি কালি দিয়া লেখা হইত ইত্যাদি। যত পুথি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশ পুথিই দেশী কাগজে লেখা, কাগজে লিখিবার পর শাঁক বা ঝিনুক দিয়া ঘসিয়া মাজা। কতকগুলি পুথি সাদা কাশ্মীরি কাগজে লেখা। তালপাতা ও তেরেটপাতায় লেখা পুথিও কিছু কিছু পাওয়া যায়। দেশী কাগজগুলা এবড়ো-থেবড়ো —অমসৃণ। অনায়াসে জলদ লিখিবার সুবিধার জন্য কাগজে কিছু মাখাইয়া সমান করিয়া লওয়া হয়। তেঁতুলবীচির কাই পুরু করিয়া লাগাইলে কাগজ বেশ চক্‌চকে হয়। সাধারণতঃ কাগজে চালের মাড় লাগাইয়া এই কার্য্য করা হয়। তবে তাহাতে এক ভয় আছে; সহজে ঠাণ্ডা ও পোকা লাগিয়া যায়। এই সমস্ত কাগজে খুব পোকা ধরে। শঙ্খবিষ (white arsenic) মাখাইলে কিন্তু শীঘ্র পোকা লাগিবার ভয় থাকে না। ৬০.৭০

বছর আগে বিলাতী কাগজের চাক্‌চিক্যে ভুলিয়াও তাহাতে পুথি লেখা হইয়াছে। John letter paperএও পুথি লেখা হইয়াছে। বাজারে এক রকম হল্‌দে তুলট কাগজ পাওয়া যায়, এগুলিও তেঁতুল দিয়া রঙ করা বটে, কিন্তু ইহাতে পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

কাগজে লেখা পুথি আমাদের দেশের আবহাওয়ার গুণে পাঁচ ছয় শত বৎসরের বেশী টেঁকে না। সাহিত্য-পরিষদে ৬০০ বছরের পুরাণো পুথি আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কাশীধামে বাবু হরিশ্চন্দ্রের কাছে ১৩৬৭ সংবতের (১৩১০ ঈশাব্দের) লেখা ভাগবতের পুথি দেখিয়াছিলেন। এর চেয়ে পুরাণো পুথি তিনি কোথাও দেখেন নাই। আর কাগজে লেখা পুথি ভারতে আজ পর্য্যন্ত যত পাওয়া গিয়াছে, ১৩১০ ঈশাব্দের পুথিই প্রাচীনতম।*

পুথি লিখিবার পদ্ধতির একটা প্রাচীন সন্ধান ধারার রাজা ভোজের আমলে লেখা 'প্রশস্তিপ্রকাশিকা'য় পাওয়া যায়। চিঠি লিখিবার প্রণালী বর্ণনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কাগজ কেমন করিয়া মুড়িতে হয়, বাম দিকে কতখানি জায়গা ফাঁক রাখিতে হয়, বাম দিকের নীচের কোণে কতখানি কাটিতে হয়, সাম্‌নেটা সোনার পাত দিয়া কেমন করিয়া সাজাইতে হয়, পত্রের পিছন দিকে কেমন করিয়া অনেকগুলি শ্রী লিখিতে হয়—এই রকম কথা ইহাতে আছে। ব্যাসসংহিতা অন্ততঃ দুই হাজার বছরের পুরাণো শাস্ত্র। ইহাতে লেখা আছে, দলিলের প্রথম খসড়া একটী কাঠের ফলকের উপরে লেখা হইবে, সুবিধা না হইলে মাটির উপর লেখা হইবে, তারপর ভুলভ্রান্তি শুধরাইয়া লিখিতব্য যাহা, তাহা পত্রস্থ করা হয়। কাত্যায়ন স্মৃতিতে ইহার অনুবাদ আছে। কাত্যায়ন বলিতেছেন,—

"পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্‌বিবাকোঽভিলেখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রং বিশোধয়েৎ॥"

এখানে পত্র মানে পাতা নয়। গাছের পাতা ২।৫ খানা নষ্ট হইলে কিছু আসিয়া যায় না। কাগজ দামী বলিয়া প্রথমে মাটিতে লিখিয়া ঠিক করিয়া, কাগজে শেষে লেখা হইত। ঈশাব্দ ১১শ শতকের পূর্ব্বে ভারতে কাগজ ব্যবহারের নজির পাওয়া যায় না। ব্যাসসংহিতা প্রভৃতির বচন প্রক্ষিপ্ত না হইলে কাগজের অস্তিত্ব বহু পূর্ব্বেই স্বীকার করিতে হয়। চীনেরা অতি প্রাচীন কাল থেকে কাগজ তৈরী করিত। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে তিব্বতে কাগজে বই ছাপা হইত। তিব্বতী ও কাশ্মীরীরা চীন থেকে কাগজ লইত। হিন্দুদের তিব্বতী বা কাশ্মীরীদের কাছ থেকে কাগজ লওয়া অসম্ভবও নয়। ভূর্জপত্রে অতি প্রাচীন কালে লেখা হইত। কিন্তু তাহাতে পুথি লেখা হইত না; ভূর্জপত্র সহজে নষ্ট হইয়া যায়—ইহাতে কবচাদি লিখিয়া ধারণ করা হইত।

তালপাতার চেয়ে তেরেট বেশী টেঁকসই। তালপাতে পুথি লিখিতে হইলে সেগুলি প্রথমে শুকাইয়া লওয়া হয়, তার পর সিদ্ধ করা হয় অথবা কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখা হয়।

---

* "Notices", X, p. III (Report)

পরে আবার শুকাইয়া লইয়া পুথির আকারে ভাল করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। অতঃপর তেলা পাথর বা শাঁক দিয়া মাজিয়া লইয়া পুথির কার্য্যে ব্যবহার করা হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় যত পুথি পাওয়া গিয়াছে, সবই কবিতাচ্ছন্দে লেখা। বাঙ্গালা পুথি সবই সুর করিয়া পড়া হইত। অনেকগুলি যে গাওয়া হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রচয়িতার নিজের লেখা পুথি কোথাও আছে কি না, জানি না। যদি থাকে, তাহা একান্তই দুর্লভ; আর সেরূপ পুথি প্রাচীনও নয়। রচয়িতা যত প্রাচীন হইবেন, তাঁর নিজের লেখা পুথি ততই দুর্লভ হইবে। আমরা যে সমস্ত পুথি পাইয়াছি, সেগুলি রচয়িতার লিখিত পুথির প্রতিলিপি তো নয়ই—সেগুলি অনুলিপি, অধিকাংশ স্থলে অনুলিপির অনুলিপি, অনেক সময় তাহার অনুলিপি। আর যাঁরা এই সমস্ত পুথি নকল করিয়াছেন, তাঁরা অনেক সময় বিচক্ষণ তো ননই—সাবধানও নন। কখনও কখনও পুথির সমাপ্তিতে Colophonএ দেখিতে পাওয়া যায়—"যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং লেখকে দোষো নাস্তি।" এরূপ লেখক বা নকলকারী শব্দাদি বুঝিতে না পারিলে ভুলিয়াও বুদ্ধি খরচ করিতে নারাজ। ইঁহাদেরই হাতে পড়িয়া প্রভু 'ভুসি সে কাবল প্রভু ভুসি সে কাবল' হইয়া দাঁড়ান। ইঁহাদের হাতে শ্রীচৈতন্যও পার পান নাই। ইঁহারা তাঁহাকেও বলাইয়াছেন,—"প্রভু কহে ডোমের অন্ন যেই জন খায়।......কৃষ্ণভক্তি হয়॥" অনেক সময় গায়নরা অপরের লিখিত গান লিখিয়া বা লিখাইয়া লইয়া থাকেন। যখন তাঁহারা নিজে লেখেন, তখন তাঁহাদের রস, ভাব ও ছন্দের দিকেই ঝোঁক থাকে, বানানের দিকে নজর থাকে না। আবার এক জেলার গায়ন যখন অপর জেলার রচকের গান নকল করেন, তখন তিনি নিজের বাক্‌ছন্দের অনুযায়ী করিয়া নকল করিয়া থাকেন। ইহাতে মূল গানের সহিত নকলের তফাৎ হইয়া পড়ে। কখনও কখনও একজন গায়ন অপর একজনের কাছে গান শিখিতেন, গান লিখিয়া লইতেন, পরে নিজে গায়ন হইতেন। ইঁহারা নিজেও গীত রচনা করিতে পারিতেন। আবশ্যকমত অন্যের গানের মধ্যে নিজেদের রচিত গানও বসাইয়া দিতেন। কেহ বা এরূপ করিয়া গুরুর নামে নিজেকেও তরাইতেন। এইরূপ নানা কারণে প্রাচীন পুথি বহু স্থানে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই প্রাচীন পুথি সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হইয়া পরিশ্রম করিতে হয়। একখানি পুথি পাইলে প্রথমেই প্রাপ্তিস্থান স্থির করিয়া, দেশ-কাল-বিষয় নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। পুথিকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

(১) রচকের নিজের লেখা পুথি।

(২) লিপিকরের লেখা পুথি।

(৩) লিপিকরের লেখা পুথি; কিন্তু পুথির নামে, বিষয়ে, ভণিতায় অনুরূপ দুই, তিন বা অধিক পুথি পাওয়া গিয়াছে।

(৪) অজ্ঞাত লেখকের পুথি।*

---

* পুথিবিচার সম্বন্ধে উপরিলিখিত মন্তব্যগুলির জন্য আমি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট ঋণী।

প্রাচীন পুথির বানান

এই চারি শ্রেণীর পুথির আলোচনার পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন পুথির কিরূপ বানান হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করিব।

প্রাচীন পুথির বানান সম্বন্ধে দুই রকমের মত প্রচলিত। কেহ উহাকে লিপিকরগণের অজ্ঞতার ফল বলিয়া উল্লেখ করেন; আবার কেহ বা উহাতে সেই সেই সময়ের শিক্ষা ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া, ঐ বানানকে অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক। পুথি মুদ্রণের সময় ঐরূপ বানান আমূল সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই প্রথম পক্ষের মত; দ্বিতীয় পক্ষ সংশোধনের একান্ত বিরোধী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিপিকরগণ-কর্ত্তৃক লিখিত অসংখ্য পুথির বানান সম্বন্ধে এইরূপ কোনও একটী সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা কতদূর সমীচীন, তাহা বিবেচনার বিষয়। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে যেমন সুপ্রাচীন, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন, এই তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়, সেই রকম লিপিকরগণের মধ্যেও তিনটি শ্রেণী সুস্পষ্ট—শিক্ষিত, কিঞ্চিৎশিক্ষিত ও মূর্খ। বলা বাহুল্য, শিক্ষিত শ্রেণীর লিপিকরের বানানও আজকালকার বানানের ন্যায় একেবারে বিশুদ্ধ নহে; তবে তাহার মধ্যে বানানের একটা সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা আছে, অক্ষরের স্পষ্টতা বা সুস্পষ্টতা আছে। কিঞ্চিৎশিক্ষিতের বানানে সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র না থাকিলেও একেবারে যে নাই, তাহা নহে; কোথাও আছে, কোথাও নাই; অক্ষর সুখপাঠ্য না হইলেও অপাঠ্য নহে। কিন্তু মূর্খ লিপিকরের অক্ষর অপাঠ্য এবং বানান বিভীষিকা উৎপাদন করে। ইহা যাঁহারা পুথি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। পূর্ব্বকথিত ত্রিবিধ কালে লিখিত এবং ত্রিবিধ বানানযুক্ত সকল পুথির বানান সম্বন্ধেই যদি আমূল শোধন অথবা যথাযথ রক্ষণ, ইহার যে কোন একটিমাত্র প্রণালী অবলম্বন করা যায়, তবে তাহা কখনই সঙ্গত হইবে না। কারণ, প্রাচীন বাঙ্গালার বানানে কোনও নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল না, ইহা যেমন ঠিক নহে, তেমনই ইহার বানান সংস্কৃতানুসারী ছিল, ইহাও সত্য নহে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একই লিপিকর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত দুইখানি পুথি লিখিয়াছে; সংস্কৃত পুথিতে একটিও বর্ণাশুদ্ধি নাই; অথচ বাঙ্গালা পুথির বানান সংস্কৃতানুসারী নহে।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, কি প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, তাহার বিচারের স্থল এখানে নহে। কিন্তু যে কয়খানি সুপ্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাকৃতের প্রভাব সমধিক বিদ্যমান। এমন কি, বৌদ্ধ গান ও দোহার যে যে অংশ বাঙ্গালা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাকে একরূপ প্রাকৃত বলিলেও চলে। অন্য দিকে আবার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্যান্ত বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত-ভাষা বা পরাকৃত ভাষা নামে অভিহিত হইত। হিন্দী প্রভৃতি অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার প্রাচীন গ্রন্থও সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতেরই সমধিক নিকটবর্ত্তী। এই সকল কারণে সমস্ত পুথিরই বানান আমূল সংশোধন করা যেমন কর্ত্তব্য

নহে, তেমনি মূর্খ লিপিকরের লিখিত অর্ব্বাচীন বা প্রাচীন পুথির বানানও যথাযথ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে।

পুথির বানান কিরূপ রাখিতে হইবে, সে বিষয়ে পুথির দেশ, কাল ও লেখকের বিচার আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সুপ্রাচান পুথির বানান (যেমন বৌদ্ধগান ও দোহা এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন) যথাযথ রাখিয়া মুদ্রণ করা উচিত—তাহাতে কোনওরূপ সংশোধন বাঞ্ছনীয় নহে। প্রাচীন পুথির (১৫০ বৎসরের উর্দ্ধ এবং ৪০০ বৎসরের নিম্ন) বানান, লিপিকরের বিচার করিয়া, লিপিকর মূর্খ হইলে সম্পূর্ণ শোধন, কিঞ্চিৎশিক্ষিত হইলে সংস্কৃতপ্রধান অংশের শোধন এবং শিক্ষিত হইলে যথাযথ মুদ্রণ করা কর্ত্তব্য। অর্ব্বাচীন পুথির বানান সংশোধন করিয়া মুদ্রণে কোনও আপত্তি নাই।

আমরা পূর্ব্বে চারি শ্রেণীর পুথির* কথা বলিলাম। তন্মধ্যে যে কোন পুথি সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে সম্পাদকের কর্ত্তব্য হইবে, বার বার পুথিখানি পাঠ করা। পুনঃ পুনঃ পুথি পাঠ করিতে করিতে রচয়িতার রচনার সুর ধরিতে পারা যাইবে। সম্পাদককে রচয়িতার সময়ের ও দেশের ভাষা জানিতে হইবে। যে বিষয়ের পুথি, সেই বিষয়ে সম্পাদকের বিশিষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। শুধু তাহাই নয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাঁহাকে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। পুথির ঐতিহাসিক প্রমাণ কিরূপে পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সুচতুর হইবেন।

একই শব্দের অনেক রকম বানান দেখিলে পুথির লেখককে আহাম্মক মনে করিতে হইবে না। তবে সর্ব্বনাম ও ক্রিয়ার বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেখিলে পুথিখানিকে অকেজো বুঝিতে হইবে। কেন না, লেখক যে দেশেরই হউন না কেন, তিনি কখন রকম রকম বিভক্তি লিখিতে পারেন না। বিভক্তির পার্থক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে, রচক ও লিপিকর এক দেশবাসী নন। তাহা যদি না হয়, লিপিকর অসাবধান। যদি একই পুথিতে একই শব্দের বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে লিপিকর যে মূর্খ, তাহা ধরিয়া লইতে পারা যায়।

রচকের লেখার অনুলিপি যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, অনেক সময় কবির কবিত্ব বজায় থাকে বটে, কিন্তু ভাষা কতক বদলাইয়া যায়, কতক ঠিকই থাকে। ভাষায় মিশ্রণও হইয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ৫ খানি বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ডে দুই সংখ্যায় মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের সংগৃহীত ৬০০ পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় তাঁহার 'রতন-লাইব্রেরী'তে সংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে ২০১ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত পরিষদের

* এখানেও আমি শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছি।

পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এবং তিনি পরিষদের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালার সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের উভয়ের লিখিত পুথিগুলির বিবরণ এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যায় ১০০ ও দ্বিতীয় সংখ্যায় ১০০, মোট ২০০ পুথির বিবরণ। উক্ত পাঁচ সংখ্যা পুথির বিবরণে ১০০১ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইল। মুন্সী আবদুল করিম সাহেবের নিকট এখন কতগুলি পুথি রহিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকটও দুই সহস্রের উপর পুথি রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এ যাবৎ বহু পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে নানা শ্রেণীর বহু পুথি রহিয়াছে :—

১। এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল।

২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৩। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ।

৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। সংস্কৃত কলেজ।

৬। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি।

৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮। ঢাকা মিউজিয়াম।

৯। মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

১০। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র।

১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন শাখায়, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ প্রভৃতি অনেকেরই নিকট প্রাচীন পুথি রহিয়াছে। এই সকল পুথি-সংগ্রহ হইতে বাঙ্গালা পুথি বাছিয়া পণ্ডিত আউফ্রেক্ট (Aufrecht) সাহেবের সংস্কৃত পুথির তালিকা Catalogus Catalogorum এর ন্যায় একখানি বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যকোষ প্রকাশ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলে শোভনীয় হয়। কয়েকটি অনুরাগী সদস্য ও হিতৈষী এই কার্য্য করিবার সঙ্কল্প বহু পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু নানারূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় সে বিষয়ে কোন কার্য্য হয় নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যালোচনার জন্য পথ সুপরিষ্কৃত হইবে—শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকার হইবে।

একটি দুঃখের কথা না জানাইয়া বক্তব্য শেষ করিতে পারিতেছি না। আজকাল কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর মাতৃভাষার সাহিত্যের পরীক্ষা ও পঠন পাঠনের সুব্যবস্থা

হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এই শ্রেণীর ছাত্রসম্প্রদায়ের এই বিষয়ে যে বিশেষ আগ্রহ আছে, তা। বলিতে পারা যায় না। আমাদের বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বসমেত ২৫ জন ছাত্র প্রাচীন পুথির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ। এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে যে কয়জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিলে নব্য সাহিত্যিকগণ অথবা শিক্ষার্থিগণ যে বিশেষ লাভবান্ হইবেন, তাহা বোধ হয় না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় এবং অনেকেই বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার পুথির বিবরণ *

প্রথম খণ্ড

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ	
১।	ডাকচরিত্র—		১০৯০ সাল			
২।	রামায়ণ	আদিকাণ্ড		কৃত্তিবাস	অসম্পূর্ণ	
৩।	"	"	১১৯১	"	সম্পূর্ণ	
৪-৮।	"	"	...	"	খণ্ডিত	
৯।	"	"	১২০৮	"	"	
১০-১২।	"	"	...	"	"	
১৩।	"	"	১২০২	"	সম্পূর্ণ	
১৪।	"	"	১২৩৮	"	"	
১৫।	"	"	১২৪০	"	খণ্ডিত	
১৬।	"	"	১২৪৪	"	"	
১৭।	"	"	১২৪৬	"	সম্পূর্ণ	
১৮।	"	"	...	"	অসম্পূর্ণ।	হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ।
১৯।	"	"	১২৪০	"	সম্পূর্ণ	গঙ্গার জন্মকথা।
২০।	"	"	১২৬৭	"	"	গঙ্গার মাহাত্ম্য।
২১।	"	"	...	"	খণ্ডিত	
২২।	"	"	...	"	"	যযাতির পালা—সুপ্রাচীন।
২৩।	"	অযোধ্যাকাণ্ড	১২০৫	"	সম্পূর্ণ	

* এই বিবরণ সংগ্রহে আমি পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
২৪।	রামায়ণ	অযোধ্যাকাণ্ড	...	কৃত্তিবাস	খণ্ডিত
২৫।	"	"	...	"	সম্পূর্ণ
২৬।	"	"	১১৮৮	"	খণ্ডিত
২৭।	"	"	...	"	সম্পূর্ণ
২৮।	"	"	...	"	খণ্ডিত
২৯।	"	"	১২১২	"	সম্পূর্ণ
৩০।	"	"	১২৩৫	"	"
৩১।	"	"	১২৩৮	"	"
৩২।	"	"	১২৩৮	"	"
৩৩।	"	"	১২৪৯	"	"
৩৪।	"	"	...	"	খণ্ডিত প্রাচীন।
৩৫।	"	"	...	"	" (স্থানে স্থানে রামদাস, ভক্তদাস বা ভক্তদাস দত্তের এবং অনন্ত আচার্য্যের ভণিতা আছে।
৩৬।	"	"	..	"	"
৩৭।	"	অরণ্যকাণ্ড	...	"	সম্পূর্ণ
৩৮।	"	"	১২৪০	"	"
৩৯।	"	"	১২৩৮	"	"
৪০।	"	"	১২৩৬	"	"
৪১।	"	"	১২৪২	"	খণ্ডিত
৪২।	"	"	১২৪৪	"	"
৪৩।	"	"	...	"	সম্পূর্ণ
৪৪।	"	"	...	"	খণ্ডিত
৪৫।	"	"	১২৬৩	"	" গয়ায় পিণ্ডদান পালা (কবিশেখরের ভণিতাযুক্ত এক ত্রিপদী আছে)।
৪৬।	"	"	১২৬৫	"	সম্পূর্ণ গয়ায় পিণ্ডদান পালা।
৪৭।	"	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	১২২৪	"	"
৪৮।	"	"	১২৩৯	"	"
৪৯।	"	"	১২৪৪	"	"

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
৫০।	রামায়ণ	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	...	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ
৫১।	"	"	১২৫৪	"	খণ্ডিত সুপ্রাচীন।
৫২।	"	সুন্দরাকাণ্ড	১৬৩১ শকাব্দা	"	" লিপিকর শাহ মোহাম্মদ।
৫৩।	"	"	১১৪২ সাল	"	"
৫৪।	"	"	১১৭৩	"	সম্পূর্ণ
৫৫।	"	"	১১৭৭	"	অসম্পূর্ণ
৫৬।	"	"	১১৮৫	"	"
৫৭।	"	"	১২৩১	"	সম্পূর্ণ
৫৮।	"	"	১২৪০	"	"
৫৯।	"	"	১২৪৫	"	"
৬০।	"	"	১২৪৭	"	"
৬১।	"	"	১২৫১	"	"
৬২।	"	"	১২৫৫	"	খণ্ডিত
৬৩।	"	"	১২৬২	"	"
৬৪।	"	"	১২৬৭	"	সম্পূর্ণ
৬৫-৬৭।	"	"	...	"	খণ্ডিত
৬৮।	"	"	১২৬৬	"	"
৬৯।	"	"	...	"	"
৭০।	"	লঙ্কাকাণ্ড	১১৭৪	"	সম্পূর্ণ
৭১।	"	"	১১৯৫	"	"
৭২।	"	"	১২১৯	"	খণ্ডিত
৭৩।	"	"	১২৫৯	"	সম্পূর্ণ
৭৪।	"	"	...	"	অসম্পূর্ণ
৭৫।	"	"	...	"	" (একস্থানে অদ্ভুতাচার্য্যের ভণিতা আছে।)
৭৬-৯৩।	"	"	...	"	খণ্ডিত
৯৪।	"	"	...	"	" অঙ্গদ রায়বার।
৯৫।	"	"	১২১৬	"	" "
৯৬।	"	"	১২৫৬	"	সম্পূর্ণ অতিকায়ের যুদ্ধ।
৯৭।	"	"	১২৩৪	"	খণ্ডিত " পালা।
৯৮।	"	"	১২৪১	"	" " "
৯৯।	"	"	১২৩৭	"	সম্পূর্ণ তরণী সেনের যুদ্ধ পালা।
১০০।	"	"	...	"	" তরণীসেন বধ।

দ্বিতীয় সংখ্যা

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ	
১০১।	রামায়ণ	লঙ্কাকাণ্ড	১২৪৬	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ	লক্ষ্মণের শক্তিশেল।
১০২।	"	"	১২৫৭	"	"	(লেখক কনকরাম ধুবী)
১০৩।	"	"	১২৬২	"	"	"
১০৪।	"	"	...	"	খণ্ডিত	হনুমানের ঔষধ আনয়ন।
১০৫।	"	"	১২৪৭	"	সম্পূর্ণ	মহীরাবণের পালা।
১০৬।	"	"	১২৫৮	"	"	"
১০৭।	"	"	...	"	"	"
১০৮।	"	"	...	"	খণ্ডিত	রাম রাবণের যুদ্ধ।
১০৯।	"	"	১২৪০	"	সম্পূর্ণ	সীতার অগ্নিপরীক্ষা।
১১০।	"	"	...	"	খণ্ডিত	সীতার উদ্ধার।
১১১।	"	"	১২৬৭	"	সম্পূর্ণ	সীতার উদ্ধার পালা।
১১২।	"	"	...	"	খণ্ডিত	রামের দেশাগমন হইতে শেষ পর্য্যন্ত।
১১৩।	"	উত্তরাকাণ্ড	১২১৭	"	সম্পূর্ণ	
১১৪।	"	"	১১৯৪	"	"	
১১৫।	"	"	১২৪৯	"	খণ্ডিত	
১১৬।	"	"	...	"	"	
১১৭।	"	"	১২০৫	"	"	(গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির পরিবারের পরিচয় আছে)।
১১৮।	"	"	...	"	অসম্পূর্ণ	
১১৯।	"	"	১২৪৪	"	খণ্ডিত	
১২০।	"	"	১২০০	"	"	
১২১।	"	"	...	"	"	
১২২।	"	"	১২৫৫	"	"	
১২৩-২৪।	"	"	...	"	"	
১২৫।	"	"	...	"	"	শ্রীরামের অশ্বমেধ।
১২৬।	"	"	১২২৬	"	সম্পূর্ণ	লবকুশের যুদ্ধ।
১২৭।	"	"	১২৫৭	"	"	" "
১২৮।	"	"	১২৬৪	"	"	" "

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১২৯।	রামায়ণ	উত্তরাকাণ্ড	১২৪৩	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ (রাম সহ) লবকুশের বাণ যুদ্ধ।
১৩০।	"	"	১২১৪	"	খণ্ডিত লবকুশের পালা।
১৩১।	"	"	...	"	সম্পূর্ণ লবকুশের যুদ্ধ।
১৩২।	"	"	...	"	খণ্ডিত " "
১৩৩।	"	অরণ্যকাণ্ড	১২৩৭	"	সম্পূর্ণ
১৩৪।	"	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	১২৩৭	"	"
১৩৫।	"	সুন্দর	১২৩৭	"	"
১৩৬।	"	লঙ্কা	১২৩৭	"	সম্পূর্ণ
১৩৭।	"	উত্তর	১২৩৭	"	"
১৩৮।	"	কিষ্কিন্ধ্যা	১২৩৬	"	"
১৩৯।	"	সুন্দর	১২৩৬	"	"
১৪০।	"	লঙ্কা	১২৩৬	"	"
১৪১।	"	উত্তর	১২৩৫	"	"
১৪২।	"	অযোধ্যা	...	"	" (এক স্থানে প্রসাদদাসের ভণিতা আছে।)
১৪৩।	"	কিষ্কিন্ধ্যা	...	"	"
১৪৪।	"	সুন্দর	১১৩৫	"	"
১৪৫।	"	লঙ্কা	১২৩৬	"	"
১৪৬।	"	অযোধ্যা	...	"	খণ্ডিত
১৪৭।	"	অরণ্য	১২২৮	"	সম্পূর্ণ (এক স্থানে নিধিরামের ভণিতা আছে।)
১৪৮।	"	কিষ্কিন্ধ্যা	১২৩৮	"	"
১৪৯।	"	সুন্দর	...	"	অসম্পূর্ণ
১৫০।	"	অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা	...	"	অযোধ্যা অসম্পূর্ণ, অন্যগুলি সম্পূর্ণ।
১৫১।	"	অযোধ্যা হইতে উত্তরা	১২০৪ (ত্রিপুরাব্দ)	"	সম্পূর্ণ। একস্থানে ষষ্ঠীবরের ও অন্য স্থানে ভবানীদাসের ভণিতা আছে।
১৫২।	শতস্কন্ধ রাবণ বধ (অদ্ভুত রামায়ণ)		১২৩০	"	"
১৫৩।	শতস্কন্ধ যুদ্ধ (অদ্ভুত রামায়ণ)		১২৫১	"	"
১৫৪।	"	"	...	"	খণ্ডিত

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১৫৫।	শতস্কন্ধ রাবণ বধ	...	কৃত্তিবাস	খণ্ডিত
১৫৬।	শতস্কন্ধের যুদ্ধ	...	"	"
১৫৭।	শতস্কন্ধ রাবণ বধ	...	"	"
১৫৮।	শিবরামের যুদ্ধ	...	"	অসম্পূর্ণ
১৫৯।	রামায়ণ—নরমেধযজ্ঞ	১২৪২	"	সম্পূর্ণ
১৬০।	যোগাদ্যার বন্দনা	১২১৮	"	"
১৬১।	"	১২৩৪	"	"
১৬২।	"	১২৫৩	×	"
১৬৩।	"	...	×	"
১৬৪।	মহাভারত—সভাপর্ব্ব	১১৯২	সঞ্জয়	খণ্ডিত
১৬৫।	" "	×	"	"
১৬৬।	" বনপর্ব্ব	১২২৮	"	সম্পূর্ণ
১৬৭।	" বিরাটপর্ব্ব	১২৬৩	"	"
১৬৮।	" গদাপর্ব্ব	১২৫৩	"	"
১৬৯।	পরাগলী মহাভারত—আদি হইতে অশ্বমেধ,	১৬৩২ শক	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	সম্পূর্ণ
১৭০।	পরাগলি মহাভারত আদি	...	"	অসম্পূর্ণ
১৭১।	" শল্য	১২৫৩	"	সম্পূর্ণ
১৭২।	" ১৮ পর্ব্ব	১২২৩ সঞ্জয়	কবীন্দ্র	খণ্ডিত
১৭৩।	গোবিন্দবিজয়—মণিহরণ	১০৫৯	গুণরাজ খান	সম্পূর্ণ
১৭৪।	শ্রীকৃষ্ণবিজয়—কংসবধ	১০৯১	"	"
১৭৫।	গোবিন্দবিজয়—	...	"	অসম্পূর্ণ
১৭৬।	পদ্মাপুরাণ	...	নারায়ণ দেব	"
১৭৭।	লক্ষ্মীচরিত্র	...	গুণরাজ খান	সম্পূর্ণ
১৭৮।	লক্ষ্মীচরিত্র	...	...	খণ্ডিত
১৭৯।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	...	চণ্ডীদাস	"
১৮০।	প্রাচীন পদাবলী	...	চণ্ডীদাস ও রসিকচাঁদ	"
১৮১।	পদাবলী	...	বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	"
১৮২।	দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ	১২২১	গোবিন্দদাস	"
১৮৩।	পদাবলী	১১৮৩	গোবিন্দদাস	সম্পূর্ণ
১৮৪।	পদাবলী	...	"	অসম্পূর্ণ
১৮৫।	প্রাচীন পদাবলী	...	"	"

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১৮৬।	পদাবলী	...	গোবিন্দদাস	খণ্ডিত
১৮৭।	একান্ন পদ	...	গোবিন্দদাস	"
১৮৮।	একান্ন পদ	১১৮৫	"	সম্পূর্ণ
১৮৯।	একান্ন পদ	...	"	"
১৯০।	চিত্রগীত	...	"	"
১৯১।	একান্ন পদ	...	"	অসম্পূর্ণ
১৯২।	পদাবলী	...	গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, প্রেমদাস, প্রতাপরুদ্র	"
১৯৩।	প্রাচীন পদ	...	গোবিন্দ দাস	একটিমাত্র পদ আছে।
১৯৪।	দণ্ডাত্মিকা পদাবলী	১২৫৬	রায় শেখর	সম্পূর্ণ
১৯৫।	দণ্ডাত্মিকা পদাবলী	...	"	অসম্পূর্ণ
১৯৬।	দণ্ডাত্মিকা পদাবলী	১২৫৬	"	"
১৯৭।	প্রাচীন পদাবলী	...	বাসুদেব ঘোষ	"
১৯৮।	একুশ পদ	...	বলরাম দাস	সম্পূর্ণ
১৯৯।	রসমঞ্জরী	১২১৩	পীতাম্বর দাস	"
২০০।	পদাবলী	১২২৩	শেখর, যদুনাথ, বিদ্যাপতি, মনোহর, চণ্ডীদাস, মোহনদাস, বাসুঘোষ, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, ব্রজকিশোর, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর। 'আখর'সংযুক্ত।	খণ্ডিত।

পরিষদের পুথির বিবরণের ভূমিকায় এই কয়টী কথা লিখিলাম। পুথি ও পুথিশালা সম্বন্ধে আরও অনেক কথার আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় এবং সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এ ক্ষেত্রে বিশেষ আলোচনা সম্ভবপর হইল না। ভবিষ্যতে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—:০:—

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

—•••—

১০১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৪/৪ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর। আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি—

লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বসিল রাবন।
সমুখে দাণ্ডাল্য কত পাত্রমিত্রগন ॥
পরাভব পায়্যা রাজা কিছুই না বলে।
অপমানে লঙ্কেশ্বর মাথা নাহি তুলে ॥
বিরভাগ পড়ে রাজা সোকে উত্তরোল।
অন্ত[ঃ]পুরে সুনি ক্রন্দনের গণ্ডগোল ॥
মেঘনাদের সোকে কান্দে তাহার জননি।
ইন্দ্রজিতের সোকে কান্দে দিবস রজনি ॥
কোলাহল সুনিয়া কান্দেন দসানন।
মনে মনে ভাবে রাজা বিসাদিত মন ॥
পতিহত জুবতি মজিয়া সোকানলে।
দিবারাত্রি ভাসে তারা[১] নয়ানের জলে ॥
রন্ধন ভোজন নাঞি কান্দে অবিরত।
বিলাপএ নানাভাতি কহিব সে কত ॥
কেহ বলে কুবুদ্ধি লাগিল দসাননে।
মরিতে করিল বাদ শ্রীরামের সনে ॥
বিরসুন্য হৈল লঙ্কা তবু নাহি বুঝে।
আমরা ডুবিল মাত্র সোকসিন্ধু মাঝে ॥
সিতারে আনিয়া মজালেক লঙ্কাপুরি।
এত বলি বিলাপএ সকল সুন্দরি ॥
একচিত্তে সুনে তাহা রাজা দসানন।
ভাল মন্দ কারে কিছু না বলে বচন ॥
পুত্রসোকে বিসাদিত রাজা লঙ্কেশ্বর।
জুবতি ক্রন্দনে রাজা হইল জজ্জর ॥
রাবনে না করে ভয় জত বধুগন।
বিনায়্যা বিনায়্যা সভে করেন ক্রন্দন ॥
কেহ বলে কুথা গেলে রাবনকুমার।
দেবগন নিরানন্দ প্রতাপে তোমার ॥
সচিপতি বান্ধিয়া আনিলে নিকেতনে।
হেন বির ক্ষয় হৈল মানুসের রনে ॥
কেহ বলে হেন সক্তি মানুসের নাঞি।
রামরূপ ধর্য়া আল্য আপনি গোসাঞি ॥
কেহ বলে সুন্য হৈল এই বাসাঘর।
সব রাছে নাঞি দেখি রাবনকোঙর।
কেহ বলে সংসার জিনিল দসানন।
নর বানরের হাথে হইল মরন ॥
কেহ বলে রবি সসি অষ্ট লোকপাল।
রাবন জিনিল সভায় বিক্রমে বিসাল ॥

১। পুথিতে 'রাজা' আছে।

ত্রিভুবন বিজয় হৈল রাজা দসানন।
কেহ বলে রাবনে প্রসন্ন ত্রিলোচন॥
ভবানি সঙ্কর কেন এখন না রাখে।
এত বলি জুবতি কান্দএ লাখে লাখে॥

মধ্য,—

সুন সুন মহাশয় আপনার পরিচয়
প্রথমেতে আপনার কথা।
কহি আমি অকপটে জন্মিলাম অঞ্জনার পেটে
মহাবলি পবন মোর পিতা॥
কর তুমি অবধান নাম মোর হনুমান
সুগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি।
বালি সহোদর তার জিনি রাঘ্য অধিকার
সুষাসুত হৈল মহাসুখি॥
পাইয়া বাল্যের ত্রাষ ঋষ্যমুখে কৈলাম বাস
সে পর্ব্বতে বালি জাইতে নারে।
সাঁপ দিল এক ঋষী অতেব নির্ভয় বাসি
নিবেদিলাম তোমার গোচরে॥
মনেতে জন্মিল বেথা ইবে সুন রাম কথা
জে পাকে পাইলাম দরসন।
জানকি লক্ষন সাথে রাম আইল বনপথে
পঞ্চবটী করিল আশ্রম॥
রামের জন্ম সুর্য্যবংসে দসরথ রাজঅংসে
সুনিলাম লক্ষন বদনে।
রামে রাঘ্য দিব রাজা হরসিত জত প্রজা
বনে আইল কৈকৈ বচনে॥
রাজা কৈকৈএর বস না গনিল অপজস
বনে পাঠাইল রঘুমনি।
রাম দুর্ব্বাদলস্যাম রুপে উপজিল কাম
সঙ্গে সিতা জনকনন্দিনি॥
পঞ্চবটি বৃক্ষতলে রাম ছিলা কুতুহলে
সুপ্রনখা আইল সেথানে।
দেখিয়া রামের মুর্ত্তি বড় তার হৈল আর্ত্তি
সিতা খাইতে করিলেক মনে॥ ইত্যাদি।

উদ্ধৃত ত্রিপদীটি অত্যন্ত দীর্ঘ, ২৪ পাতায় আরম্ভ হইয়া ২৭ পাতায় শেষ হইয়াছে। উহাতে রামের বনবাস হইতে লক্ষ্মণের শক্তি-শেল পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত।

শেষ,—

হনুমান পর্ব্বত রাখিল নিজ স্থানে॥
আকাসে হইল বানি সুন হনুমান।
অবিলম্বে গন্ধর্ব্বের দেহ প্রান দান॥
সুসেন ঔষধ নিতে হনু চিন্যাছিল।
পাতালতা নিঙ্গড়িয়া ছড়াইয়া দিল॥
তিন কোটী গন্ধর্ব্ব পাইল প্রান দান।
হনুরে মারিতে জায় বলে হান হান॥
পবননন্দন বির উঠিল আকাসে।
পর্ব্বত থুইয়া আলা শ্রীরামের পাসে॥
পবননন্দন পড়ে শ্রীরামের পায়।
কহেন করুনাবানি কোলে করি তায়।
হনুমান কি দিয়া সুধিব তোমার ধার।
রাম বলেন কি দিয়া করিব উপগার॥
হনু বলে আমি নাই জানি তোমা বিনু।
এত বলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিল পদরেনু॥
চরনে ধরিয়া বলি আমি অনুগত।
বিকাইনু রাঙ্গা পায় জনমের মত॥
রাবন মারিয়া কর সিতার উর্দ্ধার।
অজোধ্যায় চল সুধ্যা বিভিসনের ধার॥
দেবের দুল্লভ বড় রাম অবতার।
কত জন্মে ব্রহ্মা আনি করিল প্রচার॥
কিত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরান।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান॥
সক্তিসেল পুস্তক পুর্ন্ন হৈল এত দুরে।
রাবন বিনে আর বির নাহি লঙ্কাপুরে॥

জে জন গাওয়ায় রাম তোমার মঙ্গল।
আসর সহিত সুখে রাখিবে রাঘব ॥
জেবা পড়ে জেবা সুনে জে জন গাওায়।
ধন পুত্র হয় তার অন্তে সর্গ জায় ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে সক্তিসেল উপাক্ষান কথন ॥

শেষের আট পঙ্‌ক্তি লেখকের যোজনা মনে হয়।

১০২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ। লেখক কনকরাম ধুবী।

শেষ,—

সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিআছিল জুলা।
শ্রীরামের হস্তে ঔসদি দিল এক ভোলা ॥
দেবসক্তি ঔসদি দিলেন নারায়ন।
এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন ॥
সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিছিলা ঝুলা।
শ্রীরামের হস্তে ঔসদি দিল আর এক তুলা ॥
শ্রীগোরু স্মরিআ অউসদি দিলা নারায়ন।
এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন ॥
শ্রীগুরুর দুহাই জান বের্থ নাই জাএ।
চৈতন্য পাইল লক্ষন চোক্ষু মেলি চাএ ॥
সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিআছিল ঝুলা।
শ্রীরামের হস্তে দিল আর এক তুলা ॥
মাতা পিতা স্মরি ঔসদি দিলা নারায়ন।
এই মতে লক্ষন বিরে না হইল চেতন ॥
মাতা পীতায় দুহাই জান বের্থ নাহি জায়।
ধর্জ্য না হইল লক্ষন গড়াগড়ি বাএ ॥
ধর্য্য না হইল জদি গুনের ভাই লক্ষন।
কুল হনে ভুমে পেলি জুড়িল কান্দন ॥
দৈব জুগে ঠেকিল রামের ও রাঙ্গা চরনে।
ব্রত্তিআ উঠিলা তবে সমিত্তার নন্দন ॥
দাদা বলিআ লক্ষন ডাকিতে লাগিল।
গুনের ভাই লক্ষন বলি রামে কুলে তুলি লইল ॥
লক্ষন জিলেন রামের পুরিল মনের সাদ।
চৌদিগে বানরগনে করে সিঙ্গনাদ ॥
জঅক্কর জঅধনি মঙ্গল আরাগন।
সজ্জে থাকি পুষ্ফ বৃষ্টী করে দেবগন ॥
কবি কিত্তিবাসে বলে শ্রীরামের চরন।
লক্ষনের সক্তিছেল হইল সমাপ্ত ॥

১০৩। রামায়ণ—লঙ্কাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ২০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রথম পাতাখানি পরবর্ত্তী যোজনা।

আরম্ভ,—

ইন্দ্রজিত মিত্তু হইয়া গেল জমঘর।
দুতে বার্ত্তা কহিতে জায় রাবন গোচর ॥
হরিসে বসিছে রাজা সিঙ্গাসন উপরে।
পাত্রমিত্র স্থানে রাজা লাগে কহিবারে ॥
জোহ বার জায় পুত্র সেহি বার জিনে।
না জানি বা পুত্র আজি জিনে কতক্ষনে ॥
ভয় দুতে বার্ত্তা কয় যুরি দুই কর।
তোমার পুত্র ইন্দ্রজিত গেল জমঘর ॥

জে কালে সুনিল রাজা পুত্রে মরন কথা।
সিঙ্গাসনে রৈল পদ ভুমে পরে মাথা॥
অচেতন [হ]ইয়া পরে রাজা লঙ্কেস্বর।
পাত্রমিত্র বলে রাজা গেল জমঘর॥
কেহ বলে জমঘরে গেল দসানন।
কেহ বোলে পুত্রসুখে হৈয়াছে বিমন॥
সিতল চন্দন য়ানি কেহ মাথে গায়।
চামরে বাতাস কেহ করে সর্ব্বদায়॥
খেনেকে চৈতন্ন পাইয়া রাজা দসগিরি।
কতক্ষনে কান্দি উঠে পুত্র পুত্র করি॥

মধ্য,—

লাচারি করুণা রাগ॥

ব্যাকুল ভাইএর পাষে ধনু ফালাইআ বৈষে
সুকে রাম ছারএ নিশ্বাস।
অহে ভাই প্রাণেশ্বর সুকে প্রাণ পোরে মর
তোমার তনু দেখীআ বিনায॥
বনে আইলাম তিন জন তাথে এত বিরম্বণ
সরিতে মনেত লাগে ব্রেথা।
কুলে লৈএ লক্ষণ বলে রাম নারায়ন
ওট ভাই সুণ মর কথা॥
তর মর এক প্রাণ তনুমাত্র দুইখাণ
বিদাতা শ্রীজিল ভাগে ভাগে।
হেণ ভাই মৈল রণে ধিক মর জিবণে
কি বলীব ভরথের আগে॥ (পৃ০ ৯।১)

১০৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

হনুমানের ঔষধ আনয়ন।

রচয়িত—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২¾×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭-১৯। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

১০৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪¼×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
ইত্যাদি শ্লোক।

কটক হইলা পার দিবা অবসানে।
রাম আগে দাণ্ডাইলা সুগ্রীব প্রজাসনে॥
সিন্ধু বান্ধি পার হৈলা কমললচন।
অবস্য পাইবো বার্ত্তা রাজা দসানন॥
একত্রে হইলা পার সকল কটক।
কুন বির আজি রাত্রি হইব রক্ষক॥
জাম্বুমান য়াদি বির আনিলা রঘুনাথ।
মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিলা সাক্ষাত॥
রামে বোলে সোন তরা মৈক্ষ সেনাপতি।
কুন বিরে কটক রাখিব আজি রাত্রি॥
কটক রাখিতে ভার করে জেই জন।
সে বিরে করৌক আজি রাত্রি জাগরন॥

মধ্য,—

লাচাড়ি॥

ভরথে কান্দন করে বিনাইআ নানা স্বরে
কেনে রাম হইলে নিদারুন।
তুমারে দেখিবার কাজে আইলু মুই বনমাঝে
তুমা সনে না হইল দরসন॥১॥
আমার হইল কুদিন না পাইলু তার চির্ন
বনে য়াসি না পাইলু লাগ।
জত দুক্ষ পাইলু বনে কহিমু কাহার সনে
চারিভিথে য়াছে বিরভাগ॥২॥

কি বুদ্ধি করিমু মনে না চিনে হনুমানে
কি বলিমু হনুমান গোচর।
তুমার সহদর জানি কৃপা কর জদি থানি
তবে পাই তুমা দরশন ॥৩॥
জদি দ্বার না দেয় ছাড়ি প্রান দিমু অগ্নি পড়ি
বদ হইমু হনুমান উপর।
কিত্তিবাসে বলে বানি মায়া বির ছাড় তুমি
তুমি নহে রামের সহদর ॥৪॥ (পৃ০৮।১)

লাচাড়ি ॥

কান্দে কান্দে বিভিসনা রে
কান্দে বির মাথে দিয়া হাত।
সর্ব্ব স্বর্ণ ছাড়ি কথা গেলা রঘুনাথ ॥১॥
স্বরন লইলু তুমার বড় আসা করি।
ত্রিভুবনে স্থান নাই রাবন আমার বৈরি ॥২॥
কথা গেলা প্রভু রাম ত্রিদেস য়ধিপতি।
মুই পাবিস্ট কথা করিমু বসতি ॥৩॥
তুমার চরম বিনে গতি নাহি আর।
কি দুসে ছাড়িলা মরে না দেখি নিস্থার।৪॥
দুস্ট সহদর মর রাজা লঙ্কেস্বর।
স্ত্রি পুত্র ছাড়িআ মুই হইলু দেসান্তর ॥৫॥
কান্দে রাজা বিভিসন করিআ কাগুতি।
সত্রু মারি য়াইস রাম জানকির পতি ॥৬॥
কিত্তিবাসে বলে সুন রাম রঘুপতি।
ভএ কান্দে বিভিসনে কর অব্যাঅতি ॥৭॥
(পৃ০ ১০।১)

শেষ,—

অঙ্গদে বোলে রাবনের বুঝিয়ে চরিত্র।
মন্ত্রনা সোনীতে জুয়ায় হইয়া একত্তিত ॥
এতেক ভাবিয়া তবে বালির নন্দন[১]।
গোপ্ত ভেস রহে গীয়া প্রাচির উপর ॥
এইরূপে রহিল গীআ বালির নন্দন।
রন করিবারে রাজা করিল রাবন ॥
হস্থির কান্ধেতে বান্ধে সোবর্নের ধ্বজ।
স্বর্গ সামন্ত জুঝিতে পড়ে সাজ ॥
পাত্র [মিত্র] রাসিয়া রাবন রাজা বন্দে।
লাম্পে লাম্পে উঠে সয় হস্থির কান্দে ॥
চন্তরদলে রারোহিল রারসি কুদাড়ি।
রাজার ভাই তাতে আনীলেক চড়ি ॥
সোবর্ন্যের জাটিখান রাজা পাটে [র] তুলি।
[কু]মার ভাগ চলিতে পড়িল বিজোলি ॥
পাইক্যভাগ দেখি রাজার পুত্র রাপনার।
চারিভিতে কটক সব রাজা বলয়ার ॥
সুবর্নের নির্ম্মিত রাজসিঙ্গাসন।
তার উপর বসিয়াছে রাজা দশানন ॥
হাথে রাথায়াছে * * *
সরদের চন্দ্র জেন ধবল রজনি ॥
ডাইনে তাম্বুল সনে দিয়াছে এক ঝারি।
হেন কালে কুমারভাগ ডাণ্ডাইলা সারি সারি ॥
কুমারভাগে মাথা নয়ায় মাথার [পাগ] থসে।
দুই বিরের পাগে থসি পড়ে দুই পাসে ॥
খঞ্জন জিনিয়া দুইর মকরকুণ্ডল।
মানীকা জিনিয়া দুইর কর্নের সুভন ॥
কালা চামর জীনী থেশের পরিপাটি।
পৃস্টেতে লাগিয়া রাছে দিঘল জোতি ॥
এ তিন ভুবনে যাহার ডরে পাত্র ভিত।
য়াগোবাড় মাথা নয়ায় কুমার ইন্দ্রজিত ॥
শয়াবতি মায় জার রাবন রাজা বাপ।
বিরবাহু মাথা নয়ায় দুর্জ্জয় প্রতাপ ॥
ত্রিশিরায় মাথা নয়ায় করিদণ্ডবত।
প্র[হ]স্থ য়াদি রাজ্জখণ্ডে করে দণ্ডবত ॥
ইতি শ্রীপাতালখণ্ড সমাপ্ত ॥

——

১। 'কুমার' হইবে।

১০৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—১১ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

ইন্দ্রজিত মৈল বার্ত্তা সোনী মন্দাধরি।
অমনি কান্দিআ উটে পুত্র পুত্র করি॥
পুত্র সোগে মন্দাধরি করিছে রোধন।
কান্দীআ চালছে রাণী জথাতে রাবন॥
কান্দিআ বসীছে রাজা রত্নসীঙ্গাসনে।
হেন কালে রাণী গেল রাবন বির্দ্দমানে॥
রাণী বলে কি কার্য্য করিলে দসগীরি।
সীতা আনী মজাইলে কনক লঙ্কাপুরী॥
অজ-নীসম্ভবা সীতা জনকদুহিতা।
তান সাপে মজিল লঙ্কা আছ দসমাথা॥
জেহি দীন সীতা দেবি আনিলা লঙ্কাতে।
সেহি দিন মজিল লঙ্কা কহিছে তাহাতে॥
তখনে বলীল রাজা দেহ তার কন্যা।
তবে কেনে হইব তোমার এতেক জন্ত্রনা॥
ইন্দ্রজিত পুত্র মৈল পর্ব্বতের চোড়া।
ডাল বাঙ্গি বিক্ষ জেন হইল লাড়ামোড়া॥
মন্দাধরি বোলে রাজা সোন দিআ মন।
সিতা দীআ রাখ তোমার আপনার জিবন॥
এহি হতে খেমা দেহ লঙ্কার বসত বাস।
দিনে দিনে হইব তোমার কুল জাতি নাস॥
জানীআ না জান রাম সোন মতিহিন।
সবান্দরে সোক ভুক কর কিছো দিন॥

মধ্য,—

এহি মতে উর্ত্তর পথে করিল গমন।
প্রভু রাম হারাইয়া এত বিড়ম্বন॥
রাম নাম লইয়া বির ছাড়এ নিশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে গেল উর্ত্তর কৈলাস॥
উর্ত্তর দুয়ারে দেখে জত জত ধর্ম্ম।
সাধুজন দেখে তাথে না দেখে রামচন্দ্র॥
গোদান কাঞ্চন দান ব্রাহ্মণ ভুজন।
মাত্রি পিত্রি চরনে শেবা করিছে জেহি জন॥
দিঘি পুখরি কিবা বান্দিছে জাঙ্গাল।
উর্ত্তর দুয়ারে তার ভাল ঠাকুরাল॥
আপনে আশীআ জমে তাহারে শঙ্কাশে।
এহি মতে উর্ত্তর দ্বারে শাদুজন বৈশে॥
তাহাতে না দেখে বির শ্রীরাম লক্ষন।
আর কত দুরে বির করিল গমন॥
হরগৌরি দুই জন আছয়ে বশিয়া।
পার্ব্বতি শিবেকে পুছে হনুমান দেখিয়া॥
দুর্গা বোলে শোন শিব আমার বচন।
কি কারনে আইশে এথা পবননন্দন॥
শবে বোলে শোন দুর্গা না জান কারন।
মহিরাবনে হরি নিছে শ্রীরাম লক্ষন॥
হনুমান শমান ভক্ত নাহি ত্রিভুবন।
রাম লক্ষন হারাইয়া করয়ে ভ্রমন॥
পার্ব্বতি বোলেন তার লক্ষন বুজি বাম
আমি হই শিতামুর্ত্তি তোমি হও রাম॥
হেন কালে তথা আইল পবননন্দন।
এহি মতে শন্দান করিলা দুই জন॥
রাম সিতা মুর্ত্তি বির দেখিয়া তথায়।
বোলে রাম সিতা পাইলাম লক্ষন ভাই কথায়।
এতি বোলি হনুমান করিল গমন।
হরি হর ভেদ নাই অভেদ শিবরাম॥

হনুমানে বোলে রাম এমত কেনে কৈলা।
সিতাকে পাইয়া তোমি লক্ষনকে ছাড়িলা॥
আইশ আইশ কান্দে কহি তোমরা দুই জন।
তোমাকে পাইলাম রাম কথাতে লক্ষন॥
ইহা বোলি হনুমান লাগিল কান্দিতে।
সিংহাশনে হর গৌরি লাগিল হাশিতে॥
হনুমানে বোলে রাম বড়ই পামর।
আমারে এত দুক্ষ দিয়া হাশ নিরান্তর॥
ইহা বোলি হনুমান পবন কুঞঁর।
হরগৌরি তোলি লইল মাথার উপর॥
দ্বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর।
ধাইয়া আশিল তবে শিবের গোচর॥
দ্বারি বোলে বেটা তোই থাকচ কথায়।
আমার ঠাকুর কেনে লইলে মাথায়॥
দ্বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর।
কুপ করি আশিলেক হনুমান গোচর॥
হনুমানে বোলে আমি হারাইল রাম।
আমার ঠাকুর আমি নিব তোমায় কিবা কাম॥
এত শোনি নন্দিবির কুপ করি বোলে।
হনুমানকে ধরে বির দুই হাতে গলে॥
হনুমানকে ধরি নন্দি হাশে মনে মন।
রাখিতে না পারে নন্দি চমকিত মন॥
বাহু নাড়া দিআ ধরে পবননন্দন।
হুরাহুরি গরাগরি করে দুই জন॥ (৯১ পত্র)

শেষ,—

রাম লক্ষন লইআ বির করিছে গমন।
জেহিখানে বন্দী আছে জত বানরগন॥
শ্রীরাম দেখাআ তারা বন্দিল চরন।
আসীর্ব্বাদ করিলেন কমললোচন॥
জয় জয় দিআ নাছে জত বানরগন।
হেনকালে দেখে রামে রাজা বিভিসন॥
বন্দন মোচন করি কমললুচন।
আনন্দ হইআ নাছে রাজা বিভিসন॥
পুথিখানি তিন হাতের লেখা বেশ বুঝা যায়।

১০৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½×৫¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পংক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

ভগ্নপাইক কহে গিয়ে রাবন গোচরে।
তরুনি পরিল রনে সুন লঙ্কেশ্বরে॥
সুনিয়া রাবন রাজা হইল অচেতন।
ভুমে লোটাইয়া কান্দে রাজা দসানন॥
অজ্ঞান হইল রাজা পরিল তখন।
পুত্র পৌত্র ভাতি নাহিক দিতে তর্পন॥
মহাসোকে কান্দিতেছে রাজা লঙ্কেস্বর।
কোথা গেলি তরনি প্রানের দোসর॥
সকল বির পরিলো মোর বির নাহি আর।
দস মুখে রাবন রাজা করে হাহাকার॥
কান্দিতে কান্দিতে মনে হইল স্মরন॥
পাতালে আছে পুত্র মহি ত রাবন॥
মহিরাবন বলে রাজা ডাকে উশ্চস্বরে।
কোথা গেলি মহি পুত্র দেখা দেহ মোরে।
কহিলে আমারে তুমি পূর্ব্বে জে কারন
বিপত্তে পরিলে আমাএ করিহ স্মরন॥
এত জদি কাতরে বলেন লঙ্কেশ্বর।
টনক পরিল মহির মস্তক উপর॥

শেষ,—

হেন কালে দেবি বলেন স্থন প্রভু রাম।
আমি রহিব কোথা প্রভু তুমি দেহ স্থান॥
রাম বলেন স্থন দেবি আমার বচন।
মহির সোমান পুজা করিবে জগজন॥
যুনিয়া সন্তুষ্ট মাতা হাঁসিতে লাগিলা।
হনুমানে ডেকে রাম তখন বলিলা॥
ক্ষিরগ্রামে লইয়ে দেবির করহ স্থাপন।
তুমি আইলা আমি তবে বধিব রাবন॥
[এ] কথা যুনিয়া হনু করিলো পয়ান।
দেবি লয়ে গেল হনু জথা খিরগ্রাম॥
[উত্তম] স্থান জে দেবি হরসিত মোন।
সেই স্থানে লাবাইল পবননন্দন॥
বিশ্বকর্ম্মায় হনুমান করিলা স্বরন।
সত্যরে আইলা বিশ্বাকর্ম্মা হনুর বিন্তমানে॥
হনু বলে দেবিরে হেথা করিব স্থাপন।
দেবিকে রাখিতে স্থান করহ গটন।
পাথোর আনিয়া হনু দিল বিন্তমান।
[ম]সানে অপূর্ব্ব পুরি করিল নির্ম্মান॥
রাত্রের ভিতরে পুরি ক[রি]লা নির্ম্মান।
বিশ্বকর্ম্মা পয়ান করিলা নিজ স্থান॥
দেবি বলেন যুন হনু আমার বচন।
মহিরাবন ··· ··· পুজিবে কোন জন॥
আমার সেবক আমার কাছে দিলে বলিদান।
নরবলি দিয়া করো পুজার বিধান॥
হনুমান বলে মাতা কহিলাম আমি।
বৎশ্বর অন্তর নরবলি পাবে তুমি॥
তোমারে দেখিতে ইচ্ছে করে জেই জনে।
মুক্তিপদ পাবে সে তোমা দরসনে॥
জোগাদ্যা বলিয়া মাতা হলো তোমার নাম।
জে তোমায় দেখিবে তার অবশ্য পরিত্রান॥
দেবি বলেন লোকের চাক্ষসে না থাকিবো।
লোকের চাক্ষসে থাকিলে অনাদর হইবো॥
হনু বলে মাতা তুমি ব্রহ্মা অগোচর।
চাক্ষসে না থাকিবে লোকের গোচর॥
কিত্তিবাস ইত্যাদি॥ * *
দেবিরে রাখিয়া হনু মন্দির ভিতর।
বাহিরে আসিয়া করে তিন স্বরবর॥
হনুর বিক্রম জেন সিংহের প্রতাপ।
তিন স্থানে মৃত্তিকা তুলিল তিন চাপ॥
তাহারে করিলা বির তিন স্বরবর।
তিন নাম থুইল তার পবনকুমার॥
ধামাতের পুষ্করিনি বলে থুইল এক নাম।
সব্বেসা বলিয়া নাম রাখিলা এখন॥
ক্ষিরদিঘি বলে থুইল এক নাম।
জোরহাতে করে হনু দেবির বিন্তমান॥
তিন স্বরবর কৈলাম করি নিবেদন।
জাহা ইচ্ছা তাহাই কর জেবা লয় মোন।
হনুমান বলে মাতা করিবে বিচার।
আপনার গুনে পুজা করিহ প্রচার॥
এতো বলি প্রনাম করিলা দেবির পায়।
হাঁসিয়া হনুরে মাতা দিলেন বিদায়॥
জোগাদ্যা বলিয়া বির করিলা স্থাপন।
কতো পাপে মুক্তি হইলা দেবির স্বরন॥
বিদায় হইলা হনুমান দেবির চরনে।
এক লম্ফে আইলা হনু রাম বিন্তমানে॥
জোর করে বন্দে বির রামের চরনে।
যুগ্রিব আদি বানর দিলা আলিঙ্গন॥
আপদ এরায় বানর ছারে সিংহনাদ।
যুনিয়া রাবন রাজা গনিল প্রমাদ॥
মতি পুত্র পরিল ধ্যানে জানে দশানন।
তে কারনে সিংহনাদ ছারে বানরগন॥
হাহাকার করে রাবন ছারিয়া নিশ্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিৎ কৃত্তিবাস॥

১০৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রামরাবণের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১, ২, ৪, ৫,। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯।১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

সভা করি বৈসে রাম কোমললোচন।
বিরভাগ বৈসে জত সুগ্রীব বিভিসন॥
শ্রীরাম বলেন সুন জত রাষ্যখণ্ড।
রাবন বধিএ বিভিসনে দিব ছত্র দণ্ড॥
হেন কালে হনুমান ছাড়ে সিংহনাদ।
প্রান উড়ে গেল রাবন গুনিল প্রমাদ॥
রাবন বলে সকল গেল রামের সংগ্রামে।
পুত্র পোউত্র উদ্ধার হইলা রাম দরসনে॥
হরগৌরি পুজিতে বসিল লঙ্কেশ্বর।
রাবনের পুজা লইতে আইল সঙ্কর॥
রাবনের তরে দয়া করিলা ভবানি।
আইল রাবন কাছে জগতজননি॥
পুজা করি প্রনাম করএ দসানন।
এইবার মোরে রক্ষা কর পঞ্চানন॥
শ্রীরাম লক্ষন জিনি তোমার বরেতে।
সিব বলে হেন বর আমি নারি দিতে॥
রাম মারিতে বর দিব কাহার সকতি।
এত বলি অন্তর্ধ্যান হন পস্বুপতি॥
রাবন বলে জানি[লা]ম ইহার কারন।
কাল হয়্যা আইল মোরে নর বানরগন॥
রাবন বলে সুন মাতা করি নিবেদন।
আমা লাগি জাও তুমি সিবের সদন॥
দেবি বলে আমি পূর্ব্বে কহিলাম বিস্তর।
তাহে মোরে ক্রোধ কৈল দেব মহেশ্বর॥
রাবন বলে সুন মাতা জগতজননি।
মোর লাগি হরের কাছে চলহ আপনি॥
রাবনের এত বাক্য সুনিঞা সঙ্করি।
সিবের সাক্ষেতে দাণ্ডাইল কর জুড়ি॥
ভবানি বলেন সুন দেব পসুপতি।
কোন গুনে পুজে তোমায় লঙ্কার নৃপতি॥
ধনে প্রানে মজে রাবন শ্রীরামের বানে।
এবার রাবনে রক্ষা কর ত্রিলোচনে॥
দস মুণ্ড কাটী রাবন দিল তোমার পায়।
ছাড়িতে রাবনে নাথ তোমা না জুয়ায়॥
সিব বলে পার্ব্বতি সুনহ বচন।
পাপিষ্ঠ দুম্মতি বেটা লঙ্কার রাবন॥
নন্দি সাপিল জখন রাবনের তরে।
নর বানরের হাতে রাবন জাব জমঘরে॥

১০৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

বিভিসন বলে তুমি সত্যে হইলে পার।
পিতিজ্ঞা করেছি রামি রাছে তব ধার॥
সিতার উধ্যার হেতু দিলাম রাশ্বাস।
সিতাকে রানিতে রামার সিদ্ধি রভিলাস॥

রাজা হয়া এতেক বলিল বিভিসন।
সিতা বলে শ্রীরামের পড়ে গেল মন॥
জার নাগি জুদ্ধ করি পাড়িয়া ধনুক।
দস মাস নাই দেখি জানকির মুখ॥
সুগ্রিব বিভিসনের সঙ্গে করি য়নুমান।
সিতায় বাত্রা দিতে রাম পাঠান হনুমান॥
রাম বলেন সুন বাছা পবননন্দন।
সিতায় তত্ত দিতে জাহ য়সকের বন॥
সিতা য়াগে কহিবে য়ামার সমাচার।
সবংসে রাবন রাজা হইল সংহার॥
রাক্ষস বানর সুখি হইল তৃভুবন।
কালি তুমা নিতে য়াসিব ধাম্মিক বিভিসন॥
রামের চরন ধরি করিয়া প্রনাম।
সিতার নিকটে জাত্রা কৈল হনুমান॥
ধনুক টানিলে জেন সিত্র বান ছুটে।
লাফে লাফে গেল য়সকবনের নিকটে॥
সনা রুপায় বান্দিয়াছে য়সক গাছের গুড়ি।
তার তলায় বসিয়াছেন জনকঝিয়ারি॥
অসকের তলে সিতা য়তি অনুপাম।
দুটী হাত তুলিয়া সিতা বলে কবে য়াসিবে রাম॥
হনুমান ডাণ্ডাইল সিতার গোচর।
চেড়িগুলা বলে য়াইল ঘরপড়া বানর॥
থরহরি কাপে সভে পাইয়া তরাস।
ডএতে রাক্ষসিগুলা হইল একপাস॥
গাছের য়াড়ে ডাণ্ডাইল হয়া য়দরসন।
হেন কালে বানর করে সিতা সম্বাসন॥
সিতার আগে হনুমান নুয়াইল মাথা।
য়বধানে সুন রামের কুসলবারতা॥
সুগ্রিবের প্রতাপে য়ার বানরের হানাহানি।
বিভিসনার মন্তনাতে লঙ্কাপুরি জিনি॥
সবংসে পড়িয়া গেছে রাবনে য়াপার।
বংসনাস হইল জখন তোমাকে দিল তাপ॥
প্রভাতে দেখিবে গিয়া শ্রীরাম লক্ষন।
কালি তুমায় নিতে য়াসিব ধার্ম্মিক বিভিসন॥
দুই ভেএর জয়জুক্ত সুনিয়া কাহিনি।
হরসিতে য়াপনা পাসুরে ঠাকুরানি॥
হনুমানের মুখে সুনি কুসলবারতা।
য়সকের বনে সিতা হেষ্ট কৈল মাথা॥
হনু বলে কেন দেখি বিরসবদন।
কুস[ল] বাত্রার উত্তর না পাই কিসের কারন॥
তুমার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
হেটমাথা করে য়াছ দণ্ড দুই চারি॥
রাবনের মরনে কিবা দুসখ হইল মনে।
রিদয়ে য়বুকি হয়া য়াছ তে কারনে॥
সিতা বলে জে কথা কহিলে মোর পাসে।
য়ানন্দে বেদেছি মুখ বোল নাই য়াইসে॥
জে কারনে এতখন হেষ্ট করি মাথা।
কিবা দিলে সোদ হয় এই করি চিন্তা॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালে করিয়া অনুমান।
এই বাক্যে হনুমানে কিবা দিব দান॥
মুনি মুক্তা দি জদি য়মুল্য ভাণ্ডার।
তবু এই বচনের নাহি হব ধার॥
বিক্রয় হইয়া আছেন য়ভাগিনি সিতা।
কিবা দিব দরিদ্র সে করেছে বিধাতা
তৃভুবনে তুমার তুলনা নাই দান।
তোমাকে চরনের স্থল দিবেন শ্রীরাম॥
রাক্ষসের ঘরে মোরে করিলে উর্দ্ধার।
অজুধ্যাকে গেলে তোঁরে দিব গলার হার॥
হনুমান বলে মা গো কি করিব ধন।
কত লক্ষ ধন সিতা শ্রীরামের চরন॥

শেষ,—

অগ্নির ভিতরে থাকি না পুড়ে আগুনি।
পুড়িবার কাজ্য থাকুক গাএ পড়ে পানি॥

অগ্নি বলেন নেহ রাম য়াপন রমনি।
সিতার দেহে পাপ নাই য়ামি ভালে জানি॥
জত লোক পাপ কৈল য়ামার আনলে।
পবিত্র হইলাম তুমার সিতা লক্ষি কোলে॥
সিতার চরিত্রে তুমি হইয় সন্তোস।
জানকিকে দেখি রাম না করিহ রোস॥
প্রভুর চরনে সিতা করিল প্রনাম।
আপনা য়াপুনি দোস মাগেন শ্রীরাম॥
এক মুখে তুমার গুন কি কহিব য়ার।
বাপকুল সমুরকুল করিলে উধার॥
নিম্মল সরিরে জস পুম্নিত মেদুনি।
গগনমণ্ডলে জেন কলাহল ধুনি॥
সিতার সাহাস গু সর্ব্ব জনে দেখে।
ধন্ন ধন্ন বলিয়া ডা কল তিন লোকে॥
মরিল স্বরিরে জেন পসিল জিবন।
সিতা দরসনে সভার প্রসন্ন বদন॥
ধম্ম্য ধম্ম্য সিতা গো তুমার ধম্ম্য জিবন।
তুমার জস ঘুসিবেক এ তিন ভুবন॥
আপন আপন স্থানে গেল জত দেবগন।
জখনকার জে কাজ্য তাহা জানেন বিভিসন॥
বিস্বকর্ম্মা ডাকিয়া বিভিসন দিল পান।
রাম সিতার বাসঘর করহ নিম্মান॥
সুবন্নোর ঘর দ্রার সুবন্নের চৌওরি।
রত্নময় খাট পাট নেত পাটের তুলি॥
নব য়নুরাগ দুহে জগত মহিতা।
বাসঘরে প্রবেশ করিল রাম সিতা॥
শ্রীরামের পাসে বৈসেন জনকনন্দিনি।
চন্দ্রের সাক্ষাতে জেন বসিল রহিনি॥ * ॥
রাম সিতা দুই জনে রহিল এক ঘরে।
লক্ষি নারায়ন দুহে হইল একন্তরে॥
সয়ন করিল রাম সিতা করি কোলে।
লাজে মুখ ঢাকে সিতা নেত্তের য়াঞ্চলে॥
হাস পরিহাস করে দুহে দুহা হেরি।
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে ভমরি॥
জানকি সহিত সুখে রাত্রি বঞ্চেন রাম।
ভমর কমলে জেন মধু করে পান॥
রাত্রি রঙ্গে সিরাঙ্গে কৌতুকে করে কেলি।
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে কৌকিলি॥
রাম সিতার বাসঘর জেই জন সুনে।
তারে বড় তুষ্ট হন লক্ষি দ(জ)নাদনে॥
ব্রাহ্মন সুনিলে হয় বুদ্ধে বিহপতি।
ক্ষেতি সুনিলে হয় মহাজোধাপতি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত্ব বিচক্ষন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল রাম সিতার মিলন॥

১১০। রামায়ণ—লঙ্কাকা[ণ্ড]।

সীতার উদ্ধার।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪১/২ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১—৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৮ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

জল ফল আদি করি না করি ভোজণ।
এমতি দেখীব গিআ শ্রীরামচরণ॥
এই কথা বিভিশণ জে কালে শুনিল।
লঙ্কা মর্দ্ধে য়েক দুত পাঠাইয়া দিল॥
কহ জাইয়া দুত জথা আছে মন্দাধরি।
দেশে চলি জায়ে শীতা শ্রীরামশুন্দরি॥
দুত জাইয়া বলিলেক মন্দাধরি স্থাণ।
করজোরে কহে কথা জত দুতগণ॥
দেশেতে চলিল শীতা শ্রীরামকামিনি।
তোমার নিকটে এই বলিলাম বানি॥

শীতা দেখীবার জদি তব মণে থাকে।
তরিতগমণে আশী দেখহ তাহাকে ॥
এই কথা মন্দাধরি জে কালে শুণিল।
দশ হাজার রমনি শঙ্গে গমন করিল ॥
এই পুরি মর্দ্ধে নিয়া চৌদল রাখিল।
রাম রাম বলি শীতা গমণ করিল ॥
জাত্রা করি চলিলেক রাজা বিভিশণ।
চৌদল লইয়া শবে করিল গমণ ॥
আণন্দে চলিল তারা জয় শব্দ করি।
হেণ কালে আশীলেক রাণী মন্দাধরি ॥
চৌদল রাখহ বলি ডাকিতে লাগিল।
শ্রীরাম দোহাই দিয়া শমুখেতে গেল ॥
শমুখেতে দাড়াএ গিআ রাণি মন্দাধরি।
চৌদল নামায়ে তথা মহাশব্দ করি ॥
শীতার জে বিস্তমাণে করিআ স্তবণ।
জত্বণ করিআ দোলার উঠাএ বশণ ॥
মন্দাধরি দাড়াইল বশণ ধরিয়া।
জাণকি রহীলা তবে হেটমণ্ড হৈয়া ॥
করজোরে মন্দাধরি করয়ে স্তবণ।
হেটমুণ্ড হইয়া মাতা রহিলা কি কারণ ॥
অবলা কামীনি তুমি আমী নহে জাণি।
অপরাদ খেমা কর জণকনন্দিনি ॥
আপনি চলিলা মাতা রাম দরশণ।
পাদপর্দ্দে স্থাণ দিয়া স্থীর কর মণ ॥
আমী ত পাতকি বটী কিছু ণহে জানি।
দআ করি রাখ মাতা জগতজণণি ॥
আমাকে বৈমুখ মাতা হয়ো কি কারণ।
স্তুজনে না ছারে দয়া লইলে শ্বরণ ॥

মধ্য,— নাচারি ॥

কান্দে শীতা দির্ঘ রায় ধরি মন্দাধরীর পাঅ
কেণে শাপ দিলা গ জণনি।
বার মাশ দুর্খ পাইয়া চলিছী হরিশ হৈয়া
তাথে বাম হইলা আপনি ॥
ণা দেখীল পদাধরে বইমুখত হইলা মোরে
আমী বর পাপী অভাগিনি।
হেন বুঝী প্রভু রাম আমাকে হইলা বাম
এখণেতে ছারিব পরাণি ॥
আদি অন্ত বলি মা তুমী মোরে চিণ ণা
আমী বটি তোমার ণন্দীনি।
জখণে বিধাতা মোরে আনিলেক শংশারে
[তুমী] মোর হইতে জণনি ॥
শোণ মন্দাধরি শতি তুমি হৈলা গর্ভবতি
তাথে আইলেণ নারদ অপনি।
রাজা বিস্তমাণে গিয়া কহীলেক গণিয়া
অমঙ্গল কণক ভুবণে ॥
মন্দাধরির গর্ভ স্থীতি হইবেক জেই স[তী]
[তার] খামী হইবে প্রকাশ।
তোমার শঙ্গে দরশণ মহা ঘোরতর ভ্রণ
তাথে তুমী হইবা বিণাশ ॥
এ কথা শুনিআ রাজা মণেতে ভাবিলা জাজা
ঝটিতে চলিলা অন্তশপুরি।
ক্রোধ করি দশ গিরি বলিলা প্রবোদ করি
এই গর্ভ করো * * ॥
ইত্যাদি—(পৃঃ ১৫।১-২)

নাচারি ॥

শীতা কান্দে দির্ঘ রায় ধরিয়া রামের পাঅ
কেণে মোরে করিলা বর্জ্জণ।
তুমি বিণে লক্ষ্য পাই দাড়াইব কোণ ঠাই
কেণে মোর ণা জায়ে জিবণ ॥
আশীলাম তোমার ঘরে বঞ্চীত হইলা মোরে
রাজ্য মর্দ্ধে ণা দিলা বশতি।
শকল করিলা ণাশ রার্য্য ছারি বণবাশ
ণাণামতে কর অবগতি ॥

রার্য্য ছারি তোমার আশে আশীলাম বণবাশে
তাথে বিধি বিরম্বণ কৈল মোরে।
শোণ শোণ প্রভু রাম জপীতেছী তোমার ণাম
শদাকাল জাগিছে অন্তরে॥
আমার দুক্ষ্যের কথা বলিয়ে তোমার এথা
দয়া কিছ করোহ আমারে।
আমী বড় পাপী হই তোমার চরণে কই
স্থাণ দেও তোমার দাশীরে॥
তুমি গেলা বণান্তরে রাক্ষ্যশে হরিল মোরে
রাথে নিআ অশোকের বণে।
তাহাতে আমার শাতে দাসী দিল যুতে যুতে
শদাকাল রামণাম মণে॥
তাহাতে রাবণ চেরি পীঠেতে মারয়ে বারি
জিভ্যা টাণে শাড়াশী দিআ।
ত্রজটা রাক্ষ্যশি তাথে তুলিলেক ধরি হাতে
স্থীর মোরে করিল আশীআ॥
মণে দুর্খ শহে ণা তাহাকে বলিল মা
তুমি মোর ধর্ম্মের জণনি।
কি কব তোমার ঠাই দুক্ষ্যের অবধি ণাই
আমী বড় পাপী অভাগিনি॥ ইত্যাদি
(পৃ° ১৯।১-২)

শেষ—

শ্রীরামের ক্রোধ দেখী বলিল জাণকি।
কুণ্ডস্থলে রামচন্দ্রের বিক্রম আগে দেখী॥
কুণ্ড হতে তুলি দিয়া চলি জাও তুমি।
রামচন্দ্র স্থীর করি দেখা দীয়া আমি॥
এতেক শুনিয়া অগ্নি হস্তেতে ধরিয়া।
কুণ্ডের পাড়েতে শীতা দিল উঠাইয়া॥
কুণ্ড হতে শীতা তবে জে কালে উঠিল।
আপনা পুরিতে তবে অগ্নি চলি গেল॥
পুর্ণ লক্ষী শীতা তান অনেক মহিমা।
দাড়াইয়া রহিল জেণ কাঞ্চণ পৃতিমা॥
মাআ শীতা দুর হৈয়া শজিব হইল।
পুর্ব্বকথা ভগবানের শ্বরণ পরিল॥
শীতাকে দেখিয়া রাম প্রেশর্ন্ন হইল।
আইশ আইশ বলি রাম ডাকিতে লাগিল॥
শীতা বলে কোথায়ে রহিলা হণুমাণ।
শদয়ে হইলা মোরে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
শীতা জাইয়া রাম পাশে তথনে দাড়াইল।
হণুমাণ বির আশী প্রণাম করিল॥
রাম শীতা এক ঠাই হইল মিলন।
রাম রাম ধ্বনি দিল জত বাণরগণ॥
লক্ষ্যণ আশীয়া তবে করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কৈলা তবে জাণকি শ্রীরাম॥
একে একে শর্ব্ব বিরে প্রণাম করিল।
বিভিশণ রাজা তবে দণ্ডবত হইল॥
রাম বোলে শোণ মিত্র শুগ্রিব রাজন।
বিভিশণ করি রাজা জাইআ এইক্ষ্যণ॥
লঙ্কাপুরির অধিকার পাইল বিভিশণে।
রাম শীতা মিলণ হইল শোণ শর্ব্ব জণে॥
কির্ত্তীবাশ পণ্ডিতের জর্ম্ম শুভক্ষ্যণ।
এই অধ্যা শাঙ্গ হইল বেদ রামাঅণ॥
ইতি শাতা উর্দ্ধার পুস্তক শমাপ্ত॥

১১১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার উদ্ধার পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫+৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৮। প্রতি পৃষ্ঠায়, ১৩ পংক্তি। লিপিকাল,সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ—

সুনহ সভার পণ্ডিত সুন দিয়া মন।
সিতা দেবির উর্দ্ধার জে গাহাণ রামায়ন॥

রাবন বধিয়া প্রভু রাম গদাধর।
সভা করি বসীলেন বেষ্টীত বানর॥
হরিসে বসীলা প্রভু রাম রঘুমনি।
হনুমানে স্থানে প্রভু বলীলেণ বানি॥
সুন সুন প্রাণপুত্র পবননন্দণ।
সর্ত্তরে চলহ তোমী অসোকের বন॥
জিএ কি মরিছে সীতা না জানি নিশ্চয়।
বার্ত্তা উর্দ্দেসীআ সীগ্র আন রে তনয়॥
রাম আজ্ঞা পাইয়া তান বন্দীয়া চরন।
সিতা উর্দ্দেসীতে চলে পবননন্দণ॥
পবনগমণে গেল অসুকের বন।
দণ্ডবতে প্রণমিল জানকিচরন॥
প্রসন্ন বদণে সিতা তাকে দিলেণ বর।
যুগে যুগে হনুমাণ হইয় অমর॥
সিতা বলেণ সুন বাপ পবননন্দণ।
কি কর্ম্ম করেন রাম বধিয়া রাবন॥
আমি তাপীণেরে প্রভু করেনি স্মরন।
কুণ কর্ম্ম করে সোগ্রীব ভিবিসণ॥
হণুমাণে বলে মাগ সুন নিবেদণ।
সবংসে বদিল রাম রাজা দসানন।
লঙ্কাপুরে রাজা হৈল বির ভিবিসন॥
সভা করি বসীআছে কমললুচণ॥
আমারে পাঠাইছে মায় তুমা সন্নিদান।
বার্ত্তা উর্দ্দেসীয়া নিতে তোমার কল্যাণ॥
তুমার কারণে প্রভু সদাএ ব্যাকুল।
তোমার অর্থে নাস হৈল রাক্ষসের কুল॥
আজ্ঞা কর রাম পাসে করিএ গমন।
পুনি আসীবাম তুমা নিবার কারন॥
সিতা বলে সুন পুত্র পবননন্দণ।
রাম স্থাণে কহিয় মর এক নিবেদণ॥
জেহি রাক্ষসে আনিছে আমা হরন করিয়া।
সেহি রাক্ষসে নিবে মরে কান্দেত করিয়া॥
চল পুত্র হণুমান রাম সন্নীদাণ।
দেখীলে প্রভুর পদ স্থির হয় প্রাণ॥

মধ্য—

পার্ব্বতি সহিতে করি দেব ত্রিলুচণ।
রামের সাক্ষাতে আসী দিল দরসণ॥
সিবে বলে সুণ রাম বলী তোমার ঠাই।
সীতার খরিরে প্রভু কিছো দুস নাই॥
জেহি দিন রাবন সীতাকে নিল হরি।
সেহি দিন হতে আমি সীতার প্রহরি॥
আমার সেবক হএ রাজা দসানন।
অনুক্ষণ আমি তারে করিছি তারন॥
অণুক্ষণ সীতা রক্ষা করিআছি আমি।
সীতার কারণে সন্দে না করিবা তোমি॥
ভাল বলীআছ তোমি দেব সুলপানি।
তুমার সিঞ্চ হৈয়া হরে জনকনন্দীনী॥
ভাল জ্ঞান দিছ তারে সোণ ত্রিলুচণ।
ভাতিজার বধু সঙ্গে করিল রমণ॥
বর লর্জ্যা পাইলা সীব রামের বচণে।
এই কালে দসরত আইলা সেহি স্থাণে॥
রথ আরোহণে পীতা হৈল উপস্থীত।
মৃতা বাপ দেখী রাম হৈলা হরসীত॥
ভক্তিএ বন্দীল রাম পিত্রির চরন।
পার্দ্য অর্গ দিলা রাম বসীতে আসন॥
রাম প্রতি দসরথ বলীলা বচণ।
সীতা মাকে দুক্ক রাম দেয় কি কারণ॥
জেহি দিন হতে সীতা নিল দসগ্রীরি।
সেহি দিন হতে আমী সীতার প্রহরি॥
সরূপেঐ জানি আমি সীতার সতির্ত্তা।
সুর্জ্যবংস ধর্ম্ম হৈল জনকদুহিতা॥
ত্রিভুবণ ভরিআছে সীতার মাএর জসে।
মর বাক্যে সীতা লৈয়া চল নিজ দেসে॥

দসরথমোথে সুনি এথেক বচণ।
করযুরে কহে রাম কমললুচণ॥
বিনা পরিক্ষাএ জদি দেসে নেহি সীতা।
লুকমোথে অপকৃত পাইব জথা তথা॥
পতিব্রতা হইলে অগ্নীর কিবা ডর।
অগ্নীসুর্দ্ধি বিনা সীতা না নিবাম ঘর॥
(পৃ ৬১)

শেষ—

রঘোনাথে বলে সুন পবননন্দণ।
সীতা দিয়া আমার জে রাথহ জিবণ॥
হণুমাণে বলে সুন রাম রঘুবির।
সীতা আনি দিলে মরে ধন দিবা কি॥
তোমাকে কি ধন দিব পবনতণয়।
প্রীথিবি তোমাকে দিব কহিল নিশ্চয়॥
হণু বলে প্রীথীবি দিলা কৈলা দর করি।
প্রীথীবি ত হয় প্রভু তোমার সাম্মুরি॥
রঘোনাথ তোমার সাম্মুরি মকে দিলা।
তোমার সাম্মুরি মকে দিয়া সাম্মুরিয়া হৈলা॥
রঘুনাথে বলে সুন পবনতনয়।
এমন ছুক্কের কালে কাব্য উচিত নয়॥
সীতা দেবি বিনে মর জায়ত পরানি।
আনিয়া দেথায় মরে জনকনন্দীনি॥
হনুমানে বলে ব্রর্ম্মা সুনহ কাহিনি।
সীগ্র নিয়া দেহ সীতা জনকনন্দীনি॥
এত সুনি ব্রর্ম্মা দেব করিল গমন।
সীতা নিয়া দিলা জথা কমললুচণ॥
জথনে হইল দেথা রাম সীতার মিলন।
সর্গের দেবগণ করে পুষ্প বরিসণ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত কবির্ত্তসীরমনি।
সীতার উর্দ্ধার গাইল অপুর্ব্ব কাহিনী॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতে বলে রাম বল ভাই।
জমদুক তরিবারে আর লক্ষ নাই॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডীতের অমৃত লাহরি।
রঘোনাথ আনন্দে সবে বল হরি হরি॥

১১২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রামের দেশাগমন হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

রচয়িতা,—কৃত্তিবাস।

তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২৬—১৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান বৰ্দ্ধমান।

আরম্ভ—

রাম বলেন সুন অহে মিতা বিভিসন।
রথ আন দেশে আমী করিব গমন॥
পুষ্পক রথ বল্যা করিল স্বরণ।
সেইথানে আইল রথ সতেক জোজন॥
দস জোজন রথথান থাকে সর্ব্বক্কন।
লক্ষ্য জোজন হইতে পারে জদি করে মন॥
ব্রহ্মার বরে রথথান অক্ষয় অব্যয়॥
জত ভাঙ্গে তত হয় নাহিক অপচায়॥
রথ দেখ্যা রঘুনাথ হইলা আনন্দিতা।
রথেতে চড়িলা রাম হস্তে ধরিয়া সিতা॥
লক্ষন উঠিলা গিয়া পুষ্পক জে রথে।
রাম সমুথেতে বির ধনুক বান হাতে॥
রথে রামচন্দ্র কটক ভুমীতলে।
সুমধুর বোল রাম কটকেরে বলে॥
সুগ্রিবের সঙ্গে বানরের হানাহানি।
বিভিসন স্বহায় দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি॥
কোন কোন বিরে আমী করিব বাথান।
ভক্তভাবে মোর ঠাঞি সকল সমান॥
নিজ নিজ দেসে গিয়া করগা ঠাকুরালি।
গলাগালি না দিও না বলো মন্দ বুলি॥

সভাকার ঠাঞি আমী মাগিলাম মেলানি।
ছলো ছলো করে সব চক্ষে পড়ে পানি ॥

ক্ষীরগ্রামে উগ্রচণ্ডার উল্লেখ আছে। (পৃঃ ১২৮)।

মধ্য—

হনুমান চলিলেন মায়ে সম্ভাসিতে ॥
মলয় পর্ব্বতে আইল বির হনুমান।
অঞ্জনার পায়ে বির করিল প্রনাম ॥
মায়েরে দেখিতে আইলা করি বড় সাধ।
কথা না কহিল না কৈল আসির্ব্বাদ ॥
হনুমান বলে মাগো করি নিবেদন।
আসিষ না কৈলে কেন বিমরিষ মোন ॥
অঞ্জনা বলেন তোমায় কী কহিব কথা।
তো ধিক্ তোর রাম ধিক্ ধিক্ দেবি সিতা ॥
ধিক্ রে রাক্ষষপতি লঙ্কার রাবন।
তোদের সমান মুক্ষু নাহি ত্রিভুবন ॥
এ কথা যুনিয়া বলে বির হনুমান।
কহ কহ যুনি মাগো ইহার সন্ধান ॥
অঞ্জনা বলেন যুন পবননন্দন।
ত্রিভুবন মধ্যে বড় পাগল রাবন ॥
দস হাজার নারি আছে জার অন্তষপুরে।
একা সিতার হেতু কেন সবংসেতে মরে ॥
রামেরে কহিলাম ধিক্ জাহার কারন।
শৃষ্টী করিয়াছেন রাম নারায়ন ॥
না জানে জগতে কি সনার মৃগি আছে।
স্ত্রীর বোলে জান তিনি মৃগির পাছে পাছে ॥
লক্ষিরুপা সিতা বটে জানে ত্রিজগতে।
রাম কহি কান্দে কেন পড়িয়া ভুমিতে ॥
জদী বলে ভস্ম হও লঙ্কায় রাবন।
কখন কি বের্থ হয় লক্ষির বচন ॥
তোমারে কহিল ধিক জাহার কারন।
সাগর লজ্জিয়া গেলি লঙ্কা ভুবন ॥
এক চড়ে কেন না মারিলা লঙ্কার রাবন।
রামের সিতা রামে আনি দিত সেইক্ষন ॥
তোরে গর্ব্ভে ধরিয়া করিলাম কোন কাম।
কত বান খেয়্যাছেন দুর্ব্বাদলস্থাম ॥
পর্ব্বতের আড়ে ডাড়াও অভাগির ছেলে।
পরাক্রম দেখ মোর দুদ্ধ দি রে গেলে ॥
মহা ক্রোধে অঞ্জনা এড়িল দুদ্ধধার।
মলয় পর্ব্বত ভেদি হইল দুয়ার ॥
অঞ্জনার চরনে করিয়া নমস্কার।
রামের নিকটে আইল পবনকুমার ॥

(পৃঃ ১২৮।২)

শেষ,—

হনুমানে বিদায় করেন রঘুবির।
জেই তুমি সেই আমী একুই শরির ॥
জগত ভরিয়া হনু তোর হইল জস।
চারি জুগে আমী তোমার হইলাম বস ॥
এতেক বলিয়া জদী কমললোচন।
কান্দিতে লাগিলা বির পবননন্দন ॥
হনুমান বলে তুমী দয়ার ঠাকুর।
কেমনে বলিলেন হেন বচন নিষ্টুর ॥
একদণ্ড না বাচিব তোমাদরশনে[১]।
নফরে বিদায় প্রভু করে কোন জনে ॥
হনুর করুনা যুনি কান্দেন লক্ষন।
এস এস বাছা হনু দি য়ে আলিঙ্গন ॥
সজল নয়ানে হনু করে প্রনিপাত।
আসির্ব্বাদ করিলেন পিষ্টে দিয়া হাথ ॥
গা তুলিয়া হনুমান করে করপুটে।
স্বরন করিলে আমী আছিয়ে নিকটে ॥
জেই কালে হনুমান মাগিলা মেলানি।
রাম সিতার ক্রন্দনেতে তিতিল মেদনি ॥

১। এখানে সন্ধি হইয়াছে। তোমা + অদরশনে = তোমাদরশনে।

বিভিসন বলে প্রভু রাম রঘুবর।
চরনে রাখিহ প্রভু স্মরনপঞ্জর॥
নানা রত্ন দিলা সিতা অভরন হার।
দানে সুন্ন কৈল রামের অনেক ভাণ্ডার॥
একে একে ঠাট কটক হইল বিদায়।
বাল্মিক বন্দিয়া গিত কিত্তিবাষ গায়॥ * ॥
পাত্র মিত্র লয়্যা রাম জুক্তি অনুমানি।
পুষ্পক রথে রাম ডাক দিয়া আনি॥
রাম বলেন রথ তুমী কুবেরের বাহন।
কুবেরের স্থানে তুমি করহ গমন॥
বায়ুগতি গেল রথ কুবেরের স্থানে।
কুবের বলেন রথ কর অবধানে॥
রাবন চড়িল তবে তোমার উপর।
দিন কথক আরোহন কৈল রঘুবর॥
পুনরুপী জাও তুমি জেথানে রঘুপতি।
তবে ত পবিত্র হবে পাইবে মুকতি॥
শুনিয়া আইল রথ শ্রীরামের স্থান।
দেবরুপী রথ বটে জানিলেন রাম॥
বিচিত্র চৌওরা ঘর করিল নির্ম্মান।
তাহাতে রাখিলা রাম পুষ্পক রথখান॥
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে পরিপুন্ন হইল লঙ্কাকাণ্ড॥ * ॥

১১৩। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪২/১×৫৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৭৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭২ মঘী (বঙ্গাব্দ ১২১৭)। সম্পূর্ণ। হস্তাক্ষর পূর্ব্বদেশীয়। মঘী সনের উল্লেখ তাহার অন্যতম প্রমাণ।

আরম্ভ,—প্রথম দুইখানি পাতা গলিয়া গিয়াছে। ৩এর পাতা, ২য় পৃষ্ঠা, ৬ পঙ্ক্তি,—

সুভ লগ্নে রথে রাম সপদ আরোহিল।
তিন সর্গে লঙ্কা রাখো উপরে চলিল॥
বানর রাক্ষষ লৈয়া আরোহিলা রথ।
পুষ্পরথে চড়ি জাএ গগনের পথ॥
বিভিসনে রথখান চালাএ সর্ব্বরে।
বিযুলি ছুটকে জেন নক্ষত্র সঞ্চরে॥
বাউগতি চলে রথ দবের নির্ম্মান।
আকাসেতে দেবগনে ধরিল জোগান॥
গগন পুরিল সব ঠাটের হুঙ্কারে।
কোটি কোটি হস্তি ঘোরা বহুল ফুকারে॥
রাসি রাসি গজমুক্তা রাসি রাসি মনি।
দস দিস পুরি নাচে ইন্দ্রের নাচনি॥
সে রথের চারি পাসে দিঘি সরোবর।
হংস চক্রবাক তথা চরে নিরন্তর॥
লঙ্কাবাসি সকল গন্ধর্ব্বে গাহে গিত।
স্থানে স্থানে বিদ্যাধরি সবে করে নৃত্য॥
চিত্রচত্রা পতকাএ ভরিল গগন।
কোটি কোটি বাদ্যকে বাজাএ ঘন ঘন॥
লঙ্কাপুরি রথখানে করি প্রদক্ষিন[১]।
ভুমিতে লাগিল রথ লঙ্কার উপর।
ভুমি হোন্তে অন্তরিক্ষে সথেক প্রহর॥
কনকের রথখান মনিএ ভুসিত।
তাহাতে বসিল রাম সিতার সহিত॥
চামরে বাতাস করে সুমিত্রানন্দন।
জিজ্ঞাসিল সিতাদেবি উল্লাসিত মন॥
কোনখানে রহিছিলা করিআ সিবির।
কোন স্থানে যুদ্ধ কৈল কো কোন বির॥

১। ইহার মেলক পঙ্ক্তিটী নাই।

রনস্থল ভুমিখান চাহি দেখিবার।
কোন কোন স্থানে হৈল কাহার সংহার ॥
কোন স্থানে থাকি তুহ্মি লঙ্কা কৈলা দৃষ্টি।
কোন স্থানে ছেদ কৈলা মুণ্ড কথ গুটি ॥
কুম্ভকর্ন্ন বিরেরে কাটিলা কোন স্থানে।
এহার নির্ন্নয় মতে কহিবা সন্ধানে ॥
শ্রীরামে বোলেন তোহ্মা কহিমু সমস্ত।
আহ্মি রহিলাম এই সুবেল পর্ব্বত ॥
তাহাতে বসিয়া আহ্মি কটক পাঁচিল।
পুর্ব্বদ্বারে যুর্দ্ধ কৈল সেনাপতি নিল ॥
চারি দ্বার হোন্তে মুক্ষ দক্ষিন দুয়ার।
তাতে বসি যুদ্ধ কৈল অঙ্গদ কুমার ॥
উর্ত্তর দ্বারে যুর্দ্ধ কৈল বানর ইশ্বর।
পশ্চিমে যুঝিল আহ্মি দুই সহোদর ॥
এইখানে পরিলেক ছয় গোটা বির।
দেবান্তক নরান্তক আউল ত্রিসির ॥
এই দেখ নিকুম্ভিলা নামে জজ্ঞকুণ্ড।
লক্ষ্মনে কাটিল এথা ইন্দ্রজিতের মুণ্ড ॥

ইত্যাদি (পৃঃ ৩১২-৪১।)

অধিকাংশ পুথিতেই রামের প্রত্যাগমন সংক্ষিপ্ত এবং লঙ্কাকাণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত। যথা,—

নাচাড়ি ॥ দির্ঘছন্দ ॥

রাম বোলে হনুমান তুহ্মি হও আগুয়ান
অজধ্যা করিবা অন্নাশন।
দেবের নির্ম্মান রথ লংঘিয়া গগন পথ
দেখ গিয়া সর্ব্ব বন্ধুগন ॥ ১ ॥
চলহ দণ্ডক বন দেখ গিয়া মুনিগন
পঞ্চবটি পাইমু অভস্য।
শুর্পনখার নাক কান কাটা গেছে জেই স্থান
তথা গিয়া করিমু রহস্য ॥ ২ ॥
গুহা চণ্ডালের দেখ তাতে কর পরবেখ
সেহ এক বান্ধব আহ্মার।
অকালে সারথি পানা করিলেক সেই জনা
নৌকা দিয়া গঙ্গা কৈল পার ॥ ৩ ॥
রাম দেসে আগমন স্বর্গে চলে দেবগন
জার জেই বাহন সহিত।
সর্গেত দুন্দুভি বাজে বহু রঙ্গে দেব সাজে
চলি জাএ অজধ্যা পুরিত ॥ ৪ ॥
বৃসে চরে উমাপতি মুসিকেত গনপতি
সিংহ বাহনে গিরিসুতা।
মউরেত সড়ানন বহু হরসিত মন
নাগপিষ্টে হরের দুহিতা ॥ ৫ ॥
হংশরথে আরোহন চলিলা চতুরানন
ঐরাবতে চরে সুরপতি।
মহিসেত আরোহন চলে রবিনন্দন
ভুত সব করিয়া সঙ্গতি ॥ ৬ ॥
চন্দ্র সুর্য্য রথ সাজে বহুল দুন্দুভি বাজে
গন্ধর্ব্বাদি চলে বির্দ্যাধর।
রাম জয় সবে বোলে গগন ভরিল রোলে
গিত গাহে গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ ৭ ॥
দেবতা সাজিল জথ তাহা বা কহিব কথ
করিবারে রাম অভিশেক।
সর্গ মর্ত্য অধপুর আনন্দিত সুরাসুর
সব চলে মনের বিবেক ॥ ৮ ॥
রামে বোলে হনুমান তুহ্মি হও আগুয়ান
গগনে কি সুনি হুলুস্থলি।
আকাশে দুন্দুভি বাজে বহু রঙ্গে দেব সাজে
সৃষ্টি জেন মেঘে আইশে সুরি ॥ ৯ ॥
শ্রীরামের বাক্য সুনি হনুমানে বোলে পুনী
তোহ্মার শুনিয়া সুভ বাত।
কোটি কোটি দেবগন সুরি চলে গগন
সর্ব্ব দেব জাএ অজধ্যাতে ॥১০ ॥

হাঁসি বোলে রঘুনাথ তুমি জাও অজধ্যাত
জানাইতে ভরতের স্থান।
শুনিয়া রামের বানি বন্দিয়া সারঙ্গপানি
অজধ্যাতে চলে হনুমান॥ ১১॥
উর্ত্তরাকাণ্ঠের গীত কির্ত্তিবাস বিরচিত
প্রনমিয়া শ্রীরামের পাএ।
রাম দেসে আগমন সঙ্গে চলে দেবগন
সুনি হনু অজধ্যাতে জাঁএ॥ ১২॥ *॥
(পৃঃ ১২।১-২)

নাচাড়ি॥ ভাটিয়াল রাগ॥

অএ মুনি না মারিয় দণ্ডের বারি।
আজ্ঞা কর ধিরে ধিরে হাঠি॥
অতি মৃহ রাজার কুমারি।
ভয় পাইয়া হইছে কাতরি॥
রুহিদাস কোল লাগি কানে।
দেখি নহি হাটে কোন কালে॥
ধিরে জাউক হাটিতে ন জানে।
বারানসি পাইব কথ দিনে॥
ভোগে সোকে হইয়া তপখি।
কথ দিনে পাইব বারানসি॥
আহ্মি কাঁপি তোহ্মার তরাশে।
রম্ভা জেন কাঁপএ তরাশে॥
আজি মুই এই শে দিবশে।
মোহারণ্য করিমু প্রবেশে॥
তোহ্মারে জে সুর্য্য হেন দেখি।
নিকটে ন আইলে সখিমুখি॥
ভয় পাইয়া হইছে আকুলি।
চন্দ্র জেন দিবশে ব্যাকুলি॥
বোলে মুনি তোহ্মার চরণে।
ভয় বর পাইয়াছি মনে॥
রুহিদাস কান্দএ কোলেরে।
আজ্ঞা কর জাই ধিরে ধিরে॥

কির্ত্তিবাসের বচন প্রমান।
উর্ত্তরাকণ্ঠে রছে সাবধান॥ *॥
(পৃঃ ১০৬,২-১০৭।১)

নাচাড়ি॥ ভাটিয়াল রাগ॥

অএ রাজা কেনে তুহ্মি লোটাও ধরনি।
নগরে বেচিয়া মোরে ধন দেয় ব্রাহ্মনেরে
তুষ্ট কর বিশ্বামিত্র মুনি॥
আছিলু তোহ্মার মায়া পাসর শে সব দয়া
মনে কিছু না করিয় দুঃক।
রুহিদাস পুত্রেরে ধরিছিলু উদরে
বিধি মোরে হইল বিমুক॥
মুনিরে দক্ষিণা দিয়া শে ধন কথাএ পাইবা
ইষ্ট মিত্র নাহিক সোহাএ।
সুর্য্যবংশের রাজা তুহ্মি তোহ্মা কি বলিব আহ্মি
আহ্মি বিনে নাইক উপাএ॥
পুত্র পরে নাই ধন পতি ছার অকারণ
সি ছারের কোন প্রয়োজন।
রুহিদাস পুত্র লইয়া পাসর আপনা মায়া
তোহ্মাতে করিলু সমর্পণ॥
তোহ্মার চরনে গতি জর্ম্মে জর্ম্মে তুহ্মি পতি
হেনহি মনের অভিলাশ।
জর্ম্ম হৈল নারি কুলে তোহ্মা পাইলু কর্ম্মফলে
তাতে বিধি করিল নৈরাশ॥
এই মোরে দেয় বর তোহ্মা পাম জর্ম্মান্তর
এই জর্ম্মে নাই দরশন।
দেবির ক্রন্দন কথা সুনিয়া উপর্জ্জে বেথা
কির্ত্তিবাশে রছিল শোভন॥*॥
(পৃঃ ১০৭।২-১০৮।১)

নাচাড়ি পঠমঞ্জরি রাগেন গিয়তে॥
কথা গেলা প্রাণ পুত্র এথ দুঃখ মোরে দিয়া
সোকে মোর দগধে পরাণী।

না দেখি তোহ্মার মুক ধরাইতে না পারি বুক
বিধিএ জিয়াএ মোরে কেনী॥
তুহ্মি সতি পতিব্রতা কি কৈমু তোহ্মার কথা
না দেখিলে দগধে পরানী।
নানা দুঃখ রাত্রি দিনে সেহ কৈল একমনে
তবে তোহ্মা বেচিলু ব্রাহ্মঁনে॥
বিকাইলা জেই কালে ব্রাহ্মঁনে ধরিল চুলে
চাইলা জে কাতর হরিনি।
মনে জথ পাইলা দুঃক না দেখি তোহ্মার মুক
বিধি কেনে রাখিছে পরানী॥
কথাতে রহিবা রাত্রি পুত্রের জে সঙ্গতি
ধিক জাউক আহ্মার বচন।
বহু ছিল জলচর ধনহিন বত্ততর
বিভা জানি করএ অধন॥
তুহ্মি ত পাইলা দুঃখ মোর গেল সর্ব্বসুখ
গগনে না শোভে চন্দ্র বিনে।
রাজা চাহে চারিভিৎ কথা গেলা আচম্বিৎ
কেনে বিধি দুঃখ দেয় মনে॥
কির্ত্তিবাসে রচে গিৎ রাজা হৈল মূর্চ্ছিৎ
সোকে রাজা কান্দে দুঃখ পাইয়া।
কেনে হেন কৈল বিধি হাত হোনে নিল নিধি
পাথর হোন্তে অধিক মোর হিয়া॥
পুনি বোলে কির্ত্তিবাশ উর্ব্বরা কাষ্ঠের আস
সোকে দুঃখে কান্দে বেরাইয়া।
অএ ধর্ম্ম মহাসএ কেনে কান্দ অতিসএ
সোক ছাঁর সান্ত কর হিয়া॥
(পুঃ ১১১।২-১১২।১)

নাচাড়ি॥

অএ খাটিয়াল আজ্ঞা কর মরা পুরিবার।
কিছু বস্ত্র নাই মোরে তোহ্মারে দিবার॥
প্রভু মোরে বেচিল ব্রাহ্মনে।
তভো প্রান না জাএ শসানে॥
পুত্র মরিল সেই সোথে।
বিধি কৈল এক্ষত বিপাকে॥
মাও বাপের প্রান শেই জনে।
কথ দুঃখ সহেত পরানে॥
হরি মোকে দিল এথ তাপ।
না জানি কথ করিআছ পাপ॥
খাটিয়াংকে কহিমু দুঃখের কাইনি।
ধনজনের আহ্মি সে ধনি॥
ব্রাহ্মনের দাসি কর্ম্ম করি।
অগোচরে কিছু নহি হরি॥
চাউল সের পাই দুই জনে।
কথা হোন্তে অপর্জ্জি দান॥
কথা মোর কহিমু তোহ্মাতে।
মোর দুঃখ জানে জগন্নাথে॥
তিতা বস্ত্রে রহি আহ্মি পানি।
দ্বিতিয় বস্ত্র আর নাই খানী॥
অর্দ্ধখান ভাঙ্গি দিমু তোহ্মারে।
আজ্ঞা কর মরা পুরিবারে॥
তোহ্মাতে কহিতে ভয় বাসি।
আহ্মি হরিচ(শ্চ)ন্দ্রের মহিসী॥
এই পুত্র রাজার কুমার।
বিধি কৈল সকল সংহার॥
কোন দেসে গেল মোর স্বামি।
পুত্র খাইল এ কাল নাগিনি॥
পুত্র মোর মারিলেক সাঁপে।
মোর প্রান রহে এথ তাপে॥
অগ্নি মধ্যে করিমু প্রবেশ।
তোহ্মা স্থানে কহিলু বিশেস॥
আজ্ঞা কর অগ্নি কার্য্য করি।
কির্ত্তিবাশে রচিল নাচাড়ি॥
(পুঃ ১১৫।১-২)

হরিশ্চন্দ্রের করুণ উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত

কারে প্রায় আদিকাণ্ডের পুথিতেই পাওয়া যায়। এখানকার বর্ণনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

শেষ—অক্ষর অস্পষ্ট।

১১৪। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১ ৯৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরামঃ॥ অথ উত্তরাকাণ্ড লিখ্যতে॥

রামং লক্ষ[ক্ষ্ম]ণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।

ছয়কাণ্ড গাইল শ্রীরামায়ন ভিতরে।
উত্তরা কাণ্ড গাইলে শ্রীরাম দেন বরে॥
উত্তরাকাণ্ড পোথা রামায়ন ভিতর।
ইহাকে স্থনিলে জমের নাহি অধিকার॥
উত্তরাকাণ্ড স্থনিলে গৃহস্তের হয় ধন।
আপনে আশীঞা বর দেন লক্ষ্মী নারায়ন॥
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল তবে ছাতা নব দণ্ড।
উত্তরাতে গাইব এবে অমৃতের ভাণ্ড॥
মধু সর্করা জে খাইঞাছে তাণ্ডে ভাণ্ড।
সাবধান হৈঞা স্থন উত্তরা [জে] কাণ্ড॥
অজোধ্যাতে রাজা হৈল রাম ধনুর্দ্ধর।
দুষ্ট রাক্ষস মারি ঘুচাইলা ডর॥
সর্ব্ব মুনী বোলেন রাম করিলা পরিত্রান।
অজোধ্যাতে জাই রামের করিতে কল্যান॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষীন।
জত জত মুনিগন আছয়ে প্রবীন॥
সকল মুনি আসিঞা হইঞা য়েক ঠাঞী।
রামকে কল্যান দিতে অজোধ্যাতে জাই॥
এত বলি চতুর্দ্দিগে মুনী আগুসরে।
সকল মুনী চলি গেল শ্রীরামের দুয়ারে॥
রাজ ব্যবহারে দ্বারি রাজাকে লোওায় মাথা।
জোড় হাথে নিবেদিলা মুনিগনের কথা॥

ইহার পর মুনিগণের নামের এক দীর্ঘ তালিকা। তাহার পর অগস্ত্য কর্ত্তৃক লঙ্কার উৎপত্তি-কথন-প্রসঙ্গে হরগৌরীর বিবাহাদি বর্ণিত (পৃঃ ৩। ২—৭। ০)। এইখানে রন্ধন-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শিব কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন এবং শান্তনু কর্ত্তৃক গঙ্গা বর্জ্জন প্রভৃতি কথার উল্লেখ আছে. অনন্তর রাক্ষসগণের জন্ম, কুম্ভকর্ণের তপস্যা, কুবেরের লঙ্কা ত্যাগ, মন্দোদরী সহ রাবণের পরিণয় পরে মন্দোদরী তথা অঙ্গদের জন্মবৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বোলেন কথা প্রবন্ধে প্রবন্ধ।
পাত্র মিত্র লইঞা স্থনেন রামচন্দ্র॥
অগোস্ত্য বোলেন কথা স্থন নারায়ণ।
শাবধানে শুন মন্দোদরির জনম॥
ইন্দ্রের নৃত্যকি ছিল চিত্ররেখা নাম।
পরম সুন্দরি কন্যা সর্ব্বগুনধাম॥
এক দিন নৃত্য করে ইন্দ্রের সভাতে।
নৃত্য দেখি শর্ব্ব দেব হইলা মোহিতে॥
নাচিতে নাচিতে তার তাল ভঙ্গ হৈল।
দেখি ক্রোধে ইন্দ্র তবে জলিঞা উঠিল॥
ইন্দ্র বোলে তাল ভঙ্গ করিলি নৃর্ত্তকি।
পৃথিবিতে জন্ম গিঞা হইঞা মণ্ডুকি॥
এত স্থনি নৃর্ত্তকি করিল জোড় হাত।
কেমনে পাইব মুক্ত কহ সুরনাথ॥
সাঁপ দিলা শাপান্ত করহ সচিপতি।
কত দিনে ঘুচিবেক আমার দুর্গতি॥
ইন্দ্র বোলে জাহ তুমি বনের ভিতর।
জেই বনে আছেন সৌভদ্র মুনিবর॥

বহু দিন পৃথিবিতে তোর আছে ভোগ।
আমি কি করিব তাহা দৈবের শজোগ ॥
এতেক সুনিঞা কৈন্যা গমন করিল।
মণ্ডুক রূপেতে আসি বনে প্রবেসিলো ॥
জে বনেতে আছেন শৌভদ্র মুনিবরে।
শেই তপোবনে থাকে বৃক্ষের কুটিরে ॥
হেন মতে থাকে শেই মহামুনি স্থাণ।
মুনির সমিপে বেঙ্গ নাচিঞা বেড়ান ॥
সন্তুষ্ট হইলা মুনি দেখি মণ্ডুকিরে।
মুনি বোলে তুমি নিত্য থাইক মোর ঘরে ॥
দুগ্ধ আবর্তিঞা তপস্যাতে জাব আমি।
ইহা আবরিঞা বাছা ঘরে থাক তুমি ॥
নৃত্য নৃত্য জান মুনি তপস্যা করিবারে।
দুগ্ধ জোগাইঞা মেণ্ডুকি শদা থাকে ঘরে ॥
দৈব জোগে এক দিন শর্প্পে দুগ্ধ খায়।
তাহা দেখি ভেক তবে করে হায় হায় ॥
আমার শাক্ষাতে দুগ্ধ সর্প্পেতে খাইল।
দুগ্ধ খাইঞা হলাহল ঢালি থুইল ॥
এই দুগ্ধ মুনি জদি আসিঞা খাইব।
বিশের জ্বালাতে মুনি শরীর ত্যেজিব ॥
এত বলি মণ্ডুকি ভাবিঞা মনে মনে।
দুগ্ধমধ্যে প্রবেসিঞা তেজিল জিবনে ॥
তপস্যা করিঞা জদি মুনি আইল ঘর।
দুগ্ধ আনিবারে মুনি চলিলা শত্বর ॥
দৃষ্টি প্রসারিঞা চাহে দুগ্ধ পানে।
মণ্ডুকি মরিলা মুনি দেখিলা নঞানে ॥
মণ্ডুক তুলিঞা মুনি হাতে করি নিল।
মুনি হস্তে পরশিতে দিব্ব কন্যা হৈল ॥
কন্যারে পালন করেন মুনি তপোধনে।
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা মুনির আশ্রমে ॥
পঞ্চ বৎসরের কন্যা হইল জখন।
কন্যা দেখি সতত চিন্তেন তপোধন ॥

এক দিন ময় দানব আইলা শেই বনে।
মৃগয়া করিঞা রাজা ফিরেন কাননে ॥
অপুত্রক ছিল ময়দানব ইশ্বর।
স্নেহেতে তাহারে কন্যা দিল মুনিবর ॥
কন্যা লইঞা দানব আইলা আপণ ভুবণে।
পালিবারে দিল কন্যা ভার্য্যা বিজমাণে ॥
দেখিঞা কন্যার রূপ দানব অধিকারি।
বাছীঞা তাহার নাম থুইল মন্দোদরি ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা দানব কুতুহলি।
শেই বণে তপস্যা করেন নিত্য বালি ॥
এক দিন শুন তার দৈবের কারণে।
ময়দানবের কন্যা গেলা শেইখানে ॥
দেখিঞা কন্যার রূপ বানর রাজা বালি।
বলে ধরি শৃঙ্গার করিলা মহাবলি ॥
রহিল বালির বির্য্য কন্যার উদরে।
শেই বির্য্যে গর্ব্ভ তার হইল প্রথরে ॥
কন্যা বলে শুন রাজা করি নিবেদন।
অকুমারি কন্যারে হরিলা কি কারণ ॥
তোমার বির্য্যে পুত্র হৈল আমার উদরে।
এমন জনের বিভা না হবে শংসারে ॥
এ বোল শুনিঞা বোলে কপির ইশ্বর।
তোমাকে করিবেন বিভা লঙ্কার ইশ্বর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিবে বাহুবলে।
তোমাকে করিবে বিভা আনন্দ মঙ্গলে ॥
মন্দোদরি বোলে রাজা কহিয়ে তোমারে।
বাহির হইবে পুত্র কেমন প্রকারে ॥
মহাপুরুশের বির্য্য নষ্ট নহে কদাচন।
জোনি ক্ষেত হৈলে মোর হবে বিড়ম্বন ॥
এত শুনি বালি রাজা মনেতে চিন্তিল।
নখাঘাত দিঞা তার উরু বিদারিল ॥
তাহাতে হইল পুত্র মহা বলবান।
অঙ্গ হইতে হইল অঙ্গদ শেই নাম ॥

নারায়ণ চিন্তী বালি হস্ত বুলাইল।
জেমন আছিল উরু তেমনি হইল॥
বালি সম্ভাসিঞা মন্দোদরি গেলা ঘর।
পুত্র লইঞা ঘরে গেলা কপির ইশ্বর॥
তাহার নিকটে দিল করিতে পালন।
পুত্র দেখি তারা দেবি হরশীত মন॥
কিত্তীবাশ পণ্ডীত কবিত্ত বিচক্ষণ।
উত্তরাতে গাইল অঙ্গদ কপির জনম॥ * ॥

(পৃঃ ১৮।১-২)

সতদল কমল মদ্ধে হাজারির থানা।
অগম দরিয়ার মাঝে ভাসে কোন জনা॥
অজধ্যাতে জায় দুত রামের গোচর।
দিবাত্তে নক্ষত্র দেখেন রাম গদাধর॥
প্রাচিরে সকুনিগণ ডাকয়ে বিশেষে।
গ্রামসিংহ কান্দে নগরের চারি পাশে॥
বিপরিত ডাক ছাড়ে সকুনি শ্রীকালি।
রাত্রিত্তে সপন দেখেন বড়ই জঞ্জালি॥
অমঙ্গল দেখি রাম কমললোচন।
নিরন্তর চিন্তেন রাম ভাই লক্ষ্মণ॥
দশ মাস গেল ভাই ঘোড়া রাখিবারে।
ভাল মন্দ কিছু বার্ত্তা না জানি তাহারে॥
দণ্ডকেতে কারু সঙ্গে হৈঞা থাকে দন্দ।
তে কারণে দেখি এথা অরিষ্ট প্রবন্ধ॥
য়েতেক চিন্তীঞা রাম হইলা উম্মনা।
হেন কালে দুত আশী করিছে করুনা॥
দুত দেখিঞা কথা পুছে নৃপমুণি।
কহ দেখি দুত লক্ষ্মণের বিবরণে॥
তোমার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিভুবনে।
পুর্ব্ব দিগ গিঞাছিল অশ্ব কথক দিনে॥
তথা ঘট নামে দৈত্যে করিলে পালণ্ড।
রাখিল লক্ষণ ঘোড়া তারে করি দণ্ড॥
প্রান লৈঞা পলাইল দৈত্য পাপমতী।
তবে উত্তর দিগে ঘোড়া গেল সিঘ্রগতি॥
সকল কটকে ঘোড়া রাখে রাত্রি দিনে।
নানা ভোগ দেই ঘোড়ায় বেলী অবসানে॥
আগুলিতে নারে ঘোড়া জায় পবন বেগে।
বিষ্ণুপ্রদা নগরে শামাইল উত্তর দিগে॥
বাল্মীকীর তপোবনে করিল প্রবেশে।
ধরিলেক ঘোড়া সিসু বড়ই হরিশে॥
প্রিয় বাক্য বলিল তারে অনেক প্রকারে।
কদাচ না দিল ঘোড়া দুই মহাবিরে॥
সিসু হৈঞা দুই ভাই হয় বলবান।
সংসারেতে বির নাহি তাহার সমান॥
দণ্ডকেতে অস্ত্র বিষ্টী জুদ্ধ ঘোরতর।
দুই সিসু বান এড়ে দিঞা হুহুকার॥
বান মুখে জলে জেন জলন্ত অগিনী।
তিন প্রহরে বিনাসিলে য়েক অক্ষোহিনী॥
দুই সিসুর বানে পড়ে শর্ব্ব সেনাগণ।
তার পাছে পড়িল তোমার ভাই লক্ষ্মণ॥
এতেক সুনিঞা রাম হইলা মুচ্ছিতে।
অচৈতন্ত হৈঞা রাম পড়িলা ভূমিতে॥
শ্রীরামকে কোলে করি তুলিলা সত্রুঘন।
ভরত আদি জত বির জুড়িলা ক্রন্দন॥
লক্ষ্মণ বলিঞা রাম কান্দেন উচ্চস্বরে।
ভূমিতে লোটাঞা কান্দেন গড়াগড়ি পাড়ে॥
একা পাঠাইলাম ভাই ঘোড়া রাখিবারে।
আমারে ছাড়িঞা ভাই গেলা কোথাকারে॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি ভাই গুণে গুণনিধি।
হেন ভাই হারাইলাম পাছে লাগিল বিধি॥
অশ্বমেধ জজ্ঞ ভাই কেনে আরম্ভিল।
জজ্ঞের কারণে ভাই তোমা হারাইল॥
শর্ব্বগুণনিধি ভাই সভার পরান।
হেন ভাইয়ের শোকে মোর না রহে পরান॥
বারেক বাহুড় ভাই আইষ পুনর্ব্বার।

তোমার শোকে প্রান আর না রহে আমার ॥
নানা বিলাপ করিঞা করিছেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের ক্রন্দনেতে কান্দিছে পাত্র মিত্রগণ ॥
চমৎকার লাগিল শব্দে পাইলেন ত্রাশ।
উত্তরাকাণ্ডে রচিল পণ্ডীত কির্ত্তিবাশ ॥ * ॥

পঠমঞ্জরি রাগ ॥ দির্ঘছন্দ ॥

দুত মুখে সুনি কথা শ্রীরামে লাগিল ব্যেথা
শোকাকুলে দহিল সরিরে।
ভাই মোর প্রাণ সম কেবল শরির প্রেম
সিশু দুষ্টে বধিলে তাহারে ॥
আমি ত দুর্গাত বড় দৈব পাশও বড়
তিন ভাই থুইঞা জুদ্ধপতি।
শেই ভাই প্রচুর বল না দিলাম অনেক দল
দিলু তাকে অশ্বের সংহতি ॥
আমা চারি ভাই ষেক দেহ মাত্র ভিন্ন ষেক
নাহি ভিন্ন জিবন সম্পদ।
ভাই লক্ষ্মণ জবে মৈল সভার জিবন গেল
এই দিনে হইল বিপদ ॥
গৌর সরির তার সখি মুখ অবতার
কমল লোচন নটবেশ।
আমার অরণ্যবাশে না থাকিলে ভাই দেশে
মোর প্রান গেল এ দিবসে ॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১০৬।২-১০৭।১)

শেষ—
জগ্গা স্থান লাইঞা সবে সর্গগ স্থানে বসি।
লক্ষ্মিমুর্ত্তি সিতা দেবি শ্রীরামের স্থানে আসি ॥
ততক্ষণে হইলা রাম লক্ষ্মীনারায়ণ।
চতুর্ভুজ হইলা রাম দেখে দেবগণ ॥
ব্রহ্মা আদি জত দেবগণে করে স্তুতি।
চতুর্দ্দস ভুবণের তুমি অধিপতি ॥
প্রজা লোক লইঞা রাম সর্গপুরে আইলা।
এই হইতে উত্তরাকাণ্ড সাঙ্গ হইলা ॥
জে সুনে জে ভণে শ্রীরামের স্বর্গারোহণ।
পুত্র পৌত্রে বাড়ে সেই পুর্ন্ন ধন জন ॥
অপুত্রের পুত্র হয় দারিদ্রের হয় ধন।
একচিত্য হঞা জে সুনে রামায়ণ ॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ সুনে জেই নরে।
সকল পাপে মুক্ত হইঞা জায় স্বর্গপুরে ॥
শ্রীরামের কথা সুনিলে লক্ষ্মি পুরায় আস।
সপ্তকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কির্ত্তীবাস ॥
ইতি উত্তরকাণ্ড সমাপ্তঃ ॥
লিখিতং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ·······
ইতি সন ১১৯৪ চৌরানব্বই সাল তারিখ ২১ চৈত্র মোকাম কৃষ্ণপুর পরগণে ইসলামপুর সরকার মাহামুদাবা[দ] মুত্তালিকে লস্করপুর ॥
পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে।

১১৫। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪¾×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪১—২৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৯ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—
রন করিতে আইলি কি পাইলি দেখে ॥
আমার বচন রাবন না হইব আন।
আপনার দোশে তুমি হারাবে পরান ॥
তোর ছার সনে আমি না করিব রন।
জত তোর মনে আছে করহ রাবন ॥
এতেক বলিল জবে কুবের মহারাজ।
রাবনের আমাত্য জত পাইলেক লাজ ॥
জেষ্ট গৌরব ছাড়িলে রাবন দৈব পায়্যা।
কুবেরমস্তকে মারে দারুন গদায় বাড়ি ॥

দুই ভাই নিরুপেক্ষা করে অস্ত অবতার।
নানা বান দুই ভাই করিল সংহার ॥
অগ্নিবান এড়ে কুবের অগ্নি অবতার।
বরুন বান রাবন রাজা করিল সংহার ॥
রাক্ষসমায়া ধরিলেক রাজা দসানন।
নানা মুর্ত্তী ধরিয়া রাবন রাজা করে রন ॥
ব্যাঘ্ররুপ ধরিয়া কাহাকেয়ো কামড়ায়ে মারে।
বরাহরুপ ধরিয়া কাহাকেও দন্তেতে বিদারে ॥
মেঘরুপ ধরিয়া কাথে ফাফর করে জাড়ে।
পর্ব্বতরুপ ধরিয়া রাবন জক্ষের উপর পড়ে ॥
অশেস রুপেতে রাবন জক্ষ সংহারে।
থালীজুলি হয়া থাকে তাথে জক্ষ পড়ে মরে ॥
নানারুপে জক্ষকে কৈল লণ্ড ভণ্ড।
জক্ষ্য সব মারিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
ক্ষেনে ভুমে জুঝে ক্ষেনে আকাশ উপরে চড়ি।
কুবেরর মুণ্ডে মারে দা[রু]ন গদার বাড়ি ॥
পুষ্পক রথ হইতে কুবের পড়ে ভুমিতলে।
কু(কা)টীল রসককা (গা)ছ পড়ে ডালে মুলে ॥
কুবেরে ধরিয়া কান্দে লয় কুবের অনুচর।
কুবেরে এড়িল লয়া নন্দনবন ভিতর ॥

মধ্য,—

"দুই ভাএ রনস্থলে হাসিয়া হাসিয়া বুলে
দেখি বড় হইল চিন্তীত ॥"

ইত্যাদি ত্রিপদীটিতে মধুকণ্ঠের ভণিতা পাওয়া যায়। (পৃঃ ২০৪।১)। কিন্তু পরিষৎ-সংস্করণ উত্তরাকাণ্ডে কৃত্তিবাসেরই ভণিতা আছে।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী,—

রাগ পাটমঞ্জরি ॥

রাম বলেন দুই ভাই কহিয়ে তোমার ঠাঞী
দুহেত ফিরিয়া জাহ ঘর।
ঘোড়া আর সঙ্গ দিয়া তপোবনে রহ গীয়া
প্রসংসা করিব মুনিবর ॥
মকরাক্ষস কুম্ভকর্ন্ন জত রাক্ষস অগ্নিবর্ন্ন
সবংশে মারিল লঙ্কেশ্বর।
মারিচ [দুষণ] খর বধিলাম একেশ্বর
আর জত মাইলাম নিসাচর ॥
বিশ্ব‌মুখে সপ্ত তাল বানেতে করিলাম ক্ষার
ইঙ্গিতে বধিলাম কপিরাজে।
তোমারা সিসু দুই জন কেমনে করিব রন
বাল্মীকের ঠাঞী পাব লাজ ॥
এত সুনি উত্তর কহে দুই সহদর
সনমুখে জুড়িয়া দুটী হাত।
তুমি পৃথিবির পতি ইথে ধন্ন বশুমতি
ধন্য ধন্য তুমি রঘুনাথ ॥
করিয়াছ মনে মন বালকের সনে রন
জিনিলে নাইক পুরস্কার।
এমন বালক নই বির বংশে জন্ম হই
এখনে পাইবে প্রতিকার ॥
বয়েশে ছাওাল আমি পিতার সমান তুমি
বিসেযে পরম গুরুজন।
তুমি অস্ত্রে বির বট আগে কেন ধর্ম্ম ঘাট
পশ্চাত করিব আমরা রন ॥
মনে না করিহ রাম না করিমু সংগ্রাম
আমরা ফিরিয়া জাব ঘর।
বাল্মীকের প্রসাদে জননির আশীর্ব্বাদে
তোমার তজ্জনে নাই ডর ॥
ডাকি বলে দুই জনে পুষ্পক রথে রাম শুনে
মুনিগনে লাগীল তরাস।
না আইলে তপবন দুহার না ভাঙ্গে রন
মধু কহে মিঠু মিঠু ভাশ ।৹॥(পৃঃ ২০৪।১-২)

২১২।২ পৃষ্ঠার ত্রিপদীটিও মধুকণ্ঠের ভনিতাযুক্ত।

শেষ,—

রাম বলেন অজুদ্ধা নগর জজ্ঞ লক্ষনের কুণ্ডরে।
ভাল দেশ চিন্ত নহে করিল দণ্ডধরে ॥
জে দেসে কোন রাজার নাইক সাশন।
জে দেসে বঞ্চীল [নহে] ঋষি মুনিগন ॥
হেন সব দেসের বাত্রা আনহ লক্ষন।
সেই দুই দেসে রাজা কর দুই জন ॥ ইত্যাদি।

•দসরথের বহু দসরথের নাতি।
জাহার গুন সুনিলে হয় সগ র্গের বসতি ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত কৈল সভার আনন্দ।
পোথীর কাহিনি কৈল সুনিয়া সানন্দ ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত কৈল নানা ছন্দে পয়ার।
আনন্দিত হইয়া গেল সকল সংসার ॥
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরকাণ্ড।
সুনিতে সুনিতে নাগে বড় রসভাণ্ড ॥
রামায়ন সুনিলে ভাই পাপের বিমোচনে।
একমন হয়্যা জদি রামায়ন স্তনে ॥
জে গায়ায় জে গায় জেবা লেখে রাখে ঘরে।
লক্ষী নাই ছাড়েন তারে জন্মা জন্মান্তরে ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত রচিল রামায়ন।
লিখিতে রহিল রামের সগ গ আরোহন ॥
ইতি উত্তরাকাণ্ড রামায়ন সমাপ্ত ॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত বিষয়গত সাদৃশ্য যথেষ্টই আছে।

১১৬। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১-১৫১। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১২ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি
তৈলক্ষ্যবিজই রাম মহা ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি খণ্ডাইলা ডর ॥
মুনি সব বলেন রাম কৈলা পরিত্তান।
য়জধ্যাকে গিয়া রামকে করিছে কল্যান ॥
সংসারের মুনি গেল রামের দুয়ারে।
দ্যারি সত্তরে গেল রামের গোচরে ॥
রাজব্যবহারে দ্বারি রামে নোয়ায় মাথা।
জোড় হাত করি বলে মনিগোনের কথা ॥
স্বর্গ মত্ত্য পাতালের জত মনি রিষি।
তোমার দ্বারেতে সভে উপনিত য়াসি ॥
সোঙসারের মনি ঋসি ডাণ্ডায়া বাহিরে।
আজ্ঞা কর আনি প্রভু তোমার গোচরে ॥

রাম-সীতার বিলাস বর্ণনে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত সুন্দর সাদৃশ্য আছে। (পৃ০ ৭১।২-৭২।২) সীতার বনবাস' দণ্ডধরারণ্যের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অংশেও বেশ ঐক্য দেখা যায় (পৃ০ ৭৩।২-৮০।১, ১০৩।১-১০৫।২)।

শেষ,—

কেন কালে কহেন রাম সভার ভিতর ॥
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার ॥
তিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাঁঞি।
আর বার পরক্ষা আমী তব স্থানে চাই ॥
পরিক্ষা করহ সিতা তিভুবনের আগে।
দেখে জেন সর্ব্ব লোকে চমৎকার লাগে ॥
পরিক্ষা লইতে সিতা করহ সাহস।
তিভুবনে ঘুচুক আমার অপজস ॥
এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে।
জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে ॥

আগ্নি প্রেবেস করেছিলাম তোমার বর্জ্জনে।
ব্রহ্মা জাহা বলেছেন ষুনেছ শ্রবনে ॥
আনিলে দেসের তরে করিয়া আশ্বাস।
কোন দোসে আর বার দিলে বনবাস ॥
রাজার গৃহিনি হয়্যা বন সঙ্গে বসি।

১১৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭¼ × ৫¾ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ২, ৬-১২, ১৭-২৯, ৩৬, ৩৮-৫৩, ৫৫-৫৮, ৬০-৬১, ৬৩-৬৪, ৬৬-৬৮, ৭০-৭৫, ৭৭-৮১, ৮৩-১৩২, ১৩৪-১৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০২ সাল। খণ্ডিত। হরপ পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

সোনাতন মুনি আইল আইলন ধব।
বৎস্য মোহামুনি আইল দেখিত অনুভব ॥
লিখন না জাএ মুনি আসিল অনেক।
... ... হতে আসিল বাল্মীক ॥
এত মুনি একবারে কোন জনে দেখে।
তা সভার সিস্য সব আছে লাখে লাখে ॥
মুনি সবের স্থনে রামে অপুর্ব্ব কথন।
দুই কোসের পত যুরি বসিছে মুনিগন ॥
দস সহস্র উপবাস তবে (করে) জেই জনা।
সিষ্টি ক্ষএ করিতে পারে এক এক জনা ॥
হেন মুনি আইল গোসাঞি তোমার জে দ্বারে।
আজ্ঞ্যা কর মুনি সব আনি তোমার স্থানে ॥
দ্বারির বচন স্থুনি রাম মোহাবল।
সত্যারে আনহ মুনি আমার গোচর ॥
সিগ্র করি আন মুনি দ্বারে কি কারন।
বড় ভাগ্যে আজি মর মুনি দরসন ॥

রামের বচন স্থুনি দ্বারি জে সত্যর।
সকল মুনি আনিলেক রামের গোচর ॥
মুনি সব আসিল জদি শ্রীরাম বির্দ্দমান।
বৈকুণ্ঠ সম্পদ দেখে রাম ভগবান ॥
অজদ্ধ্যা দেখিল জেন বৈকুণ্ঠ নগরি।
সঙ্খ চক্র গদা পর্দ্দ সারঙ্গমধারি ॥
দুর্ব্বাধল সাম মুর্ত্তি রূপে মনুহর।
ত্রিলক্ষসোন্দর প্রভু নব জলধর ॥
লক্ষি সরেস্বতি রামের দেখে দুই ভিতে।
সঙ্খ চক্র গদা পর্দ্দ ধরে চারি হাতে ॥
মালার উপরে মুক্তা দেখিতে সোন্দর।
বদন সোন্দর চারু জেন সসোধর ॥

মধ্য,—

লাচাড়ি ॥ পটমুঞ্জরি রাগ ॥

অএ ভরথ ভাই তোমা সম বির নাই
সিতার কথা কহি তোমার ঠাই।
দণ্ডকা কানন পথে সঙ্গে লক্ষন তাথে
সোকাকুলি সিতাকে হারাই ॥
মোহাবাজা বালি মারি স্থগ্রিব রাজা সঙ্গে করি
তবে পাইলুম পবনকুমার।
গেলাম সমুদ্র কুল সোকে ভোকে ব্যাকুল
অতি বড় গহন সাগর ॥
বানমুখে অগ্নি জলে সর্ব্ব জল উথলে
মৎস য়াদি কুম্ভির অপার ॥
সমুদ্রের দরসন সাগর কৈল বন্দন
লঙ্কাপুরি করিল প্রবেস ॥
লঙ্কাপুরি কৈল স্থানা রাক্ষসেরে দিল হানা
সংহারিল রাক্ষস সকল ॥
রাবন বিনাস কৈল দেববরি ঘোচাইল
বিবিসন করিল আশ্বাস।
সিতা কৈলুম উর্দ্ধার সকলের নিস্তার
অগ্নিতে সিতা করিল প্রবেস ॥

সুর্দ্ধি কৈল হুতাসন সাক্ষি দিল দেবগন
ব্রহ্মা য়াসি কহিল বচন।
আসিয়া জে দসরথে সমর্পিল মর হাতে
তবে সিতা করিলুম গৃহন॥
কোন পক্ষে নাহি উন সিতার জতেক গুন
দোস কিছু য়ামি নহি জানি।
মুই হইলুম লোকবস সিতার হইল যপজস
বহু দুক্ষে য়ানি সিতা রানি॥
হেন সিতা বনবাস জিবনের নাহি য়াস
দুক্ষ মাত্র রহিলেক সার।
মরিমু সিতার সোকে উপাএ বোলহ মকে
সোকসিন্দু না দেখি নীস্তার॥
শ্রীরাম ভরথ কথা মনে বড় লাগে বেথা
কান্দে রাম ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সরেস্বতির চরন সিরে করি বন্দন
লাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥●॥(পৃ০ ৭৩।২)

কুকুর-বিপ্র-সংবাদ অংশে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে। (পৃ০ ৭১।১—৭৮।১)।

নাচারি॥

য়াইল মুনি ঘরএ সিতা নাহি নিজালএ
দেখিলেক সর্ব্বএ ভুবন।
পুষ্পরথ বির্দ্দমান দেখিল য়াপনা স্থান
য়স্ত্র সব করে য়বরন॥
দেখিলুম বেবহার ব্যাজ না করিব য়ার
সিসু পাঠাইয়া দিল স্থানে।
মোহামুনি মোহ পাইয়া তপবনে গেল ধাইয়া
য়স্ব এক দেখিল কাননে॥
বাল্মিকে য়াকুল হইল হস্তে বেস্তে ধাইয়া গেল
দেখিলেক য়গ্নির নিকট[1]।
কুসলব সঙ্গে সিতা পুরিবারে চাহে তথা
প্রচণ্ড জালিয়া মোহানল॥
হেন কালে মোহামুনি ডাকে উশ্চর্সর বানি
কুসলব বলিয়া জানকি।
ধাইয়া গেল হস্তে বেস্তে ধরিল সিতার হস্তে
নিরব হইল মুনি দেখি॥
বাল্মিকে কহেন কথা কহ মতে তত্য কথা
এতেক প্রমাদ কি কারন।
বনে য়াইল কোন জন কিবা হেতু হইল রন
কেবা য়াইল অগ্নির স্বরন॥
সকল কহিল তত্য দ্বারে দেখি কার রথ
য়স্ত্র বস্ত্র কার য়লঙ্কার।
গৃহে কেনে ভিন্য রিত কেবা তোমা দিল ভিত
কিবা হেতু চাহ মরিবার॥
সুনিয়া মুনির কথা কান্দিয়া কহিল সিতা
দুই সিসু ভএ কম্পবান।
জোড় হস্তে লব কুসে দাড়াইল মনির পাসে
কহে সিতা সর্ব্ব বিবরন॥
তোমার গমনকালে এই দুই ছাওয়ালে
বলিলা রাখিতে তপবন।
মর কর্ম্মের দোসে প্রভুর জজ্ঞ য়বিলাসে
এথাএ য়স্ব করিল গমন॥
তপবনে ঘোড়া য়াইল সিসু পাইয়া বান্দিল
ঘোড়ার রক্ষক সত্রুগন।
বিচারিয়া পাইল ঘোড়া দুই সিসুর খুড়া
তপবনে হইল দরসন॥
কুস লবে না জানিল অজ্ঞাত সংগ্রাম হইল
সেই তাকে করিল নিধন।
সুনিয়া লক্ষন য়াইল সিসু তাকে নিপাতিল
ভরথ য়াইল তার পাছে॥

১। নিজড় হইবে।

১। কহিবে হইবে।

ভ্রাতিবধ প্রভূ সুনি আসিলেক য়াপনি
রাক্ষস বানর সন্য লৈয়া।
প্রভুরে মারিল রন সুগ্রিব য়ার বিবিসন
সেই রথে আইল চড়িয়া॥
য়খনে জানিল কাজ পিত্রি বধি পাইল লাজ
দুই সিসু ভাবিল মরন।
মনের সান্তাপ গেল তোমা দরসন পাইল
যথনে পরিমু হুতাসনে॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১২৪।০-২)

শেষ,—

বার্ত্তা পাইয়া পুর্ব্বের জত প্রজার সন্তুতি।
অজর্দ্ধাত হইয়াছে কুস জে নৃপতি॥
এই বার্ত্তা পাইয়া লোক হরিস য়স্তর।
সত্যরে আনাইল লোক অজর্দ্ধা নগর॥
জার জেই অধিকারে বসিল প্রচুর।
পুরি বেরি লোক য়রন্য হইল দুর॥
নানা বার্দ্দি মোহৎ[সব] অজর্দ্ধা নগরি।
কুমকুম চন্দন পুষ্প সর্ব্ব জনে পরি॥
জার জে অ[া]শ্রমে গেল জত মুনিগন।
ভ্রাতিগন ডাক রাজা আনিল সত্যর॥
লোকে চিন্তা পাইলে হইব অরাজ।
দেসে দেসে চলি জায় না কারিয় ব্যাজ॥
নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া ভ্রাতিগন।
সকলে করিল তান চরন বন্দন॥
একে একে নৃপতির জত ভ্রাতিগন।
আলিঙ্গন দিয়া কৈল ললাটে চুম্বন॥
জার জেই নিজ রাজে চলিল সত্যর।
অজর্দ্ধার রাজা হইল কুস ধনুর্দ্ধর॥
এই মতে নিতি বার্দ্দি নারদে দেখিয়া।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর স্থানে সকল কহিয়া॥
কুসের চরিত্র ধর্ম্ম সুনিল লক্ষন।
হরিস হইল তবে শ্রীমধুসোধন॥
বাল্মিকে রচিল সপ্ত কাণ্ঠ রামায়ন।
সুনিলে নিকটে নাহি দারুন সমন॥
সর্ব্ব পাপ হরে রামনাম স্বরনে।
মৃগ পলাএ জেন ব্রের্ঘ দরসনে॥
সর্ব্ব দেব হতে স্রেষ্ট বিষ্ণু এক নাম।
তাহা হতে স্রেষ্ট হএ রাম এক নাম॥
রাম হেন নাম জেবা স্রবনে সুনএ।
ভবসিন্ধু তরিব সেই জমের নাহি দাএ॥
গঙ্গার জে পশ্চিম ধার ফলিক নামে গ্রাম।
[তাহাতে বস]তি করে কির্ত্তিবাস নাম॥
সেই কির্ত্তি কহে করি রামরসে ধন্দ।
বাল্মিক শ্লোক ভাঙ্গি কৈল পদ [বন্ধ]॥
রচিলেক কির্ত্তিবাস রামায়ন সপ্তকাণ্ঠ।
এত দিনে সমাপ্ত হইল উত্রা কাণ্ঠ॥

ইতি উত্রা কাণ্ঠ [সমাপ্ত]॥ * ॥ ইতি সন ১২০৫ তেরিথ ১০ পোউস...সহস্করং শ্রীমানিক্য দাস প্রগনে দক্ষিন সাভাজপুর মোকাম ছান্দিয়া...পুস্তক শ্রীমানিক্য দাস পিসরে শ্রীমুক্তারাম দাস তান পিসরে শ্রীবেনুরাম [দাস] তান পিসরে শ্রীপ্রসাদ দাস তান পিসরে শ্রীভবানি দাস তান পিসরে শ্রীরুদ্র দাস তান পিসরে শ্রীতিঅরাম দাস তান পিসরে শ্রীভজ দাস। সাত পুরুসঃ কস্তব গোত্র॥ গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির পরিবার॥ কোন গদাধর পৃিয় গদাধর॥

জএ জগনাথ গৌরাঙ্গ সচির নন্দ[ন]।
ত্রিভুবনে করে জার চরন বন্দন॥
রাম অবতারে গোড়া রাবন বদিলা।
নদিয়ার ভকত সব গোপ সিরজিলা॥
রাইর ভাবে গোড়া গৌর অবতার।
হরে কৃষ্ণ মোহামন্ত্র করিয়া প্রচার॥

বাসুদেব ঘোসে কহে জোড় করি হাত।
জেই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।। * ।।

১১৮। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা —১৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙক্তি। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবির বিভা।
অজধ্যায় বনবাস ভরথে রাজ্য দেআ।।
আরন্যতে জানকি হারাএ মহাসয়।
কিস্কিন্ধাতে বালি বধ কটক সঞ্চয়॥
যুন্দরায় সাগর বান্ধিআ হৈল পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংসে উদ্ধার।।
এই ছয় কাণ্ডের কথা উত্তরায় গায়।
উত্তরা যুনিলে য়স্বমেধের ফল পায়।।
রাবন বধিআ অজধ্যায় আইলা রাম।
উত্তরায় প্রথম হয় লক্ষন ভোজন।।
সভা কোরি অজধ্যায় বোসি রোঘুবরে।
রামে ঘেরি বোসে জত ভোল্যুক বানরে।।
রাক্ষস মানুস কোপি বোসে একাসনে।
অপূর্ব্ব রামের কির্ত্তি এ তিন ভুবনে।।
সিংহাসন উপরে বোসিএ রোঘুমুনি।
বামেতে পেএছে সভা জনকনন্দিনি।।
চামর হাতে দাণ্ডাইএ ভরথ সত্রুঘ্ন।
করজোড়ে স্তুতি করে পবননন্দন॥
ছত্র হস্তে নছমন দাণ্ডাএ পশ্চাতে।
রাজকর দেয় প্রজা রামের অগ্রেতে।।
পূর্ব্ব সত্তে পার হোএ নিদ্রা আর অলস।
আকর্সে লক্ষন বির হোইলা অবস।।
পশ্চাতে দাণ্ডাএ ছিল সুমিত্রাসন্তান।
ছত্র টলে লক্ষন হোইল সাবধান।
পূর্ব্বকথা স্থিতি করে গোউর বরন।
মৃদু মন্দ বদনেতে হাসিলা লক্ষন॥
পোড়িল সভার দৃষ্টি লক্ষনের পানে।
আশ্চর্য্য লাগিএ গেল সভাকার মনে।।
কি হেতু লক্ষন হাসে না পারি বুঝিতে।
সকলে বিচার করে আপনার চিতে।।
মনে মনে চিন্তা করে রাজিবলোচন।
আমারে দেখিএ বুঝি হাসিলা লক্ষন॥
চারি ভাই রাজপুত্র জন্ম অজধ্যাতে।
রাজ্জের রাজা হোলাম আমি সভাই থাকিতে

মধ্য,—

অগস্তেরে জিজ্ঞাসা করেন রোঘুবর।
কহ মুনি কি কোরিল রাজা লঙ্কেস্বর।
মুনি কন রাঘব কথাতে দেহ মন।
কৈলাস নিকটে গেল রাজা দসানন।।
মোধু মাসে বসন্ত বাসাত উপনিত।
কুহু কুহু রবেতে কোকিল গায় গিত।।
মোউর মোউরিগন সঙ্গমেতে ডাকে।
গুন গুন গুঞ্জরে ভ্রমরা লাখে লাখে॥
পূর্ন্নমার জোস্না তাথে অতি মনহর।
সুগন্ধি মলয় বাউ বনের ভিতর ।।
না পেএ পৃকিতি রাজা বসে দু[ঃ]খ মনে।
রম্ভা নামা অপচ্ছরা চোলেছে সয়্যাঁনে।।
কুটিল কুন্তলে দির্ঘ বেনাএছে বেনি।
বেনির গঠন জেন কালিএ নাগিনি।
ললাটে সিন্দুর জেন ভানু নিন্দা করে।
চন্দনের বিন্দু তাথে ইন্দু জেন ঘেরে।।
মৃগমদ তিলক নাসার অগ্রে রেখা।
ইন্দ্রধোনু ভুরুভঙ্গি শ্রবনেতে ঠেকা।।

নয়ন ভঙ্গিমা জেন খঞ্জন চঞ্চল।
অধরের জুতি জেন পক্ক বিম্বুফল ॥
গজমুক্তার বেসর নাসার অগ্রে দোলে।
বিদ্যুত লোটায় কত হাঁসির হিল্ললে।
জিনিএ হস্তিনিকুম্ভ প্রয়ধর ভার।
তথিমাঝে লম্বিত হোএছে মক্তাহার॥
মৃগপোতি নিন্দা কোরি কোটি ঔতি খিনি।
খুদ্র ঘুন্টিকা তাথে বাজিছে কিঙ্কিনি॥
বিচিত্র কাচলি সোভা করে বোক্ষস্থলে।
কাঞ্চনপব্বত জেন ঝাপে ইন্দ্রজালে॥
রামরম্ভা জিনি উরু ঔতি মনহর।
সুধা সুকিরন জিনি লাবনা সুন্দর॥
আচ্ছাদন অঙ্গে আছে নিলবর্ন্ন ভুনি।
চন্দ্রেরে ঘেরেছে যেন নব কাদম্বিনি॥
মোহএ মহেসরিপু পেএ অঙ্গগন্ধ।
সটপদ্ম ধাইএ আইসে মকরন্দ॥
তিমির কোরিএ ধংস বোমপথে জায়।
বোসেছিল দসানন দেখিবারে পায়॥

(পৃঃ ৬৫।১-২)

সোত্রুঘ্ন কাছে জথা বোসি মুনিবর।
বাল্মিক ডাকিছে গিএ কোরি উর্চ্চস্বর॥
জজমান জন্মীআছে সিঘ্র এস মুনি।
বোসিষ্ট কোরিল জাত্রা আদ্যপান্ত জানি॥
আনন্দে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন।
কুটির দুআরে গিএ দিল দরসন॥
কেমন সিতার পুত্র দেখিব নয়নে।
বাহির কোরিএ আনে মুনিপোত্নিগনে॥
জেমন রামের মুখ জেমন নয়ন।
জেমত রামের বর্ন্ন জেমত গঠন॥
বাল্মীকি বোসিষ্ট দোহে একত্রে বোসিএ।
স[ং]গস্কার হেতু জুক্তি বেদ উচ্চারিএ॥

আনহ গঙ্গার জল করাইব শ্চান।
সুনিএ বাল্মীক মুনি মুদিল নয়ন॥
জোগাসন কোরিএ বসিবামাত্র মুনি।
সর্গেতে হোইতে নাবেন গঙ্গা মন্দাকিনি॥
জাহ্নবি কোহিছে তবে সুন মুনিবর।
আজ্ঞা হৈলে প্রবেসিএ সুতিকার ঘর॥
উপনিত হৈল গিএ গঙ্গা মন্দাকিনি।
আমি আসিআছি মা জনকনন্দিনি॥
হেনকালে কুবেরদুত এলা সেই স্থানে।
প্রনাম কোরিছে আসি মুনির চরনে॥
আনিআছি সর্ব্ব থাল তুয়া বিদ্যমান।
রামচন্দ্রের পুত্রে ইহায় করাইতে শ্রান॥
বোসিষ্ট গোসাই পরে বেদ উর্চ্চারিএ।
কোরিলেন নাড়িছেদ আপনে জাইএ॥
পুত্র কোলে কোরি মাতা জনককুমারি।
কোন্দনায় রোদন করেন বোসিষ্টকে হেরি॥
এ সুক জোদ্যপি আজ হোত অজধ্যায়।
ঘুচিত মনের খেদ সুধাই তোমায়॥
রামের মনেতে কত জন্মীত আনন্দ।
রতন ব্রাহ্মনে কত দিতেন রামচন্দ্র॥
আমা সম হতভাগি আর কেবা আছে।
সুনিএ বোসিষ্ট কয় জানকির কাছে॥
আর কেন চিন্তা কর জনকনন্দিনি।
ভাগ্যবতি তুমি বট আমি ভালে জানি॥
রাজার রানি ছিলে রাজার মা হৈলে জনকঝি।
সন্তান হোইল তোর আর চিন্তা কি॥
সুনিএ জানকির কত হোইল উল্লাস।
উত্তরাকাণ্ডের কথা রচে কিত্তিবাস॥
পরেতে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন।
সত্তুঘ্ন নিকটেতে দিল দরসন॥
বোসিল বোসিষ্ট মুনি সোত্তুঘ্ন কাছে।
অধমুখে বোসি বির মৌন হোএ আছে॥

জিজ্ঞাসা কোরিছে বির বোসিষ্টের স্থানে।
সন্দেহ আমার এক জন্মিআছে মনে ॥
সুয্যবংসের পুরহিত এই মাত্র জানি।
আর তুমার জজমান কিরূপ আছে মুনি ॥
সুনিএ বোসিষ্ট মুনি লাগিল হাসিতে।
তপবনে মুনিগনে হয় জজাইতে ॥
সোত্রুঘন কহে মুনি নিবেদিতে ভয়।
এক মত আমার মনেতে উদয় হয় ॥
পঞ্চ মাস গর্ভবোতি জনকনন্দিনি।
হেন কালে বনবাস দিল রোঘুমুনি ॥
এই মত বনবাস সুনেছি শ্রবনে।
জানকিকে রেখে গেছে বিষ্টুপদার বনে ॥
ভাগ্য বুঝি প্রসন্ন হোইল মুনিবর।
সোত্য কথা জিজ্ঞাসিএ তোমায় গোচর ॥
(পৃঃ ১১৬।১-২)

ত্রিপদি ছন্দ ॥ রাগ পঠমঞ্জরি ॥

হনুমান জত কহে কৌসল্যা মৌনেতে রহে
কতক্ষনে কোহিছেন রানি।
দুটি আখি ছল ছল বোক্ষ বেএ পড়ে জল
মুখে কয় অর্দ্ধ অর্দ্ধ বানি ॥
এস হোনু বোস কাছে বোহু খেদ মন্মে আছে
সকল কোহিব বিস্তারিএ।
মোরে দুখার্ন্নবে ডারি অজদ্ধা আন্ধার কোরি
সিতে লোক্ষি গিএছে ছাড়িএ ॥
রাবন সংহার কোরি রাম হৈল দণ্ডধারি
পাটেস্বরি হৈল জনকঝি।
এ সকল কিত্য দেখি জুড়ায় দুখিনির আখি
সুখ জত সোখা কর কি ॥
পঞ্চমাস গর্ভবোতি হোইলেন সিতে সোতি
বাড়ি গেল দুগুন আনন্দ।
পঞ্চামৃত দিবার তরে আনিলাম দিজবরে
প্রমাদ ঘটাল্য রামচন্দ্র ॥
কে জানে কার সুনি কথা রথে কোরি লএ সিতা
প্রকার কোরিএ দিল বন।
রাম আজ্ঞা ধোরি মাথে চাপিএ পুষ্পক রথে
বনে রাখি আইল লক্ষন ॥
কি কোহিব বাছা আর প্রান মাত্র হৈল সার
সিতে বিনে সব সর্ন্ন দেখি।
কর হানি বোক্ষপরে কৌসল্যা রোদন করে
কোথা রৈলে জিবন জানকি ॥
হনুমান মুর্চ্ছা হএ ভুমে পড়ে গড়াইএ
হায় রানি কি সুনালি মোরে।
হায় মা জনকঝি উপায় কোরিব কি
হনুমান কান্দে উচ্চস্বরে ॥
হোনুমান গোচরে কৌসল্যা প্রবধ করে
কোপে বির ছাড়এ নিস্বাস।
জলধ গজ্জন জিনি নিশ্বাস আতসর্দ্ধনি
রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস ॥ * ॥
(পৃঃ ১৩০।১-২)

শেষ,—

ব্রর্থ হনুমান নাম অঞ্জনা গর্ভেতে।
রসাতল অজদ্ধা পাঠাব পদাঘাতে ॥
পুনর্ব্বার জানকিকে অজদ্ধায় আনিব।
পুত্র বোটি জননির পালন কোরিব ॥
ইহা কোহি হোনুমান কোরিল গমন।
জলধর সম রবে কোরিছে গজ্জন ॥
পদভরে পৃথিবি কোরিছে টল টল।
নয়নে নিগ্রত হয় জলন্ত আনল ॥
নাসায় নিস্বাস জেন প্রলয়ের ঝড়।
ঢাকের রগড় জিনি দন্ত কড়মড় ॥
সভা মাঝে জাইএ ডাড়ায় হনুমান।
দেখিএ সকল লোকের উড়িল পরান ॥
হনুমান জিজ্ঞাসে সুনহ নিল দে।
এমন দুর্ব্বদ্ধি তোমায় ঘটাইল কে ॥

পঞ্চমাস গর্ভবোতি আছিলেন সিতে।
উপযুক্ত হয় রাম বনবাস দিতে॥
অধিক আর রামচন্দ্র তোমায় কব কি।
কোথা হোতে কর্ন্ন পেতে মন্ত্র লএছি॥
মতান্তর বুঝি তবে উঠি রোঘুনাথ।
উঠিএ ধরেন ছুটি হোনুমানের হাত॥
জা কোএছে হোনুমান থেমা দায় মনে।
আছেন জনকসুতা বিষ্টুপদার বনে॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ কোরি আনিব সিতায়।
পুনরূপি হব রানি পুরি অজর্দ্ধায়।
দেবের ঘটন বাছা কে ঘুচাতে পারে।
দুষ্ট বাক্যে বনবাস দিলাম সিতারে॥
না জানে এ সব তত্ত্ব জত কোপিগন।
জনকনন্দিনি সিতায় গিএছেন বন॥
সুবর্ন্ন জা নকি দেখি ভ্রম ছিল মনে।
[এ] তত্ত্ব জানি রোদন করএ সর্ব্ব জনে॥
হায় মা জানকি বোলে করএ রোদন।
ঝর ঝর ওস্তুজলে ঝুরে দুনয়ন॥
স্তব্ধ হোএ সভাতে বোসিল হোনুমান।
সিতার সোকে ঝর ঝর ঝোরে দুনয়ন॥
কিত্তিবাস ইত্যাদি॥*॥
বোসিলেন রামচন্দ্র পুর্ন্ন সভা মাঝ।
পুর্ন্নমার চন্দ্রিমা দেখিএ পায় লাজ॥
সোত্তুঘ্নে আসিবারে লিখিলেন পাতি।
সিগ্র কোরি জাত্রা করে সুমন্ত্র সারথি॥
পত্র পেএ বিসেষ জানিএ সমাচার।
ঘৃত মোধু সাজাইল সহস্রেক ভার॥
অপরঞ্চ দির্ব্ব কত দিল পাঠাইএ।
পশ্চাতে সাজিল বির সোন্ন নইএ॥
জয়দ্ধনি দিএ চলে জত সোন্নগন।

১১৯। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ. আকার ১৩¾ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—৬, ৮-১২, ১৮-১১০, ১১২-১৩২। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৪ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

লঙ্কাকাণ্ড গাইল রামের ছত্র নবদণ্ড।
গাইব উত্তরাকাণ্ড অমৃতের ভাণ্ড॥
অমৃত নঞা জদী খায় ভাণ্ড ভাণ্ড।
তাহা হইতে পুত হয় সুনিলে উত্তরাকাণ্ড॥
ত্রৈলোক্যবিজয় রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারিয়া রাম আইল ঘর॥
মুনি সকল বলে আমরা পাইলাম পরিত্রান।
অজুধ্যাতে গিয়া রামকে করিব কল্যান॥
এতেক বলিয়া জায় জত মুনিগন।
চারি দিগের মুনি আইল অজুধ্যাভুবন॥
মাধব নামে দ্বারি ছিল রামের দুয়ারে।
মুনি বলে সংবাদ জানাও রামের গোচরে॥
মাধব নামে দ্বারি রামে নয়াইল মাথা।
তোমা দেখিতে মুনি আইল তার সুন কথা॥

মধ্য,—

শ্রীরাগেন গিয়তে॥

সিতার সোকেতে রাম ভুমে গড়াগড়ি জান
কোথা গেল সিতা চন্দ্রমুখি।
প্রানের দুর্ল্লভ সিতা নাহি সিতার মাতা পীতা
কিবা দোসে তেজিল জানকি॥
রাজার ঝিয়ারি হয়্যা মোর সঙ্গে বনে গিয়
কতেক বনেতে পাইল দুঃখ।
দারুন রাক্ষস ঐরি তোমারে করিল চুরি
বিপিনেতে নাহি হল্য সুখ॥

সবংসে রাবন মারি তোমার উর্দ্ধার করি
পরিক্ষা লইল লঙ্কায়।
জদিবা আইলাম দেসে লোকে অপজস ঘোষে
পামরে পিতিত নাহি জায়॥
সিতা ত পরম সতি স্বরুপে জানিয়া মতি
লোকে কহে গঞ্জনা কাহিনি।
ঘোর দণ্ডক বনে থুয়্যা আইলে লক্ষনে
কেমনে রহিবে একাকিনি॥
প্রানের লক্ষন ভাই সিতা থুয়্যা এলি কোন ঠাঞি
জাব আমী সিতার তল্লাসে।
কৌতুক ইঙ্গিতে আমী বুঝিতে নারিলে তুমি
নিশ্চয় রাখিলে বনবাসে॥
সরিরে নাহিক দয়া সিতাকে নাহিক মায়া
কোথা সিতা পরম সুন্দরি।
চন্দ্রবদনি বিনা কিছু ত না লয় মনে
সোকে প্রান ধরিতে না পারি॥
সজল লোচন হরি লোচে ঘন বহে বারি
উত্তরি[ল] পরিহরি মহি।
রামানন্দ দাসে কয় তরাইতে ভবভয়
চরনে স্বরন আমী চাহি॥*॥
লক্ষন কি নিঞা রহিব আমী ঘরে।
না দেখিয়া সিতা সতি প্রান কি জান করে॥
সিতা সিতা বলিয়া রাম পড়িল ভুমিতলে।
সিতার সোকেতে কান্দেন প্রান ব্যাকুলে॥
কোথা গেলা প্রানসিতা দেহ দরসন।
না দেখিয়া তুয়া মুখ বিদরে জিবন॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
লক্ষন বলেন গোসাঞি কান্দ কি কারন॥
লক্ষন বলেন প্রভু কিসের বিলাপ।
প্রজা লয়্যা রাজ্য কর কিসের সন্তাপ॥
মন স্থির কর গোসাঞি না হও চঞ্চল।
সোক সম্বর গোসাঞি না হও বিকল॥
এতেক লক্ষন কহিল রামের পাস।
উত্তরায় রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥*॥

(পৃ০ ৭৮।১-২)

৯৬'১ পত্রে নরমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গ আছে।

শেষ,—

বাল্মিক বন্দিয়া গান লব কুশে গায়।
গাইব অজুধ্যাকাণ্ড আদিকাণ্ড সায়॥
সুখে রাজ্য করে রাজা অজের নন্দন।
মাতামহের ঘরে গেলা ভরথ শত্রুঘন॥
রামে রাজ্য দিতে হইল রাজার অভিলাস।
রাজ্য না পাইলা রাম গেলা বনবাষ॥
রাম বনে গেলা তবে কান্দে সর্ব্ব জন।
সোকেতে হইল দসরথ রাজার মরণ॥
মধুস্বরে গীত গায় বাজাইয়া বিনা।
সুনিয়া কান্দেন রাম আর সর্ব্ব জনা॥
গান সুন্যা রামচন্দ্র হইল বিভোলা।
গায়কে আনিয়া দেহ সনা সহস্র তোলা॥
ভাণ্ডারি বাটায় কর্যা আনি[ল] কাঞ্চন।
গিত রহাইয়া কন ভাই দুই জন॥
গুটী চারি ফলেতে আমাদের উদর ভরে।
তোমার ধন রাখগা রাম তোমার ভাণ্ডারে॥
রাম বলেন গান কর মুনির নন্দন।
ভাল পুরান কর্যাছেন বাল্মিক তপধন॥
রাজার সংকার আজ্ঞা করিল ভরথ।
রামকে আনিতে জান চিত্রকোট পর্ব্বত॥

১২০। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২০৮৭। এক এক পৃষ্ঠায়

১০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০০ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আরম্ভ,—

হাথে দণ্ড কমণ্ডলু সর্ব্ব গাত্র রূক্ষ।
তেজিলেক ধন জন সংসারের শুখ॥
অনাহারে থাকয় কেহ বরিষা চারি মাষ।
কোন মুনী সর্ব্ব কাল থাকয় উপবাষ॥
দস সহস্র বচ্ছর কেহ করিছে অনাহার।
অস্তবাড় লাগীয়াছে অস্তী চর্ম্ম সার॥
এত সব মুনী আসীছে তোমার দুয়ারে।
আজ্ঞা কর আনী গোসাঞী তোমার গোচরে॥
রাম বলেন ঝাট আন দ্বারে কি কারন।
বড় ভাগ্যে আমার মুনীর সম্ভাষন॥
রঘুনাথের আজ্ঞা পাইয়া দ্বারি সত্তর।
মুনি সব লইয়া গেলা রামের গোচর॥

মধ্য,—

জমের আশ্বাসে ইন্দ্র ক্রন্দন সঙ্কুলিল।
তবে ইন্দ্র রাজা গেল চণ্ডীর গোচরে॥
তোমার বিদ্যমানে দেবি দেবতা সংহারে।
রাবন মারিয়া দেবের কর প্রতিকার॥
চৌসট্টি জোগিনি আছে দেবির সংহতি।
জুঝীতে জোগীনি সব বড় সিগ্রগতি॥
জুঝিতে জোগিনি সব নানা কাছে কাছে।
রক্ত মাংস খাইয়া উন্মত্ত হইআ নাচে॥
দেখীতে জোগীনি সব [মহা] ভয়ঙ্করে।
সতে সতে রাক্ষস একেক জোগীনি সংহারে॥
রাবন বলে চণ্ডী তুমী কর অবধানে।
জুদ্ধ সমপীয়া তুমী চল নিজস্থানে॥
আমারে জীনিলে তোমার কীছু নাহি কাজ।
তুমি হারিলে চণ্ডী বড় পাবে লাজ॥
রাবনের কথা সুনিঞা চণ্ডীর হইল হাস।
জুদ্ধ সমপিয়া দেবি গেলেন কৈলাস॥
ইত্যাদি (পৃঃ ৩৮।২)

শেষ,—

রথ লইয়া গেলা ব্রহ্মা প্রভুর বচনে।
সর্ব্বসম্পদ পায়ে লোক রামনাম স্মোঁরনে॥
সরজুর জল গভির পর্ব্বত প্রমান।
সকল সুখাইয়া হইল আঠুর সমান॥
স্থাবর জঙ্গম জত জলের উপর ভাসে।
শরির তেজিয়া লোক গেলা স্বর্গবাসে॥
দিব্য রথে জায়ে সভে দেবদেহ ধরি।
রামের প্রসাদে লোক গেলা স্বর্গপুরি॥
মরনকালে রামনাম বলিব জেই জন।
নিজ স্বরিরে স্থান তারে দেন নারায়ন॥
ভক্তি অনুরূপ স্থান অনেক প্রকার।
ভজিলে গোবিন্দ লোক পায়েত নিস্থার॥
সকল পৃথিবির লোক গেল স্বর্গবাস।
এতেক দেখিয়া ব্রহ্মাঞে লাগিল তরাস॥
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা বিষ্ণুরে করেন স্তুতি।
তোমার নাম স্বরনে গোসাঁঞি পাপির মুকতি॥
আগম পুরান বেদ জত সাস্ত্রগ্রন্থ।
আ।ম হেনো কোটি ব্রহ্মা না পাইল অন্ত॥
সকল পাপ ঘুচে রামনাম স্বরনে।
পাপমৃগ পালায়ে জেন সিংহ দরসনে॥
চারি বেদ সহস্র নামে জত হয়ে ফল।
এমত কোটি গুন হয়ে রামনামে কেবল॥
রাম নামে রাখিবেক সহস্র ধনুকে।
মাএয়ামোহে আছে লোক চক্ষে নাহি দেখে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত লোকের চিন্তি হিত।
লোক মহিবারে কৈলা রামায়ন গিত॥
সাত কাণ্ড পুথি কৈলা অমৃতের ভাণ্ড।
সুনিলে খণ্ডে লোকের জমপিড়া দণ্ড॥
রামনাম স্বরন করিআ মরেত চণ্ডাল।
সোঁস্বরিরে স্বর্গ জায়ে জর্ম্ম নাহি আর॥

অতয়েব সুন লোক হইয়া একচিত্ত।
অন্য মন ইহাতে না করিবে কদাচিত॥
সুন সুন আরে ভাই হইয়া একমন।
এত দুরে উত্তরাকাণ্ড হইল সমাপন॥

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত মিল আছে।

১২১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¾ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৫১, ৫৮-৭৩। এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

লব কুসের জুর্দ্ধ লিক্ষিতে॥
বসিষ্ঠ বলেন ঘোড়া রাখি কাহার সকতি।
শ্রীরাম ডাকিয়া আনিলা লক্ষন জোর্দ্ধাপতি॥
অশ্বমেধ করিলা রামচন্দ্র গদাধর।
জজ্ঞের ঘোড়া পাঠায়্যা দিয়াছিলা পুরন্দর॥
মন্ত্রিগনে ডাকিয়া প্রভু রাম য়ধিপতি।
মুনিগন সঙ্গে লয়্যা করিলা জুগতি॥
রাম বলেন ঘোড়া কেবা রাখিবেক জতনে।
তোমা বিনে ঘোড়া রাখিতে নারিব অন্য জনে॥
ঘোড়া রাখিতে নিজোজিলা ঠাকুর লক্ষনে।
জজ্ঞশালে রামচন্দ্র করিলা গমনে॥
লক্ষন বলেন ঘোড়া রাখিব তোমার য়াদেসে।
বৎসরেক ভ্রমিব য়ামি ঘোড়ার জে পাসে॥
নির্ভয় দান মোরে দেহ মহাসয়।
পরম সুখে বেড়াই জেন হইয়া নির্ভয়॥
নানারূপে রিপুগন বেড়ায় হরিসে।
নির্ভয়ে বেড়াব গোসাঞি কেমন সাহসে॥
লক্ষনের বচন সুনিঞা হাসেন রঘুনাথে।
জয়পত্র লিখিয়া দিলেন লক্ষনের হাথে॥
এই পত্র দেহ লয়্যা ঘোড়ার লল্লাটে।
জুর্দ্ধ করিতে জেন কেহো নাঞি য়াঁটে॥
শ্রীরামের য়াজ্ঞা পায়্যা ঠাকুর লক্ষন।
করিতে লাগিলা তেহো ঘোড়ার সাজন॥

মধ্য,—

১৯।১, ২২।২, ২৩।২, ২৪।১, ২৪।২, ৩০।১, ৩১।১, ১৭।২, পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

রাগ পাহিড়্যা।

আরে বাছা য়ার না জাইহ তপোবনে।
জানিঞা সুনিঞা মুনি কেনে দিলেন মেলানি
ঘরে বসি থাক দুই জনে॥
পুর্ব্বে বিষ্ণু য়ারাধিয়া প্রিথিবিতে জর্ম্ম লয়্যা
বাড়িলাঙ জনকের ঘরে।
পিতা বড় নিদারুন করিল দারুন পন
হরধনু ভাঙ্গিবার তরে॥
প্রভু দেব নারায়ন এক য়ংসে চারি জন
ভারথে দুল্লর্ভ জার নাম।
অগোচর চারি বেধ সম নহে অশ্বমেধ
জার নাম লইলে ধম্ম মোক্ষ কাম॥
হেন প্রভু মোর পতি মাতা মোর বসুমতি
বিধি মোরে করিল নৈরাস।
নাঞি কৈলাঙ অপরাধ দারুন লোকের বাদ
প্রভু মোরে দিল বনবাস॥
তোমা দুঁহা উদরে ধরি আইলাঙ বনপুরি
না দেখিলাঙ প্রভুর চরন।
তোমা দোহার দেখি মুখ পাসরিলাঙ সব দুখ
সকল দুখ করিলাঙ পাসরন॥
দাস দাসি জুথে জুথে গমন বিচিত্র রথে
প্রভু মোর য়াজরাজেশ্বর।

তোমরা তার তনয় নাঞি দিহ পরিচয়
সঁাপিবেন বাল্মিক মুনিবর ॥
দুই পুত্রের ধরি হাথে দিলেন আপন মাথে
মোর বোল না করিহ আন।
রামে বলিহ উর্ত্তর না বলিহ দুরাক্ষর
মোর বোলে হবে সাবধান ॥
জবে চাহেন পরিচয় বলিহ রাজার তনয়
সপ্ত মত্র পাঠাইলা বনে।
ছত্র দণ্ড অধিবাস হেন কালে বনবাস
সম্মানে রাখিহ হনুমানে ॥
সুনিঞা মাএর ঠাঞি দোহে দোহা পানে চাই
লব কুসে লাগিল তরাস।
বিস্ময় লাগিল মনে দ্বিজ মধুকণ্ঠে ভনে
নেচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥*॥

(পৃঃ ১৮২-১৯১)

শেষ,—

শ্রীরামের অনুচর সব ব্রহ্মার বচন সুনে।
সরজুর জলে প্রান ছাড়ে শ্রীরাম স্মঁওরনে॥
দুগ্ধ পানেতে জেন সিসুর মোন ভাসে।
শ্রীরাম স্মঁওরনে প্রান ছাড়িয়া রহিলা স্বর্গবাসে॥
ব্রহ্মা সৃষ্টি সৃজিল শ্রীরাম অবতার।
ব্রহ্মা বলেন কোন মতে হইব প্রচার॥
চিন্তিয়া গুনিঞা বাল্মিক পাঠাইল স্বরেস্বতি।
তাহাঁর প্রসাদে রামায়ন কৈল বাল্মিক মহাঁমতি॥
পাঠক পোঁথা পড়ে কথক বাখানে।
পোঁথা সুনিবার বেলায় ঘুম আদিষ্টানে॥
কির্ত্তিবাস সৃজিল গিত সুনিতে মোধুর।
জাহার গিত সুনিঞা পাপ জায় দুর॥
তালে সবদে বাজে নপুর ঝন ঝন।
গিত নাচন সঙ্গে সুন রামায়ন॥
ব্রাহ্মন সুনিলে হয় পায় জজ্ঞ পুজা।
ক্ষেত্রি সুনিলে হয় প্রিথিবির রাজা॥
নানা সস্য নানা ধনে বৈশ্বের বাড়ে ঘর।
সুদ্র জাতি সুনিলে হয় পুন্য বিস্তর॥
সংসার মোহিয়া কির্ত্তিবাসের পাঁচালি।
রামায়ন সুনিলে তার বাড়ে ঠাকুরালি॥
হেন কির্ত্তিবাসে কল্যান করুন দেবগন।
উর্ত্তরকাণ্ড গাইল শ্রীরামের স্বর্গকে গমন॥
শ্রীরামের চরিত্র জে জন সুনে একমনে।
সর্ব্ব দুর্থ খণ্ডে তার শ্রীরামের কোল্যানে॥
চিনি লবাত সৎকারা পিয় ভাণ্ড ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল উর্ত্তরকাণ্ড॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত স্থানে স্থানে মিল আছে।

১২২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৩৯, ৪২-৪৪। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৫ সাল। খণ্ডিত।

মধ্য,—

দেবসভা রাজসভা আর মুনিগন।
বসিষ্টেরে করিলা রাম জজ্ঞের বরন॥
হোতা কৈল বসিষ্ট ব্রহ্মা পর্দ্মমুনি।
আপোনে সদষ্য হৈল দেব সুলপানি॥
সিব পরে পরিলেক সদস্যের ভার।
আপোনে ব্যাষমুনি হইল তন্ত্রধার॥
অগ্নি জালিয়া দিল ব্রহ্মা কুণ্ডের মাঝার।
ভারে ভারে জজ্ঞকাষ্ট বিভিন্ন প্রকার॥
ভারে ঘ্রত ঢালে জেন ঢালে জল।
কুণ্ডমধ্যে বসিলেক আপনে আনল॥
বেদমন্ত্র পরিয়া মুনি দিয়াছে আহুতি।
আহুতি লইয়াছে অগ্নী সপ্ত জিভর্জা পাতি॥

এই মতে করিলেক যজ্ঞের আরম্ভ।
লক্ষনেরে কহে রাম কর এক কর্ম্ম ॥
সভা করি বসি আছে জত মুনিগন।
বস্ত্র অলঙ্কারে কর মুনিরে বরন ॥
একচির্ত্ত হইয়া ভাই সোন আমার কথা।
সোবর্ন্নের তৈজষ দেও সোবয়ে ... .. ॥
মন্দ জেন না বোলে জতেক ব্রর্হ্মনে।
এক ভার সোনা দিবা প্রতি জনে জনে ।।
আর জত আসিয়াছে দারিদ্র ব্রর্হ্মন।
তাহার ঘরে দিবা ভাই নানাবিধি ধন ॥
আজ্ঞাএ করীলা কায্য ঠাকুর লক্ষন।
আগে বিদাএ করিল দারিদ্র ব্রর্হ্মন ॥
ধনের অবধি নাহী রামের সংসারে।
আপনে কুবির জাহার ভাণ্ডারে ॥
ধন করি আদী বিপ্র করিলা বিদায়।
মুনির বরন লইয়া আসীল সভায় ॥
সোনার থাল সোনার গারু সোনার অলঙ্কার।
এক গোটা সোনার পৈতা সোনা এক ভার॥
এক জোরা পট্টবস্ত্র জরিত কাঞ্চন।
সাইট হাজার ভাগ কৈল ঠাকুর লক্ষন ॥
বরনের জত দিব্য হনুমানের হাতে।
গমন করিলা বির লক্ষনের সাতে ॥
হনুমানের সঙ্গে লক্ষন সভামধ্যে গেল।
একেবারে মুনিগনের চরন বন্দিল ॥
বরনদির্ব্ব লৈয়া পাছে পবননন্দন।
মুনি স্থানে গলবাষ ঠাকুর লক্ষন ॥
কোন মুনি উর্দ্ধবাহু কেহ উর্দ্ধরেতা।
কেহ তেজপুঞ্জ কার মুখে নাহী কথা ॥
কার জটা বিগলিত কার জটাভার।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সুমীত্রাকুমার॥
ভাবিতে লাগিল লক্ষন আপোনার অন্তরে।
এক হতে আর কম নহে মুনিগন।
কারে থুয়া কারে দিব বরন আসন ॥
কর্ম্ম কায্যকালে বিধি এত আপদ ঘটে।
লক্ষনে বলেন রাম মোরে ঠেকাইলা সঙ্কটে ॥
দণ্ডে দণ্ডে অভাগীয়ার হএ এত তাপ।
এতেক বলিয়া লক্ষন করএ বিলাপ ॥

বিলাপ দির্ঘচ্ছন্দ।

ভাবিতে ভাবিতে লক্ষন স্থির নাহী পায়।
এমত সঙ্কটকালে রাম রহীলা কথাএ॥
নিকটে আইস চরন দেখি প্রভু গদাধর।
সঙ্কটে ঠেকিছি তোমার নিজের নফর॥
আমার কপালের লেখা কি হয় তোমারে।
এমন কাজেতে রাম পাঠাও আমারে॥
বুঝিবারে না পারি তোমার মনের আষ।
আমা হতে হবে বুঝি সুয্যবংস নাষ ॥
বাচিয়া নাহীক কার্য্য এখনে না মরি।
আমি বুঝি জর্ম্মীয়াছীলাম বংসনাষকারি ॥
এক মুনি থুইয়া জদি আর মুনি বরি।
জারে না বরি সে সাপীবত করি॥
কোন মুনি কম নহে দারুন তপস্বী।
কোপমনে সাপ দিয়া করিব ভষ্যরাসি ॥
আমারে জে সাপ দিব তার নাহী ভয়।
এই ভয় মনে পাছে বংসনাষ হয় ॥
দৈবজোগে এমন কায্য হইয়া উঠে জদি।
সংসারে ঘুসিবে লোকে আমার অক্ষ্যাতি ॥
এই কথা লোক সবে করিব প্রকাষ।
লক্ষন হতে হইলেক সুয্যবংস নাষ॥
এতেক বলিয়া লক্ষন কান্দিয়া বিকল।
বুক বাহীয়া পরে ধারা নয়ানের জল ॥
না বরিয়া মুনিগন জদি জাই ঘরে।
এথনে হাসিব মোরে জত মুনিগনে ॥
হাসিয়া কহীবেক কথা জত জত ঋসি।
বুঝিলাম বুদ্ধীমুর্ন্য লক্ষন তপস্বী ॥

এতেক বলিয়া লক্ষন সিরে হানে হাত।
এহাতে উপাএ নাহী বিনে রঘুনাথ ॥
মরিব মরিব আমী অবষ্য মরিব।
এমন কালে রাম বিনে আর কারে ডাকিব॥
আইষ আইষ রঘুনাথ এই নিবেদন করি।
নিকটে আইষ রামচন্দ্র · দেখিয়া মরি ॥
এমন কালে রঘুনাথ রহীলা কথায়।
এমন সঙ্কটে আমার কি হবে উপায় ॥
পুর্ব্বে জদি জানিতাম রাম এমত সঙ্কট।
অভাগীয়া না আসিতাম ইহার নিকট॥
জে কার্য্য হইয়াছে এখন উপাএ করি কি।
আসিয়া নফর রক্ষ্যা কর রঘু জি ॥
আপোনে আসিয়া রাম কাষ্য দেও সিমা।
নহে কিন্তু জাবে রামনামের মহীমা ॥
একত্র বরিতে পারি মুনি সাইট হাজার।
তবে সে হইতে পারে উপাএ য়েহার ॥
ভাবিয়া আকুল লক্ষন স্থির নহে চিত্য।
একা আমী সাইট য়ংষ হইয় কেমত॥
সঙ্কটে করহ রক্ষ্যা বন্দু নারায়ন।
এতেক বলিয়া কান্দে ঠাকুর লক্ষন ॥
আইজ জদি হইতে পারি য়ংস ষাইট হাজার।
তবে সে জানিব রাম মহীমা তোমার ॥
রঘুনাথের পাদপদ্য মনে করি সার।
এক লক্ষন হইল অংষ সাইট হাজার ॥

(পৃ০ ৩২-৫।)

শেষ,—

রামে বলে মুনি গোশাই কহ তত্তকথা।
কোনখানে আছে বল মোর প্রানের সিতা॥
মুনি বোলে নিবেদন শোন রঘুমুনি।
আমার আশ্রমে য়াছে জনকনন্দীনি॥
অনেক দীন হইল সিতা আছে বনবাষে।
রথ পাঠাইয়া সিতা লৈয়া আইষ দেশে ॥
রাম বলে শোন কথা লক্ষন ধানুকি।
সিগ্র করি আন গীয়া প্রানের জানকী ॥
আজ্ঞা পাইয়া স্তবনে গেলেন লক্ষন।
সিতাকে লইয়া আইস অজোর্দ্ধা ভোবন॥
এতেক ষুনিয়া লক্ষন গমন করিল।
শিতাকে লইয়া লক্ষন দেশেতে আশীল ॥
জয় জয় সব্দ হইল ভরিয়া সংসার।
বনিতা সকলে মিলি দেয়ন্তী জোকার॥
আগীয়া বরিয়া সিতা নিলেক গ্রহেতে।
জজ্ঞ পুর্ন্ন দিলা রাম সপত্নী সহীতে॥
রাম শীতা মিলন হইল দুই জনা।
আনন্দে করেন রাম জজ্ঞের দক্ষীনা॥
জজ্ঞ শাইঙ্গ হইল জদী অজোর্দ্ধা নগরি।
রঘুনাথ আনন্দে [সভে] বলে হরি হরি॥
বালমীক পুরানের কথা কিত্তীবাষে কয়।
অজোর্দ্ধাতে পীতা পুত্রের হইল পরিচয়॥
কিত্তীবাস পণ্ডীতের জর্ম্ম শুভক্ষন।
এই অবধি হইল অন্থা সমার্পন॥
সভার চরনে মোর এই নিবেদন করি।
রঘুনাথ আনন্দে সভে বলে হরি হরি॥

ইতি বালমীকী পুরানে উত্তরাকাণ্ডে পীতা পুত্রের পরিচয় সমাপ্ত।...এই পুস্তক সন ১২৩৯ সনে ৫ আস্বীন বৃহস্পতি বার বেলা দের প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল জিলে শুধারাম থানে বেঘমগঞ্জের উত্তরে জোছরগঞ্জের দাবাতে সমাপ্ত হইল তাহার পর সন ১২৫৫ সন মাহে মাঘ মোকাম মধুপুরা জিলে ভুলুয়া সমাপ্ত হইল।

১২৩। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৳ ×

৫৪/৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৫-৩৩, ৩৫-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

..... রাবনের আগুসার ॥
দক্ষিন কৈলাসে আছে মহাদেবের পুরি।
মহাদেব সম্ভাসি[তে] জায় তরাতরি ॥
কাত্তিকের জম্মস্থানে সোনার সরবন।
রথ সঙ্গে তথি গিয়া ঠেকিল রাবন ॥
বনেতে ঠেকিয়া রথ আগু নাহি সরে।
পাত্র মিত্র লয়্যা রাবন য়নুমান করে ॥
মারিচ রাক্ষস আসি রাবনের কানে কয়।
কুবেরের রথে এক রাক্ষ্যস নাহি রয় ॥
রথ এড়িয়া রথ চালায় রথ নাহি নড়ে।
মহাদেবের ঠাই রথ ধাইয়া গেল ডরে ॥
না জানিস রাবন তুঞি কৈলাশ সিখর।
গৌরি লয়া কেলি হেথা করেন সঙ্কর ॥
দেব দানব কেহ হেথা নাহি য়াইসে ডরে।
হেথা কেন রাবন আইলি মরিবার তরে ॥
কুপিল রাবন রাজা দুতের বচনে।
রথ হইতে উলিয়া জায় মোহাদেবের স্থানে ॥
নন্দি নামেতে দ্বারি রাবন তথা দেখে।
হাথে জাঠা করিয়া সেই দ্বারথান রাখে ॥[১]
বানরমুখ দেখি মোরে কর উপহাস।
এই বানরমুখে তোর করিবে সর্ব্বনাস।
জে(হে)ন ছারে মারিয়া মোর কোন প্রিওজন।
আপনার দেসে তুঞি মরিবি রাবন ॥

শেষ,—

তবে ইন্দ্র রাবনে দুই জনে হই রন ॥
ঐরাবতে আইল ইন্দ্র বজ্র লইয়া হাথে।
রাবন সাজিয়া য়াইল দির্ব্ব রথে ॥
ইন্দ্র হাথে বজ্র করি করএ গর্জ্জন।
যুনিয়া বর্জ্জের শব্দ চিন্তিত রাবন ॥
মহাসব্দে গর্জ্জে বজ্র বিক্রম বিসাল।
সব্দ যুনিয়া সর্গ মর্ত্ত কাপিছে পাতাল ॥
ধাইয়া আইল কুম্ভকর্ম আউদর চুলি।
ইন্দ্রের সমুখে গিয়া রহে মহাবলি ॥
কুম্ভকর্ন্ন [বলে] ইন্দ্র আজি জিবে কোথা।
করিব য়মরাবতির নির্ম্মুল দেবতা ॥
বজ্র বিনে ইন্দ্র তোমার আর নাহি ভাঁড়া।
এড় দেখি বজ্র চিবাইয়া করিব গুড়া ॥
ইন্দ্র বলে কুম্ভকর্ম না কর অহঙ্কার।
বজ্র য়স্ত্রে আজি তোরে করিব সংহার ॥
মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র বর্জ্জ অস্ত্র এড়ে।
দুই হাথে সাঁপটীয়া গিলিলেক য়াড়ে ॥
বর্জ্জ গিলি কুম্ভকর্ন্ন ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখিয়া দেবতা সব গনিল প্রমাদ ॥

১। ইহার পর খানিকটা ছাড় পড়িয়াছে।

১২৪। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গলা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৩/৪ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

অথ শ্রীশ্রীরামায়ন উর্ত্তরাকাণ্ড লিখ্যতে ॥
শ্রীশ্রীহনুমানের বন্দনা আরম্ভ ॥
বন্দিব অঞ্জনাযুন অসিম জাহার গুন
অতিসয় মহাবল হনু।
ফল ভ্রমে সিসুকালে দিবাকর ধরিলে বলে
জেন রাহু গ্রাষে অর্দ্ধতনু ॥
জয় জয় মহাবির পরাক্রম রন ধির
জয় জয় বির মহাবল

তপন জাহার গুরু ভক্তি মুক্তি কল্পতরু
বন্দো বিরের চরনজুগল ॥
জানকির অন্বাবনে প্রভু ভাই দুই জনে
রিষ্যমুখে করিলা গমন।
করিলে রামের হিত সুগ্রিবে করাল্যে মিত
হেন বিরের বন্দিব চরন ॥
ইঙ্গিতে মহোদধি তরি জানকি ত্রান করি
অক্ষ আদি মারিলে বিরগন।
রাবনেরে চড় মারি কাঁপাইলে লঙ্কাপুরি
চমৎকার হইলা ত্রিভুবন ॥
নল উপলক্ষ হেতু ইঙ্গিতে বান্ধিলে সেতু
সমরেতে তুসিলে শ্রীরাম।
জানকির ত্রানকর্ত্তা লক্ষনের প্রানদাতা
হেন বিরে করোঁ পরনাম ॥
রাবন রনের কালে ময় দানবের সেলে
পড়িলেন ঠাকুর লক্ষন।
আশ্চর্য্য লাগে দেবগনে চমৎকার ত্রিভুবনে
বির আনিলে হে গন্ধমাদন ॥
জয় করি লঙ্কাপুরি বিভিসনে দণ্ডধারি
দেযেরে আনিলে রঘুনাথে।
অভয় পদারবৃন্দে মলয় জে মকরন্দে
হেন বিরে বন্দো জোড় হাথে ॥
হনুমানের চরিত্রগুনে জেবা সুনে একমনে
রোগ দুস্থ কিছুই না জানে।
রাম তারে হয়েন সুখি বর দেন চন্দ্রমুখি
বাড়ে সেই রামের কল্যানে ॥
দ্বিজ রূপরামের আষ হইব রামের দাষ
খণ্ডাবে অসেষ অপরাধ।
রাম গুন চরিত্র গাইব জে দিবারাত্র
ভিল আধ না করিব বাদ ॥

ভণিতার রূপরাম লেখক অথবা রামায়ণ গানের একজন প্রধান হইবেন।

শ্রীশ্রীরঘুনাথের বন্দনা আরম্ভ ॥

সর্ব্ব আগে বন্দো সিতা রামের চরন।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম বরের কারন ॥
দক্ষিন বামেতে বন্দো ভরত সত্রুঘন।
সিরে ছত্রধারি বন্দো ঠাকুর লক্ষন ॥
রামের দুই মন্ত্রি বন্দো সুগ্রিব জাম্বুবান।
পদতলে বন্দিয়া গাইব বির হনুমান ॥
রামের দুই ভার্য্যা বন্দো লক্ষ্মি সরস্বতি।
তিন দেবতা বিনে লোকের অন্ত নাস্তি গতি ॥
সরস্বতি কৃপাতে কবির্ত্ত সভার রঞ্জি।
লক্ষ্মি দেবির কৃপাতে সদাই সুখে ভুঞ্জি ॥
লব কুষ বন্দো দুই রামের নন্দন।
বিনা নৈয়া বাপের আগে গাইল রামায়ন ॥
জোড় করে বন্দোহুঁ সে ঘটকচরন।
কৃপা কর ঘটকরাজ লইলাম স্মরন ॥
রাম জন্মিতে ছিল ষাটী সহস্র বছ্‌র।
রামকির্ত্তি রচিলা বাল্মিক মুনিবর ॥
রাম না জন্মিতে করিলা রামের অবতার।
হেন মুনির চরনে মোর কোটী নমস্কার ॥
দযরথ রাজা বন্দো রামচন্দ্রের পিতা।
রামরূপ নারায়ন লক্ষ্মিরূপা সিতা ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা কৈকেই রামের জননি।
মা বলিয়া কোলে জার চাপিলা চক্রপানি ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি সরস্বতি ॥
মুখুটী বংষে জন্ম ওঝার জগতে বিদিত।
ফুলিয়াসমাঝে কির্ত্তিবাষ জে পণ্ডিত ॥
পিতা বনমালি মাতা মানিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে ॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
জথা তথা কর্য্যা বেড়ায় বিত্তার উর্দ্ধার ॥

বাল্মিকি হইতে হৈল রামায়ন প্রকাষ।
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাষ ॥

উদ্ধৃত অংশে কৃত্তিবাসের বন্দনা করা হইয়াছে; আবার ভণিতাটিও কৃত্তিবাসের।

শেষ,—

সর্ব্বকাল রাবনের দেবের সঙ্গে বাদ।
দেবতা অসুখি জারে তার পড়িব প্রমাদ ॥
বিরোচন রাজার কন্যা নাম বিদ্যুতমালা।
কুম্ভকর্ন বিভা করিল জেন চন্দ্রকলা ॥
কন্যা দিঘল বঠে তিন সত জোজন।
সাত সত জোজন দিঘল কুম্ভকর্ন ॥
জেন বর তেন কন্যা সোভে দুইজনে।
কুম্ভকর্ন করিল বিভা সেই ত কারনে ॥
সয়ম্বরা নামে ছিলা গন্ধর্ব্বকুমারি।
বিভিষন করিল বিভা পরম যুন্দরি ॥
মৃগ মারিবার তরে করিল গমনে।
তিন জন আছিল হইল ছয় জনে ॥
বিভা করি তিন ভাই করিলা গমন।
লঙ্কায় রাষ্য করে রাবন লৈয়া রাক্ষষগন ॥
মন্দোদরির পুত্র জন্মিল নামে মেঘনাদ।
দেখিয়া দেবতাগন করেন বিষাদ ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে জার ডরে ॥
মেঘ হেন ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতরে।
মেঘনাদ নাম তার বাপ মায় ধরে ॥
রাত্রি দিন কুম্ভকর্ন নিদ্রায় অচেতন।
ত্রিষ জোজন ঘর তার বান্ধিল রাবন ॥
ত্রিষ জোজন ঘরখান বান্ধিল দিঘল।
দষ জোজন ঘরখান আড়ে পরিষর ॥
চরি ক্রোষ ঘরের দুয়ার পরিষর।

———

১২৫। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

শ্রীরামের অশ্বমেধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট-আগজ। আকার ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ২—২০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

—জত মুনি আইলা জজ্ঞস্থানে ॥
জামদগ্নি কৌসিক আইলা পরাসর।
সানন্দ কশ্যপ আইলা সান্তনু মুনিবর ॥
নারদ মহামুনি আইলা গুনের সাগর।
সুমন্ত পৌলস্ত আইলা পুলহ মুনিবর ॥
ভরদ্বাজ সুতিক্ষ্ণ আইলা দুই বেকতি।
দুর্ব্বাষা মুনি আইলেন মহাক্রোধমতি ॥
অত্রি অঙ্গিরা আইলা মহাতপোধন।
মৎস্য কর্ন অগস্ত্য আইলা দুই জন ॥

মধ্য,—

জেইখানে রাম তথা আইল দুই জন।
তিন রাম হইল জেন দেখে সর্ব্বজন ॥
একই বল বিক্রম একই তিনের ঠাম।
সৈন্য সামন্ত জত দেখে তিন রাম ॥
সৈন্য সামন্ত যত প্রধান সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
পঞ্চ মাস সিতার গর্ভ হইল জখন।
হেন কালে সীতারে রাম করিলা বর্জ্জন ॥
সীতারে বর্জ্জিয়া রাম থুইলা বাহিরে।
এই দুই ছাওয়াল হইয়াছে সিতার উদরে ॥
রামের তেজ দেখিএ রামের ধনুক বান।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
এই যুক্তি তারা সব অনুমান করে।
সকল মন্ত্রিগন গেল শ্রীরাম গোচরে ॥

এই দুই সিসু গোসাঞি তোমার তনয়।
পরিচয় লহ গোসাঞি কিবা হয় নয়॥
তোমার তেজ তোমার রূপ তোমার ধনুকবান।
আকৃতি প্রকৃতি দুহে তোমার সমান॥
আপনি ভাবিয়া গোসাঞি চিন্ত মনে মনে।
পঞ্চ মাষ গর্ব্ভ সিতা থুইলে এই বনে॥
সেই গর্ভে জর্ম্মিয়াছে জমক সহোদর।
ত্রিভুবন জি[নি]তে পারে মহাধর্ম্মুর্দ্ধর॥
চন্দ্র সুর্য্য সর্গ মর্ত্ত পাতাল জদি ছাড়ে।
তবে রঘুনাথ এই বাক্য নাহি নড়ে॥
ইহা সভার জুর্দ্ধে কার নাহিক জিবন্।
প্রান লইয়া দেশে জাই না করিহ রন॥
এই জুক্তি রামেরে বলে সকল সেনাপতি।
হেন কালে রামেরে বলে সুমন্ত সারথি॥

(পৃ ১৪।১.২)

শেষ,—

মুনি বলেন সুন সিতা তোমারে কহি আমি।
দুই পুত্র লইয়া সীতা ঘরে চল তুমি॥
সীতা বলেন দেখি আমি রামের জিবন।
তবে মাএ পোএ ঘরে করিব গমন॥
এতেক সুনিঞা মুনি বসিলা ধেয়ানে।
ত্রিভুবনের জত কথা ধেয়ানে মুনি জানে॥
তপবনে কুণ্ড আছে মৃর্ত্ত সঞ্জারিনি।
ধ্যান করিয়া তাহা আনিলেন মুনি॥
বার বৎসরের জদি মড়ার অস্থির লাগ পায়।
সেই কুণ্ডের জলে মুনি তাহারে জিয়ায়॥
মুনি বলেন আমার বাক্য সুন সিস্যগন।
এই জল ছড়া দেহ সকল তপবন॥
হস্তি ঘোড়া টাট কটক পড়িয়াছে জত দুরে।
তত দুর ছড়া দেহ জমুনার তিরে॥
তারক মন্ত্রে জল পড়িয়া দিল মুনি।
তপোবনে ছড়াইল মৃর্ত্ত জিবের পানি॥
কটকের হাথ পা আসিয়া লাগে জোড়া।
অসংক্ষ কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া॥
মৃত্ত জিবের পানি জদি হইল পরসন।
শ্রীরাম লক্ষন জিলা ভরথ সক্রঘন॥

১২৬। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১—১৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১২ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আরম্ভ,—

কিত্তিব্যাস পণ্ডিতের রামায়ন রচন।
ব্যাসের বচন সুন বাপ পোএ রন॥
জজ্ঞ পুনা দিবেন রাম জজ্ঞ হৈলে সেষ।
হেন কালে গেল ঘোড়া বালমিকের দেষ॥
পবনবেগে ঘোড়া তবে করেতার ত[ী]রে।
মুনির তপোবন গেলা জমুনার পারে॥
জে দিন জে হবেক বালমিক সব জানে।
লব কুস দুই ভাই ডাক দিয়া আনে॥
মুনি বলেন লব কু[স] সুন ভাল মতে।
আমি চলিলাম আজি চিত্রক্রোট পর্ব্বতে॥
তথায় বিলম্ব আমার হবেক অনেক দিন।
তপোবন রাখিয় তোমরা দুই ভাই প্রবিন॥
কার সনে না করিহ বাদ বিসর্ব্বাদ।
মুনি সকল জানে জত পড়িবে প্রমাদ॥
বার সত সিস্য লয়্যা গেলেন বাল্মিকে।
দুই ভাই তোমরা থেনে বেড়াও কোতুকে॥

মধ্য,—

হরি হরি বলিবে রাম সির্দ্ধি নহে কোন কাম
জজ্ঞ হৈল সংহার কারনে।

তক্ষন জানিলাম মনে জিনিতে নারিব রনে
জখন পড়িল ভাই শত্রুঘন ॥
দুই মিত্র দেসে ছিল ছুত গিয়া য়ানাইল
নিপ তিন য়ানিল জতনে।
জতে[ক] করিল গত্ত ইবে বের্থ কৈল সর্ব্ব
অকারনে মোর জিবনে ॥
সুদিন কুদিন দুই সভে য়ামি তিন ভাই
এই সে বির হনুমান।[১]
সবংসে সাগররাজ বড় বড় কৈল কাজ
ভগিরথ রাজা ধর্ম্মময়।
হেন বংসে জনমীঞা কুল নিন্দা কৈলসিয়া
জিনে মোরে কাহার তনয় ॥
এক কম্মে ক্ষয় নাহি তবে কেনে য়স্ত বহি
বড় য়পজস রহিল আমার।
দসরথ বাপের ডরে দেব গন্ধর্ব্ব কাপে ডরে
সুর্জ্যবংসে তনয় জাহার ॥
বিধির লিখনবসে- চারি ভাই একু মাসে
প্রান দিল সিসুর সমরে।
দেখিব কাহার মুখ ঘুচাইব এই দুখ
ত্রিভুবনে য়পজস য়ামার ॥ (পৃঃ ১৪।২)

শেষ,—
বাল্মিকের বচনে সিতা চলিলেন ঘর।
লব কুস দুই ভাই চলিলা সত্তর ॥
বালমিক মুনি বলেন সুন জাম্ববান।
ডাক দিয়া ঝাট বিভিসন হনুমান ॥
তাহারে বহিল বাল্মিক তপোধন।
মরিয়াছিলে সভে সভার রাক্ষিল জিবন ॥
জিয়াইয়া দিল সভার প্রান দান।
ল[ব] কুস সিতার কথা না কহিয় রামের স্থান ॥
বাপে পোয়ে হেথা জেন নহে দরসন।
দেশে লিঞা আমি করাব সম্ভাসন ॥
লব কুস সিতা মুনিরে নমস্কারি।
বস্ত য়লঙ্কার দিয়া চলিলা য়স্ত[ঃ]পুরি ॥
রাম লক্ষন ভরথ সত্রুঘন বিভিসন।
চারি ভাই দুই মিত্র বন্দে মুনির চরন ॥
মরিয়া ছিলাম মুনি তোমার...সাদে।
কোথাকার দুই বালক পাড়িল প্রমাদে ॥
মুনি বলেন য়ামি না ছিলাম দেসে।
কোথাকার দুই বালক না জানি বিসেষে ॥
ঘোড়া লয়্যা রাম তুমি জাহ জজ্ঞস্থান।
সেই দুই বালক লয়্যা জাব তোমার বিত্তমান ॥
রথ অস্ত্র বস্ত মুনি দিল য়ানাইয়া।
জে জাহার য়স্ত বস্ত লইল চিনিঞা ॥
হেথায় দুই বালকের না পায় দরসন।
দেসে লয়্যা আমি করাব সম্ভাসন ॥
জজ্ঞ পুন্ন দেহো গিয়া জজ্ঞ হৈল সেষ।
সসজ্ঞ সামস্ত লয়্যা রাম গেল দেস ॥
পথে জাইতে জুদ্ধের কথা কহে সর্ব্বজন।
এমন বালকের কথা না সুনি কথন ॥
এত দুরে দুই বালকের কথা য়বসান।
কিত্তিবাস পণ্ডিতের য়দভূত রচন ॥
ইতি পুস্তক সমাপ্ত ॥

১২৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩২। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—
রাম বলেন অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ জজ্ঞ সম ফল নাহি আর ॥

১। ইহার পর একটু ছাড় হইয়াছে বোধ হয়।

এত জদী কহিলেন কোমললোচন।
যুনিয়া হরিস হইলা ভরথ লক্ষন ॥
রাম জজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরসিত।
ডাক দিয়ে বিস্বকর্ম্মে আনিল ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা বলেন বিস্বকর্ম্মা কর সন্বিধান।
রঘুনাথের জজ্ঞস্থান করহ নিম্মান ॥
চলিলেন বিস্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরথ লক্ষন দোহে আছেন জেখানে ॥
বিস্বকর্ম্মায় দেখি হরসিত দুই জন।
জোড় হাতে বিস্বকর্ম্ম করেন স্তবন ॥
নানা রত্ন আনি দিল বিস্বকর্ম্মার স্থান।
জজ্ঞসালা বিস্বকর্ম্মা করেন নিম্মান ॥
ভরথ লক্ষনের টাট দুই অক্ষোহিনি।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিআ জে আনি ॥
ধৌত প্রবাল রত্ন যুনে জেই দিসে।
বহিআ বহিআ আনে চক্ষুর নিমিসে ॥
দিল মনি মানিক্যাদি প্রবাল প্রস্তর।
তিন ক্রোস জুড়ে কুণ্ডু করে পরিস্সর ॥
উভে সভে জজ্ঞকুণ্ডু সতেক জোজন।
নানা রত্নে জজ্ঞকুণ্ডু করিল গঠন ॥
আসিবেন পিথিবির যত নরবর।
রাজাদের জন্ন করে লক্ষ্য লক্ষ্য ঘর ॥
যুবর্ন্নে নিম্মিত গজদন্তের চৌকাট।
যুবর্ন্নে নিম্মিত সব কৈল খাট পাট ॥
মনিগনের ঘর নিম্মাইল থরে থর।
বসিবার স্থান কৈল পরম যুন্দর ॥
ভক্ষদ্রব্য নানা জাতি বস্ত্র অলঙ্কার।
নানা রত্ন ধন লয়্যা পুরিল ভাণ্ডার ॥
দধি দুগ্ধ ঘেত মধু আইল ভারে ভার।
আতব তণ্ডুল ধান্ন সুধ্যা নাহি তার ॥
এক মাসে জজ্ঞস্থান করিল নিম্মান।
নিম্মাইআ বিস্বকর্ম্মা গেল নিজ স্থান ॥

মধ্য,—

অজোধ্যাতে গিয়া সিতা করিলা প্রবেস।
আনন্দে অবধি নাই অজোধ্যার দেশ ॥
সর্ব্বদেসের লোক আইল অজোধ্যা নগরি।
জয় জয় সুমঙ্গল পড়ে জত নারি ॥
রথে হৈতে ভুমে সিতা নাম্বিলা জখন।
দেখিয়া সিতার রূপ মোহ ত্রিভুবন ॥
দেখিয়া দেবতাগন হইয়া হরসিত।
আছুক অন্নের কাজ ব্রহ্ম[া] চমকিত ॥
ধন্ন ধন্ন রামে সবে করিছে বাখান।
আপনি আসিয়া লক্ষি হৈলা অধিষ্টান ॥
জোড়হাতে রহে সিতা রামের গোচর।
হেন কালে বলেন রাম সভার ভিতর ॥
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার ॥
ত্রিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাই।
আর বার পরিক্ষা আমি তব স্থানে চাই ॥
পরিক্ষা করহ সিতা ত্রিভুবনের আগে।
দেখে জেন সর্ব্ব লোক চমৎকার লাগে ॥
পরিক্ষা লইতে সিতা করহ সাহস।
ত্রিভুবনে ঘুচক আমার অপজষ ॥
এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে।
জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে ॥
অগ্নি প্রবেস করেছিলাম তোমার বর্জনে।
ব্রহ্মা জাহা বলেছেন যুনেছ শ্রবনে ॥
আনিলে দেসের তরে করিয়া আশ্বাস।
কোন দোসে আরবার দিলে বনবাস ॥
রাজার গ্রিহিনি হয়ে বনমর্দ্ধে বসি।
ফল মুল খাইয়া থাকি নিত্য উপবাসি ॥
কোন দোসে রেখেছিলে না জানি বিসেষ।
লবকুস দুই পুত্র পাইলা উর্দ্দেস ॥
বেভিচারি প্রতি জেন কহে কটুত্তর।

তেমনি পরিক্ষা চাহ সভার ভিতর ॥
রাজার মহিসি জারা-ষুখে আছে ঘরে।
পরিক্ষা লইতে আমি আছি বারে বারে ॥
জন্ম জন্মান্তরে গোঁসাই তুমি হবে পতি।
আমার লল্যাটে লেখা ঘটিবে দুর্গতি ॥
আমা হেন নারি তোমার নাহি জেন হয়।
এত বলি দুনয়নে বারিধারা বয় ॥
আমা হৈতে অপজস পেতেছো গোসাই।
এ জনমের মত কিছু মনে করো নাই ॥
এ দাসির জন্তে পূভু পাইলা বহু দুখ।
আর না দেখিতে হবে পাপিঅসির মুখ ॥
এ প্রান তেজিব আমি তব বির্দ্দমানে।
বিদায় মাগিলাম প্রভু তোমার চরনে ॥
ষুনিয়া সিতার কথা লোকে লাগে ত্রাস।
হাহাকার করি মোহে ছাড়য়ে নিস্বাস ॥
(পৃঃ ২৪।২-২৫।১)

:শষ,—

বিষ্টু বলেন ষুন ব্রহ্মা আমার বচন।
সংসারের লোক কৈলা সঙ্গে আগমন ॥
আসিয়াছে স্বর্গপুরে আমার বচনে।
সকল পিথিবির লোক রবে কোনখানে ॥
ব্রহ্মা বলেন ষুন পুভু আমার উত্তর।
আসিয়াছে অলপ লোক আসিবে বিস্তর ॥
রামনাম মুখে বলে হৈলে পতন।
সে হইবে স্বর্গবাসি না জায় খণ্ডন ॥
রামনাম করে জদি মরেত চণ্ডাল।
সে চণ্ডাল স্বর্গপুরে আসিবে তৎকাল ॥
রাম নামের ফলে মক্ষ পাবেত তক্ষন।
তাহার লাগিয়ে কেন ভাব নারায়ন ॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে হইয়া বিদায়।
রামনাম জে করে সে চতুবর্গ পায় ॥
রাম সঙ্গে স্বর্গপুরে গমন তাহায়।
মর্ত্তলোকে কি হইল ষুন আর বার ॥
স্বরজুর জল ছিল পর্ব্বতপ্রমান।
হেন জল কাদা হইল আটুর সমান ॥
হাহাকার করে জম কান্দে রাত্র দিনে।
বিক্ষ পরে পক্ষ নাহি [নাহি] জন্তু বনে ॥
অসখ্যায় জিব জন্তু সলিলে প্রবেসে।
স্বরির ছাড়িয়ে সবে চলে স্বর্গবাসে ॥
পক্ষরূপ ছাড়ি সভে বিষ্টরূপ ধরি।
রামের প্রসাদে জায় বৈকুণ্ঠ নগরী ॥
রামায়ন রচিলা বালমিক তপোধন।
রামনামের গুনে হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
মুক্তি অনুরূপ পথ অসেস প্রকার।
শ্রীরামনামেতে হয় জিবের নিস্তার ॥
লক্ষ লক্ষ মহাপাপি গেল স্বর্গবাসে।
তাহা তো দেখিয়া ব্রহ্মা চতুর্মুখে হাসে ॥
চতুর্মুখে করে ব্রহ্মা বিষ্টুর স্তবন।
রামনাম তুল্য নাহি নিস্তারের ধন ॥
আমা হেন কোটী ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত।
মহিমা না জানে বেদে তুমি হে অনন্ত ॥
রামায়ন ষুনিতে জে করে অভিলাস।
বৈকুণ্ঠেতে কোটী কল্প তাহার নিবাস ॥
অপুত্র ষুনিলে পরে পায় পুত্রবর।
মনবাঞ্ছা পুত্র হয় ষুখে থাকে নর ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত লোকে কৈল হিত।
ভাসা মতে প্রকাসিলা রামায়ন গিত ॥
শ্রীরামকর্ত্তন জেন অমৃতের খণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরাকাণ্ড ॥

ইতি লবকুসের জুর্দ্ধ সমাপ্ত হইল...লিখিত· শ্রীপ্রেমচাঁদ তাস্ত পাটক শ্রীকালাচাঁদ তাস্ত সাঃ বঃ দিঘি পরগনে সমরসাহি ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুথির নাম 'লবকুশের যুদ্ধ'; কিন্তু আছে,

শ্রীরামের অশ্বমেধ হইতে উত্তরকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিতও স্থানে স্থানে সাদৃশ্য আছে।

১২৮। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল ১২৬৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ ইত্যাদি।
জখন জাহা হবে তাহা বাল্মীক মনি জাণে।
লব কুস দুইটী ভাই ডাক দিয়া আণে॥
মোনি বলে সীতার পুত্র রহিলে কথাএ।
লবকুস প্রনমিল বাল্মীকের পায়॥
লব কুসে বলে সুন বাল্মীক তপুধন।
প্রাত[ঃ]কালে আমাকে ডাকিছ কি কারন॥
মোনি বলে সুন তোমরা সীতার নন্দণ।
বরুমের জজ্ঞ হেতু করিএ গমন॥
কার সঙ্গে না করিয় বাদ বিসম্বাদ।
আগ্ন অন্ত জাণে মোনি ঘটীব প্রমাদ॥
তপবন রক্ষা আজি করিবা দুই ভাই।
তপস্যা করিতে আজি পাতালেত জাই॥
এতেক বলিয়া তবে বাল্মীক চলীলা।
মোনিকে প্রনাম করি ধনু হাঁতে লইলা॥
ধনু হাতে দুইটী ভাই করিলা গমণ।
জণণীর চরন জাইয়া করিল বন্দণ॥
মাএর চরণে তবে প্রণাম হইয়া।
ধনু হাতে দুই ভাই চলীল মেলা দিয়া॥
তোরিত গমণে গেল মনির তপুবন।
উদ্দেসে প্রণমিল বাল্মীকের চরন॥
লব পদধুলী কুসে তোলীয়া লইল মাথে।
বিচিত্র ধনু বাণ ধরিল বাম হাতে॥
অবেদ সন্দাণ পোরে বান জত জাণে।
প্রাত[ঃ]কালে ছারিলে বান বৈকালে আইসে টোণে॥
এহি মতে দুই ভাই আছে তপুবন।
অজর্দ্ধাতে সভা করিছে কমললোচণ॥
সত্রোগন গেল জদি মধুরা আশ্রমে।
ভরথ লক্ষন লৈয়া যুক্তি করে রামে॥
রাম বলে সুন ভাই প্রাণের লক্ষন।
রাজসই জজ্ঞ করিতে লএ আমার মন॥
রাবন করিছি বধ সাক্ষাতে ব্রাহ্মর্ন।
বিনা জজ্ঞে পাপ কভু নহে বিমোচণ॥
বশীষ্টে বলে সুন রাম দয়াময়।
রাজসই জজ্ঞ রাম বর দুস্কে হয়॥
রাজসই জজ্ঞ পুর্ব্বে কৈল পুরন্দর।
দেবতা মনিস্ত্বে যুর্দ্ধ আছিল বিস্তর॥
এহি জজ্ঞ করিয়াছিল হরিশ্চন্দ্র অধিকারি।
জজ্ঞের দক্ষীণা দিল বেচিয়া পুত্র নারি॥
এহি জজ্ঞ করিআছিস সগর নৃপবর।
ব্রহ্মসাপে মৈল তার সাইট হাজার কুমর॥
অশ্বমেদ জজ্ঞ করিলে প্রজা লোকের হিত।
সর্ব্ব কার্য্য সীর্দ্ধি হয় মণের বাঞ্ছীত॥
রাম বলে লক্ষণ আমার মণে লয়।
অশ্বমেদ জজ্ঞ আমি করিব নিশ্চয়॥

মধ্য,—

নাচারি॥

লক্ষন ময়ন শুনী কান্দে রাম রঘুমনী
সুকাকুলে করি হাহাকার।

বল্মীকের তপুবনে পরিলেক সীস্তুর বাণে
এ জর্ম্মেতে দেখা নাহি আর ॥
তোমী ভাইর গুন জত আমী আর বলীব কত
জত দুক্ষ পাইলা জে বনে।
হেন গুনের ভাই ছারি ব্রেথা আমী প্রান ধরি
জায় প্রান লক্কনের সনে ॥
তোমী জত দুক্ষ পাইলা সমোদ্র বন্দন কৈলা
বানরগনের সঙ্গে শ্রম করি।
তোমার সাহষ বলে লঙ্কা জিনালাম হেলে
উর্দ্ধারিলাম জণককুমারি ॥

* * *

শ্রীরামের কান্দণে কান্দে পাত্র মিত্রগণে
সুকাকুলে করে হাহাকার।
কিত্তিবাস পণ্ডিতের বানি কান্দ কেনে রঘুমনী
জায় সীগ্র যুর্দ্ধ করিবার ॥ (পৃঃ ৭।২)
ত্রিপদি ॥
সীতা কান্দে ভুমী বসী শ্রীরাম নিকটে আসী
ধরিয়া রামের দুই পায়।
আহা প্রভু প্রাণেশ্বর একবার নঞাণে হের
এ বলীয়া ধরনি লুটায় ॥
জখন হৈলা বনাচারি আনিলা সঙ্কেত করি
সর্ব্বক্ষণ রাখীলা সাদরে।
এখন দিয়া বজ্রাঘাত কথা গেলা প্রাণনাথ
সঙ্গে করি নিয়া জায় মরে ॥
দণ্ডক বণেত ছিল রাবণে হরিয়া নিল
তাথে জত করিল ক্রন্দণ।
নানা বন বিচারিয়া আমার কারন বেস্ত হৈয়া
বিক্ষ ধরি দিলা আলীঙ্গণ ॥
লব কুস দুই ভাই তা সমা নিষ্টোর নাই
বজ্র বুক হইয়া নিষ্টোর।
রাঘবের অঙ্গরন নিসেদিল দুই জণ
মুছীলেক সীসের সীন্দুর ॥

এহি মত কন্দনা করি জণকের কুমারি
লুটাইল রামের চরন।
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতে কয় শ্রীরাম মরিতে লয়
না কান্দিয় ধর্য্য হয় মণ ॥ (পৃঃ ১১।১)।

শেষ,—
তপুবণে গীয়া মোনি দেখীল নঞাণে।
সর্ব্ব সৈন্ন সনে রাম পরিয়াছে রণে ॥
মন্ত্র পরিয়া মনি দিল জলঝারা।
ওটীয়া বসীল রাম সুর্য্যবংসের চোরা ॥
পোণী জল পরি মোণী ডালীয়া দিল।
হস্তি ঘোরা সর্ব্ব সৈন্ন বত্তিয়া উটীল ॥
চারি ভাই বসীলেক প্রসন্ন বদণ।
গায় তোলী বন্দে রাম মনির চরন ॥
শ্রীরামে বলেণ সুন মনি তপুধন।
বল দেখী দুই সীসু কাহার নন্দণ ॥
তোমার জজ্ঞে জাব কাইল সীসু সঙ্গে লৈয়া।
পরিচয় দিব কাইল জজ্ঞেত জাইয়া ॥
লব কুসেকে ডাক দিয়া বলে মহামোনি।
জজ্ঞ সাঙ্গ দিতে রামের ঘোরা দেয় আণী ॥
ঘোরা লইয়া রামচন্দ্র করিল গমন।
অজর্দ্ধা ভুবণে আসী দিল দরসণ ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের অমৃতলাহরি।
রঘুনাথ আণন্দে সবে বল হরি হরি ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতে কবির্ত্তসীরমনী।
উর্ত্তরার সেস গাইল অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
শ্রীরামের কাহিনী সুনিলে বারে বুর্দ্ধ।
এত দুরে সাঙ্গ হৈল লব কুসের যুর্দ্ধ ॥
ইতি লবকুসের যুর্দ্ধ সমাপ্ত।
•সক্কল লীখীল শ্রীচন্দ্রকিসের দাষ ॥

১২৯। রামায়ণ—উত্তরা কাণ্ড।

(রাম সহ) লবকুশের বাগ্যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি
রাবন বিনাস করি শ্রীরাম লক্ষন।
রিক্ষ রাক্ষস কপী রাজা বিভিসন॥
রাজা হইলেন রামচন্দ্র অজুর্দ্ধ্যার পাটে।
দেবাসুর নাগ নর ছত্রতলে খাটে॥
বিরিঞ্চী বাসব বিষ্ণু বৈবসত আদি।
শ্রীরামের পদসেবা করে নিরবধি॥
সভাখণ্ডে রামচন্দ্র বসি সিংহাসনে।
রিক্ষ রাক্ষস কপী বসি স্থানে স্থানে॥
এই মতে আনন্দীত অজুর্দ্ধা নগর।
রাজর্ত্ত করিলেন এগার হাজার বৎসর॥
রামের পালনে প্রজা দুখ নাহি জানে।
বহু ক্ষিরবতি হৈল সব গাভিগনে॥
চতুস্পদ সস্য * * * বসুমতি।
আনন্দীত সর্ব্বজন সদা সুখ অতি॥
সময়েতে মেঘগন বরিষয়ে নির।
নির্ব্বিরোধে অজুর্দ্ধাতে রাজা রঘুবির॥
দেওান ভাঙ্গিয়া রামচন্দ্র মহাসয়।
উঠিলেন সর্ব্বজন বলি রাম জয়॥
হেন মতে আনন্দীত রাজা রঘুবির।
একদিন স্নানে গেলা সরজুর তির॥
সরজু নিকটে এক রজকের ঘর।
বাপঘরে গেল ধোবি স্বামি অগোচর॥
পরদিনে ধোবিনি পুনশ্চ আইল ঘরে।
তার পতি অতি ক্রোধে কহিছে ভার্জ্যারে॥
রাক্ষসের ঘরে ছিল জনকনন্দিনি।
তাহাকে আনিলা ঘরে রাজা রঘুমুনি॥
তেমন কলঙ্ক আমি রাখিতে নারিব।
রাম রাজা নই জে পুনশ্চ তোরে নিব॥
সকর্ন্নে স্তুনিলা রাম এই সব কথা।
নিচমুখে অপমান স্থনি বড় বেথা॥

মধ্য,—

হেন কালে মুনিশীশু দেখিআ লক্ষনে।
সিঘ্রগতি করে গীয়া বাল্মীক সদনে॥
লক্ষন সহিত সিতা আইল কাননে।
দেখিআ আইলাম মুনি আপন নয়ানে॥
এত স্থনি আনন্দীত বাল্মীক তপোধন।
এত দিনে মর গৃন্থ হইল পুরন॥
রাম রাম বলি মুনি উঠি সীঘ্রগতি।
মুনির শিসুর সঙ্গে জান মহামতি॥
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সদা জপেন অক্ষে।
লক্ষন সহিত সীতা দেখেন নয়নে॥
সনমুখেতে দাণ্ডাইলা বাল্মীক তপোধন।
দুই জনে করেন মুনির চরন বন্ধন॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি জিজ্ঞাসেন কারন।
তুমি দোহে কেবা বট বলহ এখন॥
মির্থ্যা না কহিবে তুমি সর্ত্ত জেন হঅ।
কিবা নাম কোথা ধাম দেহ পরিচয়॥
লক্ষন বলেন গোসাঞী করি নিবেদন।
পরিচয় দিব আমি স্থন তপোধন॥
অজ রাজা পীতামহ দসরথ পীতা।
লক্ষন আমার নাম সঙ্গে মোর সীতা॥
রামের জানকি মুনি দেথ বিদ্যমানে।
বিনা দোসে রামচন্দ্র পাঠাইলেন বনে॥

ইত্যাদি (পৃঃ ৩২-৩।১)

এক কথা কহি সুন মুনির নন্দন।
তোমরা ঘোড়া দায় জত চায় আনি দিব ধন॥
রত্নমালা গলে দিব হেম চাম্প্যা তাথে।
ফনিমুনি জড়িত করিয়া দিব তাথে॥
হিরাতে বান্দিআ দিব সব তপোবন।
অট্টালিকা পুরিয়া আনিআ দিব ধন॥
লব বলেন ধন তুমি দিবে মহাশয়।
কিন্তু লক্ষীছাড়ার কথাতে বিশ্বাস নাহি হয়॥
ঘরের লক্ষী পরের বাক্যে করিলেন বর্জ্জন।
হেন জনার কথা প্রর্ত্তয় না হঅ কখন॥
লক্ষীছাড়া হলে তার বুদ্ধি হঅ হত।
জা ইছা তাই বলে পাগলের মত॥
তুমি জদি মরে গোসাঞী দিতে পার ধন।
তবে কেনে সিতা লক্ষী করিলে বর্জ্জন॥
স্ত্রীকে অন্ন দিতে নার তুমি দিবে ধন।
তেই বলি লক্ষীছাড়ার সদা হঅ ভ্রম॥
ইত্যাদি (পৃঃ ২২।২-২৩।১)

শেষ,—

লব কুসে সঙ্গে লইআ বাল্মীক তপোধন।
অজুর্দ্ধ্যাভুবনে গেলা রামের সদন॥
বিনা জন্তো হাথে লইআ ভাই দুই জন।
রামের অগ্রে গাইলেন সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
পিতা পুত্রে পরিচয় হইল সেই কালে।
লব কুসে রামচন্দ্র করিলেন কোলে॥
মুখ চুম্বি দুর্ব্বাদল শোকেতে কাতর।
জনকনন্দিনি বলি কান্দেন রঘুবর॥
লক্ষন আনিল সীতা তপোবন হইতে।
বসীলেন জনকসুতা রামের ব্যামেতে॥
আনন্দিত হইল তবে অজুদ্ধ্যা ভুবন।
লক্ষি নারায়ন মন্দিরেতে করিলেন গমন॥
ছের্দ্ধাম্বিত হইআ জেবা করয়ে শ্রবন।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
সংখেপে কহিল এই কথা পুরাতন।
সুনিলে দুর্গতি খণ্ডে পাপ বিমচন॥
কিত্তীবাস পণ্ডীতের জন্ম সুভক্ষনে।
উত্তরাকাণ্ডের কথা করিল রচনে॥
নিজ স্থানে জাত্রা কৈল পবননন্দন।
এইখানে সমাপ্ত হইল এ পুরান॥

১৩০। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১-১৬,১৮-১৯। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২১৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

ভরত সত্রুঘন বন্দি হৈলা দৈবগতি।
রাম ঠাঞি রথ লঞা আইলা সারথি॥
রামের আগে সারথি জোড় করিল হাথ।
ভরথ সত্রুঘন বন্দি সুন রঘুনাথ॥
বিস্তর করিল রন দুই ভাই সনে।
তত্থু ভরথ বন্দি পড়িলা দুই ভাএর বানে॥
হাথে গলে ভরথ বন্দি আছে তপবনে।
রথ লঞা আইলাঙ গোসাঞী তোমার কারনে॥
এতেক সুনিঞা প্রভু কুপিলা শ্রীরাম।
কোপে সর্ব্বাঙ্গে নিকলে কাল ঘাম॥
পুস্পক রথে রামের পড়িল হাকার।
আনিয়া সাজন রথ জোগায় রথকার॥
ব্রহ্মার শ্রীজিত রথ কি কহিব কথা।

রথের উপরে শুভে ইন্দ্র চন্দ্র ছাতা ॥
চারি দিগে সভা করে সেত চামর।
রথের উপরে অস্ত্র তুলিল বিস্তর ॥
ধবল বর্ন্নের ঘোড়ারাজ্র পবনে গতি।
রথে নঞা জুড়িল রাজহংস গতি ॥
গাএ সানা দিল রাম মাথাএ টোপর।
করে ধরিয়া নিল রাম পুর্ন্ন ধনুসর ॥
রুসিঞা লড়িল রাম রনের বিসাল।
জজ্ঞকুণ্ড বন্দিতে গেলেন জজ্ঞসাল ॥
রাম বলেন বসিষ্ঠ না ছাড়িয় জজ্ঞস্থান।
দিনে দিনে জজ্ঞ করিহ না করিহ আন ॥
জাত্রা করিয়া লড়িল প্রভু রঘুনাথে।
জয় জয় করিয়া সারথি চালাইল রথে ॥

মধ্য,—

'মুনি[কে] প্রনাম হঞা হাথে গাণ্ডিবান নঞা সর্ত্তরে চলিলা দুই ভাই।' 'বাছা আর না জাইয় তপবনে।' 'জানিঞা, সুনিঞা মুনিগনে দিল মেলানি', 'মুন বির্দ্ধ মহাসয় কহিতে বা কিবা ভয়', 'জানিল জানিল রাম তুমি জত দয়াবান', 'দুই ভাই রনস্থলে হাসিঞা হাসিঞা বলে', 'বড়ই সংসয় মুনি পিতাপুত্রে রন শুনি', 'আজ্ঞা দিল মুনিবর দুই ভাই জায় ঘর' ইত্যাদি ত্রিপদী কয়টি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডে প্রায় ঐরূপই পাওয়া যায়। ১০।২ সংখ্যক পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

শেষ,—

হেথা বালিমিক মুনি করিলা গমন।
সিতার বিদ্যমানে আসি দিলা দরসন ॥
বাল্মিকের চরনে সিতা হইলা নমস্কার।
জোড় হাথে কহেন সিতা বিনয় বেবহার ॥
তপবোনে নিরন্তর বড় রোল সুনি।
কে হারিল কে জিনিল কিছুই না জানি ॥
দস মাস আছিলাম অসোক বোনের ভিতর।
হারিথ রাক্ষস সব জিনিথ বানর ॥
মুনি বলেন সিতা সুনহ উত্তর।
আর্চ্চয্য কর্ম্ম করিল আজি দুই সহোদর ॥
তিন খুড়া বন্দি করিল জতেক বানর।
পুষ্পক রথে জজ্ঞর হইলা রঘুবর ॥
হয় লয় দেখ আসি আপন নয়ানে।
এতেক কটক বন্দি আছিল তপবনে ॥
আগে মুনি পাছে সিতা দুই কোঙর।
চারি জনে সান্তাইল তপবন ভিতর ॥
নানা মায়া জানেন সিতা ঠাকুরানি।
মায়া হইতে হইলা সিতা বৃর্দ্ধ ব্রাহ্মনি ॥
দেখিলেন জত কটক বন্দি আছে তপবনে।
ভরথ লক্ষন বন্দি আর সত্রুঘনে ॥
অঙ্গদ আদি দেখিলেন জত কোপিগন।
হেট মাথায় বন্দি আছেন পবননন্দন ॥
সিতা বলেন সুনহ গোসাঞী কর অবধান।
সভাকে আমার আগে করহ ছাড়ান ॥
সকল কটক পাঠাইবে রামের বিদ্যমান।
সভাকে পাঠায়্যা রেখ বীর হনুমান ॥
বন্দমন্ত্র মুনিরাজের তখম মনে পড়ে।
মুনির আজ্ঞায় বানরের বর্দ্ধন সব খুলে ॥
মুনির আজ্ঞায় বৃক্ষ ধরে নানা ফল।
ফল মুল খায়্যা বানর হইল সিতল ॥
লব কুস দাণ্ডাইলা হাথ করিয়া জোড়া।
মুনি কহেন বাছা আনিয়া দেহ জজ্ঞের ঘোড়া
বাল্মিকবচন দুহে না করিল আন।
ঘোড়া আনিয়া দিল মুনির বিদ্যমান ॥
মুনির চরনে দুহে হৈলা নমস্কার।
জজ্ঞের ঘোড়া পাইয়া সভার আগুসার ॥
সিতার বচন মুনিয়া না করিল আন।
সভাকে পাঠাইয়া রাখিল হনুমান ॥

মুনির সঙ্গে হনুমান করিলা গমন।
সিতার বিত্তমানে গেলা পবননন্দন ॥
সিতাকে দেখিল গীয়া অস্তিচর্ম্মসার।
দেখিয়া হনুমান করে হাহাকার ॥
জেমন দুখি সিতাকে দেখিল ভপবনে।
তাহাকে অধিক দুখি রামের বিহনে ॥
সিতাকে প্রনাম হনুমান সহশ্চেক বার।
আসিব্বাদ দিল সিতা আনন্দ আপার ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবির্ত্ত বিচক্ষন।
উর্ত্তরাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান ॥
ইতি লবকুসের পালা কথক সমাপ্ত ॥

১৩১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৩¾ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৮। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

ভরথ সত্রুঘন বন্দি দৈবের সে গতি।
বার্ত্তা দিতে চলিলেন সুমন্ত শারথি ॥
জজ্ঞস্থানে বসিঞা আছেন রঘুনাথে।
হেন কালে সুমন্ত দাণ্ডাইল জোড় হাতে ॥
সুমন্ত বোলেন প্রভু করি নিবেদন।
আজি সিশুর হাতে পড়িল ভরথ শত্রুঘন ॥
এত সুনি রামচন্দ্র পড়িলা ভুমিতলে।
বক্ষ তিতিঞা জায় নঞানের জলে ॥
হাহাকার করিঞা কান্দেন রঘুনাথে।
ভাই ভাই বলি কান্দে লোটাঞা ভুমিতে ॥
অস্মমেধ জজ্ঞে হৈল এতেক প্রমাদ।
কে জানিবে জজ্ঞ কৈলে হবে বিশম্বাদ ॥
জম্বুবান বোলে প্রভু সুন রঘুনাথ।
তোমার নিকটে বলি করি প্রনিপাত ॥
আপনে চলহ প্রভু যুদ্ধ করিবারে।
সিঘ্র করি বিনাসহ ষে দুই সিসুরে ॥
চল সভে মিলি আজি করিব শংগ্রাম।
মন্ত্রির বচনে প্রবোধ না মানেন রাম ॥
হাহাকার করি রাম কান্দে ভাইএর শোকে।
মুর্চ্ছিত হইলা বাক্য নাহী শ্বরে মুখে ॥
কান্দিতে কান্দিতে রামের মহাক্রোধ হৈল।
ক্রোধমুখে রামচন্দ্র উঠিঞা বসিল ॥
সুমন্তের তরে ডাকি বোলেন নারায়ন।
রথ সর্জ্জ কর যুদ্ধে করিব গমন ॥
এতেক শুনিঞা তবে সুমন্ত শারথী।
সংগ্রামের রথ শাজাইল সিঘ্রগতী ॥
সুবর্ন্নের রথখান মানিকের চাকা।
ঝলমল করে রথে বিচিত্র পতাকা ॥
চারি দিগে দিল রথের মানিকের ঝারা।
চারি ভিতে শোভা করে মনি মানিক হিরা ॥
হাড়িয়া চামর বান্ধে রথের উপর।
ধবল বর্ন্নে অষ্ট ঘোড়া জোড়ে রথ পর ॥
মউরের পুচ্ছে করে রথের ছাওনি।
চারি ভিতে বাজে রথের বিচিত্র কিঙ্কীনি ॥
নানা অস্ত্র রথ পরে তোলে শারি শারি।
গুহার সাপড়া তোলে ভৃঙ্গারেতে বারি ॥
শাজাইঞা রথখান অতি সিঘ্রগতি।
রামের সম্মুখে লৈঞা করিলা প্রনতি ॥

মধ্য,—

দেখিয়া সিসুর ঠাম কৌতুকে পুছেন রাম
সিসু কোন বংশে তোমার জনম।
ইথে বড় সমুষ্কর বিদিত আহার সর
জাতি বুদ্ধি পুছে কোন জন ॥
জানি হে জানি হে রাম তুমি জত বলবান
পুনঃ পুন কর বিরদাপ।

হাথে ধর গাণ্ডীবান   পুরো তুমি সন্ধান
তবে আজি বুঝিব প্রতাপ ॥
বৃদ্ধ য়েক জরা নারি   তাহাকে রণেতে মারি
বিরপণা জানাইলা ত্রিভুবণে।
অহল্যা পাশান ছিল   তাহে তুমি মুক্ত কৈল
গৌতমের সাপান্ত বচনে ॥
তবে বোল নৌকাখানি   কাঞ্চন কর ছি আমি
এ বুদ্ধী পাইলা তুমি কতী।
শেই ইশ্বরের ইচ্ছা   তাহা মনে কর মিছা
শেই কর্ম্মে তোমার কি শক্তী ॥
মিত্র পাত জার শনে   তার ভাইএ মার রণে
কে বোলে হে পরম দয়াল।
রাবণ আর কুম্ভকর্ম্ম   নাহি গনি এক বর্ম্ম
তারে মারি কর অহঙ্কার ॥
আজি আইল মোর রনে   এই ত সংগ্রাম স্থানে
এখনে বুঝিব তব বল।
এত সুনি রঘুমুনি   কোপে জলে জেন অগ্নি
গাণ্ডীব নইলা মহাঁবল ॥
কিবা দুই সিসু মারি   নহে বা আপনে মরি
এত বলি পুরিল টঙ্কার।
স্বর্গে দেখে দেবগণ   বিশ্ময় হইল মন
ত্রিভুবণে নাগে চমৎকার ॥
এত সুনি দুই জণে   গাণ্ডীব ধরিঞা টানে
মহাঁক্রোধে ছাড়িল নিশ্বাস।
লব কুশ দুই বিরে   রাম পর অস্ত্র এড়ে
রচিল পণ্ডীত কির্ত্তীবাশ ॥

(পৃঃ ৫।১-২

শেষ,—

এথা সিতা রামচন্দ্রে দেখিঞা নঞানে।
মুর্চ্ছিত হইঞা সিতা পড়িলা তগনে ॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র ছাড়িলা আমারে।
অভাগিকে দয়া কি করিবা গদাধরে ॥
আর না দেখিব প্রভুর ও রাঙ্গা চরণ।
আর কি দেখিব আমি অজোধ্যাভুবণ ॥
উঠিঞা জানকি পুন চাহে রাম পানে।
তথা চারি দিগে দৃষ্টী করে নারায়ণে ॥
সিতার বদন রাম দেখিতে পাইল।
হা জানকী বলি রাম কান্দিঞা পড়িল ॥
সিতা সিতা বলি রাম উঠে অচম্বিত।
আখি ঠারি বোলে মুনি সিতাকে ত্বরিত ॥
সুনিঞা মুনির বাক্য সিতার গমন।
এথা সিতা না দেখিঞা চিন্তে নারায়ণ ॥
রাম বোলে এই ক্ষণে দেখিল সিতারে।
কোথা গেল সিতা মোর বোল মুনিবরে ॥
মুনি বলে রামচন্দ্র বলিয়ে তোমায়।
বটআড়ে চন্দ্রছায়া দেখিলে মহাশয় ॥
এই বাক্য বলি রামে প্রবোধ করিল।
মুনি প্রতি রামচন্দ্র বলিতে লাগিল ॥
২শ্ব মুক্ত করি তবে দিলা মুনিবর।
বাগডোর ধরিঞা লইল অনুচর ॥
রাম বোলে তোমাকে করিলাম নিমন্ত্রন।
জজ্ঞস্থানে নৈঞা জাবে সিসু দুই জণ ॥
কালি জেন দুই সিসু চলে জজ্ঞস্থানে।
সিসুমুখে সুনিব অপুর্ব্ব রামায়ণে ॥
এত সুনি মুনিবর বোলেন বচন।
অবশ্য লইঞা জাব সিসু দুই জণ ॥
এত সুনি আনন্দিত রাম গদাধর।
বিদায় মাগিলা রাম মুনির গোচর ॥
মুনির চরণে রাম কৈলা প্রণিপাত।
সৈন্যেতে রার্য্যেতে চলিলা রঘুনাথ ॥
শ্রীরামে বিদায় করি মুনি গেলা ঘর।
সরজুর পার হৈলা রাম গদাধর ॥
বাগুভাণ্ড বাজে কত বিবিধ বাজন।
রাম জয় রাম জয় ডাকে শঙ্খগন ॥
চারি ভিতে সঙ্গগণ করে কোলাহল।

প্রবেশ করিলা রাম অজোধ্যানগর ॥
দেখিঞা সকল লোক আনন্দীত মন।
আনন্দীত হৈল তবে অজ্যোধ্যাভুবণ ॥
পাত্র মিত্র সংহতি বসিলা গদাধর।
লক্ষ্মণ ধরিলা ছত্র মাথার উপর ॥
কির্ত্তীবাস পণ্ডীত কবিত্তে বিচক্ষণ।
রামনাম স্মরণে পাপির পাপ বিমোচন ॥*॥

১৩২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৩¾ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

ত্রাস পাইয়া রাজা আপনা নেহালে ॥
সন্ত সহিত স্ত্রি হৈলাঙ টুটিয়া আইল বলে।
আপন সন্ত চিনিত্তে নারে তাহার মিসালে ॥
মোহাদেবের পায় পড়িয়া কাতরত্ত বোল বলে।
কৃপা কর গোসাঞি মোর সন্ত সকলে ॥
উঠ উঠ মহারাজা বলেন মহেশ্বর।
পুরুস এড়িয়া তুমি আর মাগ বর ॥
মহাদেবের বচন রাজা স্তনিঞা দারুন।
দেবির চরনে পড়িয়া রাজ্ঞ করেন করুন ॥
দেবি বলে দেবে[র] বোল আন করিত্তে নারি।
এক মাস পুরুস হবে এক মাস নারি ॥
এক মাস পুরুস হবে আমার বর দানে।
আক্ষেমা না কর রাজা চল আপন স্থানে ॥
পুরুস হয়্যা স্ত্রি হইলাহোঁ নহিব স্মরন।
স্ত্রি হয়্যা পু[রুস] হৈলে হবেক পাসরন ॥
জে মাসে হইব সেই সগেয়ান।
পূর্ব্ব মাসের বিত্তান্ত সব হব পাসরন ॥
রাজা বলে মাসেক হব পরম স্তুন্দরি।
মাসেক পুরুস হব রূপের মাধুরি ॥
পরম স্তুন্দরি রাজা হইলা দেবিবরে।
রাজ্য ছাড়িয়া বুলে রাজা স্ত্রী অনুচরে ॥
শ্রীরামের কথা স্তুনিয়া ভরথ লক্ষন হাসে।
অদ্ভুত অদ্ভুত বলিয়া কথাকে প্রসংসে ॥
ভরথ লক্ষন বলেন গোসাঞি বড় উপহাস।
স্ত্রী হয়া কেমতে রাজা বঞ্চে এক মাস ॥
পুরুস হয়া এক মাস কোন মতে বঞ্চে।
এতেক বিপত্তা রাজার কত দিনে ঘুচে ॥

প্রকৃতপক্ষে পুথির আরম্ভ ইলা রাজার উপাখ্যানে।

পশ্চিম দিগ জায়ে ঘোড়া আপনার মনে।
হেমগিরি পর্ব্বত স্তুদুই কাঞ্চনে ॥
স্তুবর্ন [পর্ব্বত দেখি লাগে চমৎ]কার।
বিন্দুগিরি তরিয়া ঘোড়া হইলা পার ॥
মেরুপর্ব্বতে গেল লক্ষন ঘোড়ার গমনে।
মেরুপর্ব্বতে রহে ঘোড়া বেলা অবসানে ॥
মেরুপর্ব্বতের নিকটে পশ্চিম সাগর।
পশ্চিম সাগর বুলিয়া ঘোড়া নড়িলা উত্তর ॥
উত্তর দিগ গেল ঘোড়া দেখিতে স্তুন্দর।
হিমালয় পর্ব্বত গেল ঘোড়া হিমের নগর ॥
পবন বেগে গেলা ঘোড়া আপনার মনে।
উত্তর সাগরে ঘোড়া বুলে কথক দিনে ॥
নানা দেস ভ্রমে উত্তরের গ্রাম নগর।
পূর্ব্ব দিগ গেলা ঘোড়া দেখিতে স্তুন্দর ॥
পূর্ব্ব দিগের লোক সকল পিঙ্গল মুর্ত্তি ধরে।
লক্ষনের কটক দেখিয়া জুঝিতে হাঁকারে ॥
নানা অস্ত্র লয়া লোক জুঝিবারে সাজে।
শ্রীরামের ঘোড়া দেখিয়া সর্ব্বলোকে পুজে ॥

উদয় গিরি পর্ব্বত বুলে উদয় সেখর।
নানা দেস দেখে জোথা উদয় করে দিবাকর॥
পূর্ব্বসাগর বুলিয়া ঘোড়া চলিল দক্ষিনে।
দক্ষিন দিগ বুলে ঘোড়া বন উপবনে॥
তিন দিগ বুলিয়া ঘোড়া আইল দস মাসে।
দক্ষিন বুলে ঘোড়া বৎসর অবসেসে॥
বন উপবন ঘোড়া সকল নগর বুলে।
বেলা অবসান রহিলা সমূদ্রের কুলে॥
নানা দব্য মেলিল আনীয়া মোধুর স্বাদ।
সকল দ্রব্য থাইল খণ্ডিল অবসাদ॥
সমুদ্রের কুলে রহিলা লক্ষন জোদ্ধাপতি।
পরিস্রমে নিদ্রা জায়ে সন্ত সেনাপতি॥
নাটে গিতে নানা বেসে থাকি নানা বেসে।
ঘোড়ার দিগবিজয় গাইল কিত্তিবাসে॥*॥

(৭—১।২।)

উদ্ধৃত অংশ এবং পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের ২২০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর অনেকটা একরূপ। ইহার পর,—

জজ্ঞ করে রোঘুনাথ লয়া মূনিগনে।
হেন বেলা ঘোড়া গেল শ্রীরামের স্থানে॥
রাম বলেন সুন সকল মুনিগন।
কার্য্য সির্দ্ধ হবেক আমি জানিল কারন॥
জজ্ঞসালাএ ঘোড়া হরিস সকল রিসি।
ধন্ত ধন্ত বলিয়া সভে ঘোড়াকে প্রসংসী॥
জত জত মুনি সকল বৈসে তপবনে।
সকল মুনি আইলা রামের আমন্তনে॥

ইত্যাদি (৭।২।)

এই অংশ মূল আখ্যানের সহিত সংলগ্ন নহে। শেষের পাতাখানি অন্ত পুথির।

১৩৩। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৪১। সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রবির কিরনে হয় পোহাল সর্ব্বরি।
শ্রীরাম লক্ষন আইলা সিতা সঙ্গে করি॥
মুনির আগে বিদায় মাগে দুই ভাই।
আসির্ব্বাদ কর আমরা বোনবাস জাই॥
সোকেতে মরিয়াছে মোর পিতা দসরথ।
প্রবোধ করিয়া দেসে পাঠাইলাম ভরথ॥
ত্রিরাত্রি পিতারে গিয়া দিব পিণ্ডদান।
মুনিকে গয়ার পথ জিজ্ঞাসিছেন রাম॥
নিবেদন রঘুনাথ করি তোমার পায়'।
গোলক ছাড়িয়া প্রভু হইলা অবতার।
তোমা হৈতে নির্ভয় হইবে সংসার॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক বোনে আছ এ গাওার।
জানকিকে রাম না করে চক্ষের আড়॥
ভ্রমন না কর রাম অনেক অনেক দেস।
সঙ্গেতে সুকমলা সিতা পাইবে অনেক ক্লেষ
নিকটে থাকিহ ঋষি তপস্বি আশ্রমে।
সিতা সঙ্গে কর্যা না জেউ দুর বোনে॥
পুজা জপ জজ্ঞ রাম সকল ছাড়িয়া।
রহিলাম রাম কেবল তোমার মুখ চ্যায়া॥
প্রনাম করেন রাম ভরদ্বাজের প্রায়।
সকল সিস্য মেলি রামকে করেন বিদায়॥

গয়াকৃত্য শেষ করিয়া রামচন্দ্রের কাশী যাত্রা,—

১। ইহার পরের পঙ্ক্তিটি ছাড় পড়িয়াছে।

রামের বিনয় করে জানকি সুন্দরি।
ধিরে চল রামচন্দ্র হাটিতে না পারি॥
কভূ নাই হই আমি কুটির বাহির।
আজি বিশ্রাম কর প্রভু ভাব কত দুর॥
রামচন্দ্র বলে সুন জানকি রূপসি।
সংসারের দুল্লভ স্থান দেখি গিয়া কাসি॥

(পৃঃ ৭১-২)

যথাকালে কাশী প্রবেশ,—

সিতা লয়্যা বারানসে করিল প্রবেষ॥

(পৃঃ ৮১)

ইহার পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া কাশীবাসিগণের খেদ। অনন্তর কাশীরাজ সিংহনরপতি সহ রামাদির মিলন বর্ণিত।

কাসিবাসি লোক দেখ্যা ছাড়য়ে নিস্বাষ।
কোন বিধি করিল রামের বোনবাষ॥
ধন্য ধন্য কৈকৈ পাসান তোর হিয়া।
কেমনে ধর্য়াছে প্রান বোনবাষ দিয়া॥
সকলের প্রান রাম নয়নের তারা।
সতিসাধ্য পতিব্রথা ঝুরিছেন তারা॥
অখিলের নাথ রাম দেবাধিদেবা।
ভবনতে লয়্যা চল করি গিয়া সেবা॥
বারানসির রাজা সিংহনরপতি।
সুমিত্রার পিতা লক্ষণ জার নাতি॥
লোকমুখে নিপতি সুনিল সম্বাদ।
পরিবার লয়্যা আইল করিতে আসির্ব্বাদ॥
রাম সিতা লক্ষণে করিয়া সম্বাস।
তিন জনার মুখ হেরি ছাড়িল নিশ্বাস॥
ধন্য ধন্য দসরথ কটিন তোর হিয়া।
কেমনে বেন্ধ্যাছে প্রান বোনবাস দিয়া॥
রামকে লইয়া হৈল্য কন্দনের রোল।
সম্বরিতে নারে কেহ নয়নের জল॥
রাম বলেন পিতা মরেছে আমাদের সোকে।
চিত্রকুটিতে সংবাদ পাইলাম ভরথের মুখে॥
মোর সোকে দসরথ তেজেছে পরান।
বিষ্টুপদে আসিয়া করিলাম পিণ্ডদান॥
চদ্দ বৎসর আমার নাহি রাজ্যের আস।
এক রাত্রি কাসিতে আমি করিব বাষ॥
রাম বলে মহারাজা না কর বিসাদ।
বোনবাস করি ইথে [দেহ] আসির্ব্বাদ॥
বিস্তর বলিলাম লক্ষন না রহিল ঘরে।
বোনবাস এলো মোর দুখিবারে॥
মা সুমিত্রার প্রানধন লক্ষন গুনের ভাই।
মায়ের কোল সর্ম্ম করি বোনে লয়্যা জাই॥
রাজা বলে রাম জিবনে নাহি আন।
কার বোলে কোথাকারে জাহ বোনবাস॥
কত দুখ পাবে রাম থাক মোর দেসে।
জানকি লক্ষন লয়্যা না জাও বোনবাস॥
সংসারের দুল্লভ আমি কাসির রাজা।
গঙ্গাস্নান কর নিত্য কর সিব পুজা॥
দিব্ব্য স্থান দেখ রাম ভাগিরথির তির।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ বোনাই কুটির॥
শ্রীরাম বলেন রাজা এ নয় মনেতে।
ভ্রমিব জতেক তির্থ আছে এ ভারথে॥

ইত্যাদি (পৃঃ ৮২-৯১২)

ইহার পর আস্তিক উপাখ্যান ও মাণ্ডব্যের কথা উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকে চাতকের, মাছরাঙ্গা পাখীর ও মণ্ডুকের উপাখ্যান পাওয়া যায়। পরে ফল আহরণের নিমিত্ত লক্ষ্মণের মহাদেবের কদলীবনে প্রবেশ, হনুমান্ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের বন্ধন, রামের হাতে হনুমানের পরাজয়, শিব রামের সংগ্রাম এবং পার্ব্বতী কর্ত্তৃক নিবারণ ইত্যাদি বর্ণিত।

শেষ,—

আনন্দে লক্ষন সঙ্গে চলিলা শ্রীহরি।

সনমুখে দেখে রাম রিস্যমুখ গিরি ॥
নানাজাতি বৃক্ষ্য দেখে পর্ব্বত উপর।
ফল ফুলে পরিপুর্ণ অতি মনহর ॥
চারি দিগে সোভা করে চন্দনের তরু।
সারি সারি আছে আর দেবদারু ॥
বকুল পলাস আর দেখিতে উর্জ্জল।
আম্ব কাটাল আর নানাজাতি ফল ॥
পর্ব্বত দেখি রাম হৈলা আনন্দিতা।
এই পর্ব্বতে পাইব সুগ্রিব মিতা ॥
পদশ্রমে ঘাম পড়ে বহিয়া বদন।
হাথে গাণ্ডিবাম করি আইলা নারায়ন ॥
লক্ষন সহিত উটে গাণ্ডীবান হাথে।
উটিয়া [জান] জানকিনাথ পর্ব্বত রিস্যমুখে ॥
পর্ব্বতের আনন্দের কথা কে বলিতে পারে।
ব্রম্মার বাঞ্চিত পদ জাহার উপরে ॥
পর্ব্বত উপরে প্রভু হাথে গাণ্ডিবান।
পর্ব্বত উপরে দাণ্ডাইল রাম ॥
অঙ্গের বরন জেন ইন্দনিলমুনি।
অরুন নিজ্জিত রাজা চরন দুখানি ॥
সু[ল]লিত জিনিয়া মৃণাল হাথের দণ্ড।
দক্ষিনে অক্ষ্যয় ত্রন বামে কোদণ্ড ॥
সিংহপুর্চ্ছ জিনি উর্চ্ছ মদ্ধ দেসের সোভা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদনের আভা ॥
রিস্যমুখ দেখি প্রভু রামের উল্লাষ।
আরন্ন কাণ্ড গাইল পণ্ডীত কিত্তীবাস ॥
কিত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হৈলা আরন্ন কাণ্ড ॥

লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই প° জাহানাবাদ।

১৩৪। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৩১, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

আরন্নেতে জানকি হারালেন মহাসয়।
কিস্কিন্দায় মৈহত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
হরি হরি বদনে বল সর্ব্বজন।
কিস্কিন্দাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন ॥
আকুল হইয়া দুই ভাই জানকির সোকে।
সুগ্রিব অস্থাসন রাম করেন রিস্যমুখে ॥
ভুবনমোহন তনু গাণ্ডিবান হাথে।
সুগ্রিব অস্থাসন রাম করেন পর্ব্বতে ॥
পঞ্চ বানর সুগ্রিব পর্ব্বতে আছিলা।
দুই ভাইকে দেখি রাজা চমতকার হৈলা ॥
নল নিল সুসেন সম্পাত হনুমান।
পঞ্চ পাত্র লয়্যা রাজা করে অনুমান ॥
রার্জ্জ্য ভুম লয়্যা বালি ক্ষেমা না দিলেক।
মারিবারে তরে দুই বির পাঠাইলেক ॥
নিকট হইলা আসি দুই ধনুকি।
উপদেস না পায় চল লুকাইয়া থাকি ॥
রিস্যমুখে থাকি কেন পরান হারাই।
পঞ্চ জনায় চল মোরা পলাইয়া জাই ॥
হস্তি ঘোড়া পলায় মহিস গাণ্ডার।
পঞ্চ বানর পলায় নাহিক নিস্তার ॥

মধ্য,—

রাম বুঝাইয়া গেলা ফল আনিবারে।
সন্ন ঘর পায়্যা রাম কান্দে উচ্চ্যশ্বরে ॥
পর্ব্বত উপরে কান্দে প্রভু নারায়ন।

আজানুলম্বিত জটা ভুবনমোহন ॥
সঙ্করি সহিত সিব অন্ত্র পথে চলে।
হেনকালে হরপৃয়া হরিরে নেহালে ॥
অপরূপ পুরুস আশ্চয্য দেখ হোথা।
বিশ্ময় ভাবিয়া সিবে কহে বিশ্বমাতা ॥
সুন সিব সকল সর্ব্বজ্ঞ হও তুমি।
এক বাক্য এখন জিজ্ঞাসা করি আমি ॥
ঐ দেখ আশ্চয্য অপরূপ কায়।
ধৈরজ ধরিতে নারে ধুলায় লোটায় ॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম দেখি জুড়াইল দে।
অতএব জিজ্ঞাসা করি ঐ জন কে ॥
হর বলে হে দুর্গা হেমন্তের ঝি।
পরিচয়ে পার্ব্বতি তোমার কাজ কি ॥
অভয়া এতেক সুন্যা আরবার কয়।
ইহার বিত্তান্তকথা না বলিলে নয় ॥
এত সুনি আরবার কন সুলপানি।
তব নাথ আমি দুর্গা মোর নাথ উনি ॥
সুজ্জাবংস দসরথ রাজার নন্দন।
চারি অংসে আপুনি জর্ম্মেছে নারায়ন ॥
জন্মিলেন জানকি সে জনকের ঘরে।
তারে বিভা করিলেন দেব গদাধরে ॥
পালিতে পিতার সত্য প্রভু আইল বোন
সঙ্গেতে সুন্দরি সিতা সঙ্গেতে লক্ষন ॥
লক্ষিরে লয়্যা গেছে লঙ্কার রাবন।
কাতর হইয়া তেঞী করিছেন ক্রন্দন ॥
সুন সদাসিব সব [চরনে] নিবেদি।
অখিল ঈশ্বর গুরু তার দুস্খ কি ॥
বিশ্বনাথ বলিছে বাল্মিক মুনি আছে।
প্রভু না জন্মিতে সে পুরান করাছে ॥
পুথি পুর্ন হেতু হৈলা দুর্ব্বাদল শ্যাম।
ভক্তবাঞ্চা পুরাইতে কান্দিছেন রাম ॥
দুর্গা বলেন এ কথায় পৃতিৎ নহে চিত্ত।
সিতারূপে সিগ্র তবে আসি পরিক্ষিএ ॥
সিগ্রগতি সঙ্করি সিতামুর্ত্তি হইল।
জানিতে জানকিবেস রাম পাসে গেল ॥
(পৃ০ ১৯।২-২০।১)

শেষ,—

পাখা সারিয়া বস্যা সম্প[া]তিনন্দন।
দেখিয়া বানরগনের উড়িল জিবন ॥
আমার জস কির্ত্তি থাকুক তিন লোকে।
মোর পিষ্টে চাপ সকল কটকে ॥
অঙ্গদ বলেন সুন আমার কাহিনি।
উপায় করহ সবে সিতার বার্ত্তা জানি ॥
তোমার পিষ্টে মোরা কেমনে হব স্থির।
সাগরে পড়িলে খাবে মৎস্য কুম্ভির ॥
বাহুবলে আমরা সমুদ্র হব পার।
রাবন মারিয়া করিব সিতার উর্দ্ধার ॥
অনাথের নাথ রাম গুনের সাগর।
পোড়া পাখে পাখা উঠে বিশ্বয় বানর ॥
পিতা পুত্রে প্রনাম করে বিরভাগের পায়।
পিতা পুত্রে দুই জনে হইল বিদায় ॥
বাপে পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর কটক গেল দক্ষিন সাগর ॥
কির্ত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল পুথি কিস্কিন্দাকাণ্ড ॥০॥
লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সা০ শেনাই প০ জাহানাবাদ।

১৩৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৪৯, সূচীপত্র, ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড গাইলা গিত রামায়ন ভিতর।
পাচ কাণ্ড সুন্দর গিত সুনিতে সুন্দর॥
বাপে পোয়ে পক্ষ্যরাজা গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা গেলা অঙ্গদ দক্ষিন সাগর॥
তজ্জন গজ্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিছে প্রমাদ॥
জলজন্তু কোলাহল সাগরের পানি।
ত্রিভুবনে দেবতা বানররূপ আপুনি॥
জলজন্তু দেখি জেন পর্ব্বতপ্রমান।
সাগরের কুলে দেখি বানর দেয়ান॥

মধ্য,—

এত সুনি উগ্রচণ্ডা কহে হনুমানে।
তুমি সে রামের দাস জানিব কেমনে॥
হনুমান বলে মাতা নিবেদন করি।
এই দেখ শ্রীরামের হাথের অঙ্গরি॥
অঙ্গরি দেখিয়া দেবি কৈল্য নমস্কার।
হনুমানে উগ্রচণ্ডা কহে পুনর্ব্বার॥
রাবন হরিয়াছে জদি রামচন্দ্রের সিতা।
বুঝিলাম রাবনে বিধি বিড়ম্বিতা॥
সেই আমি সেই সিতা ইথে নাহি ভেদ।
পুরানে পণ্ডিতমুখে নাহি সুনি বেদ॥
জেই জন উত্তপত্তি হয় অজনিসম্ভব।
আগুসক্তি অংসেতে জন্মিব সেই সব॥
সেই সিতা সেই আমি এতে নাহি আন।
কৈলাস চলিলাম আমি তেজি এই স্থান॥
আমারে হরিতে রাবনে দুষ্টমতি।
জানিলাম রাবনে হইয়াছে দুর্ম্মতি॥
রঘুনাথে বলিবে লঙ্কায় নাহি সঙ্কা।
দগ্ধ কর হনুমান রত্নপুরি লঙ্কা॥
এত বলি সিংহপিষ্টে দেবি কৈল্য ভর।
কৈলাসে চলিলা দেবি জেথানে সঙ্কর॥

(পৃঃ ৮।২-৯।১)

অতি মনহর স্থান বিচিত্র গটন।
পঞ্চ পাত্রে বসিয়া আছে বিভিসন॥
ইষ্টমন্ত্র জপ তপ দেখিছেন সব।
হনুমান বলে এই পরম বৈষ্টম॥
বৈষ্টম হইয়া রামের সিতা নাহি রাথে।
সহস্রেক তাহার ভুবনে নাহি থাকে॥
অতিকার ভুবনে প্রেবেসিলা হনুমান।
দেখি বিচিত্র আসনে বসি করে [হরি নাম]॥
চন্দনে ভূসিত তুলসির মালা হাথে।
জপিছে হরি[র] নাম তরিতে ভারথে॥

(পৃঃ ১০।১)

লঙ্কাপুরি খুজি কোথাউ না পাইল উর্দ্দিস।
রাজাঅন্তঃপুরি জেয়্যা করিল প্রেবেস॥
অতি মনহর দেখে রাজার অন্তপুরি।
দস হাজার ঘর তাহা সোভে সারি সারি॥
তার মর্দ্ধে ঘর এক পরম সুন্দর।
নানা রত্নে ঘরথান করে ঝলমল॥
পুষ্পসজ্যায় হইয়াছে গন্ধ আমদিত।
রত্ন পৃদিপ জলে চারি ভিত॥
দেব দানবের কন্যা জথা জে পায়।
স্ত্রী সজ্যাতে রাবন সুখে নিদ্রা যায়॥
স্ত্রী সকল লয়্যা রাজা নিদ্রা জায় সুখে।
মন্দদরি রানি দেখে রাবন সনমুখে॥
সাত পাচ রানি তাহার কাছে দেখি।
রাবনের কোলে জেন এই চন্দ্রামুখি।
নানা রত্নে ভূসিতা দানবদুহিতা।
হনুমান বলে হবে এই রামের সিতা॥
রাজা হৈয়া স্ত্রী গৌরব কে করে।

ভয় পেয়্যা জানকি ভজেন লঙ্কেশ্বরে ॥
দসরথের বধু সিতা জনক ঝিয়ারি।
অন্যকে ভজীবে কেন হারিয়া শ্রীহরি ॥
কেমন বেস কেমন মুর্ত্তি ধরে চন্দ্রামুখি।
রামচন্দ্রের পৃয় সিতা আমি না দেখি ॥
কে জানে প্রভুর ঠাঞি বিদায় হৈলাম।
শ্রীমুখে সিতার মুর্ত্তি শ্রবনে না সুনিলাম ॥
মলিন বস্ত্র পরিধান গায়ে পড়্যাছে মলি।
রামসোকেতে সিতা হইয়া দুর্ব্বলি ॥
অস্তিচম্মসার হবে নাহি কোন বেস।
সেই সিতা মা হবে সুনেছি সবিসেস ॥
রাজার কোলে রানিগন দেখে নয়ন ভর্য়া।
জানকি রাবন রাজার অপমান করে ॥
পৃয় রানিগন যত ছিল রাজার কোলে।
চুন কালি দেয় সভার হনু গালে ॥
কার্ন্ন কানের কুণ্ডল লয় কার গলার হার।
কাহার অঙ্গে পরাইল কাহার অলঙ্কার ॥
রাজার কোলে সুয়্যাছিল কর্য়া নানা বেস।
পাচচুল্যা করে কার্ন্ন কাটে মাথার কেস ॥
কোন রানিকে সুয়াইল কোন রানি মুড়া।
অঙ্গের বসন ভুসন সব নিল কেড়্যা॥
রাবনের কোলে ছিল দানবদুহিতা।
তাহার অপমানের আর কি কহিব কথা ॥
বসন ভুসন কেড়্যা নিল জত ছিল গায়।
রাবনের কেস বান্ধে মন্দদারির পায় ॥
সিতা না পাইয়া হনু করে মনস্তাপ।
পরনারিপরেসে কেমনে জাবে পাপ ॥
ঘর ছড়ি বাহির হইল মনস্তাপে।
বাহির হৈয়া সদা রামনাম জপে ॥

(পৃঃ ১০।২-১১।১)

অগ্নিতে ঘৃত দিলে অধিক সে জলে।
কোপে কম্প বান মা বানরের বলে ॥
রাবন পাছু করি বৈসে আপনার মনে।
আপন ইছায় বলে কথা রাবন রাজা সুনে ॥
জনেকের ঝি আমি দসরথের বহু।
রাম বিনে ত্রিভুবনে আর নাহি কেহু ॥
তারে ভজি তারে পুজি সেই বেদমন্ত্র।
তারে নাগি প্রান আমি রেখ্যাছি দুরন্ত ॥
বলে ছলে রাবন তুই আমায় আনিলে হর্য়া।
দিবা রাত্রি তার রূপ দেখি নয়ন ভর্য়া ॥
পাসরিতে চাহি আমি কৌসল্যা কিসরা।
হিয়ার মাঝে জাগে রূপ না জায় পাসরা ॥
জদি মাথায় করাত দিয়া কর খানি খানি।
রাম ছাড়া অন্য রূপ আমি ত না জানি ॥
আপন হস্তে কেটে রাজা কর দুই খান।
তথাচ ছাড়িতে নারি দুর্ব্বাদলস্যাম ॥
ব্রাহ্মনের বেদবিদ্যা ব্রাহ্মনেতে সাজে।
রামের পৃয় জানকি অন্যে নাহি সাজে ॥
রাবন বলে না বল জটাধারি নাম।
নিজ হস্তে কাটিয়া করিব দুই খান ॥
মারিতে কাটিতে চাহে নাহি করে দয়া।
জানকি বলেন রাম দেহ পদছায়া ॥
রাবনের প্রতাপে জানকির হৈল্য ত্রাস।
সুন্দরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাস ॥*॥

(পৃঃ ১৪।১-২)

শেষ,—

এথা সকল কটক লইয়া শ্রীরাম লক্ষন।
লঙ্কাপুরে জান রাম করি সুভক্ষন ॥
লঙ্কা জয় করিতে রাম জাঙ্গালে গিয়া চড়ে।
আগে পিছে ভলুক বানর সব নড়ে ॥
গয় গবাক্ষ্য সরভ গন্দমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুসেন চন্দন ॥
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক লড়ে সুগ্রিবের সালা।
এক টাপে কটক লড়ে জেন মেঘমালা ॥

ঋসব কুমুদ লড়ে বির কুথন।
ইন্দ্রজাল দধিকাল সম্পাতি অঞ্জন ॥
নল নিল নড়িল অঙ্গদ হনুমান।
সুসেন কেসরি আর মন্ত্রি জাম্বুবান ॥
ভুমি আকাষ জুড়ি জায় বানরগন।
চরনের ভরে কম্পে' পাতাল [ভুবন] ॥
বামে বিভিসন রামের সুগ্রিব দক্ষিনে।
সুভ ক্ষনে পার হইলা লইয়া বানরগনে ॥
সুবেল পর্ব্বতে জ্রেয়্যা করিলা সিবির।
ঠাঞি ঠাঞি রহিল সকল মহাবির ॥
সুবেল পর্ব্বতে রাম করিলা বিশ্রাম।
এত দুরে সুন্দরাকাণ্ড হইল সমাধান ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুরসবানি।
লঙ্কাকাণ্ডে বিরে বিরে হইবে হানাহানি ॥

• লিখিতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই।

১৩৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৫৫, সূচীপত্র ২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

আদিকবি বন্দিব বালমিক চরন।
শ্লোক ছন্দে সপ্তকাণ্ড রচিল রামায়ন ॥
রামায়ন বিক্ষ কৈল সাত কাণ্ড ডাল।
চব্বিস হাজার গ্রন্থ ফল উত্তম রসাল ॥
স্লোক ছন্দে রামায়ন পণ্ডিত প্রেবেসে।
পাচালি করিলা পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে ॥
কির্ত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
কেবল অমৃতময় পুথি সাত কাণ্ড ॥
আদিকাণ্ড রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিভা
অজুধ্যাতে বনবাস ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
অরন্নাতে জানকি হারান মহাসয়।
কিচকিন্দাতে মৈত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
সুন্দরাতে সেতবন্দ কপি হইলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংসে উর্দ্ধার ॥
হরি হরি বল রে সকল বন্ধু জন।
লঙ্কাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনিয়ার ধন।
শ্রবনে পরমানন্দ পাপ বিমচন ॥
বন্ধ গেল সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার।
ত্রিভুবনের দেবতা সব দেয় জয়কার ॥
দেব হরিসে ফুল বরিসে পড়িছে রামের মাথে
রাম জয় দিয়া কপি নাচে উর্দ্ধ হাথে ॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি জতেক অপছ্‌রা।
পুষ্পবিষ্টী করিছেন জতেক দেবতারা ॥
সুর্জ্য অস্থ গেল দিবা হইল অবসেষ।
লঙ্কাপুরি জেয়ে হরি করিল প্রেবেস ॥

মধ্য,—

বিনয় করিয়া বলে বির্দ্ধ মাল্যবান।
অতি ক্রোধ করিয়া রাবন পানে চান ॥
ভাল বোল বলিতে মোরে হইল সাত তাল।
আপনাকে সিংহ বাস পরকে শ্রীকাল ॥
গড়ুর গছে গাধা জন্মে নেউলে ইন্দুর।
হস্তি ঘোড়া প্রসবে শ্রীকাল কুকুর ॥
কুড়ি গোটা চক্ষু ইবে হইল অন্ধ।
দেখিতে না পেলে জে সাগর গেল বন্ধ ॥
চর্দ্দ জুগ হইল আমার দেখ আমার প্রমাই।
সাগরে পাথর ভাসে কভু দেখি নাই ॥

বনচারি হল্যা হরি জটা বাকল পর্য্যা।
সবংসে মারিবে হরি ধনুর্ব্বান ধর্য্যা ॥
ত্রিভুবনে তোমার সমান নাহি ভাগ্যবান।
তোমা হইতে পাইলাম দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥

(পৃঃ ১২।২)

ধার্ম্মিকে পরম ধর্ম্ম রাবন ঔরসে জর্ম্ম
বিরবাহু রাবনকুমার।
মহাবির পরাক্রমে ইন্দ্র কাঁপে জার নামে
মহাবল বির অবতার ॥
বিরবাহু ধর্ম্মসিল পাপ নাহি এক তিল
ত্রিভুবনে বড় পুন্নবান।
বৈষ্ণব জানিয়া আমি জুদ্ধ না করিহ তুমি
আন গিয়া কমলনয়ান ॥
বিরবাহু সুর্দ্ধমতি নিয়মেতে বিপ্র প্রিতি
এক লক্ষ করে হরিনাম।
লক্ষ হরিনাম লয়্যা ব্রাহ্মনে দক্ষিনা দিয়া
তবে বির করে জল পান ॥
রাম বলেন বিভিসন বৈষ্ণব এমন জন
তবে আমি না করিব রন।
বিভিসনে কহে ডাকি বৈষ্ণব জনেরে লিখি
হেন বিরে দিব আলিঙ্গন ॥
বিরভাগে এত বলি গাণ্ডিবান ভুমে ফেলি
জান রাম বিষ্ণু অবতার।
রামপদ করি য়াস বিরচিল কিৰ্ত্তিবাস
বিরভাগ দেয় জয়কার ॥*॥

(পৃঃ ৩১।২-৩২।১)

বিভিসন রনস্থলে কাটা মুণ্ড করি কোলে
নয়ানে গলিছে প্রেমধার।
অন্তরে দারুন দুখ চুম্বন করয়ে মুখ
মরি বাছা না দেখিব আর ॥
মুখে মুখ দিয়া কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে
সুনিতে ভরিল কলেবর।
রূপে গুনে ধন্য তুমি তোমার লাগিয়া আমি
ঝুরিয়া মরিব নিরন্তর ॥
তোমা পুত্র গুননিধি দিয়া কেন নিলা বিধি
বড় সেল রহিল মরনে।
পুত্রের বদন হেরি কান্দে উচ্চস্বর করি
কাহার নিসেধ নাহি মানে ॥

(পৃঃ ৮৯.২)

পঞ্চ বৎসরের রাম রূপে গুনে অনুপাম
তাড়কা মারিচ মারে বানে।
কেবল জানকি ছলে ধনুক ভাঙ্গিল হেলে
হেলায় পরুসরাম জিনে ॥
রাম খর ধুসন মারে মারিচের বিনাস করে
কবন্ধের কাটিল দুই বাহু।
সরন পসগা পায় ভক্ত রামের রাঙ্গা পায়
রাখিতে নারিবে তোমা কেহ ॥
কেন লয় মর মন ছাগ বাগে করে রন
নাহি দেখি নাহি সুনি কানে।
দুর্জ্জয় লঙ্কার গড়ে কুম্ভকর্ন্ন বির পড়ে
হেন রামকে জিনিবে কেমনে ॥

(পৃঃ ১১৩।২-১১৪।১)

সম্পাতি বলেন মা সুন তোমায় কই।
সম্পাতি আমার নাম সুন তোমায় কই ॥
প্রভু রাম পাঠাইলেন তোমার গোচর।
বাদ্যভাণ্ড বাজে কেন লঙ্কার ভিতর ॥
এত সুনি কন মা জনকনন্দিনি।
বাদ্যের সংবাদ বাছা আমি নাহি জানি ॥
দিবা রাত্র জ্ঞান নাহি অসকবনে থাকি।
সয়নে সপনে সদা রাম বলে ডাকি ॥
সরমা সিতার বামে বসিয়া আছিল।
সম্পাতিকে দেখে সরমা কহিতে লাগিল ॥
সরমা কহেন সম্পাতি করি পরিহার।
প্রানানাথকে জেয়ে মোর কহগা সমাচার ॥

মহিকে মহারাজা এনেছে স্বরন করা।
রাম লক্ষন দুই জনাকে আনিবেক হরা॥
এত সুনি কন মা জনকের ঝি।
সিতা বলে সরমা গো তবে হবে কি॥
কি করিব কোথা জাব কি হবে উপায়।
সোনার অঙ্গ জানকির ধুলায় লোটায়॥
সরমা বলেন মা না করিহ সোক।
রামচন্দ্র জর্ম্মিআছেন ছাড়িয়া গোলক॥
ক্রন্দন সম্বর মা স্থির হয় তুমি।
সংবাদ জানিয়া মা সিগ্র পাঠাই আমি॥

(পৃঃ ১৫৫।১-২)

জানকি বলেন দেওর তোমারে সুধাই।
তোমার সাক্ষাতে কি কহিলেন গোসাঞি॥
লক্ষন বলেন মা করি গো বিনয়।
জে কহিলেন প্রভু তা কহিবার নয়॥
লক্ষন বলেন সুন জনকের ঝি।
রাম তোমারে ত্যাগ করিলে আম্মি করিব কি॥
এ কথা সুনিয়া সিতা লক্ষনের মুখে।
বর্জ্জাঘাত পড়িল জেন জানকির বুকে॥
পড়িল কদলি জেন বৈসাখের ঝড়ে।
লক্ষন ছাড়িয়া সিতা মুর্চ্ছা হয়্যা পড়ে॥
অজ্ঞান হইল সিতা মুখে নাহি রা।
জল ছাড়া মিন জেন আছাড়িছে গা॥
বিস কাঁড়ে ব্যাধ জেন বিন্দিলা হরিনি।
ধুলায় পড়িয়া কান্দে জনকনন্দিনি॥

(পৃঃ ২০০।১)

রাম পেয়া রানিয়া সব করেন বিসাদ।
ভরথে ডাকিয়া রাম করেন সংবাদ॥
রাম বলেন সুন ভরথ গুনের ভাই।
মা কৈকৈকে কেন দেখিতে না পাই॥
সক্রঘন বলেন মা কাতর লর্জ্জাতে।
ঐ দেখ মা রেয়েছেন সভার পশ্চাতে॥

জানকি লক্ষন সঙ্গে ধেয়া চলে রাম।
কেকৈয়ের চরনে জেয়ে করিল প্রনাম॥
বাহু পসারিয়া রানি তুলে নিল কোলে।
সত সত চুম্ব খায় বদনকোমলে॥
রাম বলেন লক্ষন কার মুখ চায়।
মা অচে[ত]ন হয়েছে মুখে জল দেয়॥
রাম বলেন মা আমার পানে চায়।
চেতন হইয়া মা মুখে চুম্ব খায়॥
কেকৈ বলেন আমি হয়ে না মরিলাম।
তোমা হেন পুত্র আমি বনে পাঠাইলাম॥
মা হয়া রাম তোমায় দিলাম আমি দুখ।
দেখ না দেখ না রাম চণ্ডালির মুখ॥
জত দিন বনবাস গিয়াছিলে দুই ভাই।
চৰ্দ্দ বৎস্বর ভরথ আমাকে মা বলে নাই॥
দিবা রাত্র ভরথ আমার দেয় গালাগালি।
নগরের মাঝে আমি মাথা নাহি তুলি॥
কলঙ্ক ঘুচায় বাছা তবে প্রান রাখি।
রাজা হয়ে প্রজা পাল নয়ান ভরে দেখি॥
রাম বলেন মা তুমি না কর বিসাদ।
বনবাস কর‍্যা এলাম তোমার আসির্ব্বাদ॥

(পৃঃ ২৩৪।১-২)

শেষ,—

সস্ত সামন্ত আর অজুধ্যার প্রজা।
সকলে বিদায় করি দিল রাম রাজা॥
অতি মনহর পুরি বিচিত্র গঠন।
রাক্ষস কটকে তাহে রহে বিবিসন॥
সুবর্ন্নের পুরি বিচিত্র নির্ম্মান।
আপনার সেনা লয়্যা রহিলা জাম্বুবান॥
বিচিত্র নির্ম্মান পুরি অতি মোনহর।
সুগ্রিব রহিলা সব লইয়া বানর॥
গুহক আদি করি জত পারিসাদ।
সকলে দিলেন রাম রাজপ্রসাদ॥

ভলুক বানর আর জতেক রাক্ষস।
রামের প্রেমে বিরভাগ সভাই হইল বস ॥
প্রিতিক্ষে প্রিতিক্ষে রাম সকলে দিলা বাসা।
পরম সাদরে সভে করেন জিজ্ঞাসা ॥
রামচন্দ্রে[র] আজ্ঞা পায়্যা জত বিরভাগে।
নানা দির্ব্ব লয়া জোগায় জাথে জেবা লাগে ॥
পিতিরি মাতিরি কুলের জত বন্ধু বান্ধব।
সকলে বিদায় করে দিলেন রাঘব ॥
ভরথ সক্রঘন বিদায় করিল শ্রীহরি।
আনন্দে আইলা রাম সিতা অন্ত[ঃ]পুরি ॥
লক্ষি নারায়নে করে ভোগ বিলাস।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস ॥*॥

ইতি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত ॥

* এই পুস্তক শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দ-কুমারি ঠাকুরানি তস্য পিতা শ্রীযুৎ গোপাল-চন্দ্র বাবুজী মহাসয়ের বাটিতে বসিয়া লেখা গেল..............লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র বসু সাং অম্বিকা নেরপাড়া।

১৩৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¼ × ৪¼ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা—১—১৩৩, ১৩৫, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

আর্দ্দি কবি বন্দিব বাল্মীকের চরন।
সোলক ছন্দে সাত কাণ্ড রচিলা রামায়ন ॥
রাম জন্মিতে ছিল সাটী সহস্র বৎসর।
তার পূর্ব্ব পুথি রচিলেন মুনিবর ॥
রাম না জন্মিতে কৈল রাম অবতার।
হেন মুনিপায়ে মোর কোটী নমস্কার ॥
রামায়ন পুরান কৈলা সাত কাণ্ড ভাল।
চল্লিস হাজার গ্রন্থ উত্তম রসাল ॥
সোলক ছন্দে পুথি পণ্ডিতে প্রবেসে।
রচনা করিলেন পণ্ডিত কিত্তিবাসে ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
তার কন্টে মুর্ত্তিমান দেবি স্বরেস্বতি ॥
জেমন গঙ্গা বয়্যা জায় স্রোত খরসান।
তেমতি রচিলা কবি ভাঙ্গিয়া পুরান ॥
কিত্তিবাস রচিলা করি অমৃতের ভাণ্ড।
পুতক্ষে প্রতক্ষে রচিলেন সাত কাণ্ড ॥
আদ্দ কাণ্ডে রামের জন্ম সিত্যা দেবির বিভা।
অজধ্যা কাণ্ডে বনবাস ভরথে রাযা দিয়া ॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

রাম সিংহাসন হইতে পড়ে মুখে নাই রা।
জল ছাড়া মিন জেমন আছাড়িছে গা ॥
সভা সহিত কান্দেন রাম করে হাহাকার।
সার্থক সুমিত্রার গর্ব্বে জনম তোমার ॥
বাহু পসারিয়া রাম লক্ষনে নিল কোলে।
কত সুরধনি বহে রামের নয়নের জলে ॥
সক্তিসেল নাগপাস বানের ঘাষাতে।
কত না পাইলে দুখ গিয়া মোর সাথে ॥
রায্য ভুম ছাড়িয়া ছাড়িয়া নিজ নারি।
নানা দুখ পাইল্যা ভাই হয়্যা বনচারি ॥
দারুন সেলের চিন্ন তোমা ভায়্যার বুকে।
অপজস রামার ঘুসিব সর্ব্ব লোকে ॥
সোকে দুখে ভাই তোমার অস্তি চর্ম্ম সার।
তোমা হইতে হইল মোর জানকির উর্দ্ধার ॥
ভাল মন্দ রামি কিছু বিচার না করিলাম।
তোমারে না দিয়া রায্য আমি লইলাম ॥

রাম বলেন ভাই লক্ষন তুমি এথা আইস।
সিংহাসন ছাড়িলাম য়ামি তুমি পাটে বৈষ্য॥
রাজত্ত করহ তুমি বৈষ্যা রাজপাটে।
রাজটিক্যা দিব য়ামি তোমার লল্ল্যাটে॥
য়নেক দুখ পাইলে ভাই তুমি হয় রাজা।
তিন ভাই জানকি সহিত করি পুজা॥

(পৃঃ ১০।২

দক্ষ বলে দেখিলে সভার জত লোক।
জামতা য়ামার হৃদে দিল বড় সোক॥
সম্মুরে দেখিয়া সিব না মুয়াইল মাথা।
এই সে ভাঙ্গড় সিব য়ামার জামতা॥
ধিক ধিক নারদে বলিব য়ার কি।
তার বার্কে য়পাত্রে দিলাম য়ামি ঝি॥
না জানিলাম মহেসের কিবা জাতি কুল।
ত্রিভুবনে জাহার নাই পাইলাম মুল॥
না জানিলাম উহার কেবা বটে মাতা পিত্যা।
হেন জনে দান দিলাম আপন দুহিতা॥
দিলাম দুহিত্যা দান দিগাম্বর পাপে।
দিনে দিনে তনু সুথাইল এই তাপে॥
না বুঝিলাম হেন ছ্যার আমি মন্দমতি।
না জানিয়া য়নলে পেলিলাম কন্যা সতি॥
পাই সে পরম লর্জ্জা বলিতে জামতা।
সভা মাঝে সন্তাপে য়ামার হেট মাথা॥
বৃসব বাহন জার উত্তরি ভুসন।
দেববুদ্ধি ইহারে বলয়ে কোন জন॥
প্রেত পিচাস লয়্যা সদাই করে খেলা।
য়মঙ্গল ভুসন গলায় হাড়ের মালা॥
গুনহিন দোস জত য়মঙ্গলধাম।
মহাদেব বলিয়া রাখিল কেবা নাম॥
ভুত প্রেত লয়্যা জার সয়ন ভোজন।
দেবকুলে হৈন কোন য়ামার গঞ্জন॥

সদা পিয়া ধুতুরা সির্দ্ধের ঘড়া সাত।
সভা মাঝে জে জনাকে না জুড়িল হাথ॥
(পৃঃ ১৮।১)

ইসত হাসিয়া সতি সিবেরে করএ স্তুতি
সুন প্রভু দেব ত্রিলোচন।
য়ঞ্জলি করিয়া ভুজে বল মুখসরসিজে
জাইবারে দক্ষর ভুবন॥
পিতা য়ারম্ভিল কির্ত্ত উৎসব দেখিবা হেতু
চলিলা ভুবনে জত লোক।
জতেক ভগিনিগনে সভে গেল নিমন্ত্রনে
য়ামার রিদয়ে বড় সোক॥
প্রাননাথ পসুপতি দেহ মোরে য়নুমতি
জাব য়ামি পিতার য়ালয়।
বহু দিবসের য়াসে জাইব জনক পাসে
কহিতে মনেতে বাসি ভয়॥ (পৃঃ ১৯।১-২)

য়াছেন সিবের জটায় গঙ্গা ঠাকুরানি।
দুগ্রা য়াগে কহেন নারদ মহামুনি॥
সুনিয়া য়াইল দেবি সঙ্করের পাসে।
হর পানে হেরি হৈমবতি ঘন হাসে॥
দেবি বলে দেখি হর বদন মোলিন।
দিন দুই দেখিয়ে য়ামারে ভাব ভিন॥
জটায় জার্ন্নবি ছিলা জয়করি জান্যা।
জটে ধরি জগতজননি য়ানে টান্যা॥
দুর্গাতে গঙ্গাতে বহু দন্দ বাজা জায়।
দেখিয়া নরদ রিসি দুই কক্ষ বাজায়॥
জানি লো জানি লো গঙ্গা তোর জেই কাজ।
পতির মস্তকে থাক নাই বাস লাজ॥
গঙ্গা বলে য়পনার ছিদ্র নাহি জান।
য়াপ্তছিদ্র না জানিয়া মোরে বল কেন॥
না জান য়াপন ছিদ্র গনেসের মা।
তুমি কেন পতির বুকে দিয়াছিলে পা॥
(পৃ০ ৩৩।২-৩৪।১)

সর্ব্বরি প্রভাত হৈল য়রুন উদয়।
মৃগয়া করিতে জাব লঙ্কেশ্বর কয়॥
সাজিল সকল রথ রথের সারথী।
ঠাট কটক য়াদি সেনা সাজে সিগ্রগতি॥
সাজিল সকল সেনা রাবনের সাথে।
বেসে সুবেসে রাবন উঠিলেন রথে॥
বাদাকরগনে তবে বাজায় বাজনা।
রাবন কাননে গেল সঙ্গে লয়া সেনা॥
মৃগয়া করিতে হৈল দ্বিতিয় প্রহর।
তেষ্টার কারনে গেলা ময়দানবের ঘর॥
প্রবেস করিলা ময় দানবের পুরি।
একাকিনি ঘরে য়াছে দানবঝিয়ারি॥
রাবন বলে কিবা নাম কহ দেখি সুনি।
কাহার নন্দীনি তুমি কাহার রমনি॥
য়কুমারি মন্দদরি নাম ময় দানব পিতা।
কি নাম তোমার বটে তুমি থাক কোথা॥
বিস্বস্রবার পুত্র য়ামি পোলস্তের নাতি।
রাবন য়ামার নাম সংসারের পতি॥
তোমারে দেখিয়া মোর জুড়াইল মন।
তোমায় য়ামায় কর পানি গ্রহন॥
জে য়াজ্ঞা করিয়া কন্যা রহিল জোড় করে।
করিবে য়ামারে বিভা পিতা য়াসুন ঘরে॥
বাসা করি রহিল রাবন রাক্ষস সব।
সন্ধ্যা কালে ঘরকে য়াইল ময় দানব॥
পিতার কাছেতে কন্যা কহিল জোড় হাথ।
তোমারে দেখিতে এস্যাছেন লঙ্কানাথ॥
তারে বিভা দেহ মোরে লাজ খায়্যা বলি।
সুনিয়া দানব তবে হৈল কুতুহলী॥
(পৃ০ ৪৭।২-৪৮।১)

মলয় পর্ব্বত উপর রহে হনুমান॥
মা বাপের কাছে য়াছে পর্ব্বত উপর।
নানা বিদ্যা মল্ল জুদ্ধ সিখল বিস্তর॥
তবে পড়িবারে গেলা ভার্গবের স্থানে।
চারি সাস্ত্র বেদ পড়িলেন চারি দিনে॥
গুরু পড়াইতে নারে গুরু ঢোল করে।
কুপিয়া ভার্গব মুনি সাঁপ দিল তারে॥
বানর হইয়া বেটা গুরুকে করিস ঘৃনা।
বল বুদ্ধি বিক্রম পাসরিবে য়াপনা॥
গুরুর সাঁপে হনুমান য়াপনা পাসরে।
তেঞী পালাইল হনু বালী রাজার ডরে॥
হনুমান বির জদি য়াপনাকে জানে।
ত্রিভুবনের জিনিতে পারে এক দিনের রনে॥
(পৃ০ ৮০।২)

ডাক দিয়া বলে লবের তরে কুস॥
সব্ব লোক বলে তোমায় ধাম্মিক শ্রীরাম।
অনুচিত জত তুমি করহ সংগ্রাম॥
দুই জনের তরে জদি তিন জন রোসে।
ধর্ম্মে নাহি সহে তারে মরে য়াপন দোসে॥
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংক্ষা।
সতির পুত্র য়ামা[রা] বটি তেঞী পাই রক্ষ্যা॥
লব কুসের কথা সুনি শ্রীরাম লজ্জিত।
জত কিছু বল তোমরা নহেত উচিত॥
পৃথিবিমণ্ডলে য়ামি রাজচক্রবর্ত্তী।
রাজা য়াসিতে ঠাট কটক য়াইসে সংহতি॥
তে কারনে ঠাট কটক য়াইল মোর সনে।
তোমার তরে নাঞী সাজি সুন দুই জনে॥
আমারে জিনিতে বির নাঞী ত্রিভুবনে।
আমার পুত্র বিনে য়ার কেহো নাঞী জিনে॥
পুত্রের ঠাঞী বাপের য়াছে পরাজয়।
বাপ জিনিতে পুত্রে সাস্ত্রে হেন কয়॥
য়াপন আকার দেখি তোমরা দুই জন।
পরিচয় দেহ তোমরা কাহার নন্দন॥
লব কুস বলি তোমরা দুই জন।*
আমার পুত্র জদি হয় না করহ রন॥
(পৃ০ ১২১।১-২

শেষ,—

সংসার ছাড়িয়া রাম চলিলা স্বর্গবাসে।
পৃথিবির লোক য়াইসে স্ত্রী য়ার পুরুসে॥
সুগ্রিব অঙ্গদ য়াইল জত বানরগন।
তিন কুটী রাক্ষসে আইলা বিভিসন॥
প্রথিবির লোক য়াইল য়জধ্যানগরি।
ছোট বড় চলে জত কানা খোড়া য়াদি করি॥
পৃথিবির লোক জত করে জোড় হাথ।
একে একে সভাকারে বলেন রঘুনাথ॥
রাম বলেন সুন রাক্ষস বিভিসন।
আমার সনে নাহি তোর স্বর্গের গমন॥
এই মত সকলে রাম বিদায় করিল।
ভরথ সত্রুঘ্নন সহ স্বর্গ চলি গেল॥

[ই]তি উত্তরাকাণ্ড সমাপ্ত হইল জথা দিষ্টং··· ০ (পঠনার্থে) শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দকুমারি ঠাকুরানি তস্য পিত্যা শ্রীজুত গোপালচন্দ বাবুজি মহাশয়ের বাটীতে লেখা আম্র শ্রীমুক্তারাম ঘোসাল সাকিম, সেনাই পরগনে জাহানাবাদ।

হনুমান বলে এখন কি ভাব অন্তর।
বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ডর॥
হইলে চঞ্চল অতি লোক উপহাসে।
না জানি করিলে কর্ম্ম দুঃখ পায় শেসে॥
ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির।
স্থির হও রাজা জানি কেবা দুই বীর॥
সুগ্রিব বলে ধনু করে দেখিতে তপস্বী।
তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসি॥
তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার।
শীঘ্র করি হনুমান জান সমাচার॥
কৃর্ত্তবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন।
মন দিয়ে শুন সবে গীত রামায়ণ॥ *॥

মধ্য,—

এথা সীতা সীতা বলি রাম করেন ধান।
বরিষা গোঙাইতে গেলেন পর্ব্বত মাল্যবান॥
দুই ক্রোশ পথ রাম করিলেন গমন।
সুগন্ধ সহিত বায়ু বহে ঘনে ঘন॥
বাস করি রৈলেন রাম পর্ব্বত উপর।
স্থানে স্থানে আছে তথা উত্তম সরবর॥
শয়ন ভোজন রামের কিছু নাহি মন।
ক্রন্দন করিয়ে করেন রাত্রি জাগরণ॥
আমার বচন লক্ষ্মণ কর অবগতি।
দুরন্ত বরিষা কাল স্থির নাহি মতি॥
আমি কোথা কোথা আছেন জনকনন্দিনী।
কিরূপে রাখেছে রাবন কিছুই না জানি॥
বরিষার মধ্যেতে সুগ্রীবে কি কব।
এ সময় বানর কটক কোথা পাব॥
নদীর জল সুখাইলে হবে উপকার।
তত দিন আমার হবে অস্তি চর্ম্ম সার॥
ক্রন্দন করিতে রামের গেল ভাদ্র মাস।
বিবরিয়ে কহেন তা পণ্ডিত কৃত্তবাষ॥ *॥

(পৃঃ ৯।১)

১৩৮। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫¾×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শেখরে।
ভয় পায়ে বানরগণ পলাইল ডরে॥
সুগ্রিব বলেন দেখ আসছে ধানুকা।
এ পর্ব্বত ছাড়ি অন্য পর্ব্বতেতে থাকি॥

শেষ,—

সম্পাতি আছয়ে এই কথোপকথনে।
হেন কালে ক্ষপারস আইল সে স্থানে ॥
পক্ষের পাখের সাঠে ঘোর বায়ু বহে।
ত্রাস পায়ে বানরগণ সম্পাতিরে চাহে ॥
দুই ওষ্ঠ মেলিয়ে আইসে গিলিবারে।
সম্পাতির আড়ে গিয়ে রহিলেক ডরে ॥
সম্পাতি বলেন শুন বচন আমার।
পৃষ্ঠে করি বানরে সাগর কর পার ॥
লঙ্ঘিতে না পারে সে পিতার বচন।
মম পৃষ্ঠে আইস তবে সকল বানরগণ॥
অঙ্গদ বলে পক্ষরাজ শুনহ বচন।
এক বানর নহে কেনে এত আকিঞ্চন ॥
দেব দানবের পুত্র দেব অবতার।
কোন কার্য্যে দিব তোমারে এত ভার ॥
সম্পাতি বলেন শুন জত বানরগণ।
এক চিত্তে রাম নাম কর উচ্চারণ ॥
পক্ষ বলে বাহু তুলিয়ে নৃত্য করি।
রাম নাম বলিতে হইল পাখাসারি ॥
নুতন দুই পাখা হইল দেখিতে সুন্দর।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর ॥
দেখিয়ে সকল বানর আনন্দে অপার।
ভাবিল শ্রীরাম নামে সাগর হব পার ॥
বানর সম্ভাষি পক্ষ উড়িল আকাশে।
আনন্দিত হয়েঁ জায় আপনায় দেশে ॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়ে অঙ্গদ চলে দক্ষিন সাগর ॥
কৃত্তবাষ কহিলেন অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল কিষ্কিন্দাকাণ্ড ॥ * ॥

১৩৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৩৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পুস্তক গাইলাম রামায়ণ ভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড শুনিতে সুন্দর ॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর ॥
তর্জ্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়ে বানর গণিল প্রমাদ ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল ॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বত প্রমাণ।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবারাত্র হইল অবসান ॥

মধ্য,—

রাক্ষস সব বলে বানর সবে জাই ঘরে।
অমৃতান্ন আনি দিব তো তোমারে ॥
হনু বলে রক্ষক হৈলাম বনের ভিতরে।
এক গুটি ফল আমি না দিব কাহারে ॥
এত শুনি রাক্ষসের আনন্দিত মন।
হরষিতে ঘরে সবে করিল গমন ॥
বৃক্ষের অগ্রে উঠি হনু এক দৃষ্টে চায়।
অনেক দুর গেল আর দেখিতে না পায় ॥
পত্রের ঠোঙ্গা করিয়ে পাকা ফল পুরে।
ধ্যান করি দেয় বীর আপন ঠাকুরে ॥
হনুমান ফল দেয় লঙ্কা ভবণে।
ফলের স্বাদ পাইলেন এথা শ্রীরাম বদনে ॥
রাম বলেন শুনহ লক্ষণ গুনের ভাই।
এমন সুস্বাদু ফল কোথায় না খাই ॥
লক্ষণ বলেন ত্রৈলক্ষের কর্ত্তা আপনি।

কোন ভক্ত কোথায় দিয়াছে এমনি ॥
ধ্যান করি হনু ভাবে রামের চরণ।
বিস্তর ভোজন কৈলেন রাম নারায়ণ ॥
এক ফল লাগি দুঃখ দিলেন নারায়ণ।
উতসর্গ করিয়ে ছিলাম অমৃতের বন ॥
ভোজন অন্তেতে রাম কৈলেন আচমন।
কর্পূর তাম্বুল লৈলেন মুখের সোধন ॥
লক্ষণের উরে শির দিয়ে নারায়ণ।
নিদ্রেগত হৈলেন রাম কমললোচন ॥
প্রসাদ পাইতে আজ্ঞা হয়ুক হনুমানে।
এত বলি ফল দেয় আপন বদনে ॥
হেন কালে দৈববাণী হইল সম্মুখে।
খাও খাও হনুমান বলি ঘন ডাকে ॥
পাকা পাকা ফল বীর করিল ভক্ষণ।
মনের সাধে ফল খাইল পবননন্দন ॥
পাতা চুচিয়ে বীর করিল ভক্ষণ।
কচি কচি ডালগুলি খাইল তখন ॥
বড় বড় ডাল খায়ে গাছ কৈল মুড়া।
ভূমে জানু দিয়ে বীর চাবাইল গোড়া ॥
গোড়া সুদ্ধা খাইল বীর পবনকুমার।
গড়াগড়ি দিয়ে মাটি করিল শোসর ॥
আনন্দে বসিল বীর প্রাচীর উপর।
হস্ত পদ পসারিয়ে হরিষ অন্তর ॥
নিদ্রে হৈতে উঠি বয় জত নিশাচরে।
দেখি গিয়ে চল বানর কোন কর্ম্ম করে ॥
ধায়িয়া আইল তথা জত রাক্ষসগণ।
কেহ বলে এখানেতে ছিল মধুবন ॥
কেহ বলে দিশাভুল লাগিল তোমারে।
পাতা লতা চিহ্ন কিছু না পাই দেখিবারে ॥
কেহ বলে বানর আইল কোন রূপ ধরি।
মায়া করি বন ভাঙ্গি গেল নিজ পুরী ॥
কেহ বলে হেন কথা কহ বা কেমনে।
কোথায় মরিল বানর গাছের চাপনে ॥
ধুলায় পড়িয়ে কাঁদে জত নিশাচর।
কি বলিয়ে ভাণ্ডাইব রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
পাশমোড়া দিয়ে উঠে পবনকুমারে।
পিতা মাতা মৈল কিবা তোমারদিগের ঘরে ॥
রাক্ষস সব বলে এই পাইলাম বানর।
কোন জন ভাঙ্গিল বন কহত সত্বর ॥
হনু বলে চাকর তুমি রাখিলা আমারে।
সকলগুলি খাইলাম আর দিব কারে ॥
রাক্ষস বলে বানর কিবা বলিস বচন।
সিকড় সহিত কেমতে খাইলি মধুবন ॥
হনু বলে সত্য কথা বলিব তোমারে।
চারি ভাগের এক ভাগ পেট নাহি ভরে ॥
(পৃ০ ১২।২-১৩।১)

নল বলে প্রভু রাম কমললোচন।
পর্ব্বতিয়ে বাঁশ আমায় দেহ নারায়ণ ॥
রাম বলেন সে বাঁশ থাকে কোথাকারে।
নল বলে থাকে তিন সাগরের পারে ॥
দশ জোজন ব্যাপি তার মূল আয়াতন।
দীঘেতে হয় সে ত্রিশ জোজন ॥
ইহার কতকগুলিন বাঁশ দেনতো আমারে।
তবে সে সাগর আমি পারি বান্ধিবারে ॥
এত শুনি রঘুনাথ ভাবেন চমতকার।
বুঝিলেন জানকী মম নহিল উদ্ধার ॥
এমন বীর কেবা আছে পৃথিবী ভিতরে।
তিন সাগরের পার কেবা জাইতে পারে ॥
হনু বলে আজ্ঞা করেন কমললোচন।
সেই বাঁশ আনিতে আমি করিব গমণ ॥
রাম বলেন জাও বাপু পবনকুমার।
তোমার বিক্রমে হবে সীতার উদ্ধার ॥
রাম জয় শব্দ কার পবনকুমারে।
চক্ষুর নিমিষে গেল তিন সাগর পারে ॥

কতকগুলিন বাশের কারন বলিল বচন।
জড় সুদ্ধা উঠাইল পবননন্দন॥
রামজয় করি কৈল মাথার উপরে।
বাঁশ লয়ে থুইল বীর রামের গোচরে॥

(পৃ০ ৩০।১)

শেষ,—

ব্রহ্মা বলেন রাম বলি যুক্তি সার।
নবমী পূজা তবে করেন দুগ্‌র্গার॥
ব্রহ্মার বচনে নবমী পূজা কৈলেন।
তুষ্ট হয়ে ভগবতী হাতে হাতে লৈলেন॥
দুর্গা বলেন সবংশে বধহ রাবণ।
আর কোন চিন্তা নাহি শুনহ বচন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে।
নৃত্য গীতে মগ্ন হৈল সকল বানরে॥
নবমী পূজা করি মনের সন্তোষে।
দশমী দিবসে দুগ্‌র্গা গেলেন কৈলাশে॥
হেন কালে নারদ মুনি করিয়ে গমন।
দেবীর কথা কহিলেন যথায় রাবণ॥
গিরিসুতা দুগ্‌র্গা রাম পূজিলেন চরণ।
বর দিলেন দেবী বধ করিবে রাবণ॥
এত যদি কহিলেন নারদ মহামুনি।
মহামায়া স্তব রাবণ করয় আপনি॥
কোথা গেলে দুগ্‌র্গা মা গো হরের ঘরণী।
তোমার বিহনে রাবণ মরিবে এখনি॥
আর বার রাবণ অকালে বোধন কৈল।
রাবন স্মরণে দেবীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল॥
হর বলেন গৌরী বড় দেখি উচাটন।
পুনর্ব্বার মনে বুঝি পড়িল রাবণ॥
এত পূজা তোমায় করিলেন নারায়ণ।
ইহাতে সন্তোষ তোমার না হইল মন॥
হরের বচনে গৌরী শাওনা পাইল।
আপনার স্থানে মাতা আনন্দে রহিল॥
কৃত্তবাষ পণ্ডিতের অমৃত বচন।
সুন্দরাকাণ্ডের শেষ হইল এখন॥

১৪০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{১}{৪}$×৫$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৭১। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

সাগর বন্ধ করি রাম হৈলেন যদি পার।
দেখিয়ে রাবণ রাজা সভয় অন্তর॥
হেরিয়ে রাবণ রাজা ভাবি মনে মনে।
স্বুক শারণ দুই রাক্ষস ডাক দিয়ে আনে॥
শুন বলি শুক শারণ সৈন্যের প্রধান।
রামের কটক যদি আইল বিদ্যমান॥
দূত হয়ে কিবে কায কর লঙ্কাপুরে।
নর বানর আইল আমা বধিবারে॥
বনপশু বনজন্তু না চিনে রাবণ।
সে কারণে আমা সহ করিবেক রণ॥
যত বানর আসিয়াছে সুগ্রীবের সনে।
প্রত্যেকে হেরিবে তুমি আপন নয়নে॥
কোন কোন সেনাপতি কার কিবে নাম।
কটক চর্চ্চিয়ে তুমি আইস মম ধাম॥
রাম লক্ষ্মণ জানিবে সুগ্রীব বিভিষণে।
জত সৈন্যগণ জানিবে জনে জনে॥
কোন স্থানে বঞ্চে তবে নর আর বানর।
কিরূপে আসিতে চায় লঙ্কার ভিতর॥
রাজআজ্ঞা দূত তবে বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রণাম করি চলিল ত্বরিতে॥

মধ্য,—

বলে রাজা লঙ্কেশ্বর তুমি কেবা বীরবর
হও তুমি কার অনুচর।
কি কারণ আইলে বীর বচন অতি গভীর
বসিলে প্রায় পর্ব্বত শিখর॥
অঙ্গদ বলে বচন শুন রে দুষ্ট রাবণ
এবে তুমি পাসর আপনা।
জানিশ তো বালি রাজন আমি তাহার নন্দন
জে তোরে করিল বিড়ম্বনা॥
লাঙ্গুলে জড়ায়ে তোরে ডুবাইলেন সাগরে
লয়ে গেলেন কিস্কিন্ধা নগর।
দশ মুখ দেখি তোর অন্তর হরিষ মোর
শীঘ্রগতি গলে দিলাম ডোর॥
তবে লাফায়ে ২ চলো বানর বলে নাচো ভালো
এই মতে ক্ষণেক কাল জায়।
বানরেতে গালি দেয় না দেখি তার উপায়
শরণ ললে বালিরাজার পায়॥
মিত্র করি বালি সঙ্গে মুক্ত হয়ে আলে রঙ্গে
অঙ্গ বঙ্গে হতে জাও বিজয়।
তুমি তো সেই রাবণ আমি বালির নন্দন
এই কহিলাম পরিচয়॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ৪।২-৫।১)

বিশ্বামিত্র মহামুনি উপনিত হলেন তিনি
দশরথ রাজার গোচর।
ভাগ্য ভাগ্য বলি রাজা মুনিবরে কৈলেন পূজা
পাত্র মিত্রে হরিষ অন্তর॥
দশরথ মহাশয় যোগ হস্ত হয়ে কয়
আগমন কারণ কহেন মুনি।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই মুনি কন ইহাই চাই
নৃপ দিলেন মুনিবাক্য শুনি॥
মুনির সহিত আস বধেন তারকা রাক্ষসী
মারিচের দর্প কৈলেন চুর।
আনন্দিত মুনিচয় সঙ্গে লইয়ে তোমায়
গেলেন তবে জনকরাজাপুর॥

(পৃঃ ১০।২)

শুন প্রভু দেব রাম অতিকা আমার নাম
হই আমি রাবণনন্দন।
যুদ্ধ করিতে মোরে পাঠাইলেন লঙ্কেশ্বরে
অদ্য আমায় করেন নিধন॥
কে বুঝে তোমার মায়া সিংহমুখ নরকায়া
সেই অতি অদ্ভুত রূপ।
করকমল ফুল্ল করনখ বজ্র তুল্য
বিনাশিলে হিরণ্য কশ্যপ॥
তব তত্ত্ব কহেন প্রবিন বামন চরণে তিন
আৎসাদিয়ে ছিলেন তিন লোক।
হরিলে রাজ্য সম্পদ বাড়াইলে ইন্দ্রপদ
বলি তাহে না ভাবিল শোক॥
হয়ে ভৃগুপতি রূপ নাশিলা সকল ভূপ
ক্ষত্রি বধিলে ধরি চাপ।
হত জজ্ঞ হত তাপ পৃথিবীর সন্তাপ
খণ্ডাইলে বিষম বীরদাপ॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ২৩।২)

রাব। বলে অদ্য আমি জানিলাম কারণ।
অবতার হয়েছেন সাক্ষাত নারায়ণ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাত্রি।
অন্ধ জনের চক্ষু তুমি নির্গুণের গতি॥
পাতালেতে কুর্ম্মরূপি স্বর্গে দেবগণ।
তোমার মহিমা দেব না যায় কথন॥
দারুণ ব্রহ্মশাপে তোমার না জানিলাম মর্ম্ম।
এই মতে বৃথা আমার গেল দুই জন্ম॥
যুদ্ধ করি দুঃখ প্রভু পাইলাম অপার।
আর জন্মে এত যুদ্ধ না করিব আর

রাবণের স্তব শুনি হাসেন দেবগণ।
মরণকালে আপনারে জানিল রাবণ॥
স্তব শুনি সন্তোষ হইলেন রঘুনাথ।
হেন জনের এমন মন হৈল অকস্মাত॥
ভালো ভালো ভক্ত বটে বধ উচিত নয়।
তোমার লঙ্কা তোমায় দিয়ে যাই অযোধ্যায়॥
দেবগণ বলে ভালো বিপত্তি ঘটিল।
রাবণের স্তব শুনি রামের কৃপা হৈল॥
সরস্বতী কন্ধে যায়ে কৈলেন আরোহন।
পুনর্ব্বার রামে রাবণ কহে দুর্ব্বচন॥
কোথাকার মানুষ তুই জটীল তপস্বী।
সর্ব্বনাশ কৈলি আমার লঙ্কাপুরে আসি॥
এত বলি ঘন করে বাণ বরিষণ।
হেরিয়ে ক্রোধিত হৈলেন কমললোচন॥

(পৃঃ ৮১২)

এইরূপে হনুমানে বিদায় করিলেন।
পুষ্পক রথের প্রতি ডাকিয়ে কহিলেন॥
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
যুদ্ধে জিনিয়ে তোমায় আনিল রাবণ॥
কুবেরের হও যাও কুবের নিকট।
কুবেরে কহিবে আমি ছাড়াইলাম শঙ্কট॥
আজ্ঞা পায়ে রথ চলিল শূন্যভরে।
উপনিত হৈল রথ কুবেরের দ্বারে॥
রথ হেরিয়ে কুবের কহিলেন তখন।
কেনে তুমি এথা আইলে তেজি নারায়ণ॥
যাবত পৃথিবীতে থাকেন রঘুনাথ।
ভাবত থাকিবে তুমি রামের সাক্ষাত॥
আজ্ঞা পায়ে রথ আইল অযোধ্যা নগর।
হেরি রঘুনাথ হৈলেন হরিষ অন্তর॥
ত্রিভুবণের মুনিগণ একত্র হইলেন।
রঘুনাথ দরশনে অযোধ্যা চলিলেন॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত কহেন করেন অবধান।
এত দূরে লঙ্কাকাণ্ড হৈল সমাধান॥

১৪১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৫¾ × ৫¾ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১—৭০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি খণ্ডাইলেন ডর॥
মুনি সব বলেন রাম কৈলেন পরিত্রান।
অযোধ্যায় গিয়ে রামে করিব কল্যান॥
মুনি সব গেলেন যদি রাম বরাবরে।
দ্বারী সত্তরে গিয়ে রামের গোচরে॥

মধ্য,—

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রমায়ণের সহিত স্থানে স্থানে সুন্দর মিল আছে।

শেষ,—

বৃক্ষে পক্ষী নাহি রয় পসু না রয় বন।
এক দৃষ্টে চায়ে চলে রামের শ্রীচরণ॥
উর্দ্ধশ্বাসে চলি জায় নারী গর্ত্তবতী।
লজ্জা ভয় তেজি ধায় কুলের যুবতী॥
সরজুর কূলে সবে করিলেন গমন।
চাহিয়ে রহিলেন রঘুনাথের শ্রীবদন॥
এইরূপে রঘুনাথ সরজুর কূলে।
কোটি কোটি রথ তবে আইল তেন কালে॥
লব কুশ দুই ভাই কান্দিয়ে বিকল।
ধারা শ্রাবন প্রায় চক্ষে পড়ে জল॥
অল্পকালে মাতৃহীন হৈলাম দুই জন।

জীবন ধারন করি হেরে ও চরণ ॥
আপনি তেজিয়ে গেলে সকলি উদাস।
জীয়ন্ত থাকিব আর কিসের আশ্বাস ॥
কাতর হইয়ে রাম পুত্র লৈলেন কোলে।
প্রবোধ বচন রাম কন সেই কালে ॥
শাত কাণ্ড রামায়ণ দুজনার অভ্যাস।
সকলি জানহ তাহা মুনির আভাস ॥
মুনিবাক্য রক্ষে করি জাই স্বর্গপুরে।
গৃহে বাস কর দোহে হরিষ অন্তরে ॥
মম আশীর্ব্বাদে সকল মঙ্গল হবে।
অন্তকালে দুই ভাই আমারে পাইবে ॥
প্রবোধিয়ে দুই পুত্র পাঠাইলেন ঘর।
স্বর্গ হৈতে আইল রথ দেখেন রঘুবর ॥
রথখানার তেজ জেন সূর্য্যের কিরণ।
সেই রথারোহন হৈলেন দেব নারায়ণ ॥
আর জত লোক ছিলেন সরজুর কূলে।
শরীর তেজিল তারা পড়ি সেই জলে ॥
গরুড় বাহনে হরি জান নারায়ণ।
ব্রহ্মা আদি দেব আসি করেন স্তবন ॥
চারি অংশ ছিলেন প্রভু হইলেন একজন।
বড় কর্ম্ম কৈলেন প্রভু বধিয়ে রাবন ॥
বিষ্ণু বলেন ব্রহ্মা শুন আমার বচন।
আমার পশ্চাতে সব আসিছে এখন ॥
রাম নাম কহিছে আর তেজিছে জীবণ।
অক্ষয় স্বর্গভোগী হবে সেই জন ॥
সন্তাপন নামে স্বর্গ বৈকুণ্ঠ সমান।
পৃথিবীর লোকে আমি তাহা দিলাম দান ॥
রথ লয়ে গেলেন ব্রহ্মা প্রভুর বচনে।
স্বর্গবাসী হয় লোক শ্রীরাম স্মরণে ॥
দিব্য রথে জায় লোক স্মরিয়ে শ্রীহরি।
রামের প্রসাদে লোক গেল স্বর্গপুরী ॥
মরণকালে রাম নাম করে জেই জন।
আপনার মুর্ত্তি তারে দেন নারায়ণ ॥
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
ভজিলে গোবিন্দপদ পায় তো নিস্তার ॥
স্বর্গে জায়ে সকল লোকের পুরিল আশ্বাস।
উত্তরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কীত্তবাস ॥•॥
দীনহীন রাধামাধব দাসের নিবেদন।
শাতকাণ্ড রামায়ন ভাষায় রচন ॥
বর্ন্নিয়াছেন বহুকাল পণ্ডিত কীর্ত্তবাস।
পৃথিবীর লোক শুনে পুরায়েছেন আশ ॥
বিরুদ্ধ ছন্দ রশাভাষ পয়ার লিখন।
ভাবী হয়ে ভাব অর্থ করিলে গ্রহন ॥
ভক্তি ভাবে ব্যাঘাত হয় ভাবিলাম হৃদয়।
পণ্ডীতের ভাব জাহা ভাবিলাম নিশ্চয় ॥
সতন্তর পয়ার আর করিয়ে রচন।
গ্রন্থের আভাস লয়ে লিখিলাম এখন ॥
পণ্ডিতের যে পয়ার পাইলাম সারৎসার।
পণ্ডিতের মত লয়ে লিখন আমার ॥
সব শ্রোতাগণে আমি করি নিবেদন।
অন্য গ্রন্থের সহিত করিলে মিলন ॥
ভাবেতে বুঝিবেন ভাব কিরূপ হয়েছে।
অধিক লিখনে আর কি গুণ আছে ॥
ইতি সন ১২৩৫ সাল তারিখ ২৬ মাঘ।

১৪২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। ২১।২ পত্রে প্রসাদ-দাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ,—

সদত আনন্দময় অযোধ্যা নগরি।
ইন্দ্রের অমরাবতি তাহা তিরস্কারি ॥

রাজা প্রজা পুরজন সুখি নিরন্তর।
এক তিল সম জায় শতেক বৎসর॥
ত্রিদশ ঈশ্বর রাম জুবরাজ হৈয়া।
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সাসিয়া॥
পুরবাসি প্রজাগন ইষ্ট মিত্র সনে।
রাম প্রতি অনুরক্ত অন্য নাহি জানে॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় গুনের আশ্রয়।
মধুময় রামচন্দ্র করুণাহৃদয়॥
অদ্ভূত লক্ষণ রামের অদ্ভূত চরিত্র।
দয়াবন্ত সত্যবন্ত পরম পবিত্র॥
গুণের মহিমা জত কে কহিতে পারে।
রূপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে॥
ভুবনমোহন রূপ প্রথম জৌবন।
সাস্ত্র বিদ্যা জত আছে সকল জ্ঞাপন॥
জোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দ হৃদয়।
রামে রাজা করিবেক ভাবিল নিশ্চয়॥
বশিষ্ঠ আনিতে দূত পাঠালে আপনে।
সত্তরে লিখিলা পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে॥
মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক।
ভাবয়ে কেমন দান করিব কতেক॥
সর্ব্বভূতকর্ত্তা প্রভু রাম নারায়ণ।
রাম রাজা হইবেক ভাবে সর্ব্বজন॥

মধ্য,—

রাম বলেন শুন বলি প্রাণের লক্ষ্মণ।
বিপাকেতে হয় পাছে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন॥
বিদায় হইতে জাব পিতার সাক্ষাতে।
পুত্রস্নেহে ছাড়িয়া না দিবে কদাচিতে॥
তবে তাঁহার ভঙ্গ হবে প্রতিজ্ঞা পালন।
কোন প্রয়জন তবে আমার জীবন॥
অতএব না জাইব পিতার সাক্ষাতে।
উদ্দেশে প্রণাম করি চলিল(ব) বনেতে॥
করজোড়ে সসম্ভ্রমে কহিল লক্ষ্মণ।
জে কথা কহিলা গোঁসাই সত্য বিবরণ॥
কিন্তু দুখসাগরে মজেছেন মহারাজ।
না কহিয়া গেলে পুন হইবে অকাজ॥

(পৃঃ ১৪।১)

তবে গেলা তিন জন বশিষ্ঠ সদনে।
বিদায় হইতে তিনে পড়িলা চরণে॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি দুঃখিত হইলা।
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মুনি প্রকাশ না কৈলা॥
বনবাস ব্রত শিক্ষা হৈলা মুনি স্থানে।
রাজবস্ত্র অলঙ্কার দিলাত ব্রাহ্মণে॥
সীতার সহিত রাম চলিলা তখন।
পাছে ধনুর্ব্বান লইয়া চলিল লক্ষ্মণ॥
সীতা দেবীর দুঃখ দেখি মনে দুখ পাইয়া।
সুমন্ত্রেরে কহে মুনি আক্ষেপ করিয়া॥
স্ত্রীর বস রাজা তোর বৃদ্ধ বুদ্ধিহিন।
জোগ্য পাত্র তুমি সব হৃদয় কঠিন॥
রাজার কুমারি সীতা দুঃখ নাহি জানে।
দশরথপুত্রবধু হৈয়া জায় বনে॥
বনে গেল কর্ম্মফলে জে হউক পশ্চাতে।
নগর বাজার দিয়া হাঁটিবে কেমতে॥
সত্তরে আনহ রথ না ভাব সঙ্কট।
তিন জন রাথ লৈয়া বনের নিকট॥
শুনিয়া আনিল রথ সুমন্ত্র সারথি।
তিন জন রথে চড়ি চলে শীঘ্রগতি॥

(পৃঃ ১৫।১-২)

নাচাড়ি॥

শ্রীরাম পাঠাইয়া বনে ঘর মুই হৈতে নারি।
জয় রঘুনন্দন অজোধ্যার প্রানধন
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
আমি জদি জানি বৈরি মোরে কেকৈ রানি
তবে কেন জাইব বিশ্বাসে।

প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রান সব নিল
তোমারে পাঠায়ে বনবাস ॥
তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্য খণ্ড কোন প্রয়োজন।
আহা মরি বাছা রাম উড়ু উড়ু করে প্রান
তোমা বিনা না রহে জীবন ॥
শ্রীরাম পাঠায়া বনে কান্দে রাজা রাত্রি দিনে
প্রবোধ না মানে কার বোলে।
কৌশল্যা সুমিত্রা দুই রাজারে তুলিয়া লই
মোছাইল নেত্রের আচলে ॥
পূর্ব্বে না চিন্তিলা ধর্ম্ম কইলা অতি পাপ কর্ম্ম
এখন কান্দহ কি কারণে।
কীর্ত্তিবাস দ্বিজ কয় দৈবের নির্ব্বন্ধ হয়
বনে গেলা বধিতে রাবণে ॥ * ॥
(পৃঃ ১৭।১-২)

শেষ,—

লজ্জাযুক্ত হইলেন জনকঝিয়ারি।
আর সাক্ষি কে আছে বলেন শ্রীহরি ॥
সীতা বলেন আর সাক্ষি নাহি প্রয়োজন।
সকলে আসিয়া মিথ্যা বলেন বচন ॥
দুঃখ ভাবিয়া কন জনকঝিয়ারি।
বটবৃক্ষ আছে সাক্ষি শুনহ শ্রীহরি ॥
এ কথা শুনিয়া কহেন কমললোচন।
বটবৃক্ষে জিজ্ঞাসা করেন ততক্ষণ ॥
বটবৃক্ষ কহেন শুনহ রঘুবর।
তিনজন মিথ্যা কহিল সভার ভিতর ॥
মিথ্যা কথা ইহারা কহিল সর্ব্বজন।
আসিয়াছিলা মহারাজা দশরথ রাজন ॥
আসিয়াছিলা তোমার বাপ দশরথে।
পিণ্ডদান সীতার রাজা নিলা দক্ষিণ হাথে।
সত্যকথা কহিল বৃক্ষ রামের গোচরে।
এ কথা শুনিয়া সীতার জুড়ায় কলেবরে ॥
তুষ্ট হইলা সীতা বটবৃক্ষে দিলা বর।
আমার বরে হইও তুমি অক্ষয় অমর ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল অযোধ্যাকাণ্ড ॥ ॥

১৪৩। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

আগুকাণ্ডে রামজন্ম সীতা দেবীর বিভা।
অজোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাম ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
ছত্র দণ্ড হারাইলা অজোধ্যাকাণ্ডে।
অরণ্যেতে সীতা হরে লৈল দশমুণ্ডে ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথ পাইলা অপচয়।
কিস্কিন্ধাকাণ্ডে মিত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
অনাথ হইয়া দুই ভাই ভ্রমেণ দণ্ডকে।
সহায় করিতে জান বানরকটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন গিয়া পর্ব্বতশিখরে।
সম্ভ্রম পাইয়া পলায় কটক বানরে ॥
শুগ্রীব বলেন এথা আইসে দুইজন ধানুকী।
এই পর্ব্বত এড়িয়া চল আর পর্ব্বতে থাকি ॥
বুদ্ধির সাগর বানর নানা বুদ্ধি সঞ্চে।
আমারে মারিতে রাজা দুই বির পাচে ॥
শুগ্রীব বলেন কেহ বুক নাহি বান্দে।
লাফে লাফে পড়িয়া গেল বড় গাছের কান্দে ॥
কোন গাছে সহিতে নারে বানরের আস্ফাল।
ডালে মুলে ভাঙ্গিয়া পড়ে শাল পেয়াল ॥
বলবন্ত আছে জত পর্ব্বতশিখরে।
মহিষ ব্যাঘ্র সকল পলায় উচ্চস্বরে ॥

মধ্য—,

সাগরপার রাবণ রাজার ঘর
শুনিতে বিষম কাহিনি।
একেশ্বর পরবাস জীবনের কিবা আস
চারি মাস বার্ত্তা নাহি জানি॥
অহে বানররাজ সাধ্যা দেহ রামের কাজ
বড় ধর্ম্ম পরউপগার।
ধর্ম্ম দেখি কর কাজ শুন হে বানররাজ
তোমার রহুক জসভার॥
রাত্রি দিবা ক্রন্দন আহার পানি বর্জ্জন
কেমতে রহিবে জীবন।
চক্ষুর জল নাহি রহে প্রবোধে ভাই স্থির নহে
দেশে ভাই না করিলা গমন॥
শোকসাগরে কর পার তুমি কর প্রতিকার
সীতা দেবীর করহ উদ্ধার।
তিন জন দেশান্তরি তুমি মিত্র দ্রঢ় করি
সব দুঃখ নাস হে তাহার॥
(পৃঃ ১৭।১)

শেষ,—

সম্পাতি বলে বাহু তুলিয়া নৃত্য আমি করি।
রাম রাম বলিতে হইল পাখাসারি॥
নুতন দুই পাখা হইল দেখিতে সুন্দর।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর॥
দেখিয়া সকল বানর আনন্দ অপার।
রাম রাম বলিয়া সাগরে হইব পার॥
বানর সম্ভাসিয়া পক্ষ উঠিল আকাশে।
দুই পাখ সারিয়া জায় আপনার দেশে॥
পিতা পুত্র পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া গেলা অঙ্গদ দক্ষিণ সাগর॥
কীর্ত্তিবাস কবি করিলা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল কিস্কিন্ধাকাণ্ড॥ * ॥

১৪৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড

রচয়িতা— কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ $\frac{১}{২}$ × $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৪৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পোতা গাইলাম রামায়ণ ভীতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া গেল অঙ্গদ দক্ষিনসাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানরকটক ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ॥
দিগ বিদিগ নাহি দেখে আকাসমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

সূর্য্যাস্ত জায় জখন বেলা অবসান।
লঙ্কা প্রাবেসিল তখন বির হনুমান॥
আলো করি উঠে চন্দ্র গগনমণ্ডলে।
ভালোমতে হনুমান লঙ্কা নেহালে॥
রাজার দুয়ারে দেখে দুয়ারি প্রহরি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব বিসম অস্ত্রধারি॥
সেল সুল শক্তি জাটি মুসল মুদ্গার।
খাণ্ডা ডাঙ্গুষ টাঙ্গি ছুরি ভয়ঙ্কর॥
পর্ব্বতপ্রমান হস্তি কনকে রচিত।
নানা বর্ন্নে ঘোড়া দেখে রত্নে বিভূষিত॥
লঙ্কাপুরের সোভা দেখে পবননন্দন।
ফল ফুল বৃক্ষ দেখে অতি সুসোভন॥
পরম সুন্দর ঘর দেখিতে রূপস।
ঘরের উপর সোভে রত্নের কলস॥
নানা বর্ন্নে ঘর সব হিঙ্গুল হরিতাল।

মনি মানিক বান্ধা মেঝ্যের সান কাচঢাল ॥
ঘরের উপর সোভা করে স্থবর্ন্নের বারা।
চারি ভীতে সোভে দেখ গজমুকুতার ঝারা ॥
ধ্বজ পতকা প্রতি ঘরের চালে উড়্যে।
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাহি নড়ে॥
ঘরের ভিতর সোভা করে বিচিত্র সিংহাসন।
শেত নেত বহুতর বিচিত্র বসন ॥ (পৃ০৮।১)
সাগর লঙ্ঘিলাম আমি বড় প্রতিআসে।
চাহিয়া না পাইল সিতা আওয়াসে আওয়াসে॥
কার সনে যুক্তি করিব নাহিক দোসর।
চিন্তে গুনে হনুমান রাত্রি বিস্তর॥
কান্দে বির হনুমান লঙ্কায় বসিয়া।
রামের কার্য্য না করিলাম লঙ্কায় আসিয়া॥
কোন কোন স্ত্রির মুখ না কৈলাম নিরক্ষন।
অর্দ্ধ রাত্রি সিতা চাহি কৈলাম জাগরণ॥
অর্দ্ধ রাত্রি গেল আমার আছে অর্দ্ধ রাতি।
তবু না পাইলাম আমি সীতা লক্ষ্মীসতি॥
বল বুদ্ধি বিক্রম আমার প্রভুর ভকতি।
সকল নষ্ট কৈল পক্ষরা[জ] সম্পাতি॥
তার বোলে ভর করিয়া লঙ্ঘিলাম সাগর।
এতো দুঃখ পাইলাম আসি দেশ দেশান্তর॥
সিতা জদি জিতেন অবস্য আমি দেখি।
রাক্ষশের ভয়ে প্রাণ ছাড়িলা জানুকি॥
সিতা না দেখিয়া জাই রঘুনাথের পাস।
সিতার বার্ত্তা না পাইলে রামের বিনাস॥
রামের মরনে মরিবেক রাজা সুগ্রিবে।
তার উমা প্রান দিবে সুগ্রিবের ভাবে॥
অঙ্গদ যুবরাজ মরিবে বালির নন্দন।
কিচকিন্ধা নগরে মরিবে জতো বানরগন॥
লক্ষ্মন বির প্রান দিবে রামের মরণে।
দেসে বার্ত্তা পাইয়া মরিবে ভরথ সত্রুঘনে॥
তাবত মরিবে অগ্নি করিয়া প্রেবেস।
পাত্র মিত্র মরিবেক রঘুবংশের দেশ॥
লঙ্কা হইতে আমি নাহি করিব গমন।
লঙ্কার ভীতর আমি তেজিব জিবণ॥
হাতে দণ্ড করি আমি হইব সন্যাসি।
সাপ দিয়া রাবনে করিব ভস্মরাসি॥
চন্দনকাষ্ঠের করিব সি(চি)তা সাগরের কুলে।
অগ্নিকার্য্য করিব আমি কি কাজ শরিরে॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা আছেন বড় পৃত আসে।
সুন্দরাকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কির্ত্তিবাসে॥*॥
(পৃ০ ১০।১-২)

শেষ,—

ব্রহ্মা বলেন সুন রাম জগত ঈশ্বর।
আজি হতে শেতু হইল রামেশ্বর॥
জাঙ্গালের উপর বসিবে জতো লোক।
পরম সুখে বসিবেক নাহি রোগ সোক॥
উত্তর কুলে স্নান করিলা রাম নারায়ণ।
সেই জল স্পর্শ করিলা যত দেবগন॥
অগ্রে স্পর্শ করিলেন দেব পঞ্চানন।
তৎপরে ব্রহ্মা করিলা পরষন॥
ইন্দ্র চন্দ্র বাইউ বরুণ যত দেবগন।
সভে পরষিলা জলা হয়্যা ভক্তিমন॥
জেই স্থানে স্নান করিলেন প্রভু নারায়ণ।
সেই হতে পুনা[]ক্ষেত্র হইল ততক্ষণ॥
শেতবন্ধ রামেশ্বর যেই জন সুনে।
শরীরের পাপ ভষ্য হয় ততক্ষনে॥
ব্রহ্মা শিব বিদায় হইলা দুই জন।
সবংশেতে মার গীয়া লঙ্কার রাবণ॥
এত বলি বিদায় হইলা দেবগন।
লঙ্কা প্রেবেসি তবে চলেন নারায়ণ॥
অগ্রে পার হইল জতেক বানরগন।
তার পশ্চাতে শুগ্রিব বিভিষন॥
তার পশ্চাতে পার হইলা শ্রীরাম লক্ষ্মন।

তবে পার হৈলা সব সেনাপতিগন
রাম লক্ষ্মন পার হৈলা জগত অধিপতি।
পশ্চাতে হইলা পার সব সেনাপতি॥
জেই কুলে সীতা আছেন সেই কুলে রাম।
দুরে ছিলা দুই জন হইলা এক গ্রাম॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডীত জীবের করিতে হিত।
জগত তারণ হেতু রামায়ন গীত॥
রামায়ন গীত ইহা অতি সুধাখণ্ড।
এত দুরে সমাধান শুন্দরাকাণ্ড।*॥

১২৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার,১৫¼×৫¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১১৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

বন্দ গেল সিন্দু রামচন্দ্র হইলা পার।
দেখিয়া রাবণ রাজার সভয় অন্তর॥
চিন্তয়ে রাবণ রাজা গুণে মনে মনে।
শুখ শারণ দুই চরকে ডাক দিয়া আনে॥
তোরে বলি সুখ শারণ সেনার প্রধান।
রামের কটক আইল কতো দেখ বিদ্যমান॥
দুত হয়্যা কি কর্ম্ম করহ লঙ্কাপুরে।
নর বানর আসিয়াছে আমা মারিবারে॥
বনপষু বনজন্তু না চিনে রাবণ।
তে কারণে আমা সহ করিবেক রণ॥
কতো বানর মিলিয়াছে সুগ্রীবের সনে।
প্রতক্ষ্য জানিহ তুমি প্রতি জনে জনে॥
রাভছত্রি হই আমি না জানে কোন জনা।
লঙ্কা আসিয়া কেবা অগ্রে দিবে হানা॥
কোন কোন সেনাপতি কার কিবা নাম।
সকল কটক চিনিবে হয়্যা সাবধান॥
রাম লক্ষ্মন জানিহ সুগ্রিব বিভিষনে।
প্রতক্ষ্য জানিহ তুমি প্রতি জনে জনে॥
কোনখানে বঞ্চে তারা কিরূপ ছাউনি।
কোন পথে বানরগুলা করিবে উঠানি॥
রাজা[র] আজ্ঞা দুত বন্দিলেক মাতে।
রাজাকে প্রণাম করি চলিল তুরিতে॥

মধ্য,—

রাম তোর জত অন্তর সুন রে রাবণ।
যত দুর গনি রাবণ পঙ্ক চন্দন॥
শৃগাল ব্যাঘ্রতে রাবণ যত দুর গনি।
যত দুর গনি রাবণ তৃণ আর আগুনি॥
সিংহ ব্যাঘ্রতে যদি উপমা দিতে পারি।
রামকে তোকে রাবণ তবে প্রতিজোগি করি॥
মক্ষিকা হয়্যা সহিতে চাহ পর্ব্বতের ভার।
খুদ্র হইয়া নিন্দা করিস পূর্ন্ন সশোধর॥

(পৃঃ ১০১২)

ধন্য মাল্যানি বলে করিতে জাবে রণ।
মাএর এক সত্য তুমি করাহ পালন॥
বৈকুণ্ঠের নাথ সেই প্রভু গদাধরে।
বানাঘাত কর পাছে রামের শরিরে॥
আতিকা বলেন মাতা করি নিবেদন।
হায় জুর্দ্ধ করিব কেবল লইয়া লক্ষ্মণ॥
অধমে কৃতার্থ যদি করেন গদাধরে।
প্রাণ সমর্পণ করিব রাম বরাবরে॥
অতঃপর বিদায় মাতা তোমার চরণে।
এ জনমের মত আর নাহি দরসনে॥
মায়েরে প্রণাম করি রাবণকোঙর।
রামজয় শব্দ করি ডাকে উচ্চস্বর॥
আনন্দিত হইয়া তখন চারি দির সাজে।
রুশিয়া প্রোবেস কৈল সংগ্রামের মাঝে॥

ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষহিনী।
কটকের পদভরে কাপিছে মেদুনী॥
ধুলায় অন্দকার করি জায় রাক্ষস বির।
ঠেলাঠেলি হইল গীয়া গড়ের বাহির।

(পৃঃ ৩৬।১)

তিন ভাই পড়িল দুই খুড়া জোদ্ধাপতি।
অনুমান করিছে অতিকা মহামতি॥
বানরের সনে জুর্দ্ধ কোন প্রয়োজন।
নয়ান ভরি দেখি গীয়া রাজীবলোচন॥
আনন্দে অতিকা জায় রাম দরশন।
মার মার করি আইসে জত বানরগণ॥
দেখিয়া বানরের রঙ্গ অতিকার হাষ।
বিনা ভয় পৃত নাহি বুঝিলামাভাষ॥
হাসিয়া অতিকা দিলা ধনুকে টঙ্কার।
সর্গ মর্ত্ত পাতালে লাগিল চমৎকার॥
ভয় পায়্যা বানর সব পড়িল শঙ্কটে।
পলায় বানরগন না রহে নিকটে॥
ডর পাইয়া জত বানর করে পলায়ন।
বলিতে লাগীল তবে রাবণনন্দন॥
আমার রোশের জোগ্য নহ বানরগন।
কেন পলাইয়া জাহ লইয়া জিবন॥
পাইয়া কথার পৃত বানর সকল।
আপনা আপনি বলে পথ ছাড়ি চল॥
রিপু সম নাহি দেখে বলে বলাধিন।
কপি পথ ছাড়ে রামের আরতি বিহিন॥
জেখানে বশীয়া আছেন কমললোচন।
সেইখানে অতিকা বির দিল দরশন॥
সভা কার বসিয়াছেন কমললোচন।
বামেতে শুগ্রিব রাজা দক্ষিনে লক্ষন॥
পদতলে বসিয়াছে ধার্ম্মিক বিভিষন।
জাম্বুবান আদি সভে করিছে স্তবণ॥
একদৃষ্টে দেখে বির শ্রীরাম লক্ষন।
রূপ দেখি মোহ পাইল রাবননন্দন॥
রথে হৈতে অতিকা নামিল ভুমিতলে।
সজল নয়নে প্রনাম রামপদতলে॥
কিত্তিবাষ পণ্ডীতের কবিতা বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল অপূর্ব্ব রামায়ণ॥ * ॥

(পৃঃ ৩৭।২)

সুন হে গোসাঞি তুমি কিছু যে বলিয়ে আমি
আমারে রাখিলে কি কারন।
আমি রঘুনাথের দাস মোরে করিলে নৈরাস
আজি হইল লক্ষ্মনের মরন॥
ভরথ আমার নাম সুন বাপু হনুমান
আমি হই রঘুনাথের ভাই।
চৌর্দ্দ বৎসরের সুখ রাম বিনে পাইল দুখ
আজি রামনাম সুনিল তোমার ঠাঞি॥
এতো কহি ভরথ রাজা তবে কহে বানর তেজা
সুন রাম লক্ষ্মনের কল্যান।
তোমার কঠিন হিয়া তিলেকে নাহিক দয়া
বনবাসে দিয়া প্রভু রাম॥
বিষ্ণু অংশে তোমার জন্ম করিলে দারুন কর্ম্ম
রামচন্দ্রে বনবাস করি।
রার্য্যখণ্ড পাইয়া মোনে বসি রাজসিংহাসনে
রামচন্দ্র হইলেন ভিকারি॥
বনবা[]স শ্রীহরি খর দুষন মারি
সিতা চুরি করিল রাবন।
সুগ্রীবেরে করি মিত খণ্ডিল রামের ভিত
সেতবন্ধ করিলা বন্ধন॥
গিয়া রাম লঙ্কাপুরি কুম্ভকর্ন আদি করি
জত বির করিল নিধন।
রনে আইলা রাবন করিলা বিস্তর রন
সাক্তসেলে পড়িল লক্ষ্মন॥
রামের ক্রন্দন সুনি সুসেন বেজ বলে বানি
জাহ হনু গন্ধমাদন।

ঔসধি আনিবে জবে লক্ষ্মন জিবেন তবে
প্রাত[ঃ]কালে লক্ষ্মনের মরন ॥
অপরাধ নাহি করি আমারে বাটুল মারি
কেনে রামের না চিন্ত কুসল।
তুমি লইলে রার্যা ধন রামচন্দ্র গেলা বন
সোকে রাম হইয়াছেন দুর্ব্বল ॥
সুনি হনুমানের কথা ভরথে লাগিল বেথা
শ্রীরাম বলিয়া ভরথ কান্দে।
কোথা গ্যেলে পাব রাম ত্রিভুবনে অনুপাম
কির্ত্তিবাসের নাচাড়ি প্রবন্ধে।.* ॥
(পৃঃ৮৯।১-২)

শেষ,—
রত্ন সিংহাষনে বসিলা রাম নারায়ন।
পুত্র হেন পালেন জতেক প্রজাগন॥
দুরন্ত রাক্ষষ মারি রাম গেলেন ঘরে।
ত্রিভুবনের মুনি মিলে একোত্র জুক্তি করে ॥
সর্গবাসি পাতালবাসি আর মর্ত্তবাসি।
একোত্রেতে হইলা জত ত্রিভুবনের রিসি ॥
মুনি সব বলে রাম রাখিলে ত্রিভুবন।
অজোধ্যায় জাইয়া চল দেখি নারায়ন ॥
ইন্দ্রজিতে মারিলেন জেই বির লক্ষ্মন।
তাঁর তরে পুষ্প লহ জত মুনিগন ॥
ত্রিভুবনজই বির ইন্দ্রজিতে মারে।
পুষ্পমাল্য দিব গলে লক্ষ্মনের তরে ॥
দেবরিসি ব্রহ্মরিসি রাজরিসিগন।
ত্রিভুবনের মুনি হইলা একোত্রে মিলন ॥
ত্রিভুবনের মুনিগন হইলা একর্ত্তরে।
রামধ্বনি করি জায় অজোধ্যানগরে ॥
সর্ব্ব মুনি মনে মনে করেন তখন।
আমাদিগের এমন দসা করিবেন নারায়ন ॥
এই জুক্তি মনে করি চলিলা মুনিগন।
অন্তর্জ্জামি ভগবান জানিলা কারন ॥
সকল মুনি উপস্থিত অজোধ্যা নগরে।
রামনাম মন্ত্র জপেন ধিরে ধিরে ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত লোকের কৈলা হিত।
জগতে করিলা তিহোঁ রামায়ন গিত ॥
রামায়ন গিত করিলা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥ * ॥

১৪৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৯—৪২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। ৪১ সংখ্যক পাতাখানি অপর পুথির।

আরম্ভ,—
পাত্র মিত্র অজধ্যায় দাস দাসি জেবা।
সভারে বলিয় জেন করে মহারাজার শেবা।
সুনিয়া সুমন্ত হল জিয়ন্তেতে মরা।
বদন বাহিয়া পড়ে নয়ানের ধারা ॥
লক্ষন বলেন সুমন্ত না কর্য বিশাদ।
কেকৈ মাএরে কয়ো আমার সংবাদ ॥
তার বাড়া ত্রিভুবনে নাহি কঠিন হিয়া।
বনচারি করিলেন জটা বাকল দিয়া ॥
অজধ্যার কণ্টক তার ঘুচিলাম জঞ্জাল।
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরাল ॥
আজি হৈতে রামনামে দেন জলাঞ্জলি।
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরালি ॥
ভরথে লইয়া করুন অজধ্যার সুখ।
অজধ্যার সুখে আমাদিগো বিধাতা বৈমুখ ॥
সুনিঞা সুমন্ত কান্দে সিরে মারি ঘা।
জল ছাড়া মিন জেন আছাড়য়ে গা ॥
সুমন্তকে দেখ্যা রাম তুলে নিল কোলে।

বদন মোছান রাম যুভাশিত জলে ॥
রামচন্দ্র বলেন যুন যুমন্ত শারথি।
না বুঝিয়া কহিলে কথা লক্ষন সিযুমত্তি ॥
রাম বলেন যুমন্ত আমার দিব্ব্য লাগে।
লক্ষনের শম্বাদ না কহিয় তার আগে ॥
দণ্ডেক ডাঁড়ায় তুমি আমার শাক্ষাতে।
বাকল পর্য্যাছি আমরা জটা পরি মাথে ॥
বনান জটা দিয়াছেন কৈকৈ জননি।
জটাধারি দুই ভাই দেখ্যা জাও তুমি ॥

মধ্য,—

পরিচয় দিয়া জা গো মোরে।
আগে কাহার নন্দন ভাই দুই জন
কেনে আল্যা বন ঘোরে ॥
কোন দেসে ধাম কহ কিবা নাম
জিজ্ঞাসা করএ আসি।
মাগি পরিচয় দেহ মহাসয়
কেন হৈলা বনবাসি ॥
রবিকুলযুত রাজা দষরথ
তার সুতা আমি রাম।
সঙ্গে সহদর প্রানের দোসর
লক্ষন ইহার নাম ॥
জনকের সুতা নাম ইহার সিতা
বৈমুখ মোরে বিধাতা।
সত্যের কারনে সতাই বচনে
বনবাষ দিল পীতা ॥
রাম কথা যুনি মুনির ঘরনি
সিতারে করি পরিহার।
আগে আগে জান ফিরে ফিরে চান
উনি কে হন তোমার ॥
সুয্যবংসে জন্ম মোর পুর্ন্ন ব্রহ্ম
তপস্যায় পেয়্যাছি।
ধনুব্বান হাথে মোর দেউর পশ্চাতে
সুন পরিচয় দিই ॥
জনক নৃপতি মি[থি]লায় বসতি
কাঞ্চন রচিত ধাম।
তাহার নন্দিনি কুলকলঙ্কিনি (?)
জানকি আমার নাম ॥
(পৃঃ ৩১।১-২)

১৪৭। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪+৫ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৪৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৮ সাল। সম্পূর্ণ; এক স্থানে নিধিরামের ভণিতা আছে (পৃঃ ৩৭)।

আরম্ভ,—

আদিকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবির বিভা।
অজুধ্যাতে বনবাস ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
হরি বল সকলে বদনে বন্ধু জন।
অরন্যকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবণ ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনের ধন।
শ্রবনে পরমানন্দ পাপ বিমোচন ॥
ইহার পর ১৩৩ সংখ্যক পুথির সহিত সাদৃশ্য আছে।

মধ্য,—

[f] সংসপারে জিজ্ঞাসিলা কমলনয়ান।
তুমী নাকি জান সিতা দিলা পিণ্ডদান ॥
বালি পিণ্ড হেতু বিক্ষ ভাবে মোনে মোনে।
দিয়াছে বালির পিণ্ড বলিব কেমনে ॥
কখন দিলেন পিণ্ড জানকি সুন্দরি।
আমি ত না দেখি রাম সকল চাতুরি ॥

লাজে অধমুখি হল্যা জনকদুহিতা ।
কোপভরে সিংসপারে সাপ দিলা সিতা ॥
জাহার ফুলের জায় জোজনেক গন্ধ ।
অলিকুল আকুল লোভিত মকরন্দ ॥
জানকি বলেন গন্ধ হইবে নির্ম্মুল ।
আজি হইতে গন্ধ নাহি সেমুলের ফুল ॥

(পৃঃ ৩।১)

ইহার পর ৪।১--৬।১ পত্র পর্য্যন্ত গয়ামাহাত্ম্য

জটা বাকলধারি রাম তপস্বির বেস ।
ভ্রমন করিয়া রাম বেড়ান দেসে দেস ॥
জানকি বলেন প্রভু নিবেদন করি ।
শ্রান্তজুক্ত হলাম আর চলিতে না পারি ॥
মুনির আশ্রম দেখ বান্দহ কুটির ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রান হয় হে বাহির ॥
রামচন্দ বলেন সিতা জনকনন্দীনি ।
অগুপ্ত আশ্রমে আজি বঞ্চিব রজনি ॥

(পৃঃ ১৫।১)

ক্ষেন মাত্র নাহি ঘুচে হাথের ধনুক ।
কহিতে লক্ষনে[র] কথা বিদরএ বুক ॥
রাম সিতা কুটিরে থাকেন লক্ষন বাহিরে ।
মেঘ বিষ্টী পড়ে সব মাথার উপরে ॥
বসন নাহিক অঙ্গে পরিধান বাকল ।
কর দিয়া মোছেন সব গউর অঙ্গের জল ॥
ভাদরে উদরজালা কে সহিতে পারি ।
দিনে দুই তিনে মেলে ফল দুই চারি ॥
ফল মুল আনিয়া রামচন্দে তুসি ।
রাম নাহি জানেন ভাই থাকেন উপবাসি ॥
আস্বিনে অম্বিকা পুজা এ ভব সংসারে ।
রিসি তপসি নানা আয়জন করে ॥
নানা ফল মুল লক্ষন রামকে দেন আনি ।
ঘট পাতি পুজা করেন দেবি কার্ত্তায়নি ॥
কার্ত্তিকে সিসির পড়ে বড়ই দুস্কর ।
বাকল জটা ভেজে তাতে না হন কাতর ॥
অগ্রহায়নে সস্য প্রথিবি প্রচুর ।
সংসার সম্পূর্ণ্য সস্য গন্ধ জায় দুর ॥
রাম দেব পিতৃকির্ত্তি করেন হরিসে ।
নবান্ন দিবস প্রভুর উপবাস সেসে ॥
সিতের সময় এল হইল পৌস মাস ।
হিমাল[য়] হৈতে এল্য দুরন্ত বাতাস ॥
নানা কাষ্ঠ আনিয়া থাকেন অগ্নি মাঝে ।
সিতে দেহ থর থর দন্তে দন্তে বাজে ॥
বসন নাহিক অঙ্গে পরিধান বাকল ।
দুখে দুখে তিন জনে হইলা দুর্ব্বল ॥
মাঘেতে মকরজাত্রা সংক্রান্তি তিথি ।
প্রাতস্নান করেন রাম অখিলের পতি ॥
দুরন্ত বসন্ত আইল পঞ্চমি তিথি ।
ঘটে ডাল পাতি পুজেন দেবি সরস্বতি ॥
ফল মুল লক্ষন বনেতে জেয়া আনি ।
সরেস্বতি করেন পুজা দেব চক্রপানি ॥
ফ[া]গুনে দিগুন দুখ পুড়িছে অন্তর ।
নিরন্তর পড়ে মনে অজধ্যা নগর ॥
অরন্যকাণ্ড গাইল রামের বনবাস ।
সুনিতে অপূর্ব্ব কথা পাপের বিনাস ॥ * ॥

(পৃঃ ২১।১-২)

রাম বলেন প্রিয়া জিবনে নাহি আসা ।
দুখ দুর করি দোহে খেলি বস্যা পাসা ॥
রাম সঙ্গে বসে পাসা খেলেন জানকি ।
পন করে খেলেন পাসা লক্ষন কর্য়া সাখি ॥
সিতা বলেন হারিলে হার দিব তোমার গলে ।
তুমী হারিলে অঙ্গরি লইব বলে ছলে ॥
কালি রাজি নিলা গোটি জানকি সুন্দরি ।
জরদ সবুজ নিলা দয়াময় হরি ॥
সিতা সঙ্গে বস্যা রাম খেলেন পাসা সারি ।
রামের দু দুয়া পড়িল সিতার দুয় চারি ॥

পুন রাম পেলেন দান বড়ে পঙবার।
রাম বলেন সিতা পাসায় পাছে হার॥
জানকি ফেলেন দান পড়ে ছ-তিন নয়।
সিতা বলেন প্রভু দেখি মর ক্ষয়॥
পাসা খেলেন রাম সিতা চান চারি পানে।
লক্ষন বলেন মা চিন্তা কর কেনে॥
রাম সঙ্গে জানকি খেলেন পাসা সারি।
হেন কালে এলো মারিচ মায়ারূপ ধরি॥

(পৃঃ ২৮।২-২৯।১)

শেষ,—

আনন্দে লক্ষন সঙ্গে চলিল শ্রীহরি।
সমুখে দেখেন রাম রিস্যমুখ গিরি॥
নানা জাইত বিক্ষ দেখেন পর্ব্বত উপর।
ফল মুলে পরিপুর্ণ্য অতি মনহর॥
চারি দিগে সোভা করে চন্দনের তরু।
থরি থরি তুথরি তেথরি দেবদারু॥
বকুল বদরি বেল পরম উজ্জল।
অম্ব্র কাটাল আদি নানা ফুল ফল॥
পর্ব্বত দেখিয়া রাম হৈলা আনন্দীতা।
পর্ব্বতে পাইব আজি সুগ্রিব মর মিতা॥
পথশ্রমে ঘর্ম্ম পড়ে বাহিয়া বদন।
হাথে গাণ্ডিবানে পর্ব্বতে উঠে নারায়ন॥
লক্ষন সহিত উঠেন গাণ্ডিবান হাথে
উঠিলা জানকিনাথ পর্ব্বত রিস্যমুখে॥
পর্ব্বতের আনন্দের কথা কে বলিতে পারে
ব্রহ্মার বাঞ্চিত পদ জাহার উপরে॥
পর্ব্বত উপরে প্রভু গাণ্ডিবান হাথে।
পথশ্রান্তে পর্ব্বতে ডাঁড়ান রঘুনাথে॥
অঙ্গের বরন জেন ইন্দ্রনিলমুনি।
অরুননিন্দিত রাঙ্গা চরন তুখানি॥
সুললিত মৃনাল জিনিয়া ভুজদণ্ড।
দক্ষিনে অক্ষয় তুন বামেতে কোদণ্ড॥
সিংহপুর্চ্চ জিনি উচ্চ মধ্যদেস সোভা।
কত কোটি চন্দ জিনি বদনের আভা॥
রিস্যমুখ দেখিয়া প্রভু রামের উল্লাস।
অরন্য কাণ্ড সমাপ্ত গাইল কিত্তিবাস॥
কিত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হৈল অরন্য কাণ্ড॥ * ॥

১৪৮। রামায়ণ- কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪+৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ—,

১৩৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

ভাদ্র মাসে রঘুনাথ করেন ক্রন্দন।
রাম কন সিতা আর না পাব লক্ষন॥
সিতার অঙ্গ সদৃস করিতাম দরসন।
দেখিয়া করিতাম ভাই সোক নিবারন॥
মুখের সদৃস দেখিতাম বিধুবর।
মেঘে আচ্ছাদিল তাথে গগন উপর॥
নয়ন সদৃস জলে ইন্দু(ন্দী)বর দেখি।
মোর কর্ম্মফলে তারা জলে হৈলা লুকি॥
রাজহংস প্রিতিতুল্য সিতার গমন।
মর কর্ম্মফলে তারা গেলা অন্য বন॥
ডাহুক কোকিলগন নিরন্তর ডাকে।
কতেক উন্মাদ উঠে জানকির সোকে॥
এমনি কান্দিতে তার গেল ভাদ্র মাস।
কিস্কিন্দাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

(পৃঃ ২৩।১—২)

হিমালএ আছিলেন সুপারশ্ব বির।
বাপ সম্ভাসনে আইসে দুৰ্জ্জয় স্বরির॥
পাখ পসারিয়া বির উঠিল আকাসে।
বাপ সম্ভাসনে আইসে মনের হরিসে॥
মহাবির আইসে জেন প্রলএর ঝড়।
পর্ব্বত পাথর গাছ করে মড় মড়॥
দস হাজার হস্তি ঘোড়া আনে নোখে করে।
বিরভাগ সম্পাতি দেখে নয়ান ভরে॥
সম্পাতি বলেন সভে সুনহ উত্তর।
বিরভাগ এস রাখি পাখের ভিতর॥
দক্ষিন বামেতে থুয়্যা আইল অনেক দেস।
ত্রিনবৃন্দ পর্ব্বতে আসি করিল প্রেবেশ॥
বাপেরে আসিয়া পক্ষ করিল প্রনাম।
বিরভাগ দেখি তবে পিতারে সুধান॥
সম্পাতি বলেন বাছা ভাগের নাহি লেখা।
সুর্য্যসাপে মুক্ত হইলাম সঞ্চারিল পাখা॥
ভারথভুমেতে জন্মেছেন ভগবান।
পিতার সত্য পালিবারে পোন আইলা রাম॥
বনচারি হয়্যাছেন হরি সিতা সঙ্গে কর্য্যা।
বনে হৈতে রামের লক্ষি রাবন নিল হর্য্যা॥
এমন বেলায় প্রভুর কর উপগার।
পিষ্টে করি বিরভাগ সুমুদ্র কর পার॥
বাপের পাখ দেখে পুত্রের হরসিত মন।
একে একে বন্দে বিরভাগের চরন॥

(পৃঃ ৩৬।১-২)

শেষ,—

১৩৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

১৪৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৬৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পুথি রামাঅনের ভিতর।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানরকটকে আইল দক্ষিন সাগর॥
বানর সকল তথা ছাড়ে সিংহনাদ।
সুমুদ্রের জল দেখি গনিছে প্রমাদ॥
বড় বড় বানরের লম্বা লম্বা পেট।
সাগরের ঢেউ দেখি মাথা করে হেট॥
দিগবিদিগ নাহি সাগর মণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল॥
সাগরের ঢেউ দেখি পর্ব্বতপ্রমান।
দেখিয়া বানরগনের উড়িল পরান॥
সুমুদ্রতরঙ্গ দেখি সভে পেল তরাস।
অঙ্গদ বানরগনে দিছেন আশ্বাস॥

মধ্য,—

জানকি বলেন বাছা হনুমান আস্ত।
প্রভুর মঙ্গল কহ মোর কাছে বস্ত॥
এস পুত্র হনুমান বস্ত মোর কাছে।
প্রাননাথ দেবর লক্ষন কেমন আছে॥
আনন্দে পুল্লিত হলেন জনকের ঝি।
হের য়েস হনুমান তোরে কোলে করি নি॥
হনুমান বলেন মা সুন তোমারে কই।
জাতি বানর তোমার কোলের জোগ্য নই॥
জগতজননি তুমি ত্রিজগতের মা।
জন্ম সার্থক হকু মাথায় দেহ পা॥

চরন মাথে দেহ মা দেখিএ নয়ানে।
জনম সার্থক আমার হল্য এত দিনে॥
সোক তেজ মুছ মা নয়ানের জল।
আমার ঠাঞি সুন তোমার রামের মঙ্গল॥
দিবস রজনি নাহি সয়ন ভোজন।
সদাই তোমার লেগে রামের রোদন॥
রামের আসির্ব্বাদ মা লক্ষনের নমস্কার।
তোমার সোকে ডুই ভাই অস্থি চর্ম্ম সার॥
(পৃঃ ২২।১)

পঞ্চ পাত্র সঙ্গেতে করিয়া বিভিসন।
কান্দিতে কান্দিতে ধরে মাএর চরন॥
তোমার আজ্ঞা লয়্যা মাতা রাবনে বুঝালাম।
বুকে লাথি মারে রাবন অপমান পেলাম॥
জন্মের মত বিদায় হইলাম তোমার পায়।
কি করিব কোথা জাব স্থান বলে দায়॥
নিকসা বলেন তুমি হয়্যাছ অমর।
তুমি ত হইবে বাছা লঙ্কার ইশ্বর॥
লক্ষ্মি এনে সবংসে মরিল রাবন।
তোমার রহিল বাছা রত্নসিংহাসন॥
জন্মান্তরেতে আমি কত অপস্যা করিলাম।
তোমা হেন পুত্র আমি উদরে ধরিলাম॥
মুখ চুম্বন করিয়া করে আসির্ব্বাদ।
পরিপুর্ন্ন হইবেক তোমার মনের সাধ॥
বিভিসন বলেন মা আসির্ব্বাদ কর মোরে।
পদছায়া জেন হরি দেন গো আমারে॥
কুবেরের জেষ্ট ভাই তোমার দাসির দাস।
তার অনুমতি নাও জেয়া হওগা দাস॥
প্রনাম করেন কত নিকসার পায়।
পঞ্চ পাত্রে বিভিসন হইলা বিদায়॥
বিভিসনের স্ত্রী তখন সরমা সুন্দরি।
গলে বস্ত্র [দিয়া] বিভিসনের পায়ে ধরি॥
তুমি ছেড়ে জাবে নাথ তার নাহি দায়।
দারা পুত্র লয়্যা চল ধরি হরির পায়॥
কন্যা পুত্র রেখে নাথ কোথাও থুয়া জাবে
আমি জদি মরি তবে বধের ভাগি হবে॥
বিভিসন বলে রানি না কর রোদন।
মোর বোলে সেবা কর লক্ষ্মির চরন॥
অবনিতে আছেন মাতা অজনিসম্ভবা।
রাত্রি দিন করিবে তাহার পদসেবা॥
কন্যা পুত্র লয়্যা তুমি তাঁর হয় দাসি।
মাতার পালন তুমি কর্য দিবা নিসি॥
পুত্র কন্যা রানি সঙ্গে চলিলা বিভিসন।
সিতার পাদপদ্মে লয়্যা করেন সমর্পন॥
লঙ্কা হইতে তেড়্যা দিল দসানন ভাই।
দারা পুত্র রাখ আমি রাম পাসে জাই॥
রাবনের না রাখিব করিতে তর্পন।
তোমার পাদপদ্মে রানি করিনু সমর্পন॥
(পৃঃ ৫৭।১-২)

শেষ,—

রামচন্দ্র বলেন বাছা পবনকুমার।
কিরূপে হইব বাছা সাগরের পার॥
জত জত বানর এসেছে দেসে দেসে।
তোমার বিক্রম জেনে দেসে দেসে ঘোষে॥
ছোট বানর হকু সাগরের পার।
ভুবন ভরিয়া জস ঘুসিব সংসার॥
রামের বচনে বির কার দণ্ডবত।
টান দিয়া আনে বির দুর্জ্জয় পর্ব্বত॥
বিরভাগ সহিত রাম দেখেন আনন্দে।
সেই পাথরে নল বির দস জোজন বান্দে॥
সতেক জোজন নল বান্দিল সাগর।
রাম জয় ধ্বনি দিছে জতেক বানর॥
সত জোজন বান্দা গেল দিগেত দিঘল।
দস জোজন জাঙ্গাল আড়ে পরিসর॥
ব্রহ্মা আদি তুষ্ট হৈলা অষ্ট লোকপাল।

সাগরেতে রামচন্দ্র বান্ধিলা জাঙ্গাল ॥
রাম বলেন হব সভে সাগরের পার।
রাবন মারিয়া করিব সিতার উর্দ্ধার ॥
সবংসেতে বধিব লঙ্কার মক্ষ রাজা।
সেতবন্দে কর‍্যা জাই ধনুর্ব্বানের পুজা ॥
পুজা করিবারে জত দির্ব্ব লাগে।
আয়জন করে সব দিছে পাত্রভাগে ॥
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ জত উপহার।
দেখিয়া হইলা তুষ্ট বিষ্ণু অবতার ॥
সষ্টি দিবসে ধনুর্ব্বানের বরিল বরন।
সপ্তমিতে পুজা করেন শ্রীরাম লক্ষন ॥
অষ্টমিতে পুজা করেন প্রভু ভগবান।
পার্ব্বতি সহিত হর হল্যা মুর্ত্তিমান ॥
নবমিতে পুজা করেন লঙ্কা বরিতে জয়।
পার্ব্বতি সহিত সাক্ষাৎ হল্যা মৃত্যুঞ্জয় ॥
হর পার্ব্বতি বলেন প্রভু ভাগ্য করি মানি।
কি কারনে পুজা কর প্রভু চক্রপানি ॥
ভারথভুমে ভগবান হএচ অবতার।
রাবন মারিয়া কর সিতার উর্দ্ধার ॥ ইতি ॥

—

১৫০। রামায়ণ-অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা ও লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৬¾ × ৫¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৫৬—২৯৮ ; ৴০—৫৲। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্ক্তি। দুইখানি পুথি যোড়া দেওয়া মনে হয়। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। অযোধ্যাকাণ্ড—৫৬—৮৯।২ (অসম্পূর্ণ)। অরণ্যকাণ্ড—৮৯।২—১২২।১ (সম্পূর্ণ)। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—১২২।১—১৪৮।২ (সম্পূর্ণ)। সুন্দরাকাণ্ড—১৪৮।২—১৯৭।১ (সম্পূর্ণ)। লঙ্কাকাণ্ড—১৯৭।১—২৯৮, ৴০—৫৲ (সম্পূর্ণ)।

আরম্ভ,—

প্রনমিয়া জোড় হস্তে কহে প্রজাগন ॥
রঘুবংসে রাজা রাম বিদিত সংসার।
চিরকাল রাজস্পদ না হএ তোমার ॥
চারি পুত্র মধ্যে তোমা রাম হএ জেষ্ট।
বংসের তিলক রাম সর্ব্বগুনে শ্রেষ্ট ॥
শ্রীরাম নৃপতি তোমি কর অজোধ্যাত।
পরম কৌতুকে থাক অজোধ্যার নাথ ॥
এমত কৌতুক সুনি হাসে বির্দ্ধ রাজা।
ধন্য ধন্য বলিয়া প্রসংসে সর্ব্ব প্রজা ॥
সর্ব্ব রায্য মিলিয়া জে আদরেল রাম।
মনের বাঞ্ছিত মোর সিদ্ধি হৈল কাম ॥
বসিষ্ট আনিয়া রাজা বলিলেক কার্জ্জ।
প্রজার বাঞ্ছিত শ্রীরামেরে দিতে রায্য ॥
সেবকবৎসল রাম সর্ব্বলোকপৃয়।
সুভ জোগে শ্রীরামেত রাজধানি দেয় ॥
বিসেস বসন্ত কাল হইল প্রবেস।
শ্রীরামেত দিব রায্য প্রজার আদেস ॥
রাজা বোলে সুমন্ত সত্ত্যরে আন রাম।
প্রজাগনে সিদ্ধি কৈল মোর মনস্কাম ॥
রথে চড়ি সুমন্ত সত্ত্যরে চলি গেল।
শ্রীরামপুরেত গিয়া দ্বারিতে জানাইল ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি দির্গছন্দ ॥

বনবাসে রাম জাএ প্রান মোর বাহির হএ
পাসানে বান্ধিল মো হিয়া।
মোর হৈল মতিনাস পুত্র দিল বনবাস
এই সোকে মরিমু পুড়িয়া ॥
হাহা রে দারুন বিধি মোর রাম গুননিধি
দিয়া কেনে না দিলি আমারে।

কি লাগি পাপিনি ঘরে বিধাতা আনিল মোরে
কেনে সত্ত্ব কৈল তুষ্ট সনে।
হৈল মোর মতি নাস   জিবনের নাই আস
জেই ক্ষনে রাম গেল বন।
কি হইল মোরে দিয়া   কেমতে ধরাইব হিয়া
কেমতে সহিব জে সন্তাপ।
আমার কর্ম্মেত ছিল   আমা ছাড়ি পুত্র গেল
বধু আর লক্ষন কুমার।
কহে কবি কির্ত্তিবাস   রামচন্দ্র পদে আস
সুনিতে মনেত দুক্ষ লাগে।
জেবা গাহে জেবা সুনে   তারে তুষ্ট ভগবানে
লক্ষি স্থির হএ তার ঘরে॥ (পৃ: ৭১।১)

বসিষ্টেরে সম্বোদিয়া ভরথে বোলএ।
নির্চয় শ্রীরাম রাজা না জাইব দেসএ॥
আজ্ঞা লয় কিরূপে পালিব রাজকাজ।
এতেক সুনিয়া তবে বোলে মুনিরাজ॥
ভরথ আদেস কর য়এ রঘুমনি।
কোনমতে ভরথে পালিব রাজধানি॥
এত সুনি কহিতে লাগিল রাজা রাম।
রায্যপাট তোমি গিয়া কর নন্দিগ্রাম॥
পাত্র মিত্র তথাতে লইয়া রাযাখণ্ড।
অজধ্যাতে গিয়া ধর ছত্র নবদণ্ড॥
অজধ্যা নগরে আসি হৈব নরপতি।
চতুর্দ্দস বৎসর পরে আমি নরপতি॥
এতেক বলিয়া তবে বিদাএ দিল তাকে।
প্রনাম করিয়া দেসে চলে সর্ব্ব লোকে॥
প্রনাম করিল তবে সর্ব্ব জনে জন।
কান্দিতে কান্দিতে দেসে করিল গমন॥
চারি দিগে ভরথেরে বেড়ি জাএ দেসে।
অজধ্যাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে ভর করে দেবি সরেস্বতি।
রামায়ন পুন্য সাস্ত্র জেবা গাহে সুনে।
ধানে ধনে পুত্রে পৌত্রে বাড়াএ কমললোচনে॥
রামায়ন সাস্ত্র জার ঘরেত থাকএ।
আউ জস লক্ষি তার ঘরে স্থির হএ॥
ইতি শ্রীরামায়নে অজধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

নন্দিগ্রামে রাজা হৈয়া রহিল ভরথ।
আসা দুর হইল না হইল মনোরথ॥
রামভক্ত ভরথ চিন্তএ য়হনিসি।
সর্ব্বসুখ এড়িল রাজা হইল তপস্বি॥
পাত্র মিত্র আছে জত আমাত্ত প্রধান।
ধরিল সন্যাসিবেস সর্ব্ব মতিমান॥
বৃক্ষছাল পৈরে মৃগচর্ম্মেত সয়ন।
এই মতে রহিল ভরথ সত্রুঘ্নন॥
নৃপতির জেই বেস সব পাত্রগন।
রামসোকে সেই বেস ধরে সর্ব্বজন॥
রামের আদেস ছারে অজধ্যানগরি।
নন্দিগ্রামে রহিলেক করি দিব্যপুরি॥
প্রভাতে পাদুকা দুই নমস্কার করি।
মৃগচর্ম্মে বসি রাযা পালে অধিকারি॥
দিব্য গন্ধ পুষ্প মালাএ পানাই পুজা করি।
উপরে ধবল ছত্র পানাইতে ধরি॥
তার তলে দিব্য স্থান করি মনোরম।
মাথে জটা ভরথ রাজা বৈসে মৃগচর্ম্ম॥
সিংহাসনে থুইয়া উপরে ধল ছত্র।
তার তলে বসি রায্য করএ ভরথ॥
কৌসল্যার আজ্ঞা লৈয়া করে রাজকার্জ।
হেন মতে ভরথে পালএ পিত্রিরায্য॥
(পৃ: ৮৯।২—৯০।১)

ঝাটে চল বিরবর   জানকি উদ্দেস কর
সিগ্র জায় লঙ্কার ভিতর।
শ্রীরামের চন্দ্রমুখি   আমি সবে নাহি দেখি
বিধি কৈলে দেখিমু তাহানে॥

ভয়ঙ্কর নিসাচরি দেখি মহাভয় করি
তার মধ্যে সিতা সুবদনি।
কে দিব তাহার পানি কান্দি পোসাএ রজনি
ব্যাগ্রকোলে জেহেন হরিনি ॥
তোমি গিয়া সাগর পার বানরে [ক]র নিস্তার
কটকের হৈব মহা জস।
রাম লক্ষন হরসিত সুগ্রিব জে সানন্দিত
ঘুসিবেক তোমার সাহস॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১৫।১।২)

কহিবারে লাগিলেক রানি মন্দোদরি॥
হস্ত জোড় করি কহে প্রনতি বচন।
অনাথের নাথ তুমি অনাদিনিধন॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি জজ্ঞ ধর্ম্ম।
ত্রিভুবনজিব তুমি পুন্ন´ সোনাতন॥
সুখাইব সমুদ্রজল দুরে জাইব নির।
ধর্ম্মসাস্ত্র না থাখিব কবিলির থির॥
চন্দ্র সুর্য্য না থাখিব সাস্ত্র ধর্ম্ম বেদ।
জুগে জুগে তোমার বচন নাহি ভেদ॥
কির্ত্তিবস্ত ধর্ম্ম তুমি পুন্ন´ সোনাতন।
আপনার সত্য রাখ আমার জিবন॥ * ॥

নাচাড়ি॥

জোড় হস্তে বোলে রানি স্থন প্রভু চক্রপানি
নিবেদন স্থন জগন্নাথ।
তুমি ত্রিভুবনগতি এলয় উৎপতি স্থিতি
মোর দুক্ষ নিবেদিমু কাতে॥
জখনে প্রলয় কালে সংসার ব্যাপিত জলে
মিনরূপে উদ্ধার বেদ চারি।(পৃঃ২০/১-২)

শেষ,—

কলস লৈয়া নিল বির উঠিল আকাস।
প্রভাত সমএ আইল সুগ্রিবের পাস॥
জল লৈয়া সুসেন জে চলিল সত্তর।
প্রভাতে চলি আইল সুগ্রিব গোচর॥
সতবলি মহাবির লইলেক পানি।
সুগ্রিব গোচরে আইল পোসাইতে রজনি॥
গএ গবাক্য সরভ গন্দ জে মাদন।
মহিন্দ দ্বিবিধ আদি গবাক্য চন্দন॥
ইন্দ্রজাল দধিগাল প্রসন্ন পলাসে।
বির সবে তির্থজল আনিল কলসে॥
রাজাগন পাত্রগন শ্রীরামের স্থান।
উপাদান জল আনি কৈল পরিমান॥
সুবর্ন্নের খাটে রাম জানকি সহিত।
সরজুর জলে স্নান করিল নির্চিত॥
বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে গলে রত্নহার।
সিরেত মুকুট সোভে বিচিত্র আকার॥
চন্দ্র সুর্য্য দিপ্তি জেন করে অলঙ্কার।
নানান সুগন্দ পৈরে কস্তুরি অপার॥
নারি সব মিলি দিল অর্গ জে মঙ্গল।
জোকারের ধ্বনি হৈল নগরে নগর॥
সুভক্ষনে চলিল...... ...

—

১৩১। রামায়ণ—অযোধ্যা হইতে উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৮+৭ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—৩৪—৪৫৭। অযোধ্যাকাণ্ড—৩৪-৬৬; সম্পূর্ণ। অরণ্যকাণ্ড—৬৭-৮০, সম্পূর্ণ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৮১-৯৪; সম্পূর্ণ। সুন্দরাকাণ্ড—৯৫-১৬৫; সম্পূর্ণ। লঙ্কাকাণ্ড—১৬৬-৩৫৪; সম্পূর্ণ। উত্তরাকাণ্ড—৩৫৫-৪৫৭; সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল ১২০৪ ত্রিপুরাব্দ। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়। ১২৬।২ ও ১৪১।২ পত্রে কবি ষষ্ঠীবরের ভণিত, এবং ৪৫৫।১, ৪৫৬,২ ও ৪৫৭।২ পত্রে ভবানী-দাসের ভণিতা পাওয়া যায়।

আরম্ভ,—

সূর্য্যবংস পুন্যকথা সুধারস জিনি।
মন দিয়া সুন কহি অজধ্যাকাহিনি॥
ধনুক ভাঙ্গিয়া গেলে রাম হৃসিকেস।
বিভা করিআ চারি ভাই আসিলেক দেস
কৌসল্যা সুমিত্রা আদি সখিগন লৈয়া।
পুত্রবধূ সব নিল মঙ্গল করিয়া॥
সিতা সমে চারি বধূ চলিল বাসর।
আনন্দে পুলক দসরথ নৃপবর॥
ধন রত্ন দিয়া কৈল ব্রাহ্মন বিদাএ।
রাজা প্রজা সম্বাসিয়া নিজ পুরে জাএ॥
সর্ব্ব নারিগন এড়ি হরসিত মনে।
কেকৈর মন্দিরে রাজা গেলেন তখনে॥
সিতা সঙ্গে রামচন্দ্র হরসিত মনে।
বৈকুণ্ঠ ভুবনে জেন লক্ষি নারায়নে॥
বিবাহ করিয়া তিন সত বৎসর।
একাত্রে আছিল দেসে চারি সহোদর॥

মধ্য,—

ভরথে প্রজার স্থানে কহেন প্রকাসি।
কি ছার জিবন মোর রাম বনবাসি॥
দুই ভাই হইল মোর তপস্বির ভেস।
পরিয়া বৃক্ষের ছাল জটা ধরে কেস॥
গৃহবাস ছাড়িল রাম তেজিল অন্ন জল।
আজি হোতে আমিহ চাড়িলু অন্ন জল॥
ভূমিত সয়ন রাম ছাড়িয়া সিংহাসন।
আজি হোতে আমার জে ত্রিনের সয়ন॥
জাবত আইসএ ভাই অজধ্যা দেসেত।
তাবত থাকিব আমি নন্দি গ্রামেত॥
সিঘ্র চল সত্রুঘ্নন ব্যাজ নাই আর।
ছত্র নবদণ্ড জথা সিংহাসন যার॥
আজ্ঞা পাইয়া প্রজাগন চলে অনুক্রমে।
তপস্বি ভরথ রহে সেই নন্দিগ্রামে॥

ভরথের পাএ পড়ি চলে সত্রুঘ্নন।
কান্দিতে কান্দিতে চলে অজধ্যা ভুবন॥
সাত দিনে গেল সৈন্য অজধ্যা নগর।
পাদুকা থুইল নিয়া ছত্রের উপর॥
রামের পাদুকা দুই সিংহাসনে থুইয়া।
কার্য্য করে সত্রুঘ্নন পাদুকা আজ্ঞা লইয়া॥
তপসির ভেস ধরে জত পাত্রগন।
ধর্ম্মনিতি পালে জত বির সত্রুঘ্নন॥
এহি মত প্রজা রহে অজধ্যা ভুবন।
সুনিতে শ্রবনসুক পাপ বিমোচন॥
রামের চরিত্র জেই জনে সুনে গাহে।
ইহ লোকে সুকে থাকে মৈলে স্বর্গে জাএ॥*॥
ইতি অজধ্যাকাণ্ট সমাপ্ত॥ (পৃঃ ৬০।২)

অরণ্যকাণ্ডের আরম্ভ,—

ভরথেরে বিদাএ দিল রাম রঘুপতি।
গয়া করিবারে গেল জানকি সংহতি।
জানকিরে থুইলেক মন্দির প্রহরি।
পিণ্ডসর্জ্জ আনিবারে গেল নরহরি॥
দস দণ্ড গইয়া জাইতে আছে কাল।
পিণ্ড খাইতে আইল দশরথ মহিপাল॥
জানকিরে আসির্ব্বাদ কৈল দসরথ।
পিণ্ড দেয় জানকি দোব তোমার হস্তগত॥
পুত্র জর্ম্মিব তোমার রাম সমসর।
সহিতে না পারি আমি খুধাএ বিথল॥
(পৃঃ ৬৭।১)

অরণ্যের শেষ,—

কহেন লক্ষ্মন বির নয়নে বহএ নির
উঠ উঠ প্রভু রঘুনাথ।
তোমার সিতার তরে সমুদ্র বান্ধিমু সরে
অগ্নিবৃষ্টি করিব লঙ্কাত॥
জদি পাম রাবন লাগ জেহেন খুদিত বাগ
জেন ম[া]রে বনের সুকর।

সুক্ষ মুক্ষ ধনুর্দ্ধর প্রধান জত নিসাচর
মুহি হইলাম সভানের কাল ॥
ইন্দ্রজিত আদি করি সংগ্রামেত নাম ধরি
জানকিরে আনিমু লিলাএ।
সুনিছি সাস্ত্রের বানি কহিছে বসিষ্ঠ মুনি
কর্ম্মফল ভুগিলে সে জাএ ॥
ই সকল কথা সুনি কহিলেক রঘুমনি
আইল লক্ষন ধনুদ্ধর।
কুবের বরুন জম সেহ নহে তোমার সম
গুষ্ঠির তিলক তুমি বির ॥
প্রভাত সমএ বেলা প্রচণ্ড নিদাগ গেলা
জানকির হইল দুর্গতি।
প্রচণ্ড ধনুক হস্তে বিচারিতে বনপথে
চলিলেক রাম মহামতি ॥ *

ইতি অরন্যাকাণ্ড সমাপ্ত ॥ * ॥ ইতি সন ১২০২ তারিখ ২২ আগ্রান ॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীজুত শ্রীকৃষ্ণনাথ অস্য ॥ * ॥ সহাক্ষর শ্রীরামনারায়ন ধুপী ॥ রোজ মঙ্গলবার রাত্রি এক প্রহর গতে সমপুন্ন ॥ (পৃঃ ৮১।)

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ,—

এক রাত্রি তথাতে রহিয়া দুই জন।
প্রভাতে উঠিয়া রাম করিল গমন ॥
হৃস্যমুখ পর্ব্বতে গেলেক চলিয়া।
চমৎকার হই কপি রাঘব দেখিয়া ॥
সুগ্রিবে বোলেন আইসে দুই ধানুকি।
এথা হোতে চল জাই আরখানে থাকি ॥
সুগ্রিবের বাক্য সুনি হনুমান বির।
লম্প দিয়া উঠে বট বৃক্ষের উপর ॥
দুই ধনুদ্ধর দেখি তপস্বির বেস।
সৈন্য সেনাপতি কিছু নাহিক বিসেস ॥
উঠিল সকল কপি গাছের উপর।
দেখে দুই পুরুস জে আইসএ সত্তর ॥
জাম্বুবানে বোলে রাজা স্থির কর মন।
ই দুই কথাতে জাএ জিজ্ঞাস কারন ॥
তপস্বির ভেস ধরি করহ বিচার।
কথা হোতে আসিআছে ই দুই কুমার ॥
তাহা সুনি সুগ্রিবে আদেসে হনুমান।
তা সুনিয়া হনু হইল তপস্বি সমান ॥

(পৃঃ ৮১।১)

কিষ্কিন্ধ্যার শেষ,—

বালির অসৌচ কর্ম্ম জদি নির্ব্বহিল।
সুগ্রিব করিতে রাজা মন্ত্রি সব আইল ॥
সুভক্ষন করিয়া মিলিল রার্য্যখণ্ড।
সিংহাসনে বসল ধরিয়া নবদণ্ড ॥
সমুদ্রের জল আন কৈল অভিসেক।
দানধর্ম্ম নরপতি করিল অনেক ॥
আছিল সুগ্রিব রাজা দেস দেসান্তরি।
রামের প্রসাদে হইল রার্য্য অধিকারি ॥
তার সেসে অঙ্গদেরে কৈল যুবরাজ।
অভিসেক করিয়া সপিল রাজকাজ ॥
সুগ্রিবের অভিসে জেই জনে সুনে।
সম্পদ বাড়এ লক্ষি ধরে দিনে দিনে ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
কিস্কিন্ধ্যাতে বালি রাজা হইল নিধন ॥ * ॥

ইতি কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রিব অভিসেক বালিবধ ॥ * ॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ অস্য সয়াক্ষরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপি সাং চাণ্ডপুর ॥ (পৃঃ ৯৪।১-২

সুন্দরাকাণ্ডের আরম্ভ,—

বারসা বঞ্চিতে রাম গেল মাল্যবান।
সিতাক ভাবএ রাম করিয়া ধেয়ান ॥
মাল্যবন্ত পর্ব্বতেত রাম ধনুর্দ্ধর।
তথাতে বঞ্চিতে রাম বান্ধিলেক ঘর ॥

হাহা পৃগ্না করিয়া কান্দএ একশ্বর।
সান্তাইতে না পারে লক্ষন ধনুদ্ধর॥
সোকে আউ সেস হএ বুদ্ধি হএ নাস।
মহাজন সোকে কথা হইছে হতাস॥
জিএ মরে সিতা দেবি করহ বিচার।
সক্রু সংহারিয়া কর সিতার উদ্ধার॥
লক্ষনপ্রবোধে রাম হইল সুস্থির।
লক্ষন কুমার তবে হইল বাহির॥
রাম স[া] স্তাইয়া গেল ফল আনিবার।
সোকাকুলে ভুমিতে পড়িছে সুন্ন ঘর॥ * ॥

লাচাড়ি ॥

সুন্ন ঘরে রঘুপতি আলিঙ্গীয়া বসুমাত
পড়ি আছে ভুমির উপরে।
লক্ষনে আ সিয়া দেখে আঘাত মারিয়া বুকে
কান্দিতে লাগিল মহাবিরে॥
অনন্ত সয়ন ছাড়ি হইছ খিতি অবতরি
জগতে নাহি তোমা সমসর।
রাজচক্রবর্ত্তি হইয়া পত্নিসোকে মোহ পাইয়া
পড়ি আছ ভুমির উপর॥
দ্বাদস বরিস কালে কাকাসুর বির মারে
সুভাহুরে করিলা নিধন।
মুনিজজ্ঞ রাখ জবে মহিমা লভিলা তবে
ত্রিজগতে রাখিলা ঘোসন॥

(পৃঃ ৯৫।১)

সুন্দরার শেষ,—

হাতে ধরি সুগ্রিবেরে দিল আলিঙ্গন।
তোমার প্রসাদে মিত্র সাগর বন্ধন॥
অঙ্গদ হনুমান সুসেন সম্পাতি।
নল নিল আদি করি জত সেনাপতি॥
গয় গবাক্ষ্য আর গন্ধ জে মাদন।
ছোট বড় বানর প্রসংসে জনে জন॥
ত্রিভুবনে রহিব তোমার জসের ঘোসন।
তুমি সব সোহাএ হইল সিতার মোচন॥
বানর কটকে করে জয় জয় রোল।
তোমার বান সহে হেন নাহি ক্ষিতিতল॥
আপনে গোসাঞি তুমি বিষ্ণু অবতার।
তোমা বানে রাবন রাজা হইব সংহার॥
ব্রহ্মা আদি দেবে রাম দিতে নাহি সিমা।
নরে কি বোজ্ঝিব রাম তোমার মহিমা॥
গ হর্ত্তা জে ব্রহ্মহর্ত্তা সুরা করে পান।
তথাপিহ রামনামে হএ পরিত্রান॥
বানরবল শ্রীরামের করিল আশ্বাস।
সোন্দ্রাকাণ্ডে সোন্দর গিত গাহিল কিত্তিবাস।

ইতি শ্রীরামায়নে সোন্দ্রাকাণ্ড সমাপ্ত॥ সহাক্ষ্যরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপি॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ অস্ত॥ বাড়ি সাং রাজাপাড়া॥

উত্তরাকাণ্ডের শেষ,—

লব কুস দুই ভাই কান্দিয়া বিথল।
বাপ খুড়া অদ্রসনে হইল পাগল॥
বিভিসন জাম্বুবান বালির নন্দন।
হনুমন্তে সাম্ভাইল মধুর বচন॥
লোকাচার কর তুমি শ্রাদ্ধ তর্পন।
আমি সব চলি জাই আপনা ভুবন॥
রার্য্য পাট সিংহাসন সকল তোমার।
সোকে দগ্ধ না হইবা শ্রীরামকুমার॥
বিদাএ করিয়া আমি সব চলি জাই।
আপনার রার্য্য পাট পাল দুই ভাই॥
বিভিসন প্রভৃতি যঙ্গদ সন্যগন।
সকল চলিয়া গেল আপনা ভুবন॥
বাল্মিকি পুরানে গাহে রাম সর্গ আরোহন।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপ বিমোচন॥

একমন চিত্ত দিয়া সুনে জেই জন।
রামের প্রসাদে তার বাড়ে ধন জন॥
শ্রীরামের গুন দিতে নাহি ত্রিভুবনে।
সুনিলে জে পাপ খণ্ডে সুন সর্ব্বজন॥
ধনে জনে বাড়ে সে জে হএ স্বর্গবাস।
নিশ্চল হইয়া লক্ষ্মি থাকে তার পাস॥
শ্রীরামচরিত্র কহে শ্রীদাস ভবানি।
বন্দিল পাচালি কিচু জানি বা না জানি॥*॥

ইতি শ্রীরা[মা]য়নে শ্রীরামচন্দ্র সর্গ আরোহন সমাপ্ত॥*॥ স্বহাক্ষরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপীয়স্য॥ প্রগনে মেহারকুল বাড়ি সাকিম চণ্ডিপুর॥ জথা দিষ্টং ইত্যাদি। ইতি সন ১২০৪ ত্রিপুরা তারিক ১৬ আস্বিন॥ রোজ সমবার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রী শ্রীকৃষ্ণনাথ যস্য প্রগনে সাকিম তথা বাড়ি মৌ° রাঙ্গাপাড়া॥

১৫২। শতস্কন্ধ রাবণবধ।

(অদ্ভুত রামায়ণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—৮ পঙক্তি। লিপিকাল—সন ১২৩০ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বাঞ্চলীয়। প্রথম পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আরম্ভ,—

প্রনমহ নারায়ন জএ রঘুনাত।
অপার মহিমা প্রভু ভুবন বিক্ষাত॥
প্রিথিবির ভার প্রভু তরিবার কারন।
রামরূপে অবতার মৈর্ত্ত্য ভুবন॥

মধ্য,—

তার পাছে ছাড়িলা বান নামে নিসাকাল।
দেবগনে বলে আজি ঠেকিল জঞ্জাল॥
ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড়িলা রাক্ষস বধিবারে।
দেখি সতকন্দ বির লাগে হাসিবারে॥
বান খাইয়া সতকন্দ ভাবিল অন্তরে।
আমা সম অভার্ঘ নাহিক সংসারে॥
আপনা নিন্দিআ রাম কহেত আপনে।
এত দিনে অপজস হইল অখনে॥
অখনে থাকিত জদি বির হনুমান।
জুদ্ধ জিনিআ বিরে করিত সম্মান॥
সঙ্কটে পড়িআ ডাকি আইস হনুমান।
অক্ষনি আসিআ বাপ কর জুর্দ্ধাথান॥
হনুমান বলি জদি ডাকিলা রঘুবর।
লঙ্কাতে থাকিআ তবে জানিল বানর॥
আচম্বিত কান্দি উঠে শ্রীরাম বলিআ।
ফাঁপর হইল বির অনেক কান্দিআ॥
হনুমানে বলে রাজা সুন দিআ মন।
আমাকে ডাকিলা প্রভু কিসের কারন॥
রাজা বলে জায় তুমি বির হনুমান।
আজ সে কান্দিআ উঠে আমার পরান॥
শ্রীরাম ভাবিআ বির পবননন্দন।
লাম্ফ দিআ উঠে বির গগনমণ্ডল॥
অজর্দ্ধ্যাএ আসীল জদি বির হনুমান।
আচম্বিত অজর্দ্ধ্যা পুরি হইল কম্পমান॥
রাম বলে লক্ষ[ন] ভাই কি হইল আমারে।
এই আসে সতকন্দ জুর্দ্ধ্য করিবারে॥
কি হইল কতা জাব ভাবএ লক্ষন।
কথাএ রাখিমু ভাই এই পরিজন॥
এতেক সুনিআ রাম কান্দিআ বিকল।
হেন কালে হনুমান পড়ে ভুমিতল॥
রামে বলে লক্ষন ভাই হে দেকসিআ।

পদতলে পর্ব্বত প্রাএ রইছে পড়িআ ॥
মুক দেখি চিনিলেক বির হনুমান।
আইস আইস বলি কুলে লৈলা ভগবান ॥
রামে বলে সুন বাপ পবননন্দন।
কুন ভএ পাইয়া বাপ পড়িলে চরন ॥
চরনে ধরিআ বলে পবননন্দন।
কি হেতু ডাকিলা মরে কমললচন ॥
তিন বার নাম ধরি ডাকিছ রঘুনাত।
রহিতে না পারি প্রভু আসাছি সাক্ষ্যাত ॥
রামে বলে আইস বাপ পবননন্দন।
সক্রুর বিক্রমে বাপ ডাকিছি অঞ্জন ॥
প্রসাদ দিতে না[া]রি সুজিতে না[া]রি ধার।
এক প্রসাদ দিতে আছএ আমার ॥
জে কালে জে বাক্য বলি না কর লঙ্ঘন।
হনুমান কুল দিলা শ্রীরাম লক্ষন ॥
সিবে বলে কৈতুক দেখএ দেবগন।
সাফল্য জিবন তার পবননন্দন ॥
জে পদ ভাবিআ না পাএ দেবগন।
সুভক্ষনে জন্মিআছে পবননন্দন ॥
সিবে বলে বৈকণ্ঠে হইব তুমা স্থান।
ইন্দ্রদেবে দিব তুমা পারিজাদ মান ॥

(পৃঃ ৯া১—১০া১)

শেষ,—

অগস্থ মুনিরে প্রনাম করিলা দুই ভাই।
সতকন্দের বদ কথা [জিজ্ঞা]সে মুনি ঠাই ॥
অগস্থ মুনিএ বলে আমি ত না জানি।
সকল কহিতে পারে জনকনন্দিনি ॥
এতেক সুনিআ রাম মুনির বচন।
উপস্থিত হইলা গিআ সিতার ভুভন ॥
রামে বলে সুন সিতা অপুর্ব্ব কথন।
সতকন্দ রাবন হবে বধিল কুন জন ॥
সিতা বলে সু[ন] প্রভু দেব দা[মোদর]।
তুমার প্রসাদে প্রভু জিনিছি সমর ॥
রামে বলে কুনরূপে জিনিলা তাহারে।
সে[ই রূপ] ধরি সিতা দেখা দেয় মরে ॥
এতেক সুনিয়া সিতা হরসিত মন।
দিগম্বরি [ভেস সি]তা ধরিলা তখন ॥
অঙ্গ হনে সত্র সীতা হইলা বাহির।
তাহা দেখি কম্পমান [হৈলা র]ঘুবির ॥
প্রনাম করিবার রাম ভাবে মনে মন।
নিজ মুর্ত্তি সিতা দেব [ধরিল তখন] ॥
রূপ সম্বরিআ তবে সীতা দেবি হাসে।
সিঘ্রে আসি রামের বসিলা বাম পাসে ॥
* * আ রাম স্থির কৈল্যা মন।
আনন্দিত হৈলা সব অজদ্ধা ভুভন ॥
রাম দেসে আইলা * * * হৈলা নারিগন।
ধান্য দুর্ব্বা লৈআ আইলা রাম সম্বাসন ॥
কসল্যা সমি[ত্রা আইলা] রাম বিদ্দমানে।
প্রনাম করিলা দুইএ মাএর চরনে ॥
আসির্ব্বাদ দিলা দেবি [সি]রেষ্টে দিআ হাত।
ত্রিভুভনবিজই হউকা প্রভু রঘুনাত ॥
রাম লক্ষন দেখি দেবি হরসিত হৈআ।
ধান্য দুর্ব্বা সিরে দিলা মঙ্গল করিআ ॥
হেনকালে আসিলা ভরথ সক্রুগন।
দুই ভাইএ বন্দিলেক শ্রীরামচরণ ॥
একঅত্র হইলা জদি চারি সহদর।
আনন্দে অবধি নাহি অজদ্ধা নগর ॥
হেন কালে সাক্ষাত আসিল হনুমান।
প্রনাম করিআ কহে শ্রীরামের স্থান
রামে বলে সুবিদ তুমি পবননন্দন।
তুমি চলি জায় তবে কনকভুবনে ॥
তুষ্ট হইআ রঘুনাতে দিলা গলার হার।
বিভিসনকে কহিয় কুসল সমাচার ॥

লঙ্কা নিরঙ্কন বাপ পবননন্দন।
বিভিসনকে কৈয় জেন না করে **সন॥
চলি জাএ প্রনাম করি বির হনুমান।
গগনমণ্ডলে বিরে [উঠে ততক্ষন]॥
কীত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্য বিসেস।
সকলে বলএ হরি রাম আইল দেস॥

ইতি সন ১২৬০ সাল বাঙ্গালা মাহে ৮ আসাড় রুজ সানবার দেড় পসর উদন এই পুস্থক সমাপ্ত॥ লেখীতং শ্রীমুহননাত প্রগনে জফরগড় মৌজে তেঘারআ॥ অলদে অধাইনাত॥

১৫৩। শতস্কন্ধ যুদ্ধ।

(অদ্ভুত রামায়ণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪½ + ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল—সন ১২৫১ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

হেন নাম লইয়া কর শরির পবিত্র।
স্থনিলে জাহার নাম মহীমা চরিত্র॥
ভগতবৎসল প্রভু করুনাসাগর।
অনাদি নিধন প্রভু দেব গদাধর॥
লিলায় স্বরূপ পুনি ধরিলা নারায়ন।
দুষ্টের প্রলয় করে স্রিষ্টের পালন॥
পালিয়া বাপের সত্ত বনেত আসীলা।
রাজা হইয়া রঘোনাথ সাঙ্গাসনে বৈলা॥
আসীলা য়গস্ত মুনি রাম বির্দ্দমান।
পার্দ্দি য়র্গ দিলা রাম বন্দিলা চরন॥
মোনি বুলে সংসার রাখিলা নারায়ন।
দেবগনের বৈরি মারি লঙ্কার রাবন॥
রামে বুলে [ ]নরবধি জত বিড়ম্বন।
য়ার যুদ্ধ না করিমো স্থন তপুধন॥
এমত দুস্কর যুদ্ধ করে কোন জন।
এথেক কহীলা তবে কমললোচন॥
স্থনিয়া হাসীল তবে মহাতপুধন।
রামে বুলে মুনিবর হাস কী কারন॥
মোনি বুলে পুরানে স্থনিছ নারায়ন।
সতকন্দ নামে রাবন আছে একজন॥
সর্পের নন্দন সেহী থাকয়ে পর্ব্বতে।
এথেক স্থনিলা রাম মোনির মোখেতে॥
মোনিতে বিদায় হইয়া কমললোচন।
সিতার ভুবনে রাম করিলা গমন॥

মধ্য,—

রঘুনাথ পড়িলা জদি বার্ত্তা পাইলা সার।
য়াহা প্রভু বলি সিতা কান্দিলা য়পার॥
মাতুল য়াশ্রমে গেছে ভরথ সত্রোঘন।
রাম লক্ষন বার্ত্তা য়ানিব কুন জন॥
সিতা বুলে হনুমান বলিএ তোমারে।
য়ামারে লইয়া চল প্রভুর গোচরে॥
এথেক বলিয়া সিতা হইলা বাহির।
প্রীথিবি জিনিতে সিতা ধরিল স্বরির॥
দেখীয়া সিতার রূপ পবননন্দন।
নাচিতে নাচিতে করে চরন বন্দন॥
কটিতে কিঙ্কিনি বাজে চরনে নপুর।
কন্টেতে তুলিয়া দিল হারের কেজোর॥
পদভরে প্রিথিবি করএ টলমল।
মাথার মকুট ঠেকে গগনমণ্ডল॥
দেবথক্তা সিতা দেবি করিলা বাহির।
মার মার করি জেন রনে চলে বির॥
মহাসব্দ করি সিতা দিলা দরসন।
দেখি সতকন্দ বিরে ভয় পাইল মন॥

(পৃঃ ১২।২)

শেষ,—

কির্ত্তীবাষ পণ্ডীতের বিক্ষ্যান বিসেস।
সর্ব্বান্তে বলয়ে হরি রাম আইল দেষ ॥
শ্রীরামচরিত্রকথা যুনে জেবা জন।
ভবসিন্ধু তরি জায় রামের চরন ॥

ইতি সমাপ্ত···॥ সন ১২৫১ এক পঞ্চাষ সন মাহে ৫ ভাদ্র রোজ সোমবার···সকীয় পুস্তক শ্রীল শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর রায় চৌধুরি সাকীন রৌহা পরগনে ভাওাল হিষ্যে ॥/০ আনী সামীলে জমীদারি শ্রীযুক্ত গোলোকনারায়ন রায় চৌধুরী মহাসয় সহস্করমেতৎ শ্রীকাশীপ্রসাদ রায় সাং চৌহা ওলদে বিষ্ণুপ্রসাদ রায় চৌধুরি মোতফা···

১৫৪। শতস্কন্ধ যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪$\frac{1}{2}$ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

প্রনমহ নারায়[ন] জএ রঘোনাথ।
অপার মহিমা প্রভু ভুবন বিক্ষাত॥
পৃথিবির ভার প্রভু খণ্ডাইবার কারন।
রামরূপ অবতার মৈর্ত্ত্য ভুবন॥
সত্যবন্ত দআসিল কেবল উর্দ্ধার[১]।
দাতাবন্ত করুনাসিন্ধু রাম য়বতার॥
স্থনিতে জার নাম মহিমা চরিত্র।
হেন নাম লৈআ কর সরির পবিত্র॥
ভকতবচ্ছল হরি করুনাসাগর।
* * * * *
হেন নাম লআ কর সার।
অনাদি নিধন প্রভু করুনার সাগর॥
লিলাএ সরূপ তবে ধরে নারায়ন।
তুষ্ট সংহারি করে সেষ্টের পালন॥
পালিআ বাপের সত্য রাজ্যেত আসিলা।
রাজা হইআ প্রভু সিঙ্গাসনে বসিলা॥
আসিলা অগস্থ মুনি রাম সম্ভাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনির বন্দিলা চরনে॥

১৫২ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

১৫৫। শতস্কন্ধ রাবণ-বধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২$\frac{1}{2}$ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১-১২, ১৫-১৬, ১৮-২০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

হের দেখ তাহার কোলে নাচে হনুমান।
আমি সিব না হইলাম তাহার সমান॥
বৈকণ্ঠেতে হইব বাপু তোমার জুগ্য স্থান॥
সিব বোলেন ইন্দ্র তুমি পারিজাতমালা।
সেহ মালা দেয় নিয়া হনুমান গলাএ॥
হনুমান বোলে সোন প্রভু নারায়ন।
এ মালা রাখীয়া আমার কোন প্রীওজন॥
এ মা[লা]র মৈর্দ্ধে নাহি রামনাম লিখন।
রামে বোলেন কোলে আইস বির হনুমান॥
তোমার সমান ভক্ত নাহি এ সংসার।
মুখেতে জেমত বাপু দেখীএ তোমার॥

মধ্য,—

উনমর্ত্ত পাগলী সীতা হইল রনস্থল
পদভরে বাসথি হএ রসাতল॥

১। বোধ হয় 'উদ্ধার' পাঠ হইবে।

দেবগনে বোলে সবে এই হইল বল।
ব্রহ্মা বোলে অকালে শ্রীষ্টী হএ তল।
দেবগনে স্তুতি করে সিতার বিদ্যমান।
অকালে ব্রহ্মার ছিষ্টী নাস কর কেন॥
ব্রহ্মা যদি দেবগনে সকলে আসিয়া।
স্তব করে সিতার সমুখেত গীয়া॥
স্তবে বস হইলা তবে জনকনন্দিনি।
দিগাম্বরি রূপ সিতা সম্বরে আপোনি॥
নিজ মুত্তি হইয়া সিতা বোলে ততক্ষন।
অকালেত রাম লক্ষন হইল মরন॥
ব্রহ্মা বোলে মা কারি নিবেদন।
এই ক্ষনে জিআ দিব শ্রীরাম লক্ষন॥
যুক্তি করেন প্রজাপতি লইয়া দেবগন।
আগে মাতা জা[য়] তুমি অজোর্দ্ধা ভুবন॥
শ্রীরাম হারাইয়া তুমি ফাফর অন্তরে।
জিয়াইব তোমার রাম কে রাখীতে পারে॥
দেবগনে বোলে মা সোন গ জননি।
এখন জিয়া ওঠিবেন তোমার রাম রঘুমুনি॥
ব্রহ্মার স্তব যুনি সিতা করিলা গমন।
অজোর্দ্ধা নগরে গিয়া দিলা দরসন॥
সর্গে হতে ইন্দ্রে কৈল পুষ্প বরিসন।
রাম লক্ষন জিয়া উঠিল ততক্ষন॥
দুই ভাই উঠিয়া দেখে পর্ব্বতের গোড়া।
স্থানে স্থানে সত[স্ক]ন্দের মুণ্ড জাএ গড়া॥
রাম বোলে[ন] হনুমান বুলি রে তোমারে।
সতকন্দ বধিল কে কহত আমারে॥
হনুমান বোলে এহা আমিত না জানি।
এহারে কহিতে পারেন অগস্ত মহামুনি॥

(পৃ° ১৮২-১৮।২)

———

১৫৬। শতস্কন্ধের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১১ ১/৪ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—৬, ৮, ৯, ২১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

মধ্য,—

সিতা বোলে জদি রনে জাও প্রভু তুমি।
আমারে লইয়া জাও সঙ্গে জাব আমী॥
রাম বোলেন সিতা তুমি বোজ অকারন।
স্ত্রি লইয়া যুদ্ধে জাএ বোল কোন জন॥
সিতা বোলেন সোন প্রভু দেব ভগবান।
তুমি রনে গেলে প্রভু রহিব কোন স্থান॥
শ্রীরামে বোলে সিতা সোন মোর বানি।
তুমি গ্রাহে থাক জথা আমার জননি॥
সিতা বোলেন সোন প্রভু দেব ভগবান।
তুমি রনে গেলে আমী তেজিব পরান॥
রাম বোলে সিতা তুমি স্থির কর মন।
রনেতে বধিব সতকণ্টে[র] জিবন॥
সিতা বোলে প্রভু জাদ ছারিয়া জাও মোরে।
তোমার জিবন গেলে ভজিব কাহারে॥
আমা না ছাড়িয়া জাইও প্রভু নারায়ন।
তুমি জদি ছাড় মোরে তেজিব জিবন॥
হেন কালে আসিলেন ঠাকুর লক্ষন।
ভাই ভাই বোলিয়া রাম দিলা আলিঙ্গন॥
সিতা বোলে সোনহ [তু]মি [দে]ওর লক্ষন।
আমারে ছাড়িয়া জাইতে চাহেন নারায়ন॥
লক্ষান বোলে দেবি সোন দিয়া মন।
কাহার সাহতে প্রভু করিবেন রন॥
শ্রীরামে বোলেন সো[ন] ভাই রে লক্ষান।
সতকণ্ঠ নামে রাবন আছে একজন॥

লক্ষ্যনে বোলে প্রভু করি নিবেদন।
তাহার সঙ্গে জুর্দ্ধে কোন পীঃজন ॥
শ্রীরামে বোলেন ভাই আছে এক কথা।
রাবন নামে পাইলে মারিব সর্ব্বথা ॥
সিতা বোলে সোনহ দেওর লক্ষন।
সেবক বধিতে চাহেন কমললোচন ॥
রামনাম জপে সেহ দড় করি মনে
হেন সেবকেরে রাম বধিলা কেমনে ॥

(পৃঃ ৩া১-৪া২)

শেষ,—

[শ্রীরাম বোলে]ন বাপু পবননন্দন।
তুরিত চলিয়া জাও লঙ্কাত ভুবন ॥
তুষ্ট হইয়া রঘুনাথ দিল গলার হার।
বিভিসনে[র] স্থানে কৈহিয় কুসল সমাচার ॥
লঙ্কা রক্ষিতা বাপু থাকিয় আপন।
বিভিসনে জেন কেহ না করে হিংসন ॥
হনুমাণ বোলে প্রভু সোণ দিয়া মণ।
আমী থাকীতে তাহার কার নাই ডর ॥
এতেক কহিলা জদি বির হনুমাণ।
বিদাএ হইলা তবে শ্রীরামের পাএ ॥
সর্ব্বত্র প্রনাম করি বির হনুমাণ।
গগনমণ্ডলে বির করিল পয়ান ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের **ক্ষা বিশেষ।
সর্ব্বত্র বোলহ হরি শ্রীরাম আইল দেষ ॥
ইতি সতকণ্ঠের যুর্দ্ধ সমাপ্ত ॥ বি তেরিখ
৩১ শ্রাবন মোকাম লক্ষীগঞ্জ ॥

১৫৭। শতস্কন্ধ রাবণ-বধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

জানুকি সুনিলা প্রভু রাম আইলা দেসে।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা শ্রীরামের পাসে ॥
রাম দেখিয়া সিত[া]র হরিস বদন।
কুসলে আইলা রাম বধিয়া রাবন ॥
রাম লক্ষন দুই ভাই বড় লজ্জা পাইয়া।
কোন কর্ম্ম করিলাম অনড় লাড়িয়া ॥
বলিবেক রাম লক্ষনের বল নাহি সরিরে।
সিতা উদ্ধারিয়াছিল বনের বানরে ॥
হারিলাম কথা জেন লোকে নাহি সুনে।
এইবার বধিব গিয়া দুরন্ত রাবনে ॥
এতেক সুনিলা জদি সিতা চন্দ্রমুখি।
রাম পানে চাহিআ হৈলা সকরুন আঁখি ॥
নিজ দেসে থাক প্রভু জুর্দ্ধেব কিবা দায়।
রাক্ষ্যসের সঙ্গে জুর্দ্ধ বড়ই সংসয় ॥
চর্দ্দ বৎসর প্রভু বেড়াইলে বনে বনে।
তাহাতে হরিল মোকে রাক্ষস রাবন ॥
মুঞি অভাগিনি প্রভু জনমদুখিনি।
সেবিতে না পারি তোমার চরন দুইখানী ॥
শ্রীরাম বোলেন মোর জন্ম খেত্রিবংসে।
তবে মোর অপজস ঘুসিবেক দেসে দেসে ॥
এতেক সুনিয়া সিতা বুলিলা তখন।
কাত[র] হইয়া সিতা করেন ক্রন্দন ॥
সিতা পানে চান রাম আঁখি পাকাইয়া।
রামের ক্রধ দেখি সিতা চলিলা ফিরিয়া ॥

(পৃঃ ৬া১-২)

১৫৮। শিবরামের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ৯½×৩½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১-৪, ৭, ৯-১১। এক এক পৃষ্ঠায় ৬—৭ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ। পত্র ছিন্ন ও কীটদষ্ট।

মধ্য,—

রামের সেবক তুমি দেব ত্রিপুরারি।
সিঙ্গায় বলে রামনাম ডুম্বুরে বলে হরি॥
এত সুনি সদাসিব হইল ভাবিত॥
পার্ব্বতি বলেন তোমার জে হয় উচিত॥
দুই জনে পড়ি চল শ্রীরামের পায়।
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র হবেন বরদায়॥
সিব দুর্গা দুই জনে গেলা সিগ্রগতি।
রামের সাক্ষাতে গিয়া করিলেন স্তুতি॥
নানা মতে নানা স্তব করিতে লাগিল।
ভকতবৎসল রাম দয়া উপজিল॥
শ্রীরাম বলেন সুন আমার বচন।
তোমার্দ্দের দোস নাই ধাতার লিক্ষন॥
অল্পকালে পিতা মোরে দিলা বনবাস।
সিতা চুরি হইতে মুক্তি হইলাম নৈরাস॥
বোনে বোনে ভ্রমি আমি সিতাকে খুজিয়া।
খুধায় আকুল প্রান জায় বিদরিয়া॥
আমার খুধার কথা সুনিঞা লক্ষন।
ফল নিতে এসাছিলো আমার কারন।
ভাল হইল তোমার সনে হইল মিলন।
লক্ষনের সনে তুমি কর দরসন॥
তোমার্দ্দের দোষ গুন ক্ষেমিলাম আমি।
লক্ষন ভেয়ের লাগি আকুল পরানি॥
কহে কবি কিত্তিবাস শ্রীরামের পায়।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় তার জে জন সুনায়॥

(পৃঃ ৯।১-২)

১৫৯। রামায়ণ—নরমেধযজ্ঞ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪+৩½ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪২ সাল। সম্পূর্ণ: প্রাপ্তিস্থান—বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

এক দিন মহারাজা হরষীত মনে।
বাও দিয়া বসিলা রাজা রত্নসিংহাসনে॥
সেবার সেবক জত ধরিল জোগান।
দালান উপরে রাজা করিলা দেওান॥
পাত্র মিত্র বসিলা রাজার সন্নিধান।
হেন কালে আইলেন বসিষ্ঠ তপোধন॥
মুনি প্রনামিয়া রাজা পড়িলা ধরনি।
বেদ হস্তে য়াসিস করিলা মহামুনি॥
বসিষ্টে দিলেন রাজা বসীতে য়াসন।
পাদ্য অর্ঘ দিলেন আর সুগন্ধি চন্দন॥
মুনিকে নিবেদন করেন নৃপবর।
রাজত্ব করিলাম দষ হাজার বৎসর॥
সেস দসা হইল রহিল মনশ্‌তাপ।
ব্রহ্মকোপানলেতে মরেছে মোর বাপ॥
সাবরি(র্ণি)ক হইতে মোর জতেক পুরুস
সভে সগর্গ গেছে সগর্গ না গেছে নহুষ॥
জগত উপরে আমী জজাতি নৃপতি।
আমা পুত্র থাকিতে পিতা জাব য়ধগতি।
দান ধর্ম্ম করি কিম্বা করি কোন জজ্ঞ।
কিসে পিতা মুক্ত হব কহ মুনি বিজ্ঞ॥
এত বলি নৃপতি কান্দে উর্দ্ধস্বরে।
রাজাকে বসিষ্ট মুনি পরিবোধ করে॥

অন্ন দান ব্রত রাজা করিয়ে নিসেধ।
আমার বচনে রাজা কর নরমেধ॥
নরমেধ জজ্ঞে পূর্ন্না করিবে জখন।
নহুষ রাজার হব বৈকন্ট গমন॥

মধ্য,—

ত্রিপদী॥

কুষর্দ্ধজ করি কোলে কান্দিয়া সে উর্চ্চরোলে
ঘন ঘন চুম্বু খায় তুণ্ডে।
ওরে অভাগীর বাছা জনম হইল মিছা
কেমনে পড়িবে অগ্নীকুণ্ডে॥
এ বড় দারুন তাপ দারিদ্র তোমার বাপ
তোমা পুত্র করিল বিক্রয়।
দারুন দরিদ্রো দোসে গুনরাশী বুদ্ধি নাসে
বাছাধনে হইল নিদয়॥
ওরে বাছা কুষর্দ্ধজ খায় জনানির রক্ত
জদী জায় বাপের বচনে।
তোমা পুত্র কোলে করি হব আমী দেসান্তরি
অনল মেটীয়া দিব ধনে॥
তোমা পুত্র না দেখিআ কেমনে ধরিব হিয়া
ঝাপ দিআ মরিব সাগরে।
নহে বা জোগীনি হইয়া তোমাপুত্র কোলে নইয়া
ভিক্ষ্যা মাগী খাইব নগরে॥
এমন দৈর্ব্বের ফের ভিক্ষার তণ্ডুল সের
প্রিতি দিন করিয়ে রন্ধন।
জে দিনে জেমন পাই পাচ জনে বেটে খাই
বাড়া খাটা না দেখি কখন॥
অন্ন সে কাঙ্গাল কুসে অন্ন গেল ফল মুলে
অন্ন নাহি ভরিল ওদর।
কভূ অন্ন উপবাস এইরূপ বার মাস
পিতি দিন শ্রাবন ভাদ্রর॥
হায় রে দারুন বিধি এমন গুনের নিধি
ঘরে হইতে হইব বাহির।
জলন্ত আনলে গীআ কেমনেতে ঝাপ দিআ
পোড়াইবে সার স্বরির॥
পাপমতি মোর পতি জাইবেক অর্দ্ধগোতি
কেমনে বোচল বাছাধনে।
দুষ্ট বড় দুরাচারি হইল বর্দ্ধের ভাগী
প্রান তেয়াগীব তোমার সনে॥
মাএর বচন স্থুনি কুষর্দ্ধজ মনে গুনি
বলে মায়ে পরিবোধভাসা।
কবি কালিদাষ ভনে শ্রীরামের চরনে
ভাবিআ পদবিন্দ আসা॥ * ॥
(পৃঃ ৮১-২)

শেষ,—

দেখিআ বাপের দুঃখ কুসর্দ্ধজ বলে।
মোরে কৃপা করিলেন সেবকবৎস্থলে॥
এনেছি অনেক ধন না হৈল পুড়িতে।
সাদরে সারথী আইল আমারে রাখিতে।
এত স্থুনি সির্দ্ধান্তের মনে হইল সুক।
জনার্দ্দিন অর্জ্জুনের বাড়িল কোতুক॥
স্থুনএ পুত্রের কথা করিধ বয়ান।
মায়ের চরনে গীআ করিল প্রনাম॥
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন তম্রাবতি।
অন্ধকার ছিল বাছা আমার বসতি॥
মোর পূর্ন্ন ফলে বাপু আইলে ফিরিআ।
পূর্ন্ন ফলে পাইলাম হারা হইলা হিরা॥
অভাগীর প্রান বাছা ছিল তব ঠাঞী।
তিন দিন অর্ন্ন জল আমী খাই নাই॥
এত স্থুনি কুসর্দ্ধজ প্রনামিল মায়।
সুমন্ত সারথি দেখে হইল বিদায়॥
সির্দ্ধান্ত মুনির হইল দারিদ্রভঞ্জন।
এ কথা স্থুনিলে হয় পাপ বিমোচন॥
জজ্ঞান্তর নরমেধ জেই জন স্থুনে।
পাপে মুক্ত হয় সেই বাড়ে ধনে প্রানে॥

হরিধ্বনি কর সভে মনের হরিসে।
শ্রীরাম বন্দীয়া গাইল পণ্ডীত কিত্তিবাসে

১৬০। যোগাদ্যার বন্দনা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১২¾ × ৪¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৮ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

যয় জগোধ্যা মাতা খির গ্রামে বাসী।
অবনিতে সির্দ্ধপিট গুপ্ত বারানসি॥
বাম হাতে খর্প দক্ষিন হাতে খাণ্ডা।
রাবনের ঘরে মাতা ছিলে উগ্রচণ্ডা॥
তব পুজা রাবন রাজা করে চিরকাল।
তোমারে পুজিয়া রাজা জিনিল পাতাল॥
মহিরাবনেরে মাতা তুমি হৈলে বাম।
কাঞ্চনাকে[১] হর্য়া নিল লক্ষ্মন শ্রীরাম॥
তার অন্তাসনে গেলা বির হনুমান।
মহির মুণ্ড কাটী তোমায় দিল বলিদান॥
বাম কান্ধে লক্ষ্মন দক্ষিন কান্ধে রাম।
মাথায় প্রতিমা করি আল্য হনুমান॥
অবনিমণ্ডলমধ্যে ক্ষির গ্রাম নাম।
খিরতরু বৃক্ষ আছে অতি অনুপাম॥
বিস্বকর্ম্মে ডাকী আজ্ঞা দিল হনুমান।
অক্ষয় দেউল বিসাই করহ নির্ম্মান॥
হনুমানের আজ্ঞায় বিস্বকর্ম্মা আল্য।
অক্ষয় দেউল বিস্বকর্ম্মা নির্মিল॥

১। পাতালে।

হরিদত্ত নামে রাজা আছিল সুতিয়া।
সপ্নেতে কহেন কথা সিয়রে বসিয়া॥
কত নিদ্রা জাহ বাছা হয়্যা অচেতন।
কৈলাস ছাড়িয়া আল্যাম তোমার কারন॥

শেষ,—

দুই কর যুড়িয়া বাঞ্ছা করএ স্তবন।
সুন সুন আগো মাতা মোর নিবেদন॥
মো অধমে কর দয়া দেখি অকিঞ্চন।
একমন হয়্যা আমি নইলুঁ স্বরন॥
ভক্ত বুঝি দয়া মাতা না কবিবে তুমি।
পরকালে তব চরন পাই জেন আমি॥
আমার কুলেতে বংস জাবত রহিব।
পুজার সমএ মাগো সংখ পরাইব॥
এতেক করিল স্তব বনিকনন্দন।
ভবনে আইল সিঘ্র আনন্দিত মন॥
অদ্যাবধি পরায় সংখ তাহার বংসেতে।
বৎসরে বৎসরে মাতা জগোধার হাথে॥
বর্সে বর্সে পরেন সংখ দেবি মহেস্বরি।
জগোধ্যার পিরিতে সভে বল হরি হরি॥*॥
এক প্রসঙ্গ জেবা করএ শ্রবন।
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনের ধন॥
ইহ লোকে সুস্থ হয়ে দেবি কাত্যায়নি।
অন্তে মোক্ষ হয় তার সুনে জেই প্রানি॥*॥

ইতি জগোধ্যার বন্দনা সমাপ্ত॥

ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়। বন্দনায় রাজা হরিদত্তের নাম আছে।

১৬১। যোগাদ্যার বন্দনা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪¼ × ৫¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫। এক এক

পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

মধ্য,—

ইসত হাসিয়া বলে দেবি ভদ্রকালি।
সুন রাজা পুজার নিয়ম কথা বলি॥
সমস্ত বৈসাথ মাসে অগ্নে নাহি দিবে কাটী।
সমস্ত বৈসাথ মাসে না খুটীবে মাটী॥
সমস্ত বৈসাখ মাসে সলিতা নাহি পাকাবে।
চক্রধারি ঘনে বসিতে না দিবে॥
পুর্ন্ন গর্ভবতি নারি আছে জার ঘরে।
সমস্ত বৈসাখ তারে থুবে অন্যস্থরে॥
উত্তর দুয়ারি ঘরে না করিবে বাস।
সন্ধ্যাকালে আরতি করিবে বারমাস॥
সমস্ত বৈসাখ মাসে না বহিবে হাল।
সংক্রান্তি দিবসে পুজা করিবে চিরকাল॥
রাজারে সপন দিয়া গেল দসভুজা।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা দেবির কৈল পুজা॥
দেবির পুজা করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
মেস মহিস ছাগ সঙ্খ্যা নাহি তারে॥
সাত দিন কৈল্য রাজা দিয়া সাত বালা।
অবসেসে ক্ষির গ্রামে করি দিল পালা॥
সমস্ত গ্রামের পালা নিবাড়িয়া গেল।
পুজারি ব্রাহ্মনের পালা এক দিন হইল॥
এক পুত্র বিনা তার আর পুত্র নাই।
কি দিয়া করিব পুজা অভয়ার ঠাই॥
প্রান রক্ষা নাই পাই ক্ষিরগ্রামে * * *।
ক্ষিরগ্রাম ছাড়ি দ্বি[জ] জায় পলাইয়া।
ব্রার্হ্মনির বেসে পথে আগুলিল গিয়া॥
হাসিয়া কহেন মাতা ব্রার্হ্মনের তরে।
এত রাতে দিজবর জাহ কোথাকারে॥
স্ত্রী পুত্র লইয়া দিজ চাল জায় কোথা।
পলাইয়া জাহ বুঝী খায়ে মোর মাথা॥
ব্রাহ্মণ বলেন মাতা বড় ভয় বাসি।
জোগাধ্যা নামেতে রাজা এনেছে রাক্ষসী॥
অপনার পুত্র দিয়া দেবীর পুজা কৈল।
অবসেসে খির গ্রামে পালা করি দিল॥
প্রান রক্ষা নাহি পাই খিরগ্রামে বসীয়া।
এই হেতু গ্রাম ছাড়ি জাই পলাইয়া॥
হাসিয়া কহেন তবে দেব কাত্যায়নি।
জার ভএ পালায়াছ সেই দেবি আমি॥

(পৃঃ ২।২—৩।১)

১৬২। যোগাদ্যার বন্দনা।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২৪/৮ × ৪৩/৮ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩—১৫ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। সম্পূর্ণ।

শেষ,—

সঙ্খ পরাইএ বেনে খিরগ্রামে গেল।
পুজারি ব্রাহ্মন বলে ডাকিতে লাগিল॥
কি কর কি কর দিজ ঘরেতে বসিএ।
তোমার কন্যাকে আইলেম সঙ্খ পরাএ॥
দিজ বলে বেনে তুমি খাইলে মোর মাথা।
এক পুত্র বিনে মুই কন্যা পাব কোথা॥
বেনে বলে কপট করহ মোর কাছে।
মা বলেচে কোলঙ্গাতে পাচ তঙ্কা আছে॥
এতেক সুনিএ দিজ গম্ভিরেতে গেল।
গম্ভিরের কোলঙ্গাতে পাচ তঙ্কা পাইল॥
কোলঙ্গাতে দিজবর পাচ তঙ্কা পেএ।
বেনের নিকটে পড়ে অঙ্গ আছাড়িএ॥
চল চল আরে বেনে চল সিগ্রগতি।
কোনখানে পরেচে সঙ্খ কন্যা ভগবতি॥

বনিক বিজেতে তবে দুই জোনে জায়।
ধামসার ঘাটে জেএ দেখিতে না পায়॥
দেখিতে না পেএ বেনে কান্দিতে লাগিল।
এত দিনে মোর গো[ষ্ঠি]র উপ[বা]স হইল॥
এতেক ভাবিএ দিজ লাগিল কহিতে।
মা কেমন পরিবে সঙ্খ না পাই দেখিতে॥
কান্দিতে কান্দিতে বেনে ছাড়িল নিশ্বাস।
এত দিনে মোর গোষ্ঠির হইল উপবাস॥
বেনের কন্দনে মাএর দয়া উপজিল।
জলে হইতে দুই বাহু সঙ্খ দেখাইল॥
সুভক্ষনে বেনে তুমি জন্মিলে ভারথে।
সঙ্খ পর[া]এচ মা জগধ্যার হাতে॥
দিজ বলে বেনে তুমি আমার পনে চাঅ।
মা পরেছে সঙ্খ তুমি তঙ্কা ল[এ] জায়॥
বনিক বলিল আমি তঙ্কা নাই নিব।
সঙ্খের কারনে মাএর দাস হইএ রব॥
ভারথে আমার গষ্ঠি জত দিন জিব।
বৎসরে বৎসরে ম[া]এর [সঙ্খ জোগাইব॥]
অদ্যাবধি সেই সঙ্খ পরে উমা মহেশ্বরি।
জগধ্যার পিরিতে সবাই বল হরি॥ * ॥

১৬৩। যোগাদ্যার বন্দনা।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ৯½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

১৬৪। মহাভারত-সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১১৯২ সাল। খণ্ডিত। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। লেখক—গঙ্গাপ্রসাদ দেব সাং পং মাহামুদ আবাদ।

আরম্ভ,—

[ইন্দ্র সনে এক]ত্রে বসিছে সারি সারি॥
চন্দ্র আদি করি জত নক্ষত্রের গন।
দ্বাদস আদিত্য করি দেবের ভুবন॥
হেনকালে তথাতে নারদ তপধন।
নারদ দেখিয়া ইন্দ্র উঠিলা তখন॥
দেব গন্ধর্ব্ব আদি জতেক নৃপতি।
নারদ দেখিয়া সবে করিলা প্রনতি॥
পুটাঞ্জলি করি ইন্দ্রে দিলেক আসন।
করসিতে বসিলা নারদ তপধন॥
ইন্দ্রে বোলে কহ গোসাই কেনে আগমন।
মর ভাগ্যবসে আজি তুমা দরসন॥
মুনি বোলে সুন ইন্দ্র কহিএ তুমাত।
ধর্ম্ম দরসন হে[তু] জাইম হস্তিনাথ॥
মহারাজা জুধিষ্টির ধর্ম্মপরায়ন।
জর্ম্ম সাফল্য হয় তান দরসন॥
হেনকালে দৈবগতি দেখে তপধনে॥
পাণ্ডু রাজা বসি আছে সভাতে তখনে॥
আর জত রাজা বসি আছে ইন্দ্র সনে।
হিনরূপে পাণ্ডু রাজা বসিছে নিচাসনে॥
নারদে [ব]লিলা কহ পাণ্ডু মহারাজ।
তুমি কেনে নিচাসনে বৈস সভা মাজ॥

(পৃঃ ২।১)

মধ্য,—

নাচাড়ি ॥ রাগ কথা॥

সভা নির্ম্মাইল ময় নানা চিত্র আতসয়
জেন দেখি চক্রের আকার।
মধ্যে কুম্ভির দিয়া সিংহমুখে আরপিয়া
পুছে কৈল কুণ্ডের প্রচার॥ ১॥

কনক পাসান থুনি হেম মকরত মনি
মন্দির রচিল [নানা] ভাতি।
নির্ম্মিল চৌর্থণ্ড ঘর জজন দস পরিসর
জেন দেখি চন্দ্রের আকির্ত্তি ॥ ২ ॥
জল স্থল এক করি নির্ম্মান করিল পুরি
জল স্থলে এক হে[ন] সুভা।
জল স্থলে এক করি নির্ম্মান করিল পুরি
সিল্লিএ নির্ম্মিত বিশ্বকর্ম্মা ॥ ৩ ॥
সভা দেখি সর্ব্ব জন হইলা বিস্ময় মন
ধন্য ধন্য প্রসংসলা সভা।
দেখি সভা বিবরন আনন্দিত সর্ব্বজন
দুর্যোধনের মনেত অসুভা ॥ ৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ কুরু পাণ্ডু সমাজ
প্রসংসা করিলা দানবরে।
নানা পসু পক্ষি জত নির্ম্মান করিছে কত
ইন্দ্রপুরি না দেখিছি জারে ॥ ৫ ॥
সত্যবতিসুত মুনি অবনি করিলা ধ্বনি
মহাপুন্যকথা রসময়।
সেই পুন্য কাহিনি অমৃত সমান বানি
বিবেচিয়া কহিল সঞ্জয় ॥ ৬ ॥ *॥
(পৃঃ ১৭।২-১৮।১)

শেষ,—

সুনিয়া বোলিলা অন্ধে সুন জুধিষ্ঠির।
তুমি মহাধর্ম্মরত কারন্য সরির ॥
বনবাসে জাহ মৈল পাণ্ডু নরপতি।
চন্দ্রবংস সনে তানে কৈলা অব্যাহতি ॥
বিদ্ধ বএস মর জরাএ পিড়িত।
কুলাঙ্গার পুত্র মর হইল উপস্থিত ॥
জথা ধর্ম্ম তথা জয় কহে মুনিগন।
আমার বচনে বাপ স্থির কর মন ॥
নাস হৈব দুর্যোধন জত কুরুগন।
বনবাসে যায় বাপ পাণ্ডুর নন্দন ॥
রাজার চরনে সবে করিয়া বিদায়।
ব্রাহ্মন লইয়া ধর্ম্ম বনবাসে জায় ॥
উলু করে সঙ্গে করি প্রবেসিলা বনে।
মনে সঙ্কা নাহি চলে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
নিকটে জাহ্নবি গঙ্গা মহা পুন্য জল।
সেইখানে রহিলা পাণ্ডব পঞ্চ জন ॥
উলুকে কহিল গিয়া দুর্য্যোধন স্থানে।
পাণ্ডব সকল রাজ্য দিয়া আইলু বনে ॥
ভারথের পুন্য কথা অমৃত সমান।
এই হনে সভাপর্ব্ব হইল সমাধান ॥ * ॥

১৬৫। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১-২, ৪-৬। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১২ পঙক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
সুন সাধু ভাই আন না করিয়া মন।
সভাপর্ব্বকথা সুন অপুর্ব্ব কথন ॥
গুরুদেবচরণেত করিয়া ভথতি।
স্বরেসতি বন্দি গাম সভাপর্ব্ব পুথি ॥
নম ব্যাস ঋসী পরাসরতনয়।
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় মুনি মহাসয় ॥
জাহার মুখের বানি অমৃত সমাণ।
বিদিত করিল পুথা ভারথ পুরাণ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্ষ পুন্যের উদয়।
ভাঙ্গিআ পুরাণ সোক কহিল সঞ্জয় ॥
জর্ম্মজয় রাজা আদিপর্ব্ব জে সুনিআ।
বৈসম্পায়ন স্থানে বলে ভক্তিযুক্ত হৈয়া ॥

জন্মজয় রাজা বলে প্রভু তুমি দিব্যজ্ঞানি।
অপুর্ব্ব মধুর কথা তুমা হনে সুনি॥
পুর্ব্বপীতামহ মর জুধিষ্টির আদি।
বেদসাস্ত্রপরায়ন মহা সত্যবাদি॥
জজ্‌র্গৃহ দহিতে চাইল দুর্যোধন।
রৈক্ষা পাইলা পঞ্চ ভাই কুন্তি দেবি সন।
নানা দেস ভ্রমীলেক বণ উপবণে।
করিলা অসর্ক্য কর্ম্ম বির ভিমার্জ্জুনে॥
পুনরপি দেসে আসীলা নরপতি।
তারপরে কি হইল কহ মহামতি॥
সুনিবার শ্রদ্ধা করি সুধারসময়।
সকলি রসময় মতে কহিবা নিশ্চয়॥

শেষ,—

তুমী জরাসন্ধে জদি হইল মহারন।
তার সঙ্গে নাহি গেল জত রাজাগন॥
সেই সব রাজা সঙ্গে জুর্দ্ধ করিয়া।
বান্ধিয়া আনিল রাজা সভাকে জিনিআ॥
কুড়ি সহস্র সতাধিক একত্র করিয়া।
বান্ধি থৈল থারাঘরে সভাকে জিনিয়া॥
লোহপাসে রাজাগণ তুমাকে স্বরয়।
উদ্ধার করহ প্রভু দেব দয়াময়॥
তুমি বিনে উদ্ধারিতে নাহিক তারারে।
রাজাগনে প্রান ছাড়ে সুন গদাধরে॥
কহিল রাজার বোল করুক আদেস।
কহিব তারারে গীয়া জিবন সন্দেস॥
হেন কালে তথা গেল জুধিষ্ঠিরের চর।
প্রনাম করিয়া কহে কৃষ্ণের গোচর॥
পঞ্চ সহদরে মিলি য়েকত্রে হইয়া।
পাঠাইলা তুমা ঠাঞি বিনয় করিয়া॥
জেন মতে জজ্ঞ হয় সমার অনুমতে।
বিলম্ব না কর গুসাঞি চল হস্তিনাথে॥
সুনিআ দুতের বুল উদ্ধব ডাকী আনি।
কেন মতে হয় বোল ব্যবস্থিত বানি॥
গোবিন্দচরণে উর্দ্ধব জুড় কৈল্ল হাথ।
ভালত বলিলা গুসাঞি সুন জগন্নাথ॥

— ——

১৬৬। মহাভারত—বনপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২/১ × ৪২/১ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৮ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

তুলসীকাননং যত্র ইত্যাদি।
প্রনমহ নিরঞ্জন অনাদি নারায়ন।
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভু তুমি সে কারন॥
* * রু গনপতি দুগগার চরন বন্দিআ।
কহিমু প্রহস্থাপ এক সুন মন দিআ॥
বৈসম্পায়ন মুনি বলে সুন জন্মজয়।
পাণ্ডুপুত্র বনবাস কহ মহাসয়॥
আমার প্রপিতামহ রাজা জুধিষ্ঠির।
ভিমসেন ধনঞ্জয় দুর্যয় সরির॥
পতিব্রতা ধর্ম্মসীল দ্রোপদকুমারি।
দুর্যধনে তাহাকে আনে কি [ক]র্ম্ম না করি॥
ধর্ম্মরাজা জুধিষ্টিরে কি কর্ম্ম করিলা।
মহাবির ভিমার্জ্জুন কেমতে সহিলা॥
কুন কর্ম্ম করিলেক দ্রোপদি সহিতে।
তাহার বির্ত্তান্ত মুনি কহিবা আমাতে॥
বৈসম্পায়ন মুনি বলে সুন জন্মজয়।
সাওধানে (?) কহিমু ধর্ম্ম আছিলা বনয়॥
রার্য কাড়ি লইলা জদি রাজা দুর্যধন।

দ্রোপদি সহিতে পঞ্চ প্রবেসিলা বন ॥
দৈত্যবনে ধর্ম্মরাজ পুরহিত সনে।
বঞ্চিলেক পঞ্চ ভাই মুনির আশ্রমে ॥
দেখীআ সংভ্রমে মুনি উঠিলা তথনে।
অতিতের বেবহারে পুজিলা তথনে ॥

মধ্য,—

দারুন কলির তাপে বোদ্ধি হয়ে নাস।
তে কারনে ভার্যা সনে করে বনবাস ॥
এক দণ্ড একথানে না করে নিবাস।
নানা স্থানে ভ্রমে সেই হইয়া হুতাস ॥
জত স্থানে জত কষ্ট পাইল নরপতি।
তাহাকে কহিতে মর দুক্ষ লাগে অতি ॥
আর দিন পক্ষিরূপ হইলেক কলি।
রাজার সাক্ষাতে গিআ পড়িল উকড়ি ॥
দেখিতে সুন্দর পক্ষি বিচিত্র জে পর।
তাহাকে ধরিতে জত্ন করে নৃপবর ॥
পক্ষি ধরিবারে রাজা জায় ধিরে ধিরে।
রাজারে দেখা দিআ জায় ধরিতে না পারে ॥
উড়িআ না জায় পক্ষি চলে মন্দ গতি।
পাছে পাছে জায় রাজা পক্ষির সংহতি ॥
কুবোদ্ধি লাগিল রাজার পাছে নাহি চায়
খসাইআ পরিধান বস্ত্র পক্ষিতে পালায় ॥
ঠুটে বস্ত্র করি পক্ষি উড়া দিয়া জায়।
বিবস্ত্র হইয়া রাজা পক্ষি ভিতে ধাএ ॥
আকাসেত গেল পক্ষি না পায় নৃপতি।
শ্রান্ত হইআ বিক্ষমুলে বসীল মহামতি ॥
পাছে পাছে দমন্তি মীলিলা রাজা স্থানে।
দেখে বিক্ষ্যমুলে আছএ বিবসনে ॥
জীজ্ঞাসীলা দমন্তিয়ে না দিলা উত্তর।
দমন্তির বস্ত্র আধা পিন্দে নৃপবর ॥
এক বস্ত্র পরিধান করে নৃপবর।
জথা তথা জায় দুই হইআ কাতর ॥
দমন্তিরে ছাড়ি জাইতে রাজার হইল মন।
সচক্ষিতে দমন্তিয়ে থাকে নিরন্তর ॥
এই মত দমন্তিএ করিলা বসতি।
দমন্তিরে ছারি জাইতে না পারে নৃপতি ॥
আর দিন নিসিতে কৈর্ন্ত্যা করি জাগরন।
দিবাতে হইলা নারি নিদ্রা অচেতন ॥
এই ছিদ্রে বস্ত্র রাজা অদ্ধেক চিরিআ।
দমন্তিকে ছারি রাজা গেলা পলাইআ ॥

(পৃঃ ২৫৲)

শেষ,—

এথা রাজা জুধিষ্ঠির ভিমের কারন।
ভাবয়ে অনর্থ ভিমের স্থির নহে মন ॥
সুনঃ নকুল ভাই সুন সহদেবে।
ভিমের কারনে আমি চিন্তাযুক্ত এবে ॥
কথা গেলা বৃগধর পুষ্পের কারন।
তাহার কারনে মর স্থির নহে মন ॥
......ভিমসেন গেলা কুন বনে।
তাহার উদ্দেশ্যে তুমি চলহ অথনে ॥
নকুলে বলএ রাজা না চিন্তির তুমি।
ভিমের উদ্দেস...আনি দিমু আমী ॥
হেন বলি রাজাকে বন্দিল চরনে।
হেন কালে দরসন দিল ভিমসেনে ॥
ভিমকে দেখিআ রাজা সন্তস মনেতে।
আলিঙ্গন দিআ ভিমের ধরিলা গলাতে ॥
মস্থকেত চুম্বন দিআ ভিমসেন মাথে।
বৃগধরে সব কথা কহিলা রাজাতে ॥
সুনি সাধুবাদ বহু করিলা নরনাথে।
পুষ্পহার করি দিলা দ্রোপদি গলাতে ॥
মনে বড় সন্তস হইলা দ্রোপদকুমারি।
বহু স্তুতি করিলেক প্রনাম জে করি ॥
বৈসম্পায়নে বলে সুন জন্মেজয়।
...হনে আসিলেক বির ধনঞ্জয় ॥

······পঞ্চ ভাই করে কুলাকুলি।
দ্রোপদি প্রনাম করে মিষ্ট বাক্য বলি ॥
এই মতে পঞ্চ পাণ্ডব বনেতে রহিলা।
এত দুরে বনপর্ব্ব তবে সমপুন্ন হইলা ॥
···কহি আমী সুনহ রাজন।
বনপর্ব্ব সমাচার (?) হইল সমরর্পন ॥
এর পরে বিরাট পর্ব্ব··· ··।
অথনে বিদায় দেয় আশ্রমে জাই আমী ॥
এহাকে সুনিয়া রাজা প্রনাম করিলা।
রাজা সম্বাসীআ মুনি নিজাশ্রমে গেলা ॥৩॥

১৬৭। মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৫½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা— ১-৩৭। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৬৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান—ঢাকা।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
বেদব্যাসকৃত ভারথ।
মহাভারথের কথা বিরাট পর্ব্বয়।
সুনীল অরন্য পর্ব্ব নানা রসময় ॥
বৈসম্পায়নেতে পোনী জিজ্ঞাসে জন্মেজয়।
কেমতে বিরাট পর্ব্বে পীতামহদয় ॥
অজ্ঞাতে আছিল জোহ আদি অন্তে কহ।
কিমতে বঞ্চীল পাণ্ডু বিবরন কহ ॥
বৈসম্পায়নে বলে সুনহ কাহিনী।
ব্রাহ্মন সকল রাজা দিলেক মেলানী ॥
দ্বাদস বৎসর বনে সম্পূর্ণ বঞ্চীলা।
বৎসর লিখীআ তবে পাণ্ডবে জানীলা ॥
দ্বাদস বৎসর গেল ত্রওদস আইল।
ধর্ম্মরাজা লীখাঁ সব নিশ্চএ জানীল ॥
ভাই সব আনী রাজা লাগীলা বলীতে।
অজ্ঞাত বাসের দিন আইল সর্ম্মীহিতে ॥
কি মতে বঞ্চীবা সবে এ সব বসতি।
অজ্ঞোনে বলএ তবে করিআ যুগতি ॥
বৎসরেক আমি সব্বে অজ্ঞাতে বসতি।
ধর্ম্মের বরে তাহাতে পাইব অভ্যাহতি ॥
জে সকল দেষ আছে কুরু চারি পাষে।
সর্ব্বগুণে দেস সব কহি বিষেষে ॥

মধ্য,—

নৈরাস বচন পাইআ মন অবিকল।
সুতিক্ষারে বলীল কিচক মহাবলে ॥
সৈরিন্ধ্রি না পাইলে মুই তেজিব জিবন।
এতেকেই কার্জ্যা তোমী করিবা জতন ॥
ভাইর কন্দনা সুনি সুতিক্ষার সুক।
বোজি মতি সুতিক্ষাএ বলে কিচকক ॥
কার্য্য চিন্ত মদ্য অন্ন করিআ সম্বার।
সৈরিন্ধ্রি পঠাইআ দিব মন্ত আনিবার ॥
তাত তোমী সৈরিন্ধ্রিক পাইবা একেশ্বর।
ইৎসাএ পারহ জদি ভোজিবা নির্ভএ ॥
ভগনির বলে তবে কিচক অধম।
আপনার পুরে জাইতে করিল উর্দ্দম ॥
নানা মাংস মৎস অন্ন বেঞ্জন জে করি।
সুতিক্ষা জানাইয়া পঠাইল দুরাচারি ॥
সুতিক্ষা বলএ তবে দ্রোপদির স্থানে।
সত্যরে সৈরিন্ধ্রি জায় কিচকভোবনে ॥
মন্ত আন গীআ মর বড় ত্রিষ্ণা করে।
কন্দনায় সৈরিন্ধ্রি বলএ অতি ডরে ॥
মোই না জাইমু পাপ কিচকভুবনে।
নিলজ কিচক তোমি জানহ আপনে ॥
অসতি না হইমু মোই না জাইব তথা।

তোমি জানহ পুর্ব্বে কিচকের কথা ॥
মোই হেন কত দাসী আছএ তোমার।
অন্ন জন পঠায় মোই না পারো জাইবার ॥
সুতিষ্ণা বলএ তোমা আমি পঠাইতে।
কিচকে লজ্ঘিতে তোমা নারে কুন মতে ॥

(পৃঃ ৯।২)

মধ্যে মধ্যে দ্বিজ রামচন্দ্রের ভণিতা আছে। লিপিকর চন্দ্রকিশোরেরও দুই চারিটি কবিতা নাই বলা যায় না। নীচের ত্রিপদীটি রামচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত।

কিচকের বধ সুনি সুতিষ্ণা রাজার রানি
ভাইমুকে করয়ে ক্রন্দন।
আহা মোর প্রান ভাই গেলা আজি কুন ঠাই
আকস্মাৎ পাইল মনস্তাপ ॥
আকস্মাৎ নিসাকালে তোমারে পাইল কালে
বোদ্ধি কেনে হৈল বিপরিত।
তেজিআ আপ[ন] নারি দির্ব্ব দির্ব্ব সুন্দরি
নাটসালে কেনে উপস্থীত ॥
জিনিআ জে রতিপতি পরম সুন্দর অতি
মোর রাজ বিরাটের পুরে।
ই হেন সম্পদ এরি গন্দর্ব্বের হাতে পরি
একাশ্বর গেলা জমপুরে ॥
সুগন্দি চন্দণ মালে বিভুসীত সর্ব্বকালে
হেণ অঙ্গ তুলাএ ধুসর।
নানাবিধি গীত নাটে শ্রি সবে জারে ভেটে
হেণ বির আছে একাশ্বর ॥
রূপে গুণে হেণ ভাই ত্রিভুবণে কেহ নাহি
না দেখীল মোই অভাগীনি।
পাসরিতে নারি গুণ প্রাণ পুরে পুণ পুণ
মোখে মোর নাহি আইসে বানি ॥
এথেক করুনা করি বিরাটের পাটেশ্বরি
সুতিষ্ণা কান্দএ ঘণে ঘন।
তাহাণ ক্রন্দন দেখী রাজপুরে জত সখি
তারা সবে জোরিল ক্রন্দন ॥
অত্যন্ত করুনাভাসে বৃক্ষ হতে পত্র খসে
সিলা সব হয় জলাবত।
এথা নাটসালা ঘরে কিচকের সহুদরে
কিচকের দেখী পীণ্ডবত ॥
নাহি তার হাত পায় সকল সামাইছে গায়
মাংসপীণ্ড দেখী ভয়ঙ্কর।
দেখীআ আবস্থা তার করে সবে আহাকার
ত্রাসে ডাক ছাড়ে ঘোরতর ॥
কেহ কেহ ভুমী লুটে পাসাণেত মুর্ন্ন পুটে
ভাই ভাই করি ডাক ছারে।
নাটসালে উটে রোল হৈল মহা গণ্ডকুল
কেহ কেহ উবা লড় পারে ॥
আচম্বিত নিসাকালে কিচকের বিধি লাগে
নিজ ঘরে হৈল সর্ব্বনাস।
গন্দর্ব্বের ভয় পাইয়া সর্ব্ব লোক গেল ধাইআ
কহিলেক বিরাটের পাষ ॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ১৬।২-১৭।১)

ভণিতা,—

কহিল অপুর্ব্ব কথা সঙ্গএ রচিল পুতা
দ্বিজ রামচন্দ্রের বাখাণ।

শেষ,—

জথেক আছিল রাজা মহানরপতি।
সকল চলীআ আইল কৃষ্ণের সঙ্গতি ॥
অভিমণ্য সাত্যকি প্রদ্যুম্ন মহাবল।
অনুক্রমে বসিলেক সভার ভিতর ॥
কথা উপকথা জত আছিল বিস্তর।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে হইল উত্তরাসয়ম্বর ॥
অর্জ্জোণের পুত্র অভিমন্য মহামতি।
কন্যাদাণ করিল বিরাট নরপতি ॥
এক লক্ষ হস্থি দিল নানা রত্ন ধন।

মহাসত্য মৎস রাজা বিরাট মহাজণ ॥
এহি মত অজ্ঞাতবাষ বিবাহ কথণ।
রচিয়া সুগম পদ সঞ্জয়ে রচণ ॥
বিরাটপর্ব্ব মহা পুতা সাঙ্গ এত দুরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥ * ॥

ইতি বিরাটপর্ব্ব পোস্তক সমাপ্ত ॥ সণ ১২৬৩ সণ তারিখে ৭ কার্ত্তিক। রোজ বুধবার বেলা ১॥০ প্রহর থাকিতে বাহের বাড়ির পুর্ব্বের চৌগায় বশীআ সমাপ্ত করা গেল।

অজ্ঞানে লীখীল পুতি জানীয় কারন।
পরিতে পণ্ডিত জণে করিয় সুদণ ॥
অজ্ঞাণের দুস সবে না ধরিবা মন।
অক্ষর না হয় ভাল জানিয় কারন ॥
শ্রীগুরুচরণে সবে সদা করে আষ।
পুস্তক লীখীল শ্রীচন্দ্রকিসোর দাষ ॥
শ্রীগুরুচরনাম্বুজে অসঙ্ক প্রনাম।
জাহার দয়ায়ে বিরাটপর্ব্ব লীখীলাম ॥
তপে রনভাওালের মধ্যে চাকুয়া গ্রামে বাষ।
যুগলকিসোর রাএর পুত্র চন্দ্রকিসোর দাষ ॥
গুনিজণ প্রতি করিয়া মিনুতি
চন্দ্রকিসোর দাষ কয়।
দুস জদি ভ্রমে হয় ভুল ক্রমে
ক্ষেমিবেণ সুনিশ্চয় ॥ ইত্যাদি

১৬৮। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩৫। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ময়মনসিংহ।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি।
নম নম নারায়ন জগতের সার।
সিক্ষ্যাগুরু প্রনমহ দিক্ষ্যাগুরু য়ার ॥
দুর্জোধনে দেখিলেক আপনা গোচর।
সকুনী মাতুল পড়ে সংগ্রাম ভিতর ॥
নৈরাষ হইল বল বোর্দ্ধি বিবর্জ্জিত্য।
সুকাকুলী হৈয়া রাজা স্থির নহে চিত্ত্য ॥
জয় না হইল যুর্দ্ধ করি কীবা ফল।
চতুর্ব্বিতে পড়িলেক বাহিনি সকল ॥
পড়িলেক মহারথি সৈন্য মহারথি।
অবসেস আছে একবিংসতি পদাতি ॥
ক্রেপ কৃতব্রর্ম্মা অশ্বতামা দুর্য্যোধন।
মহারথি সবে আছে য়েহি চারিজন ॥
য়েহি সব সঙ্গে করি পুণী পৈসে রনে।
প্রানপনে যুর্দ্ধ করে মরন না গনে ॥
দুর্জয় পাণ্ডবগন বিসম ধনুকী।
আগে হৈয়া মহারন করে ঠেকাঠেকি ॥
মহারথি ছয় জন করিলা জর্জ্জর।
সহিতে না পারে রাজা দারুন সমর ॥
দেখিলেক আপনার নাহি পরিত্রান।
সৈন্য সত পড়িল আপনা বির্দ্দমান ॥
য়াপনার জয় নাহি নিশ্চয় জানিল।
অন্তাষায়ে গাএ কাপে স্বরির দুর্ব্বল ॥
সকরূনে দুর্য্যোধন কান্দে উচ্চাস্বরে।
আহা বসুমতি তোমী ছাড়িলা আমারে ॥
যুর্দ্ধে পরাভব হইল মুর কর্ম্মফলে।
জ্ঞাতি বন্দু জন মর পড়িল সকলে ॥
না ধরিল পিত্রি মাত্রি গুরুর বচন।
তে কারনে হইল মোর য়েত বিড়ম্বন ॥

ধিক মর বল বিৰ্জ্জ ধিক মর জস।
ই জর্ম্মে না হইব রামী পাণ্ডবের বস॥
সরির থাকিলে মাত্র সর্ব্ব কার্য্য আছে।
পলাইয়া প্রান রাখী জে হউক পাছে॥
আপনার কর্ম্ম নিন্দা বিধাতাকে স্মরি।
পূর্ব্বমুখে লড় দিল গদা কান্দে করি॥

মধ্য,—

সঞ্জয়ে বোলয়ে রাজা সুণ মণ দিয়া।
যে জে সংগ্রামের কথা কৈব বিবেচিয়া॥
পাণ্ডবেরা সবে জদি দিল গালাগালি।
সহিতে না পারে তোর পুত্র মহাবলি॥
উত্তম ঘোটকে জেন না সএ তারন।
তেণ মতে বচণ না সহে দুর্জ্জোধণ॥
নির্চ্চএ যুজিব মণে কৈলা দুর্জ্জোধণ।
ডাক দিআ পাণ্ডবেত বলিয়া বচণ॥
কুণ ভয় তুমার কুণ ভয় ভীমের।
কি ভয় কৃষ্ণের মোর কি ভয় অর্জ্জোনের॥
নকুল সহদেবের ভয় নাহিক বিসেষ।
এহি গদায় মোই করিমো নিসেস॥
তখণে লুহার গদা কান্দেত করিয়া।
ডাক দিয়া ওঠে জলেস্তম্ভ জে ভাঙ্গিয়া॥
রক্তে রাঙ্গা তিতা গাও উঠিলেক তটে।
পর্ব্বত বাহিয়া জেণ গেরূধারা উঠে॥
গদা হস্তে দুর্জ্জোধণ হইলেক স্থির।
কহিতে লাগিল তবে দুর্জ্জোধণ বির॥
হাসীয়া বোলএ তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
ধর্ম্মরাজা যুদিষ্টিরে যুর্দ্ধ না জাণয়॥
নকুল সহদেব সিসু জানে সর্ব্বজনে।
সহজে উপহাস্য করিব দেবগণে॥
গদাযুর্দ্ধ নাহি জানে বির ধনঞ্জয়।
তাহানে মারিলে দুঃক্ষ না খণ্ডে হৃদয়॥
ভিমে মারিছে মর জত ভ্রাতগণ।
জিনি মরি তার সঙ্গে করিবাম রন॥
আশীষ ভিম যুর্দ্ধ করি তুমার আমার।
রঙ্গ দেখোক জত সৈন্য আছএ তুমার॥
তোমারে মারিলে ভিম দুঃখ পাসরিব।
জিনিলে রার্য্য আমী যুদিষ্টিরে দিব॥

(পৃঃ ১৭।২-১৮।১)

শেষ,—

অশ্বর্থামা তাণ সঙ্গে অস্ত্র পাছে পাছে।
কৃষ্ণে বোলেণ আসীছেন মোণী এহি কাজে॥
পাদ্য অর্গ অর্জ্জোণে দিলেক মোনির পাএ।
বসিতে আসণ দিলা কৃষ্ণের আজ্ঞাএ॥
মোনি বোলেণ সুণ অর্জ্জোণ বচণ আমার।
ব্রহ্মার বরে অশ্বর্থামায় হইছে অমর॥
কীরূপে কাটিবা মাথা নহেত উচিত।
অস্ত্র সম্ভোরহ তোমি সুণ মহাবির॥
অর্জ্জোণে বোলএ গোসাই আমার প্রতিজ্ঞা।
কীরূপে করিব বের্থ জাণী কর আজ্ঞা॥
মোনি বোলেণ ব্রহ্মতালুকা তাহার।
কাটীয়া আনাহ অস্ত্র বলিল ইহার॥
তবেহ ই বর অস্ত্র সব রক্ষ্যা পায়।
এহি আজ্ঞা করিল আমি জাণীয়া উপায়॥
কি করিব অর্জ্জোণ বির এড়াইতে না পারে।
অস্ত্রে আজ্ঞা দিল তালুকা কাটীবারে॥
একেত দারুন অস্ত্র আর আজ্ঞা পায়।
তালুকা...অশ্বর্থামার চলীআ জে জায়॥
ভ্রমি লাগি অশ্বর্থামা পড়িল ভুমিত।
কমুণ্ডোলের জল মনী গন মীত॥
মুনী বলে অশ্বর্থামা বলীয়ে তোমারে।
এই মত সর্ব্বকাল থাকিবা মুর বরে॥
বেথা শোল না থাকীব সুন বিরবর।
তৈলবিন্দো লোকে দিলে পুরিব কল্লান্তর॥
এহি বোলী মুনীবর বিদায় হইয়া।

তপর্ষ্যা করিতে চলে অশ্বর্থামা লইয়া॥
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জোন জে আশীলা গড়য়।
যুদিষ্ঠীর আদি করি একত্র জে হয়॥
এহি মতে সাঙ্গ হইল গদাপর্ব্ব পুতা।
সঞ্জয়ে জানীয়া কৈল সঞ্জয়ের কথা॥*॥

১৬৯। পরাগলী মহাভারত—আদি-হইতে অশ্বমেধের প্রথমাংশ।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭ × ৫২/৮ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৬৩, ৬৫-১০৮, ১১০-২১৫। এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, শকাব্দা ১৬৩২। সম্পূর্ণ।
আরম্ভ,—

নমো নিরঞ্জনায়॥

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
প্রণমোহো নারায়ণ পুরুষপ্রধান।
ব্যাসদেব প্রণমোহো গুণের নিধান॥
পিতৃমাতৃচরণে বহু ভক্তি করি।
গুরুদেব প্রণমোহো দেব অনুসারি॥
শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি।
দারিদ্রভঞ্জন জেই অনাথের গতি॥
কুতুহল বহুল ভারতকথা সুনি।
কেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রার্য্যধানি॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন কর্ম্ম কৈল বনের ভিতর॥
বৎসরেক কৈল কথা অজ্ঞাত বসতি।
কেমত পৌরুসে পাইলেক বসুমতি॥
এহি সব কথা কহ সংখিপ্ত করিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঞ্চালি রচিয়া॥
এহি সব কথা সুনি কুতুহল মন।
সরস্বতি বন্দি কহি প্রবন্ধকথন॥
সংহিতা নবতি লক্ষ সহস্র ত্রিংশত।
মহামুনি ব্যাসদেবে রচিল ভারত॥
ষষ্ঠি লৈক্ষ সহস্র সতেক হইল শ্লোক।
পঠন্ত নারদ মুনি সুনে দেবলোক॥
পঞ্চদশ লৈক্ষ শ্লোক নাগগণে সুনে।
পঠন্ত দেবল মুনি মহাতপোধনে॥
সুকমুখে সুনে গন্ধর্ব্ব রাক্ষসের গণে।
চতুর্দ্দশ লৈক্ষ শ্লোক সুনে সাবধানে॥
এক লক্ষ শ্লোক সংস্কৃত প্রতিষ্ঠিত।
মুনি বৈসম্পায়ণে পঠন্ত পৃথ্বীত॥
নৃপতি জনমজয়ে সর্প····· য় করে।
তাত মহামুনি আইল সভার ভিতরে॥
যথাবিধি প্রকারে পুজিল নরপতি।
তুহ্মি দেব ইতিহাস খ্যাত মহামতি॥
সাখ্যাত দেখিলা তুহ্মি কৌরব পাণ্ডব।
কেন মতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব সম্ভব॥
তেই সব মহাসত্ব বিখ্যাত ভুবনে।
ভাই ভাই নিঃসর্গ কারলা কি কারনে॥
কেন মতে হইলেক ভীষ্মের নিধন।
পাণ্ডবে কারল কেহ্নে কৌরব নাসন॥
তোহ্মার প্রসাদে সুনি বংশের চরিত্র।
সুনিতে বংশের কথা চিত্ত উল্লসিত॥
রাজার বচন সুনি কহে মুনিবর।
সকল কহিতে আহ্মি নাহি অবসর॥
সিস্য বৈসম্পায়ন আছএ বিদ্যমান।
তেহি কহিবেন কথা সুন সাবধান॥
এত কহি ব্যাসদেব গেল তপোবন।
কহে বৈসম্পায়ণে বি·্যাত ভুবন॥

যথা,—

দীর্ঘ ছন্দ ॥

দুর্য্যোধন মহাবীর শোকে হইল অস্থির
পড়িল সকল সহোদর।
দুশ্যাসন দুর্ম্মতি সকুনি পাঠাইল রাতি
অনাইল কর্ন্ন ধনুর্দ্ধর ॥১॥
দেবের অসাদ্ধ্য রন জিনিতে পাণ্ডবগণ
বিসম দেখম মোর মনে।
তুহ্মি যুদ্ধে উদাসিন মুই হৈলুম প্রভাহিন
সত্রুক মারিব কোন জনে ॥২॥
কর্ন্নে কহে দুর্য্যোধন কৃষ্ণ সমে পঞ্চ জন
বধিতে পারহ রাত্রি দিনে।
একেত পাণ্ডব ভক্ত আরে ভীষ্ম অনুরক্ত
সেনাপতি করহ উদাস ॥ ৩ ॥
রন এড়উক ভীষ্ম বৃদ্ধ মুই করোম কার্য্য সিদ্ধ
পাণ্ডবেরে করিমু সংহার।
আপনে চলিয়া জাও পিতামহ বুঝাও
এহি যুক্তি মনে করি সার ॥৪॥
কর্ন্নের বচন ধরি হিত হেন অনুসারী
রাজা গেল ভীষ্মের সিবির।
নিবেদন্ত নররাজ সাধিতে আপনা কাজ
সাবধানে সুনে ভীষ্ম বির ॥৫॥
পূর্ব্বে কৈলা অঙ্গিকার পাণ্ডবের সংহার
এবে কেহ্নে উপক্ষহ রন।
মোর ভাগ্য মন্দ বসে তোহ্মা হেন পরিহাসে
অবধান কর মহাজন ॥৬॥
সেনাপতি হোক কর্ন্ন মারিব বিপক্ষগণ
উপেক্ষা নাইক তার মন।
বড় করে অহঙ্কার সবান্ধবে মারিবার
না পারিলে মরিব আপনে ॥৭॥
দুর্য্যোধন বোল সুনি ভীষ্মে কহে মনে গুনি
চক্ষু পাকাইয়া কহে রোশে।
পূর্ব্বে কহিলাম তোক সুনিলেক সর্ব্বলোক
হিত না সুনিলে কর্ম্মদোশে ॥৮॥
তবে জদি করে রন অজয় পাণ্ডবগণ
মনুস্যে[র] মধ্যে কেবা পারে।
জেখনে গন্ধর্ব্বলোক বান্ধিয়া নিলেক তোক
কর্ন্নে কি করিল সেই কালে ॥৯॥
ইন্দ্রক জিনিল রন দহিল খাণ্ডব বন
অগ্নিত তর্পিল একশ্বর।
নিবাতকবচ মারে কালকেয় সংহার করে
অর্জ্জুন জিনিতে কেবা পারে ॥১০॥
উত্তর গোগ্রহ রনে একশ্বর সর্ব্বজনে
বসন হরিয়া নিল যবে।
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা বানে বিন্ধিলেক আহ্মা
কর্ন্নে তোক কি করিল তাকে ॥১১॥
আপনা পৌরস ধরি মারহ পাণ্ডব বৈরি
বির হেন তবে সে বাখানি।
সোমক পাঞ্চালগণ সমুদিত করে রন
সঞ্জয় সহিতে সিখণ্ডিনী ॥১২॥
এতেক নিষ্ঠুর বানি বলিল হৃদয় গুনি
পুনি কহে ভীষ্ম মহাবল।
সভাক জিনিমু পুনি পরিহর সিখণ্ডিনী
দুর্য্যোধন না হৈয় বিকল ॥১৩॥
সিখণ্ডিনী যদি মোরে প্রাণেত প্রহার করে
তথাপিহ অস্ত্র না ক(ধ)রিব।
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি সন্য সজ্জ কর তুহ্মি
আজু আহ্মি সর্ব সংহরিব ॥১৪॥
ভীষ্মের বচন যুনি দুর্য্যোধন তুষ্ট পুনি
সৈন্য সর্জ করে মহাবল।
প্রভাতেত বিরগণ তুমুল করিল রন
ক্রোধ হইল ভীষ্ম মহাবল ॥১৫॥
ভীষ্মে করে মহারন যেন ছুটে তারাগণ
বড় বড় বির পড়ে রন।

ভাঙ্গিল পাণ্ডববল হৈল মহা কলাহল
গেল সব অর্জ্জুনের সরনে ॥১ ॥
(পৃঃ ৩১২-৯৪।১)

শেষ,—

সমিপে আইল সুনি পাণ্ডব সকল।
বাঢ়িয়া নিবারে গেল কৃষ্ণ মহাবল ॥
সব কুতুহল হৈয়া সানন্দিত মনে।
পুরির ভীতরে আইল প্রসন্ন বদনে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বন্দিয়া জে বন্দিল গান্ধারি।
কুন্তিক বন্দিল তবে পাণ্ডু অধিকারি ॥
বিছুরক সম্ভাসিয়া বসিল আসনে।
অভিমন্যু সুত জন্ম সুনিল তথনে ॥
কৃষ্ণের প্রভাব সুনি অপূর্ব্ব কথন।
অমৃতে সিঞ্চিল যেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
পুজিলেক নারায়ন বিবিধ বিধানে।
যথাবিধি ভক্তি কৈল দৈবকীনন্দ[ে]নে ॥
কত কালে ব্যাস সুনি হইল উপস্থিত।
নানা উপকথা কহে পাণ্ডব সহিত ॥
কথা অবসানে যুধিষ্ঠির নরপতি।
ব্যাসেত কহন্ত কথা করিয়া প্রণতি ॥
তোহ্মার আদেশে অশ্বমেধ করিবার।
আজ্ঞা কর কেন মত করিমু প্রকার ॥
কৃষ্ণক পুছম মুই করিয়া বিনয়।
কেন মত আজ্ঞা হএ কহ মহাসয় ॥
তোহ্মা হতে হইল মোর সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি।
তোহ্মার কারনে মোর বংশ হইল বৃদ্ধি ॥
ব্যাস কৃষ্ণ দুই মিলি আদেশ করিল।
অশ্বমেধ দিক্ষা রাজা হৃ[দ]য় ধরিল ॥
পুনি কহে যুধিষ্ঠির মোত কহ সার।
কোন দিন দিক্ষাবিধি কেহেন সম্ভার ॥
ধর্ম্মের বচনে কৃষ্ণে কহন্ত অশেষ।
যেন আছে পুরাণ শাস্ত্রের উপদেশ ॥

চৈত্র পুর্ন্নমাসিরে পুণ্যাহ দিক্ষাবিধি।
যজ্ঞের সম্ভার কর যথা বেদবিধি ॥
অশ্ববিদ্যাবিচক্ষণ পরিক্ষা মহন্ত।
অশ্বদিক্ষা সুনহ যজ্ঞের সর্ব্ব তত্ত্ব ॥
আপনা ইচ্ছাএ অশ্ব যথা তথা জাউক।
যে তাক রখিব তাক অশ্বগতি পাউক ॥
আর হোতে না হএ অশ্বের অনুমতি।
যজ্ঞ অশ্ব রাখিবেক পার্থ মহামতি ॥
দিব্য ধনু হাতে জার দিব্য জার তুন।
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হৃদএ নিপুন ॥
নিবাতকবচ মারি তোষে পুরন্দর।
ত্রিভুবনসুবিদিত অর্জ্জুন ধনুদ্ধর ॥
তাহাক নিযুক্ত কর ঘোটক রাখিতে।
ভীমক আদেশ কর তোমাক রাখিতে ॥
নকুলে করৌক ধৃতরাষ্ট্রের পালন।
সহদেবে আনাউক কুটুম্ব পরিজন ॥
ব্যাস কৃষ্ণ আদেশ যে সুনিয়া নিশ্চয়।
সমাহিতে সম্বাদ করিল মহাশয় ॥
* * * বসন।
সুবর্ন্নের মালা কণ্ঠে অতি সুশোভন ॥
নৃপতি দিক্ষিত হৈল চৈত্র পৌর্ন্নমাসি।
প্রজাপতি সম রাজা সর্ব্বগুণে রাসি ॥
* * * *
লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে চলিল(রচিল) পয়ার ॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল।
পাণ্ডব * * কুতুহল ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি ॥ * ॥
ইতি মহাভারতে পাণ্ডবীজয়ে পরিক্ষিত-জন্ম ॥০॥ শুভমস্ত শকাব্দা। ১৬৩২ তে ১৯ চৈত্র। * * * *

অক্ষর—উকার ও ডকার একরূপ। ড়, ঢ় ও য়কারের নীচে বিন্দু নাই। রকারও বিন্দুহীন, পেটকাটাও নহে; দক্ষিণের সরল রেথার গায়ে একটি হাইফেন চিহ্ন আছে। কু, ক্ত, জ্ঞ ও ন্দ প্রায় একরূপ। তু ও ত্ত একরূপ। তিনের অঙ্ক ও-র মত, পাঁচ ইংরাজির ন্যায়।

———

১৭০। পরাগলী মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

নমো গণেশায় ॥ নমঃ স্বমূর্ত্তো ॥
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥
জয়তি পরাশরসূনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো
ব্যাসঃ।
যস্যাস্তকমলগলিতং বাঙ্‌ময়মমৃতং জগৎ
পিবতি ॥
প্রথমে প্রণাম করোম দেব নারায়ণ।
ভারথের পদযুগ করোম বন্ধ(ন্দ)ন ॥
একচিত্ত্য হইয়া সুনে ভারথকথন।
পাপমুক্ত হএ তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
এক দুই শ্লোক সুনে ঘরে রহে জার।
স্বপত্নী সহিতে বিষ্ণু গৃহে থাকে তার ॥
এক শ্লোক শ্লোকার্দ্ধ বা সুনে যেই নর।
স্বর্গগতি হএ তার যমেরে নাহি ডর ॥
সঞ্জিতা নবতি লক্ষ সহস্র ত্রিংশত।
মহামুনি ব্যাসদেবে রচিল ভারথ ॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে সুনি।
দেবলোকে সুনন্ত পঠন্ত ব্যাস মুনি ॥
চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে সুনে।
এক লক্ষ সঙ্গিতায়ে মনুষ্যে বাথানে ॥
মুনি বৈসম্পায়নে কহিল পৃথিবীত।
জন্মজয় রাজাএ সুনে ব্যাসের রচিত ॥
নব লক্ষ সঙ্গিতায় সহস্র ত্রিংশত।
তিন সহস্র ব্যাসদেবে রচিল ভারথ ॥
পরিক্ষিতসুত নামে রাজা জন্মজয়।
বসতি হস্তিনাপুরে গঙ্গার তনয় ॥
অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ বিক্রমে সাগর।
পালয়ে সকল প্রজা যেন পুরন্দর ॥
এক দিন জন্মজয় সভা বিদ্যমান।
সত্যবতিসুত ব্যাস তথা অধিষ্ঠান ॥
পাদ্যার্ঘ আসন দিয়া পুজিল রাজন।
পুটাঞ্জলি জিজ্ঞাসিল ব্যাসের চরণ ॥
পিতামহ সব মোর ছিল বলবন্ত।
কোন পাপে যমরাজে তাকে কৈল অন্ত ॥
তোহ্মার সাক্ষাতে কেনে এত বিবরণ।
নিশেদ না কৈলা কেনে শুন মহাজন ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি ॥ দির্ঘছন্দ ॥

মুনি বৈসম্পায়নে কহে নৃপতির স্থানে
সুন রাজা পুন্ন দিব্য কথা।
পাণ্ডব বিজই কির্ত্তি সুনে জেবা করি ভক্তি
পুন্ন হএ ছাড়ে দরিদ্রতা ॥ ১ ॥
এক দিন দেবজানি হৃদয়ে হরিষ পুনি
সরমিষ্ঠা লৈয়া দৈত্যসুতা।

ঋতুরাজ মধুমাষ ক্রিড়া করে অভিলাষ
চলি গেল পুষ্পবন জথা ॥ ২ ॥
নানা পুষ্প বিকসিত গন্ধ সব আমোদিত
বিকসি সঞ্চিত হৈছে ভালে।
কুকিলে মধুর ধ্বনি স্তুনি বিষরধে তনু
মধুকরে করে কোলাহল ॥ ৩ ॥
মলয় ষমির বাত মন্দ মন্দ লাগে গাত
প্রান জে মুহিত গন্ধবাসে।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ গতি হেন সময় জজাতি
মৃগয়াকে আইল সেই বনে ॥ ৪ ॥
ভ্রমিআ কানন চাহে মৃগ তথা নহি পায়ে
কন্যা সব দেখে বিদ্যমান।
তার মদ্ধে দুই কন্যা কুলে সিলে রূপে ধন্যা
রূপে যেন রম্ভা উর্ব্বসী।
অধর বান্দুলি জাতি দসন মুকুতাপাতি
বদন জে জেন হএ ষসি ॥ ৫ ॥
নয়ন কটাক্ষ ষরে মুনিম[ন] দেখী হরে
ভূজযুগ কাম মধুধারা।
চতুর্দিগে সহচরি বসি আছে সারি সারি
রুহিনিবেষ্টিত জেন তারা ॥ ৬ ॥
সয়ন করিয়া আছে রতি কাম অভিলাষে
বিচিত্র গাথিয়া নানা ফুল।
সরমিষ্ঠা লই পাও কোন সখি করে বাও
কেহ কেহ জোগায়ে তাম্বুল ॥ ৭ ॥
কন্যা বোলে নৃপবর আক্ষার বচন ধর
এহি বাক্য তিলেক নাহি দোষ।
দেখিআ নৃপতি আগে জিজ্ঞাষা করিতে লাগে
বিষ্ময় হইয়া তার মনে।
তুক্ষি হেন জন সখি রাজকন্যা হেন দেখী
কি হেতু আসিছ পুষ্পবনে।
স্তুনিয়া রাজার বানি আনন্দীত দেবজানি
পরিচয় দিয়া কহে কথা।
আক্ষিত ব্রাহ্মণ জাতি ভৃগুবংসে উৎপত্তি
দৈত্যগুরু শুক্রের দুহিতা ॥
ব্রেসপুর্ব্বা দৈত্যবর স্বর্গে জেন পুরন্দর
কাস্যপবংসেত জর্ম্ম জার।
তাহার জে কুমারি জত সব সহচরি
সরমিষ্ঠা না[ম] জে এহার ॥
আক্ষি দুই জন বালা জৌবন সহজে হেলা
অকুমারি বাপের ঘরয়।
সখি সব লৈয়া রসে জলকেলি অভিলাসে
নামিআছি পুষ্পের বনয় ॥
সরমিষ্ঠা আদি করি জত সব সহচরি
সব সখি আক্ষার জে দাশী।
আপনে কে হও তুক্ষি পরিচয় চাহি আক্ষি
কুল সিল জানাই(হ) আপনা।
তোক্ষা সম মতিমন্ত রূপে গুনে তেজবন্ত
খিতিতলে নাহিক তুলনা ॥
দেবজানির বাক্য স্তুনি সম্বোধিয়া নৃপমনি
কথা কহে দিয়া পরিচয়।
নাম মোর জজাতি নহুসের সন্তুতি
জর্ম্ম মোর চন্দ্রবংসয় ॥
এত যুনি দেবজানি সম্বোধিয়া নৃপমনি
নৃপতিকে লাগে কহিবার।
তোক্ষাক মজিল মতি তুক্ষি মোর ধর্ম্মপতি
পরিনয় করহ আক্ষারে ॥
রাজাএ বোলে দেবজানি না হএ যুগত বানি
অজুক্ত কহ সব কথা।
তোক্ষা সহ পরিনয় বেদসাস্ত্রে নহি কহে
আক্ষি খেত্রি তুক্ষি ব্রহ্মসুতা ॥
কন্যা বোলে নৃপবর আক্ষার বচন ধর
এহি বাক্য তিলেক নাহি দোষ।
আপনে বরিলে তোক পরিনয় কর মোক
মন আক্ষা করহ সন্তোষ ॥

পূর্ব্ব আহ্মা কুপ হতে তুহ্মিআছ ধরি হাতে
তথনেহ বরিছি তোহ্মাকে।
তাক পাষরিলা তুহ্মি দ্বিতিয় না জানি আহ্মি
জাবত কণ্ঠেত প্রান থাকে॥
সর্‌মিষ্ঠা আদি জত সহচরি দব সত
এ সকল জতেক তোহ্মার।
তুহ্মি পরিনয় কৈলে জাইব আহ্মি স্বর্গ কুলে
দাসি কর সেবা করিবার॥
দেবজানির বাক্য সুনি নৃপতি মনেত গুনি
মনে ভাবে বিহা করিবার।
সষ্ঠিবরসুত সেন পদবন্ধ সঙ্গে তেন
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার॥
(পৃঃ ১১।১-২)

শেষ,—

সান্তনুর পুত্র হইল ভিশ্ম মহাসয়।
ভুবনবিক্ষাত বির গঙ্গার তনয়॥
আর দুই পুত্র হইল সান্তনুসন্তত্তি।
কুরু পাণ্ডব হইল তাহার সন্ততি॥
মহাসত্ব ভিষ্ম বির কুরুবংসকর্ত্তা।
কৌরব পাণ্ডব জেন দুই কুল ভর্ত্তা॥
সান্তনুর পুত্রকথা কহি সুন তোকে।
জেন মতে ব্রহ্মসাপ হইল মত্যলোকে॥
অপূরা দেবের জান সান্তনু আছিল।
অনুদিন ইন্দ্রসভা বহুল বঞ্চিল॥
একদিন ইন্দ্র ব্রহ্মা দেব সমোদিত।
নিত্য দেখে দেবলোকে হইয়া হরসিত॥
বিম্বাধর নামে এক আছ[এ] অপছর।
নাচিতে অঞ্চল লাগে ব্রহ্মা কলেবর॥
ক্রোধ হইয়া ব্রহ্মা তাকে সাপে ততপর।
বানর হইয়া জর্ম্ম তুহ্মি পৃথিবি ভিতর॥
সেই হ[ই]তে ব্রহ্মসাপ জর্ম্মিল বানর।
সেই বানর জিআইয়া দিল মুনিবর॥
সেহ বংসে জর্ম্ম হইল সান্তনু রাজন।
তাহার প্রস্তাব সেষে সুন দিয়া মন॥
ইতি ব[ং]সাবলি সমাপ্ত॥ * ॥

১৭১। পরাগলী মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১৫। এক এক পৃষ্ঠায় ৭—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ঢাকা।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি।
কর্ন্ন জদি পড়িলেক অনাথ কুরুবল।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন হইল বিকল॥
আহাকার করিয়া ত্রাশন্তি যুর্দ্ধাগন।
ধনু শর ছাড়িয়া চিন্তয়ে জনে জনে॥
নিরাকুল বল দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
সভাকে আনিয়া বোলে আশ্বাষ বচন॥
ভিশ্ম দ্রোন ভগদর্ত্ত আর কর্ন্ন বির।
রন করি সর্গে গেল নির্ভয়ে শরির॥
জিবনকাতর হইয়া না কর বিশাদ।
সাস্ত্রে রত বিশারদ ক্ষেত্রিধর্ম্মবাদ॥
শংগ্রামে পড়িলে রনে হইব শর্গগতি।
রনেত কাতর হইলে নরকেত গতি॥
রনেত বিজয় কর না কর অধর্ম্ম।
রনেত বিমোখ হয়ে নয়ে ক্ষেত্রিধর্ম্ম॥
হেন মত কর্ম্ম করি জত যুর্দ্ধাগন।
প্রিথিবিত অবসিষ্ট নাহি কুন জন॥

প্রানপুন করিয়া করহ মহারন।
অনুসূচে কার্য্য নাহি শোন শর্ব্ব জন ॥
দুর্য্যোধনবচন শোনিয়া বিরগন।
শেনাপতি কাকে দিবা বল মহাজন ॥
শেনাপতি দেও সবে করিবারে রন।
কৃষ্ণ সমে পাণ্ডব মারিব সেহি জন ॥
দুর্য্যোধন চিন্তিয়া বচন কৈল সার।
অশ্বথামা হতে বুর্দ্ধিবন্ত নাহি আর ॥
অজোনিস্বম্ববা বির ভুবন দুর্জ্জয়।
পরিত্রাণ মোর অশ্বথামা মহাশয় ॥
এথেক চিন্তিয়া রাজা দ্রোণপুত্র পুছে।
সেনাপতি করি হেন কুন বির আছে ॥

মধ্য,—

গদা হস্তে ভিমসেন জেন কালদণ্ড।
কৃতব্রহ্মার রথ কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥
অতি কৃপে বান মারে মন্ত্র অধিকারি।
সোমক পাঞ্চাল আদি মারে শীগ্র করি ॥
যুদিষ্টির রাজার বিন্দিল কলেবর।
ক্রোধে ওষ্ট কামরায় বির বৃকুধর ॥
শৈন্যের নীধন হেতো চিন্তি মনে মন।
জমদণ্ড সম গদা লইল তখন ॥
জেহি গদা লইআ ভিম মারিলেক জক্ষ।
মর্ত্ত্য গজ সকল মারিল নীরূপক্ষ ॥
হেন রত্নবিস্ফুরিত বজ্রসমুসর।
মেরুশ্রীঙ্গ সম গদা লইল বৃকুধর ॥
গীরিশ্রীঙ্গ বিধারয়ে সর্ব্ব লুকে জানে।
জাকে লৈয়া রন কৈল কৈলাসভুবনে ॥
কুবের মুচ্ছিত কৈল জাকে হাতে করি।
হেন গদা হাতে লৈল বিক্রমে কেসরি ॥
সর্ব্বদার গদা গোটা বহে অষ্ট ধারে।
হেন গদা হাতে লৈল বির বৃকুধরে ॥
জাহা লইয়া দুষ্টক মারিল একাম্বর।
সেহি সে বিসম গদা লএ বৃকুধর ॥
গদা লইয়া জায় বিম সৈন্য মারিবারে।
দণ্ড হস্তে জম জেন আইল হরিবারে।

(পৃঃ ৬২-৭।১)

শেষ,—

হেন কালে রথে চরি আসীলা শীগ্রগতি।
অশ্বর্থামা কৃতব্রর্ম্মা ক্রেপ মহামতি ॥
নগর বিতরে জাইতে দেখিলা সঞ্জয়।
জিজ্ঞাসীলা কথা দুর্জ্জোধন মহাশয় ॥
সঞ্জয় কহিলা তবে সকল বির্ত্তান্ত।
জলের বিতরে গেলা কৌরবের কান্ত ॥
তিন রথি সুনীল সকল বিবরন।
তিন জন গেল জথা কৌরবনন্দন ॥
কৃতব্রর্ম্মা অশ্বর্থামা ক্রেপ মহাশয়।
বিস্তর কহিলা তথা করিআ বিনয় ॥
আহা দুর্জ্জোধন রাজা কেনে হেন গতি।
রদের ভিতরে কেনে কৌরবের পতি ॥
হেন মতে বিলাপন্তি তিন মহাজন।
জয়বাদ্য করি আইসে পাণ্ডবনন্দন ॥
কেহ বলে পারল নৃপতি দুর্জ্জোধন।
কেহ বলে পলাইল না পাই দরশন ॥
জয় পাইআ পাণ্ডবে করয়ে সীংহনাদ।
বিজয়দুন্দুমী বাজে জয় জয় বাদ ॥
পাণ্ডবের হাতে হইল কৌরব সংহার।
বোজিআ কার্য্যের গতি করিআ বিচার ॥
ধৃতরাষ্ট রাজার যুযু[ৎ]স নামে সুত।
বেশ্যাগর্ব্বে উপজিল গোলে অদবোত ॥
সরন লবিল ধর্ম্মরাজার চরনে।
আপনার পরিচয় গোত্র আলাপনে ॥
সদয়ে রিদয় যুদিষ্টির মহাশয়।
কোলে করি যুযু[ৎ]সক দিলেন্ত অবয় ॥

শ্রি সব আনীবার দিল অনুমতি।
হস্তিনাপুরেত গেল যুযু[ৎ]স সুমতি॥
বিদুর সহিতে হৈল পথে দরশন।
জোজু[ৎ]স কহিল তবে সকল কথন॥
ভারথের পুর্ণ্য কথা অম্রেত সমান:
সুনীয়া হাসন্ত বির পরাসর খায়
(পরাগল খান)॥
বিজই পাণ্ডবকথা অম্রেতলাহরি।
সুনীলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
এহি হতে শৈল্যপর্ব্ব কথা অবশেষ।
তার পর গদাপর্ব্ব সুনহ বিশেষ॥
ইতি মহাভারথের শৈল্যপর্ব্ব পুস্তোক সমাপ্ত॥ * ॥

১৭২। মহাভারত—১৮ পর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয় কবীন্দ্র।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৮½ × ৬½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২১৮, ২২০—২৮৬, ২৮৮—৩৭২, ৩৭৪—৫৫৯; ২২৬ সংখ্যক পাতা দুইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৩ সাল। খণ্ডিত। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
নম নম নারায়ন দেব বনমালি।
এ তিন ভুবনপতি গুনের জে সালি॥
গুনালয় গুনময় গুনকিত্তি নাম।
কৃপাময় করুনাসিন্ধু গুনে অনুপাম॥
অনন্ত মহিমা সিমা ব্রহ্মা না জানএ।
সেবকবৎসল প্রভু দেব দয়ামএ॥
জার নামে ভবসিন্ধু অনাআসে তরি।
প্রনমোহম মোহাপ্রভু মুকুন্দ মুরারি॥
সপ্ত মুনি প্রভিতি জে তিন পদ লৈআ।
জুগে জুগে সেবএ বুঝিতে নারে মায়া॥
নারদ পহ্লাদ সুক সোনাতন ঋসি।
জার নাম মুখ ভরি লএ অহনিসি॥
নিমেসেক শৃষ্টি জার ব্রহ্মাণ্ড প্রচুর।
ক্ষেনে পালে ক্ষেনে শৃজে ক্ষেনে করে চুর॥
সিসুক্ষেলা হেন লিলা সকল বেভার।
চারি বেদে অন্ত নহি পায়ন্তী জাহার॥
হেন প্রভু নারায়ন দেব নিরঞ্জন।
তান পাদপদ্মে সদাএ রহুক জে মন॥
নমো সঙ্কর প্রভু দেব ভুতেশ্বর।
প্রনমোহম গঙ্গাধর নিলকণ্ঠ হর॥
নমো সিবাসর্দ্ধিধর নমো বি[শ্ব]মুখ।
বিসভক্ষ বিরূপাক্ষ নম পঞ্চমুখ॥
প্রনমোহ প্রকৃতিস্বরূপা ভগবতি।
প্রকৃতিস্বরূপা দেবি সর্ব্বভুতে স্থিতি॥
হরি হর বিধার্ত্তাএ অন্ত নহি পাএ।
হেন দেবির পদে চিত্য রহুক সর্ব্বদাএ॥
মুঞি মুড় জ্ঞানহিন নাহি বুদ্ধিলেস।
কৌটি কৌটি ব্রহ্মাএ জার না পাএ উর্দ্দেস॥
হেন দেবি প্রনমোহ দেবি সোনাতনি।
সুর মুনি গুরুপদে বন্দম পুনি পুনি॥
ভারথির পদারবিন্দে করিআ ভকতি।
মোহাভারথের কিছু কহিব আরতি॥
পরিক্ষিত নামে ছিল সৈত্যবাদি রাজা।
তান পুত্র জর্ম্মজয় বলে মোহাতেজা॥
গঙ্গাতিরে পুণ্যস্থল হস্তিনা নগরি।
তথাএ রার্জ্জ্য করে রাজা জেহেন দৈত্যারি॥
এক দিন ব্যাস মুনি আইল রাজদ্বারে।
প্রতিগামি জানাইল রাজার গোচরে॥

বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি জে আসিল সত্যর।
প্রনাম করিআ নিল আপনা অন্তর॥
পাদ্দ্য অর্ঘ আচমনি দিল হেমাসন।
মুনির চরনে রাজা করে নিবেদন॥
আজি সুভ দিন মোর হৈল উপসন্ন।
আহ্মার ভাগ্যের কথা না জাএ কহন॥
আছএ অবিষ্ট মোর মনের বাঞ্ছিত।
প্রকাস কহিতে তাহা মনে বাসি ভিত॥
পিতামোহ সব মোর ছিল দুর্নিবার।
মোহাবলপরাক্রম বিক্রমে গম্ভির॥
সাক্ষাতে দেখিছ তুহ্মি কৌরব পাণ্ডব।
গোত্রকলাহল করি মৈল তানা সব॥
আপনে জে মোহামুনি থাকিতে বিদিত।
তাতে কেনে হেন কর্ম্ম কৈলা বিপরিত॥
পঞ্চত্তরসত তানা ছিল সহোদর।
এক এক পরাক্রমে মোহা ধনুর্দ্ধর॥
রাজাএ বোলে ই বাক্য বিশ্ময় লাগে সুনি।
কার সক্তি লংঘিতে পারএ তোহ্মা বানি॥
তোহ্মা হোতে পারে কেবা সতন্ত্র হইতে।
নিসেদ না কৈলা কেনে জুর্দ্ধ সঙ্কলিতে॥
মুনি বোলে কথা কহ মতি হৈআ ধর্ম্ম।
পুতলি বিহিনে জেন চক্ষু হএ অর্দ্ধ॥
আর ব্যাধি হৈলে জেন চিকিৎসাএ জাএ।
পুতলি ধরিলে নহি জাএ সর্ব্বথাএ॥
শ্রীমর্ত্তে মত্যতা হৈয়া করে অহঙ্কার।
ইন্দ্রতুল্য দেখে সব সরির তাহার॥
ভূত ভবিশ্বত দেখে আপনে সাক্ষাত।
অবোধ বর্ব্বরে দেখে ফলিলে সাক্ষাত॥
মর্ত্ত হৈআ কর্ম্ম করে আপনার বলে।
আহ্মি কি করিব বোল বাক্য না ধরিলে॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে কর্ম্ম করে দিনে দিনে।
আপনা কুবুর্দ্ধি তানা নাস হৈল রনে॥
ভির্শ্ব দ্রোর্ম্ম বিদুরে কহিল সাবহিতে।
তথাচ না ধরে বাক্য পাপ আবর্ত্তিতে॥
তা সমাইকে কেমতে করিব নিবারন।
এক এক মোহারথি অতি বিচক্ষন॥
তোহ্মারে নিসেদি আহ্মি এক সমাচার।
তুহ্মি দেখি এক বাক্য পালহ আহ্মার॥

ইহার পর ব্যাসদেব রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—আগামী কল্য তোমার দ্বারে এক সুদৃশ্য রথ আসিবে। যদি মঙ্গল চাও ত তাহাতে আরোহণ করিও না। কিন্তু নিশ্চয় তুমি তাহাতে আরোহণ করিবে। যাহা হউক, রথে চড়িয়া তিন দিক্ ভ্রমণ করিতে পার, দক্ষিণে কদাচ যাইও না। বস্তুতঃ তুমি রথে চড়িয়া মৃগয়ার্থে দক্ষিণ দিকেই যাইবে এবং তথায় গিয়া এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইবে। দেখিও, যেন সেই পুরীতে প্রবেশ করিও না। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে সেখানে গিয়া এক কন্যা দেখিতে পাইবে। হিত চাহিলে সেই কন্যাকে আনিও না। যদি বা আন, তবে তাহাকে পাটরাণী করিও না ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক এইরূপ কথাই পরাগলী মহাভারতে আছে।

মধ্য,—

লাছাড়ি॥ দিঘ ছন্দ॥

সখি হৃদএ রহিল বড় ক্ষেদ।
সে রাজার জথ গুন তুহ্মি কি না জান পুন
কোন বিধি করিল বিছেদ॥
সে হরি গুনের নিধি আনিআ মিলাইল বিধি
পুর্ব্বজর্ম্মের তপফলে।
জে বিধি করিল এথ মনে আহ্মি ভাবি কথ
মোর জর্ম্ম জাইব বিফলে॥

কান্দি কহে অশ্রুমুখি সুন মোর প্রানসখি
মুঞি পাপ কথেক করিলুম।
বনেত পাইআ য়ানি পালিলেক স্কন্দ (কণ্ব) মুনি
মাও বাপ এক না জানিলুম॥
বিহা কৈল কর্ম্মগতি সেহ ছাড়ি গেল প্র...
ফিরি আর না কৈল উর্দ্দেস।
গর্ব্ভ বাড়ে দিনে দিনে না জানিল কোন জনে
কেমতে হইব পরকাস॥
কেবা বাপ কেবা মাও না দেখিআ পোড়ে গাও
না চিনিল নয়নে জে আন্ধি।
পাপিষ্ঠ করম মোর কি লিখিল বিধবর
জথ দুঃখ পাইলুম অভাগিনি॥
পুসিলেক জেই জনে সুনা বানবেক মনে
কুচরিত্র দেখিআ য়াহ্মার।
বাছি নিজ মনুরথ না চাহিলুম তান পথ
সেহ মোর হইল অসার॥
উদরেত রাজবংস সেহ মোহা তেজ অংস
সেহ সে হইল মোর ভএ।
আপনা সরির তেজম তোহ্মাতে জে এহি কহম
এথ দুঃ[খ] না সহে সরিরে॥
ই বলিয়া কান্দে রামা মনেত নাহিক খেমা
সজল নয়নে বহে ধার।
মনে জথ ক্ষেদ উঠে কহিতে সারর ফাটে
বিরচিত সঞ্জয় কাবত্য॥

পয়ার॥

মোহা তাপে তাপিত অসুস্ত কলেবর।
ব্যাধসরঘাতে জেন হরিন কাতর॥
এথাএ মুনির সাপে রাজা বির্শ্বরিল মনে।
তির্থজাত্রা হোতে মুনি আইল কত দিনে॥
আগুবাড়ি আনিলেক সখি দুই জন।
না আসিল সকুন্তলা লর্জ্যার কারনে॥
আশ্রমে প্রবেস কৈল মুনি মোহাসএ।
না দেখিআ সকুন্তলা বির্শ্বয় হৃদএ॥
কথাএ গেল সকুন্তলা জিজ্ঞাসিল পুনি।
ধিরে ধিরে ঘর হোতে আইল সুভদনি॥
বসনে ঢাকিআ মুখ লর্জ্জা বাসি মনে।
দণ্ডবত কৈল আসি মুনির চরনে॥
ভাল মন্দ না বলিল পুনি গেল ঘর।
দেখিআ বিশ্মিত মুনি জিজ্ঞাসে সত্বর॥
আজি কেনে সকুন্তলা দেখি বিপরিত।
কৈন্যার লৈক্ষন জথ সব অনুচিত॥
না কহে উত্যর মুনি জিজ্ঞাসিলে কথা।
উত্যর না করে কৈন্যা লাজে হেট মাথা॥
আছিল চঞ্চল গতি খঞ্জনের প্রাএ।
গতি গহিন দেখি বিকল লর্জ্যাএ॥
বাড়িল নি[তি]ম্ব গুরু স্তনজুগ ভার।
সিন্দুরতিলেক জলে বিচিত্র মনিহার॥
দির্ব্ব মনিহার গলে তাকে কেবা দিল।
সুর্জ্জতেজ সম মনি তাকে কথাএ পাইল॥
রাজলক্ষি হেন জলে কান্তি কলেবর।
উর্ব্বাসির প্রভা জেন ইন্দ্রের গোচর॥
কিবা দেবে বিহা কৈল নতুবা রাজকুলে।
আপনে বরিল কিবা লংঘিলেক বলে॥
অনুসুইআ পৃয়ম্বদা তখনে কহিল।
মৃগআ করিতে এথা দুঃমান্ত আসিল॥
চরমুখে বার্ত্তা পাই আসিল আশ্রমে।
বঞ্চিলেক তিন মাস তোহ্মার কারনে॥
দেখা না পাইআ রাজা বড় দুক্ষি হৈল।
নৈরাসা হইআ রাজা দেসেত চলিল॥
অগস্তের অনুমাত মুনি সব লৈআ।
সুভক্ষন করি কৈন্যা তাকে দিল বিহা॥
তোহ্মার সংখোচে তথা না নিল রাজাএ।
তবে তুহ্মি তারে তুষ্ট হইতে জুআএ॥

সুনিআ মুনির মনে হৈল হরসিত।
স্নেহ হোতে আখির জল শ্রবিল কিঞ্চিত ॥
প্রভাতে আইল সর্ব্ব মুনির সমাজ।
তানা স্থানে সকল কহিল মুনিরাজ ॥
সকলের অনুমতি জুক্তি কৈল সার।
পাঠাইআ দিতে জুক্ত মহেসি রাজার ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মনি সব সিষ্য সঙ্গে দিয়া।
সকুন্তলা হেতু রথ আনে সাজাইয়া ॥
বার্ত্তা পাইয়া আইল তবে ব্রাহ্মনি সকল।
হরিসে রচিল তথা অনেক মঙ্গল ॥
আশ্বাসিল সকলেরে জার জে উচিত।
বিনয় কন্নুনা হৈল মুনির বিদিত ॥
শ্রবএ নয়নের জল গদ গদ ভাসে।
মুনির কন্নুনা সোক বাড়িল বিসেষে ॥
রথেত চড়িয়া কৈন্তা কান্দে উর্শ্চ খরে।
মুনিহ কান্দিতে পাছে গেল কত দুরে ॥
নিবর্ত্তিয়া স্কন্দ (কণ্ব) মুনি আইল নিজ ঘর।
তরুতলে বসি সোকে কান্দিল বিস্তর ॥
হা হা সকুন্তলা মোরে ছাড়ি গেলা কথা।
আশ্রম করিআ সুন্ন মনে দিআ ব্যথা ॥
খুধ[া]কালে জত্ন করি কেবা দিব ফল।
তিষ্কা হোলে কাহাতে খুজিব আন্ধি জল ॥
ঘরে আইলে সানন্দে করি কে পুছিব আর।
দগ্ধ তরুমুলে জল কে সিঞ্চিব আর ॥
এত জত্নে তরুগন পালিবেক কনে।
গৌরবে পল্লব ছিড়ি না দিবা শ্রবনে ॥
আজি হোতে অনাথ হইল তরু সব।
কথেক সহিব মনে সোক অনুভব ॥
এথ ভাবি মুনিবর কান্দিল বিস্তর।
অপুত্রার পুত্রসোক বড়হি দুষ্কর ॥
এথাএ সকুন্তলাএ মনে মুনিরে ভাবিয়া।
কান্দিয়া কান্দিয়া জাএ মুনিরে খরিয়া ॥

আশ্রম এড়িআ জদি বহু দুরে গেল।
এক সরোবর পাইয়া তাতে স্নান কৈল ॥
হরিস বিসাদ মনে ভাবিল অন্তর।
অঙ্গুরি পড়িল খসি জলের ভিত[র] ॥
না খরিয়া রথে চড়ি গেল সিঘ্রগতি।
পুর্ব্ব অনুগ্রহ রাজার ভাবি দিবা রাত্রি ॥
সপ্ত দিন হাটি রথ গেল সেই দেস।
নাগরিক লোকে দেখি আনন্দ বিসেষ ॥
রোগ সোক দুঃখ পিড়া নাহি কোন তাপ।
ধার্ম্মিক সকল লোকে নাহি কোন পাপ ॥
ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব নির্ত্য গিত।
তাহা দেখি সকুন্তলা আনন্দিত চিত ॥

(পৃঃ ২০১১-২১১২)

সঞ্জয়ের মহাভারতে শকুন্তলার উপাখ্যান অতিশয় দীর্ঘ,—ছয়ের পাতায় আরম্ভ হইয়া চল্লিশের পাতায় শেষ হইয়াছে। অতঃপর যযাতির উপাখ্যানের অন্তে শান্তনুর জন্ম-বিবরণে কিছু নূতনত্ব আছে। মূল মহাভারত বা কাশীদাসী মহাভারতে এই অংশ নাই। যথা,—

মন্দ[া]কিনি নদি বৈসে নদির প্রধান।
চন্দ্র সম জলে জে ধবল পুরিখান ॥
পাছে ছিল বাউ তথা গেল সিঘ্র করি।
গঙ্গার বসন তথাএ উড়াএ তরাতরি ॥
মাথা হেট কার তথা সর্ব্ব দেবগন।
অঙ্গে বেষ্টে গঙ্গা দেবি সম্বরে বসন ॥
কামে মোহাভির্ষ[১] বির হইল অস্থির।
লোভ হোতে কামভাব হইল সরির ॥
মাথা হেট দেবগনে কেহ না দেখিল।
জ্ঞানচক্ষু ব্রহ্মাএ তাহা মনেত জানিল ॥

১। মহাভিষ।

ব্রহ্মাএ বোলে মোহাভির্শ্ব করিলা অধর্ম্ম।
স্বর্গ হোতে লামিয়া মনির্শ্ব হৈয়া জর্ম্ম॥
আগে বানরজর্ম্ম লভিবা নিশ্চএ।
পুনি নররূপি হৈবা সুন মোহাসএ॥

* * * * *

ব্রহ্মাএ বোলে সুন রাজা আহ্মার বচন।
পাইবা বানরজোনি মর্ত্যএ ভুবন॥
সদয় হৃদয় হৈআ দেব পসুপতি।
গঙ্গারে তোহ্মারে দিব দেখিআ ভকতি॥
কপট করিয়া গঙ্গা মারিব পরানে।
অব্যাগতি পাইবা তুহ্মি আহ্মার কারনে॥
সান্তনু হইব নাম কুরুর নন্দন।
মুনি সর্ব্বের আসির্ব্বাদে জর্ম্মিবা তখন॥
জান্নবির সঙ্গে ক্রুড়া করি কত কাল।
এথ বলি অন্তধ্যান হৈল লোকপাল॥
সাপ পাইয়া মোহাভির্শ্ব স্বর্গভ্রষ্ট হৈল।
তাহা দেখি গঙ্গাদেবি কহিতে লাগিল॥
অকারনে মোহাসাপ দিলা প্রজাপতি।
কৌতুক করিতে গিয়া মনিস্য সঙ্গতি॥
এতেক চিন্তিয়া গঙ্গা মনেত দুক্ষিত।
হেন কালে অষ্ট বসু আইল আচম্বিত॥

* * * * *

জর্ম্মজএ কহে মুনি মোতে কহ সার।
কোন মতে হইল সান্তনু অবতার॥
সে কথা অমৃতময় কহ তপোধন।
কিরূপে বানর হোতে হইব মোচন॥
মুনি বোলে কহি সুন রাজা জর্ম্মজয়।
ভারথের পুণ্যকথা অতি পুণ্যময়॥
কপিকুলে জর্ম্ম হৈল সেই কপিপতি।
একমনে করে সে জে সঙ্করভকতি॥
সেবকবৎসল হর ত্রিদেস ইশ্বর।
তুষ্ট হৈয়া কহে হর তুহ্মি মাগ বর॥
বড় তুষ্ট হৈল আহ্মি তোহ্মা ভক্তি লাগি।
মনের অবিষ্ট বর লও তুহ্মি মাগি॥
আদ্য অন্ত কহি আহ্মি নাহিক সংশএ।
জেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চএ॥
সুনিয়া সিবের বাক্য কপি নামে হরি।
অতি ভয় কহিলেক পুটাঞ্জলি করি॥
আপনেহো তুষ্ট হৈয়া দিতে চাহ বর।
মনের আবিষ্ট মোর কৈতে বাসি ডর॥
অত্যন্ত অসক্ষ্য মোর মনের বাঞ্চিত।
কহিতে অসক্ষ্য কথা সুনিতে কুৎসিত॥
সঙ্করে কহেন তুহ্মি ভয় পরিহর।
মনের বাঞ্চিত তবে কহত বানর॥
পাইয়া অভয় বর কহে কপিপতি।
সুরেশ্বরি গঙ্গারে অবিষ্ট মোর অতি॥
সঙ্করে বোলেন কপি আজি জাও ঘর।
প্রভাতে আসিয় তুহ্মি এহি গঙ্গার তির॥
সানন্দিত হৈআ কপি গেল আশ্রমেতে।
মিলিলেক ভাগিরথিকুলেত প্রভাতে॥
বৃসেত চড়িআ তবে দেব পঞ্চসিব।
গঙ্গা গৌরা সঙ্গে করি আইল জগজিব॥
জলেত নামিল সিব দুই ভার্জ্যা লৈআ।
পাসেত রহিল কপি সম্ভ্রমিত হৈয়া॥
পবন স্মরিয়া তবে আজ্ঞা দিল হর।
জান্নবির উরু হোতে বস্ত্র দুর কর॥
হরের আজ্ঞাএ বাউ কুণ্ডল আকারে।
গঙ্গার সরির হোতে বস্ত্র দুর করে॥
বিবসন হৈল গঙ্গা বড় পাইল লাজ।
পৃষ্ঠে থাকি তাহারে দেখিল কপিরাজ॥
কষ্টমনে গঙ্গারে সাপিল পঞ্চসির।
বানরে দেখিল তোর গোপ্ত জে সরির॥
আহ্মার পাসেত থাকি কোন কার্জ্য নাই।
আজ্ঞা কৈল জাও তুহ্মি বানরার ঠাই॥

পুনি পুনি আজ্ঞা কৈল দেব ত্রিলোচন।
করজোড়ে কহে গঙ্গা বিনয় বচন॥
এহি অপরাধে গোসাই মোরে সাপ দিলে।
সাপের সাপান্ত গোসাই রৈব কত কালে॥
কৃপা মনে সাপান্ত পশ্চাতে দিল হর।
বানর সেবিআ থাক দ্বাদস বৎসর॥
সাপান্ত জে দুর হইব দ্বাদস বরিসে।
দুঃখ না ভাবিয় গঙ্গা চলহ হরিসে॥
অমোঘা তোহ্মার নাম হইব মর্ত্ত্যেতে।
পাইবা সাপের ক[ফ]ল না দুসিবা তাতে॥
আর এক বাক্য গঙ্গা পালিয় জর্ত্তানে।
অষ্ট বসু সাপিআছে বসিষ্ট ব্রাহ্মনে॥
বসিষ্টের ধেনু হরি উর্ব্বসিরে দিল।
অষ্ট গর্ভপাত হৈতে বসিষ্টে সাপিল॥
অষ্ট বসু হইলেক ঋসির সাপান্ত।
কৃপামনে মোহামুনি দিলেক পদান্ত॥
হরসাপে গঙ্গা দেবি জাইব ভুবনেত।
সেই গর্ভপাত হৈআ য়াসিব স্বর্গেত॥
এত কহি গঙ্গা দেবি হরে বিসর্জ্জিলা।
গঙ্গা নেয় করিয়া বানর আদেসিলা॥
আগে জাএ গঙ্গা দেবি পাছে কপির্শ্বর।
কত দুর গিয়া গঙ্গা দিলেক উর্ত্তর॥
কপটে বানর জদি করিতে পারি নাস।
তবে সে জাইতে পারি হরের সম্পাষ॥
আদিপর্ব্ব মোহাপোথা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জএ॥
এত ভাবি কহে গঙ্গা সুনহ কপিনাথ।
মনের অবিষ্ট কেনে না কহ আহ্মাত॥
কোন হেতু মোরে তুহ্মি লৈ জাও মাগিয়া।
আপনা মনের কথা কহ হৃষ্ট হৈআ॥
হাসিআ বানরে কহে সুন সুরেশ্বরি।
সঙ্কর সেবিআ পাইছি তুহ্মি হেন নারি॥
এত সুনি কহে গঙ্গা পরিহরি লাজ।
হিত উপদেস কথা কহি কপিরাজ॥
আহ্মি ত অলোম রূপ তুহ্মিত লোমেস।
কিরূপে আহ্মার অঙ্গে করিবা প্রবেস॥
সর্ব্বলোম দাহ কর আনল জালিয়া।
আহ্মা সঙ্গে ক্রিড়া কর বচন পালিআ॥
কামাতুর হৈয়া কহে কপিরাজ হরি।
তোহ্মার অবিষ্ট জেই সেই কর্ম্ম করি॥
গঙ্গাএ বোলে আহ্মি বর দিলাম তোহ্মারে।
আনলের তেজে তোহ্মা কি করিতে পারে॥
প্রথমে পরিক্ষ্যা দেখ অঙ্গুলি দহিআ।
পশ্চাতে নির্লোম হও সর্ব্বাঙ্গ পুড়িআ॥
তবে অল্প অগ্নি করি প্রবেসিল কায়া।
অঙ্গুলি নির্লোম হৈল গঙ্গাএ কৈল মায়া॥
গঙ্গাএ করিল মায়া পর্ত্ত্যএ বানর।
গঙ্গাএ বোলে মোহাকুণ্ড এবে অগ্নি কর॥
সুনিয়া গহিন কুণ্ড আনল জালিল।
গঙ্গার বচনে কপি বেগে ঝম্প দিল॥
গঙ্গারে আকংখে কপি মনে কার্ষ্য(ম্য) করি।
আনলে পুড়িয়া মৈল কপিরাজ হরি॥
মূর্ত্ত হৈল কপিরাজ গঙ্গা সতন্তর।
চলি আইল সুরেশ্বরি সঙ্কর গোচর॥
এথাএ দৈব ঘটনে ফলিল তাতে কাজ।
জেই কুণ্ডে মরিল বানর কপিরাজ॥
আনল সহিতে তথা উথলিল জল।
মোহাকুণ্ড উথলিআ করে টলমল॥
সেই কুণ্ড উথলিআ ডুবাইল পাড়।
আনল সহিতে বৈসে তপ্ত জলধার॥
সেই ত দক্ষিন ভাগে বৈতরণি নাম।
তাহার দক্ষিনে পুরি জমের আশ্রম॥
তবে মৃতা বানর ভাসিল সেই জলে।
অতি বড় সরির লাগিল দুই কুলে॥

আটাসি যহশ্র মুনি জাএ তপ হোতে।
দেখিলেক অগ্নিময় জল বহে শ্রোতে॥

পরসিতে না পারে অত্যন্ত তপ্ত জল।
কি হৈল কি হৈল করি ঘোসপ্ত সকল॥
প্রভাতে দেখিল এথা না আছিল পানি।
অগ্নিময় জল তাতে কি হেতু না জানি॥

হেন কালে দেখিলেক মরা এক কপি।
বান্দিলেক জল সেই দুই কুল চাপি॥
সেই কুরুনৃপতি হস্তিনাপুরবাসি।
পুত্র অবিলাসে রাজা হৈল রাজঋসি॥
পাত্রেত সমর্পি রাজ্য সেই রাজের্শ্বর।
মুনি সঙ্গে নৃপতি বহুল তপ করে॥
একে একে পার হৈমা জাএ কুতুহলে।
হইল আকাসবানি সুনিল সকলে॥
উপকারি বানর জে না জাও ছাড়িয়া।
বেদমন্ত্রে জিয়াইল সকলে বেড়িআ॥
পরম সোন্দর হৈল সেই নরের্শ্বর।
অপুত্রা কুরুএ তবে পাইল পুত্রবর॥
সান্তনু হইল নাম তাহার নিশ্চএ।
তপের প্রভাবে রাজা পাইল তনএ॥

মুনি সবের আসির্ব্বাদে দেবতার বরে।
হেন মতে শান্তনু আছএ রাজঘরে॥

(পৃ° ৫২।২—৫৫।১)

ও দিকে গঙ্গা মহাদেবের নিকট গিয়া বানরের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলে, শিব অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমি দেবকার্য্য উদ্ধারের জন্য তোমাকে পাঠাইলাম। আর তুমি কি না, ছলক্রমে বানরকে মারিয়া ফিরিয়া আসিলে! তুমি যাহাকে মারিয়াছ, সে এখন রাজপুত্র শান্তনু হইয়াছে। অতএব তুমি তাহার নিকট যাও। এইরূপে শিবের আদেশে গঙ্গা, শান্তনুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিলেন।

শান্তনুর পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিবরণ কাশীদাসী মহাভারতে যেরূপ দেখা যায়, এই পুথির উপাখ্যান সেরূপ নহে। কুরুক্ষেত্রে গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ দেহ ত্যাগ করেন এবং ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হয়, কাশীদাসী ও মূল সংস্কৃত মহাভারতে এইরূপ বিবরণ আছে। কিন্তু এই পুথিতে উভয়ের মৃত্যুকাহিনী অন্যরূপ। গ্রন্থকার বলেন যে, চিত্রাঙ্গদ প্রথমে ক্ষয়রোগে মারা যান; পরে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুকাহিনী এইরূপ,—

চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ভীষ্ম, তীর্থযাত্রা করিবার সময় বিচিত্রবীর্য্যকে বলিয়া গেলেন যে, তুমি অন্য সব দিকেই যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পার, কিন্তু দক্ষিণ দিকে কখনও যাইও না। রাজা এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, দক্ষিণ দিকে গিয়া এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইলেন। এই পুরীতে বসন্তকালে ভীষ্ম শয়ন করিতেন। ইহার মধ্যে দশ সহস্র মাতঙ্গের বলশালী এক হাতী দশ দণ্ড যাবৎ ভীষ্মের সর্ব্বশরীরে শুণ্ডের আঘাত করিলে, তবে তাঁহার নিদ্রা হইত। বিচিত্রবীর্য্য পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিলেন এবং পাশে একটি সোনার ঘণ্টা দেখিয়া তাহা বাজাইয়া দিয়া নিদ্রিত হইলেন। ঘণ্টার শব্দ শ্রবণে পূর্ব্বোক্ত হাতী আসিয়া ভীষ্ম জ্ঞানে রাজার শরীরে শুণ্ডের আঘাত করিতে লাগিল এবং সেই আঘাতেই তাঁহার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। এ দিকে রাজার কোন সন্ধান

না পাওয়ায় প্রচার হইয়া গেল যে, তাঁহাকে গন্ধর্ব্বেরা মারিয়া ফেলিয়াছে।

ভণিতা,—

১। সঞ্জএ গাথিল পোথা ভারথের সার।
কৈন্যাএ কান্দএ গিয়া পুত্র আগুসার॥

২। সঞ্জএ গাথিল পোথা বিচিত্র ভারতকথা
জাহারে যুনিলে ভব তরি॥

৩। ভারথ মধুর কথা অতি পুণ্যমএ।
ভব তরিবার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

শেষ,—

পয়ার॥

জমে বোলে পাণ্ডুসুত সুন দিয়া মন।
কহিব পুন্যের কথা ভারথ লিখন॥
বৈসাখেত জেই জনে তুলসি দিব ঝরা।
সেই জন সোর্গে থাকে য়াকাসেতে তারা॥
কার্ত্তিকেত দিপ দিব তুলসির তলে।
সে(জে)ই নরে প্রদিপ দেহি হরির মন্দিরে॥
জে সকল নরে দিব আকাসে প্রদিপ।
স্বর্গপুরে থাকে সেই পাএ স্বর্গদিপ॥
সুন রাজা পাণ্ডুসুত কর য়বধান।
সংকেপে কহিল কিছু পুন্যের বাখান॥
তোহ্মা সম পুন্যবন্ত ত্রিভুবনে নাই।
সশরিরে কোন জনে পাইল গোঁসাই॥
নৃপে বোলে প্রজাপতি য়াহ্মি মূড় জন।
কোন মতে বৈসে প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
তোমার চরন বিনে য়ার গতি নাই।
কোন মতে বৈসে প্রভু সুনিবারে চাহি॥
পাপের ঘটক য়াহ্মি পুন্য না করিলাম।
তোমা পদে য়পত্রাধি কুল নাসি য়াইলাম॥

নাচাড়ি॥

য়জানু লম্বিত কর নাভি জে গভিরতর
শ্রীখণ্ডি জে তাহান ললাট।
কৌস্তুরি ভুসন করি য়ালতি পুষ্পের বারি
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
গরুড়ে স্তবন করে ব্রহ্মা য়াদি স্তবে জারে
লক্ষ্মি করে চামর ঢুলান।
শ্বর্গপুরে দেবগন জাথে ধ্যায়ে সর্ব্বক্ষন
হর ব্রহ্মাএ সিমা দিতে নারে॥
পরিধান পিতবাস সুনে পাপির শ্বর্গবাস
নিজ নাম ভবতরনি।
অরুন জিনিয়া য়ঙ্গ কমল পুষ্পতরঙ্গ
ভুরুযুগে চম্পক কদলি॥
কমল জিনিয়া রূপ য়তি দিপ্তি স্বরূপ
মুখ সোভে য়রুন লোচন।
জিনিয়া খঞ্জন পাক্ষি সুললিত জিনি য়াথি
নখে সোভে নক্ষাত্র সমান॥
কনক জে সিংহাসন বৈসে প্রভু য়নুক্ষন
ছত্রাজিতাএ তাম্বুল জোগাএ।
মস্তকে মালতি বেড়া গলে বনমালা ছড়া
তিলক সোভিয়াছে জে ললাটে॥
হেন হরি নারায়ন জে লএ তান স্মরন
ব্রহ্মহত্যা পাপ জাএ দুর।
ভক্ত জন জেই হএ সেই নিজ রূপ পাএ
অভক্তের দ্বারে নাহি জাএ॥
রাম হরি নামখানি বৈকুণ্ঠের চূড়ামনি
খেনে কালা খেনে হএ কালি।
দসরথঘরে রাম গোকুলেতে কৃষ্ণনাম
হরিনামে ন্যাগ জে উদাস॥ ৪॥

পয়ার॥

কৃষ্ণকথা সুনি রাজা ব্যাকুলিত মন।
ধর্ম্ম ইন্দ্র সঙ্গে চলে দেখিতে নারায়ন॥
বশি আছে কৃষ্ণচন্দ্র কনক আসনে।
হেনকালে যুধিষ্ঠির গেলেন সদনে॥

সেই সব রূপখানি দেখাইল প্রজাপতি।
সেই রূপ দেখিলেন ধর্ম্মের সন্ততি ॥
শ্রীমুখ দ্রশন কৈল রাজা মহাসএ।
মহাভাগ্যে পাইলেন প্রভুর চরনএ ॥
গলে বস্ত্র বান্দি রাজা চরনে পড়িল।
অনেক ভকতি করি শ্রীপদ স্তবিল ॥ ৪ ॥

লাচাড়ি ॥

নমো নমো নারায়ন কস্তুরি জে ভুসন
নমো নমো দেবচুড়ামনি।
লক্ষি জার পাদ সেবে ধ্যেয়ান করে দেবে জাকে
আহ্মি অধম তোমার কিংকর ॥
জে তোমা সরন লএ তার স্বর্গবাস হএ
হিন দেখি না করিলা দয়া।
ব্রহ্মা য়াদি দেবগন ভাবে পদ য়নুক্ষন
তুলনা দিবাম কোনমতে ॥
তোমার ধন তুহ্মি নেয় সিতল পদ মোরে দেও
লিন হইয়া চরনে মিসাই ॥ ৪ ॥

পদবন্ধ ॥

যুধিষ্ঠির রাজাএ জদি প্রভুরে স্তবিল।
হরসিত হইয়া কৃষ্ণে য়ালিঙ্গন দিল ॥
হস্তে ধরি রাজাকে বৈসাইল সিংহাসনে।
নাথ চক্র গদা পদ্ম দেখিল নয়নে ॥
সংখ চক্র গদা পদ্ম হই চতুরভুজ।
নিজ অঙ্গ দেখিলেন বৈকুণ্ঠনায়ক ॥
কৃষ্ণে বোলে তোমা গুন কৈথে য়ন্ত নাই।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া দেখ য়াহ্মারে সদাএ ॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে প্রভু করি নিবেদন।
সাহ্মা ছাড়ি য়াগে কেনে য়াইল ভ্রাতিগন ॥
ক্রিষ্ণে বোলে তোমা আগে য়াসিয়াছে সার।
ভালরূপে দেখ তুহ্মি পন্থি সহোদর ॥
এত বলি মহাপ্রভু দুত নিজোজিল।
দ্রোপদি সহিতে সব সাক্ষাতে য়ানিল ॥
দেখি রাজা যুধিষ্ঠির হর[সিত] হৈল।
কৃষ্ণ য়াজ্ঞাএ যুধিষ্ঠির চতু[র্ভুজ] হইল ॥
এত সুনি গরুড় তুরিতে চলি গেল।
শ্বেতদ্বিপে নিয়া রাজা চতুরভুজ কৈল ॥
কনক আসন দিয়া চন্দ্রদ্বিপ দিল।
বৈকুণ্ঠেত যুধিষ্ঠির রাজা হৈয়া রৈল ॥
সুন সুন ভক্ত সব হইয়া একমন।
সুনিলে জাইবা নর বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
ভক্তিভাবে পঠে জেবা সুনে মন দিয়া।
পাপ নাস হই স্বর্গে জাইব চলিয়া ॥
ভারথের পুন্যকথা য়মৃতলহরি।
সুনিলে য়পর্গ খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
সঞ্জএ কহিল কথা ভব তরিবারে।
মহাভারথের কথা রচিছে পয়ারে ॥
ব্যাস মুনি বোলে তবে পাচালি রচিয়া।
কহিল পুন্যের কথা মনে বিবেচিয়া ॥
ভক্তি করি স্বনে জদি এহি ভব তরে।
মহাপুরানের কথা লিখিল পয়ারে ॥

ইতি মহাভারথে য়াঠারপর্ব্বনিয় যুধিষ্ঠির স্বর্গয়ারোহন সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥ ইতি সন ১২২৩ ত্রিপুরা তারিখ ২৮ ফাল্গুন ॥ ৪ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥ এহি পুস্তক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দেয়স্য রাএ মহাসয় অধিকারং দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি মাতা গাধিং পিতা সুকরং জর্ম্মে জর্ম্মে ইত্যাদি। শ্রীরামশরণং পালং লিখিতং পুস্তকং স্বাক্ষরং চেতিং শ্রীশ্রীযুক্ত গঙ্গাধরং মাণিক্যয়ং অধিকাং...য়াধিকারং ॥ দিষ্টং লিখিতং জথা ॥ ৪ ॥ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

পুথিখানি ১২২৩ ত্রিপুরাব্দে লিখিত। ত্রিপুরাব্দ বাঙ্গালা সনের তিন বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী।

১৭৩। গোবিন্দবিজয়—মণিহরণ।

রচয়িতা—গুণরাজ খান

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১১; সম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮, ৯ বা ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল ১০৫৯ বঙ্গাব্দ।

মালাধর বসু গুণরাজ খান ১৩৯৫ শকাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে শেষ করেন। এই অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দ বিজয়'। "মণিহরণ" সেই গ্রন্থেরই অন্তর্গত একটি পালা।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরন প্রসীদ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।

মল্লার রাগ ॥

সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা যেন মতে।
কৃষ্ণ অবতার নর সুন একচিত্তে॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত মহাসয়।
কৃষ্ণ মিত্র করি রহে দ্বারকা নিল্লয় ॥
সমুদ্রের তিরে রাজা গিঞা য়েকেশ্বর।
নিরাহারে সুর্য্য সেবে দ্বাদস বৎসর ॥
কঠুর তপে তুষ্ট তারে হল্যা দিবাকর।
আদিষ্টান হঞা বলে রাজা মাগ বর ॥
সুর্য্যের চরনে রাজা ভুমি লোটাইয়া।
কান্দিতে কান্দিতে বলে চরনে ধরিয়া ॥
স্বরূপে প্রসন্ন মোরে হল্যা দিবাকর।
দেহত গলার মনি জগতইশ্বর ॥
সু(স্য)মন্তক মনি তারে দিল দিবাকর।
গলে মনি আস্তে রাজা দ্বারকা নগর ॥
সুর্য্যের তেজ দেখি দ্বারকা পুরজনে।
ধাঞা গিঞা জানাইল গোবিন্দচরনে ॥
সুন সুন গোবিন্দাই অদ্ভুত কাহিনি।
তোমারে দেখিতে সুর্য্য আইলা আপনি॥
অতি উগ্র চণ্ড তেজ সহিতে না পারি।
সম্বোধিয়া পাঠাইল আপনি শ্রীহরি ॥
রুক্মি[নী] সহিত কৃষ্ণ খেলে পাসাসারি।
এড়িঞা চিন্তিলেন তথা দেব শ্রীহরি ॥
না করিহ সঙ্কা লোক সুনহ উর্ত্তর।
মনি পাঞা আস্তে সত্রাজিত নৃপ[ব]র ॥
ভাল হৈল দিবাকর মনি দিল তারে।
সুখেতে বসিব লোক দ্বারকা নগরে ॥

মধ্য,—

বসুদেব দৈবকিকে কহিল উগ্রসেন।
সুলঙ্গ প্রবেষে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবন ॥
জে কালে গদাধর সুলঙ্গ প্রবেস করে।
কল্পনা করিঞা কৃষ্ণ বৈল সভাকারে ॥
দ্বাদস দিবস হেতা অবসর করি।
জাইব সকল লো[ক] দ্বারকা নগরি ॥
দ্বাদস দিবস আজি হৈল পরিমানে।
সুলঙ্গ প্রবেসে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবনে ॥
এতেক বলিঞা তবে সভে গেলা ঘর।
জেন মতে হয় কর্ম্ম করহ সর্ত্তর ॥
এত অমঙ্গলবানি দৈবকি শুনিল।
হাতাস শুনিঞা তিহোঁ ভুমিতে পড়িল ॥
কান্দএ দৈবকি দেবি রুক্মিনি কোলে করি
হরি হরি সন্য মোর কে করিল পুরি ॥
সিশুকাল হৈতে সেবি শ্রীমধুশুদন।
তে কারনে স্বামি মোর হল্যা নারায়ন ॥
হেন প্রাননাথ মোর ছাড়িল অকালে।
এ রূপ জৌবন মোর গেল রসাতলে ॥
বিসাদ ভাবিঞা দেবি করএ রোদন।
আচম্বিতে বাম উরু করএ স্পন্দন ॥

ক্রন্দন সকলি বলে দৈবকীচরনে।
নাহি মরে পুত্র তোমার লয় মোর মনে ॥
সিথার সিন্দুর মোর আছএ উর্জ্জল।
কণ্ঠহার কেয়ুর কর্ন্নের কুণ্ডল ॥
দুই বাহু সঙ্খ মোর অধিক দিপ্ত করে।
কুসলে আছেন মোর প্রভু গদাধরে ॥
উঠ উঠ মনসুখে পুজি গো ভবানি।
বিপদনাসিনি দেবি হয়ের ঘরনি ॥

ভণিতা,— (পৃঃ ৪।১-২)

১। গোবিন্দবিজয় নর সুন একমনে।
গুনরাজ খান বলে হরির চরনে ॥

২। এ কথা সুনিতে বাসনা করে জেই জন।
গুনরাজ খান বলে ভজ নারায়ন ॥

শেষ,—

ভাদ্রের চতুর্থির চন্দ্র দেখিল কৌতুকে।
তথির কারনে মিথ্যা বলে সর্ব্বলোকে ॥
তিন তালি দিঞা আমি সভাকে বলিল।
ভাদ্র মাষে চতুর্থির চন্দ্র কেহ না দেখিল ॥
হরিতালিকা তিথি বলিলা শ্রীহরি।
সর্ব্বরে থাকিবে সভে চন্দ্র পরিহরি ॥
জদি কদাচিত হয় চন্দ্র দরসন।
এই কথা শ্রবনে সুনিবে সর্ব্বজন ॥
সত্য সত্য বলি আমি সুন সর্ব্বজন।
খণ্ডিব সকল মিথ্যা হইব লক্ষন ॥
তবেত শ্রীহরি মনি হাথেত করিল।
বলভদ্র পাসে গিঞা প্রনতি করিল ॥
মদে মত্ত বলদেব তোমার জোগ্য নহে।
সত্যভামা দেবি জদি মনি নাই এড়এ ॥
বিধনিজোজিত ছিল অক্রুরভবনে।
ধাম্মিক পবিত্র বড় অক্রুর মহাজনে ॥
সভার সম্মতি হৈলে দিএত অক্রুরে।
সুখে বৈসে লোক সব দ্বারকা নগরে ॥
গোবিন্দের চরনে (বচনে) হইল সভার সম্মতি।
অক্রুর...কে মনি দিলেন শ্রীপতি ॥
মনিরত্ন দিল কৃষ্ণ অক্রুরের হাথে।
ঘরে লঞা পুজ মনি বৈল জগন্নাথে ॥
অদ্ভুত অমৃত কথা স্যমন্তহরন।
হিত উপদেস কথা সুন সর্ব্বজন ॥
সুনিতে পরম সুখ শ্রবনে মুকতি।
মুক্তিপদ পাবে নর সুন একমতি ॥
সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা একবারে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিঞা গোপালে ॥ * ॥

৩১॥ ১০॥ ইতি মুনিহ[র]ন সমাপ্ত॥ গোবিন্দবিজয় ন[র] সুন একচিত্তে। কালিন্দিকে বিভা প্রভু কৈল যেন মতে॥ রুক্মিনি সত্যভামা আর জাম্বুবতি॥ সন ১০৫ সাল তাং ১৯ ভাদ্র এই সব সুথা...।

১৭৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয়—কংসবধ।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্রসংখ্যা, ১-৮; সম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০, ১১ বা ১২ পঙ্‌ক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩½×৪½ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৯১ সাল।

"মণিহরণে"র ন্যায় "কংসবধ"ও গোবিন্দ-বিজয় বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তর্গত একটি পালা।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

চৈতন্যচন্দ্রা নমঃ।

দেখিআ রাম দামুদর বালকের সঙ্গে।
হাসিহ(তে) হাসিতে আসি সিঙ্গা বাজাঅ রঙ্গে ॥
রথে হইতে অক্রুর দণ্ডবত করি।

ভুমিতে পড়িল অক্রুর বিস্তর তুতি করি ॥
বন্দিলত বলরাম অক্রুর মহাসত্ত।
নন্দঘোস জসদা করি সম্ভ্রমে উঠিআ ॥
মিষ্টাঅন্ন পান দিআ করাল ভোজন।
জিজ্ঞাসিল কোথাকে আগমন ॥
তবেত অক্রুর বলে [করি]আ বিনঅ।
কংস পাঠাইআ দিল তোমার নিলঅ ॥
ধুনুমঅ জজ্ঞ তুথা করে নীপবর।
তেকারনে আমারে পাঠাইল সত্তরে ॥
দধি দুগ্ধ লেহ সভে সকটে পুরিআ।
সত্তরে চলহ নন্দ রাজকর লআ ॥
দুই পুত্র নেহ নন্দ করিআ সঙ্গতি।
মল্লজুদ্ধ দুহার দেখিব নরপতি ॥
মহাবল পুত্র তোমার সুনিআ নরপতি।
মল্লজুদ্ধ করাব রাজা মল্লের সঙ্গতি ॥
জুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে।
তেকারনে আইলাঙ আমি তোমার সদনে ॥
রাজার আদেস রাখ সুন নন্দঘোস।
বিলম্ব না কর চল করিআ সন্তোস ॥
অক্রুরের বোল সুনিঞা নন্দঘোস গোআল।
কি করিব আজ্ঞা কর সুন্দর গোপাল ॥
ভাল ভাল বলিআ উঠিলা গদাধর।
করিবত মল্লজুদ্ধ ভেটিব নৃপবর ॥
দুগ্ধ দধি লেহ সভে সকটে পুরিয়া।
ধনুমঅ জজ্ঞ রাজার দেখিবত গিআ ॥

মধ্য,—

বস্ত্র নয়া বেস করেন রাম দামুদরে।
কন্দপ জিনিঞা রূপ দিগিল সুন্দর ॥
কথো দুরে মালাকার দেখিল দামুদরে।
সুগন্ধী চন্দন মাল্য দেহত য়ামারে ॥
য়ামা হইতে য়নেক ভাল হইব তোমার।
এত বলি বসিলা পাসে নন্দের কুমার ॥
দেখিয়াত মালাকার সম্ভ্রমে উঠিলা।
পুজিলেন দুই ভাই প[া]দ্য য়র্ঘ দিয়া ॥
গন্ধ পুষ্প মালা দিল উত্তম বসন।
নানা ভোগ তাম্বুল দিয়া পুজিল নারায়ন ॥
তুষ্ট হইয়া বর তারে দিলা গদাধর।
নানা সুখ হঞিয় মালি সংসার ভিতর ॥
উত্তম জাতি হইল মালি গোবিন্দের বরে।
সর্ব্বলোক জল য়াচরে মালাকারে সরে ॥

(পৃঃ ৪।১—২)

ভণিতা,—

১। সুন সুন আরে ভাই হইআ একমন।
কংসের মরন থান গুনরাজ ভনে ॥
২। হরির চরনে থান গুনরাজ ভনে।
পুনরপি জন্ম নাঞি চিন্ত নারায়নে ॥

শেষ,—

মহারাটি রাগ।

কংসের জত নারিগন আসিআ সেখানে।
মৃত স্বামি কোলে করি করএ রোদন ॥
আজি হইতে অনাথ হইল মধুপুরি।
আজি হইতে অনাথ হইব তোমার জত নারি ॥
তখান আমার প্রভুকে কুবুদ্ধি লাগিল।
দেব গুরু বিপ্রজন হিংসীতে লাগিল ॥
ধর্ম্মহিংসা জিই করে অকালে সে মরে।
সভাকে অনাথ করি ছাড়িলে সরিরে ॥
আজি হইতে সন্ম্যা হইল ঘোর অন্ধকার।
অকালে ছাড়িলে গোস[া]ঞি কংস নৃপবর ॥
এ লোকের নাথ প্রভু মোর দেব গদা ধরি
ভুমিতলে পড়িল।
তোমার নারিগন কান্দে তোমা করিআ কোলে ॥
দেখিআত নারাঅন দয়া[া] উপজিল।
সদঅ হিদঅ কৃষ্ণ প্রবোধ করিল ॥

দৈবেত করিল হেন স্থন নৃপনারি।
করিবত অনেক ভাল আমি জত পারি ॥
দ্বিগনে প্রবো[।]ধআ কৃষ্ট বলি[ল] সভারে।
শ্রাদ্ধ সান্তি [কর] সভে রাজ[া]র সতকারে ॥
এত বলি বাপ মাঞে আনিল গদাধর।
বন্ধন মুক্ত করি দুহার পাঠাইল ঘরে ॥
কংসবধ জেন মত কৈল নর স্থন একমনে।
ভবসাগর জাইতে তরনি ॥

এত দুরে কংস[বধ] সমাপ্ত হইল সন ১০৯১ তাং ২৯ ভাদ্রে দিনমান সম বারে সমাপ্ত।

১৭৫। গোবিন্দ-বিজয়।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩+৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৯৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মথুরাগমন পর্য্যন্ত বিষয়গুলি পুথিতে আছে; পরে খণ্ডিত। যে আদর্শ দেখিয়া এই পুথিখানি লিখিত হইয়াছিল, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গের শেষ হইতে বরুণ কর্ত্তৃক নন্দহরণের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত নয়টি পাতা তাহাতে না থাকায় আলোচ্য পুথিতেও ঐ অংশ বাদ পড়িয়াছে। ৭২ সংখ্যক পাতার প্রথম পৃষ্ঠার দক্ষিণাংশে এইরূপ লিখিত আছে, –"ইহার পস্থার থাকা ন পাত খোঞা গীয়াছে ৫১ পাতের পয়ার।" "পস্থার" অর্থ—পরে।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
প্রনমহো নারায়ণ নাথ নিরঞ্জন।
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার কারন ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো শৃষ্টির করতা।
গনপতি দেব বন্ধ বিঘ্ননাশদাতা ॥
সিদ্ধ রিশীগন রাজা বন্দিয়া চরন।
সর্ব্বদেবগন বন্দো জগত কবিগন ॥
প্রনমহো ন[া]রায়নী জগতজননী।
প্রকৃতিস্বরূপা দেবী শৃষ্টিকারিনী ॥

** ** **

সরস্বতিপদযুগে করিয়া বন্দন।
হরির চরিত্র কিছু করিব রচন ॥
কৃষ্ণর চরিত্র জেবা স্থনিবার পারে।
চার মুখে প্রজাপতি বলিতে না পারে ॥
পৃথিবির সব রেন্থ জে গনিতে পারে।
সাগরের জল নিরে বান্ধএ সংহারে ॥ (?)
আকাসের তারা জেবা গনিবার পারে।
হরির চরিত্র কিছু শে কহিতে পারে ॥
লোকের বিদিত বিষ্ণু ব্যাস পরাপরি।
সংশারতরন ভার ভাগবত করি ॥
মহাভাগবত পুথি ব্যাসের রচিত।
দুই যুগে দুই নাম হইল বিদিত ॥
অর্জ্জুনের তনয় অভিমন্যু বির।
তার পুত্র চক্রধরে রাখিল সরির ॥
মৃগ মারিবারে গেল অজন্মপ্রতাপ।
অস্তিক (?) মুনিএ তারে দিল ব্রহ্মসাপ ॥
অন্তমিব মৌনে মুনি না দিল উত্তর।
হাসিয়া হাসিয়া সাপ দিলেন সত্বর ॥
মোহোরে বাপুরে জেবা কৈল বিড়ম্বন।
নাগরাজে আশি তারে করউক নিধন ॥

স্বর্গ মর্ত্য পাতালেত সৈতা কৈল সার।
সপ্ত দিন ভিতরেত মিত্যু হউক তার॥
ব্রহ্মসাপ পালিবারে বিকল আপদে।
পরিক্ষিতেত আসি তবে কহিল নারদে॥
সুনিয়া চিন্তিল রাজা মন করিয়া স্থির।
মুনিগন লৈয়া রাজা গেল গঙ্গাতির॥
উত্তম বালুর বেদি করি চতুর্ভিতে।
ধর্ম্মচর্চ্চা করে রাজা ব্রাহ্মন সহিতে॥
মরন সময় হইল করি কোন কর্ম্ম।
সপ্ত দিনে বিস্তর আর্জ্জিব কোন ধর্ম্ম॥
ধৌম্যে বোলে সুন রাজা কৃষ্ণের চরিত্র।
ভারাবতারনে জর্ম্ম হইল পৃথিবিত॥
পুরান পুরুস সুক ব্যাসের তনয়।
তাকে আনি সুন রাজা গোবিন্দবিজয়॥

মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-বিষয়ক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পর এইরূপ,—

পুরান সুনিল জদি পণ্ডিতের মুখে।
স্তুতিএ রচিব আহ্মি পরম কৌতুকে॥
সংসারের সার হরি নাথ নিরঞ্জন।
কৌতুকে ভুবনপতি করিলেক মন॥
ব্রহ্মারূপে প্রথমেত হইল নরহরি।
দ্বিতিএ বরাহরূপে পৃথিবি উর্দ্ধারি॥
তৃতিএ স্তম্ভিল মন বিদিত সংসার।
চতুর্থেত নারায়ণ নর অবতার॥
বদরিকাশ্রমে তপ করিলা বিস্তর।
নররূপ নারায়ণ বিদিত সংসার॥
জার তরে ইন্দ্রে আদি পাইল তরাস।
জোগের বিধান সেই মহামুনি ব্যাস॥
পঞ্চমে কপিল মুনি জোগের নিধান।
মুনিরূপে পৃথিবিত জ্ঞান উপদান॥

অষ্টমে দুর্ব্বাশা মুনি অষ্টরূপধারি
তাহাকে সেবিয়া কাত্যবির্জ্জ অধিকারি॥
সপ্তমেত যজ্ঞরূপে মহিমা তোমার।
পৃথিবি দুহিয়া কৈলা বিব (?) উর্দ্ধার॥
দসমেত কুর্ম্মরূপে পৃথিবি উর্দ্ধারি।
একাদসরূপে হরি গজ অবতরি॥
জলে মগ্ন পৃথিবি জে ধরিল দসনে।
দ্বাদসেত ধনন্তরি জর্ম্মিল মর্থনে॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ৩২—৪।১)

মধ্য,—

একদিন জমুনা পুলিন বনে হরি।
সুরভি চরায় নটবর বেস ধরি॥
অরুণ অধরে পুরে সুমধুর বেনু॥
হেনহি সময় তথা রাধিকা সুন্দরী।
ফুল তোলে নিজ প্রীয় সঙ্গে সহচরী॥
অতি বৃদ্ধ রূপ ধরি সংহতি বড়াই।
তিলমাত্র তার সঙ্গ না ছাড়এ রাই॥
রাধারূপলাবন্য দেখিয়া অদভুত।
মুর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল নন্দসুত॥
অচৈতন্য হইলেক জগতের সিত (?)।
কিছুই না জানে বেনু হইল মুকিত (?)॥
রাধা কৃষ্ণের রূপ লাবন্য দেখিয়া।
দেহ মাত্র ঘরে [জায়] প্রান সমর্পিয়া॥
কৃষ্ণের মুরতি চিত্ত চুরে গেল রাই।
এতেক দেখিয়া তথা রহিল বড়াই॥
ক্ষেনেক উঠিল কৃষ্ণ পাইয়া সম্বিত।
সেইখানে বড়াইরে দেখিল বিদিত॥
ধিরে ধিরে কানাই বড়াইর কাছে গিয়া।
কৌতুকে কহেন তবে হরসিত হইয়া॥
কহ দেখি বড়াই জিজ্ঞাশা য়ামি করি।
কি নাম এহার এহি কাহার সুন্দরী॥

এথা দরশন দিয়া গেল কথাকারে।
প্রান মোর ব্যাকুলীত দেখিয়া তাহারে॥
এহি বৃন্দাবনে আমি অনুক্ষণ থাকি।
হেন অদভুত আর কভু নাহি দেখি॥
সুচান্দবদনী ধনি কুটিল নএ্রানে।
হৃদয়েত মোহরে হানীল পঞ্চবানে॥
সেই রূপ স্মরিতে কম্পএ কলেবর।
নএ্রানে [না] দেখি আর তার সমোসর॥
বড়াই বোলে জিজ্ঞাশা কে প্রিওজোন কি।
কলের বৌহারি সব গোপালের ঝি॥
বৃখভানু নাম গোপ তাহার কুমারি।
গোকুল সেবিত নাম রাধিকা সুন্দরি॥
কি করিব এবে বড়াই উপাএ বোল মোরে।
চিত্য মোর স্থির নহে কহিল তোমারে॥
মদন আনলে মোর দহে কলেবর।
হয় নহে দেখ এহি বিরহের বর॥
উর্ব্বশী মেনকা জত স্বর্গে বিদ্যাধরি।
রায়ের কামিনি যদি জতেক সুন্দরী॥
রূপে গুনে শুনিআছী হরের ঘরনি।
রাধানখপদরূপ না জাএ বরনি॥
সকল ভুবন নহে আমা অগোচর।
মুঞি পুনি না দেখিল রাধা সমসর॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ৫২।২—৫৩।১)

ভণিতা,—
১। হরি বিনে গোপী সবের আর নাহি মনে।
গুনরাজ খানে বোলে গোবিন্দচরণে॥
২। কানুমুখ চাহিয়া গোপীকা সব হাসে।
গুনরাজ খানে বোলে নৌকালিলারসে॥
৩। আর জত বৃন্দাবনে গ্রহস্ত হএ পুরানে
তাক জত কবির বচন।
গুনরাজ খানে[র] বানি অএ নর কর্ণে সুনি
ভজহ জে গোবিন্দচরন॥ পৃঃ৭৪।১

২৬ ও ৩৫ পত্রে হরিদাস নাগের ভণিতা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একজন গায়ক ছিলেন।
(ক) মুড় হরিদাস নামে হরিপদে মতি।
হরি সে পরম পদ সংসারের গতি॥
(খ) মুড় হরিদাস নাগ হরিপদে মন।
হরি সে পরম বন্ধু সংসারতরন॥

শেষ,—
কুবজি মেলানি দিয়া দেব গদাধর।
কৌতুকে ভ্রমিয়া দেখে সকল নগর॥
ফটিক পাথর সব মুকুতার ঘর।
নেতের পতকা উড়ে সুবর্ন্নে[র] তারা॥
বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখি চারি চালে।
বিচিত্র পাথর তাতে লাগিছে মিসালে॥
নানাবর্ণ বৃক্ষ স[ব] বান্ধিছে পাথর।
গুয়া নারীকেল দেখি সকল নগর॥
নান[া] বিচিত্র দেখি কংসরাজপুরি।
স্বর্গে শোভা করে জেন ইন্দ্রে[র] নগরি॥
জাইতে জাইতে কৃষ্ণ হাসা উপজিল।
নাগরির মনি সব দেখিতে আইল॥
কেহ ঘরে ছিল কেহ আছাল বাহিরে।
গৃহকর্ম্ম করএ রন্ধন করে ঘরে॥
স্বামির সহিত কেহ সর্য্যাত সয়ন।
পুত্র কোলে করি কেহ পৈহ্নএ বসন॥
কেহ বেশ করএ কেহ করএ মোহন।
স্নান করিবারে কেহ করিছে গমন॥
জেই জেমত ছাল সম্ভ্রম করিয়া।
রাম কৃষ্ণ দেখিল গবাক্ষে মুখ দিয়া॥
দেখিয়া জে নারীগন কামে অচেতন।
জে জেই দেখীল অঙ্গ তথা গেল মন॥
আউল চুলে কেহ বসন পহ্নিতে।
চিত্রলিখ হইয়া তারা দেখে রাজপথে॥

দুই ভাই সিথু সঙ্গে দেব নারায়ণ।
রাজপথে জাইতে রঙ্গে হইলেক মন॥
ধনুর্ম্মঅ যজ্ঞস্থাণ দেখে কত দুর।
যজ্ঞ করে দ্বিজগন রক্ষক কিঙ্কর॥
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ করিল প্রবেশ।
কার জজ্ঞ কর দ্বিজ কহ উপদেশ॥
হেন অদ্ভূত ধনু ধরে কোন জন।
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য কহেন ব্রাহ্মণ॥
রাজা কংশসুর পুথিবিমণ্ডলে।
ধনুর্ম্মঅ জজ্ঞ তান কহিল সকলে॥
বিপু(প্র)বাক্য শুনি কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া।
ধনুর নিকটে দুই গেলেন্ত চলীয়া॥
এমত দুর্য্যায় ধনু ধরে কোন জন।
বাম হস্তে ধরি কৃষ্ণে তাতে দিল গুণ॥
আকন্ন পুরীয়া কৃষ্ণে দিল এক টান।
দস দিগে সব্দ গেল হইল খান খান॥

ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া পুথিখানি আলোচিত হইবার উপযুক্ত।

---

১৭৬ পদ্মাপুরাণ।

রচয়িতা—নারায়ণদেব।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫" × ৪৩/৪" ইঞ্চি। পত্র, ১১১—১২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্ক্তি। অসম্পূর্ণ।

নারায়ণ দেবকে কেহ কেহ খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী এবং কেহ কেহ বিজয় গুপ্তের (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী) সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করেন। ইহাঁর নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। পিতামহ এবং পিতার নাম যথাক্রমে নরহরি ও নরসিংহ। মাতা রুক্মিণী। ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস নিজ নিজ গ্রন্থে নারায়ণদেবের বন্দনা করিয়াছেন[১]। ১১১ পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

পঞ্চ আম্র জত গুয়া নারি[ক]ল কত
কাটীয়া পাঠাল রসাতল॥
এড়িয়া নাগের কায়া ধরিল মানুস মায়া
কুঠার হাতে গাছ কাটী পাড়ে।
নারায়ন দেবে কহে সুকবিবল্লভ হয়
চব কহে চান্দোর গোচর॥

পয়ার দিসা।

ভাণ্ড ম(মু)হে দেখরে বলাই মধু খায়।
সঙ্গিয়া রাখাল সবে মুশল লয়া যায়॥
জলন্ত আনলে জেন ঢালিগে(লে)ক তেল।
এহিরূপে চন্দ্রধর কোপে জলি গেল॥
দন্ত কড়মড়ি চান্দো মচড়য়ে দাড়ি।
বাম কান্দে তুলি লইল হেমতাল বাড়ি॥
ভুজঙ্গ দেখিয়া জেন গরুড়ের বিক্রম।
সেহি মত চন্দ্রধর গছিল সংগ্রাম॥
হেমতাল কান্দে লৈয়া দিলেক পাকান।
দেখিয়া নাগ সবের উড়িল পরান॥
চান্দোক দেখিয়া নাগ ত্রাশ পাইল বড়।
ত্রাসে ভঙ্গ দিল নাগ না পীন্দে কাপড়॥
করজি মৎস্য হাটে জেন পাইয়া বরিসন।
এহিমতে চন্দ্রধর গছিলেক রন॥
কোন নাগেরে মারে হেমতালবাড়ী।
ভুমিত পড়িয়া নাগ যাহে গড়াগড়ী॥
বড় বড় জত সব আছিলেক সর্প।
চান্দোক দেখিয়া সব পাসরিল স(দ)র্প॥

১। বংশীদাস রায়ের পদ্মাপুরাণ, শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত। প্রস্তাবনা, ।৴০ পৃঃ।

গরুড় দেখিয়া জেন নাগ পলায় ডরে।
এহিরূপে নাগ চান্দো খেদাইয়া মারে॥

এইরূপে নাগগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, চন্দ্রধর মহাজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা বাগানের সমস্ত গাছপালা জিয়াইয়া দিলেন। তখন চান্দের নিকট হইতে কি প্রকারে মহাজ্ঞান অপহরণ করা যায়, নেতা তাহার উপায় বলিতেছেন,—

নেতা বোলে স্থন বহিন জয় বিসহরি।
কোন ছার কার্য্যে তুমি আবিস্কার করি॥
মনেত আছয় বুদ্ধি স্থন একচিতে।
চান্দোর মহাজ্ঞান হরিম জেহি মতে॥
বেহারিয়া রাজার ঝি নাম সনকা।
তাহার কনিষ্ঠ বহিন নাম ধরে কনকা॥
সন্দেশ লইয়া জাও বহিন বার্ত্তিবার।
তোর রূপ দেখি চান্দো খুজিব শৃঙ্গার॥
কপট সত্য করি তারে মাঙ্গিয় স্থরতি।
অবিচারে পাপ করিব পাপমতি॥ (পৃ ১৩-২)

এই প্রকার কৌশলে চান্দের নিকট হইতে বিষহরি, মহাজ্ঞান অপহরণ করিয়াছিলেন। চান্দের ছয় পুত্রের সর্পদংশনের বিবরণ এইরূপ,—

রথে চড়ি আইল পদ্মা চম্পক নগরে॥
নগরের চারি পাসে ফিরে কোটআল।
সর্প পাইলে ধরিয়া তুলিআ দেয় সাল॥
সঙ্খচুর ধনঞ্জয় সঙ্খ উৎপল।
অষ্টতরু নাগ বড় প্রথম প্রবল॥
এহি ছয় নাগেক ডাকীল ততক্ষন।
চান্দোর ছয় পুত্র দংস সত্তর॥
পদ্মার আদেসে নাগ তথা চলি জায়।
ছয় ঠাই ছয় ভাই ছয় নাগে খায়॥
শ্রীধর কুমার পড়িবারে জায়।
প্রথমে কুরঙ্গ নাগে তারে পথে খায়।
শ্রীকর ঘোড়াতে চড়ি জোগাম খেলায়।
কটক নাগে তারে আচম্বিতে খায়॥
গুনাকর কুমার নিদ্রা জায় মন্দিরে।
সঙ্খপল নাগে গীয়া খাইল তাহারে॥
ভেটাখেড়ি খেলিতে জায় মধুকরে।
ধনঞ্জয় নাগে তাক কামড় দিল সিরে॥
সষ্টিবর জলে ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে।
সঙ্খচুর নাগে তাক খাইল রঙ্গে॥
দুর্গাবর মৃগায়া করিতে গেল বোনে।
খাইল উৎপল নাগে দারুন সন্ধানে॥
ছয় পুত্র মৈল বার্ত্তা পাইল চন্দ্রধর।
ছয় মরা আনিঞা করিল একাতর॥

(পৃ ১১৬২—১১৭।১)

ভণিতা,—

১। স্থকবি নারায়নদেবের সরশ পাচালী।
চান্দোর কন্দনা বুলি এক লাচাড়ি॥
২। নারায়ন দেবে কয় স্থকবিবল্লভ হয়।

১২৫ সংখ্যক পত্রখানি অপর এক লিপিকরের লিখিত বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতে যদুনাথ পণ্ডিত ও বিপ্র হৃদয়ানন্দ নামক দুই ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়;—

(ক) জদুনাথ পণ্ডিতে[র] সরস পাচালি।
পদ্মার প্রবন্ধে বলি এক লাচাড়ি॥
(খ) সুন্দর লাচাড়ি ছন্দে বিপ্র হৃদয়[া]নন্দে
রচিলেক স[া]রদার বিলাপ॥

তক্ষকের দংশনে পরিক্ষিতের মৃত্যু এবং মনসার বিলাপের কতক অংশ পর্য্যন্ত পুথিখানিতে আছে।

১৭৭। লক্ষ্মী-চরিত্র।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্র, ১—৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। ২য় পৃষ্ঠায় ১০ এবং শেষ পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ, ১৪$\frac{1}{2}$ × ৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চ। সম্পূর্ণ।

কি কি গুণযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের গৃহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান করেন এবং কি কি দোষে লক্ষ্মী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, পুথিতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

গনসাঅ নম ৭ নমে[া]
পণমহ নারায়ন লক্ষিকান্ত পতি।
জএ নজ্জা[১] প্রনমহ দেবি সরেসতি॥
গনেস দেওতা বন্দু ব্রহ্মার চরন।
সিব দেব প্রনমহু জত দেবগন॥
অষ্ঠ লুকপাল বন্দু কাত্তিক কুমার।
চন্দ্র সুজ্জা প্রনমহ বিদিত সংসার॥
ব্যাস আদি প্রনমহ জত রিসিগন।
আত্মগুরু প্রনমহ পিতার চরন॥
সরেসতি দেবি কৃপা কর একবার।
তুমার চরনে ল্যক্ষে ল্যক্ষে নমস্কার॥
জে প্রকারে লক্ষি দেবি পুরুস বসতি।
জে প্রকারে লক্ষি দেবি পুরুষ তেজন্তি॥
তার বিধান কহি সুন সাবধানে।
লক্ষির চরিত্র কিছু সুন সর্ব্বজনে॥
মেরুপ্রিষ্ঠে নারায়ন আছন্তি বসিআ।
লক্ষিরে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ কতুক কোরিআ॥
কুন গুনে থাক দেবি পুরুস জুড়িয়া।
কুন কর্ম্মে জায় দেবি পুরুষ ছাড়িআ॥
তাহার বিধান তুমি কহ মর স্থানে।
আমার চরিত্র কিছু সুন ভগবানে॥
চিন্তাজুক্ত হৈয়া জেবা সদতে থাকিব।
ভাল মন্দ না বোঝিআ কুবাক্য বলিব॥
রাত্রিসেসে উসাকালে জেহ নিদ্রা জাএ।
ভগ্ন আসনে বসি জেই অন্ন(ন্ন) খাএ॥
অকুমারি নারি বোল করে জেই জন।
তাহারে তেজিএ আমি সুন নারায়ন॥
মাত্রিবা স[া]ত্রিতে জেবা করে পরদার।
পুনি পুনি বলি প্রভু গৃহে না জাই তাহার॥
ওছিষ্ট পত্রে জেই করএ ভুঞ্জন।
সোনা পরে অঙ্গে তৈল দেএ জেই জন॥
এ সব অকিত্তি তবে করে জেই জন।
তাহারে তেজিএ আমি সুন নারায়ন॥
অন্ধকারে সয়ন করে তিন্ন ছেদে নৈক্ষে।
আপনে কুভেস করে ভুমি নৈক্ষে লেখে॥
আপনার অঙ্গে জেবা আপনে বাঝা(জা)এ।
সঞ্চিতের ধন তার বিনাসিতে জাএ॥
আপনে খাইতে জেবা বহু জত্ন করে।
তার ঘরে না জাই আমি সু[ন] নারায়নে॥

মধ্য,—

সুআমীর ব্যাক্য জে নারি করএ পালন।
সুকিত্তি রমতি(নি) সেই আমার লক্ষন॥
ঘরে বারে নিত্য জেই পুর(পরি)স্কার করে।
ধন্নে ধান্নে পৌত্রে পুত্রে সুক্ষ দেই তারে॥
সামিতে ভক্তিভাব থাকএ জাহার।
তাহার সরিলে আমি থাকি সর্ব্বক্ষন॥
স্বামিপদে ভক্তি আসা থাকএ জাহার।
সেই ত সুভাজ্ঞ্য নারি সরিল আমার॥

১। জএ নজ্জা—জয়ের লাগিয়া, জয়ের নিমিত্ত।

সুদ্ধ বস্ত্র পৌরে জেবা নিত্য হবিনা(ষ্যা)সি।
সুন প্রভু সর্ব্বক্কন তথা আমি বসি ॥
সর্ব্বক্ক[ন] পতিব্রতা হএ জেবা জন।
দুই কুল উদ্ধারিব রাখিব আপন ॥
থড়মিআ পায় জার চিরল অঙ্গুলি।
অলক্ষিনিচরিত্র প্রভু সেই নারি বলি ॥
পিঙ্গল কেস জার ডাঙ্গর লুচন।
সেই নারি অলক্ষিনি সুন নারায়ন ॥
ডাঙ্গর কপাল জা[র] খাএ বড় গ্রাস।
তিলেক না থাকী আমি সেই নারির কাছে॥
পদে পদে ঘসে জেবা বৈ[রি]ক্ষ তনু মানি।
সেই নারি বলি প্রভু বড় অলক্ষিনি ॥
স্বামির বচন নাহি লএ জার মনে।
অলক্ষিনি সেই নারি সুন নারহনে ॥ (পৃঃ ২।১)

পুথির শেষে একটিমাত্র ভণিতা আছে; তাহা এই,—

গুনরাজ খানে বলে বহু ভক্তি করি।
পাচালি সমপুর্ণ হইল কৃপা করি॥

এই গুণরাজ খান কে? প্রসিদ্ধ গুণরাজ খান মালাধর বসু কি? শিবানন্দ কর নামে অপর এক ব্যক্তির গুণরাজখান উপাধি দেখা যায়। ইনি সেই শিবানন্দ কর হইবেন কি?

শেষ,—

লক্ষির চরিত্র জেবা লিক্ষিআ রাখয়।
ধনে ধান্তে পাত্রে পুত্রে অনেক বাড়াএ ॥
ধনে পুত্রে হয় তার সর্ব্বত্রে কৈল্যান।
তাহার গিহেত হয়ে লক্ষির অদিষ্ঠান ॥
ব্র[া]হ্মন খেত্রি বৈস্য সুদ্রানি চারি জাতি।
ভক্তিভাবে সুনিলে হয় অর্ব্ব্যাঅতি (অব্যাহতি)॥
র[া]ত্রিকালে পঠে কিবা পড়এ প্রভাতে।
জখনে তখনে পঠে তুষ্ঠ আমী তারে ॥
শ্রীহরির চরনে আমী করি নমস্কার।
জাহার পসাদে গুন করিএ প্রচার ॥
গুনরাজখানে বলে বহু ভক্তি করি।
পাচালি সমপুর্ণ হইল কৃপা করি ॥
এই কথা জেই জনে সুনে মন করি।
স্থিরথে লক্ষিয়ে না ছাড়ে তার পুরি ॥
ইহ লুকে পরলুকে হএত মুকতি।
লক্ষির চরনে রহুক আমার ভকতি ॥
সভাইেন্ধে লক্ষিদেবি যে দেউ কারন (?)।
পাচালি সমাপন বেদসাত্রে কএ।
জে জনে পড়িব তরিব নিচএ ॥

লেখাতং শ্রীপেনাই কাং সাং পং সাহাবাজ নিজ পুস্থথ শ্রীখোসালনাথ সাং পং বারপাড়া পুস্থথ সমাপত বোদ বারের দিবাতে এক পর উদন বরং পণ্ডিত সক্রনাং নচঃ মুক্ষে নঃ মিত্রতা। বানরেন হথ রাজা বিপ্র চোরেন রক্ষতা ॥ ১ ॥ নিতং ছেদং ত্রিনানাং খিতিনখলিখনং পাদেরল্ল জা। দন্তানাং রল্লসুচ বসনমলিনতা রুক্ষ তা মুর্দ্ধজার্ন্ন দে সৈন্দে চাপ নিদ্রা বিবসনসয়নং হাহাগ্রাসান্তরেকং স্বঅঙ্গে পৃষ্টেচ বাদ্যং নিস্তভাষপি হরি কেসবঅস্যপি লক্ষি ॥ ১ ॥

১৭৮। লক্ষ্মী-চরিত্র।

পুথিখানির শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। তবে অনুমান, ইহার রচয়িতাও গুণরাজ খানই হইবেন। কেন না, পূর্ব্বোক্ত পুথিখানির সহিত এই পুথিখানিকে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। পত্র, ১—৫; অসম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ, ১৪½+৪¾ ইঞ্চি। দোভাজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।

দ্বাদসিরে মুসা খাইলে অধর্ম্ম হএ বড়।
আহ্মার নিদেস (নিসেদ) দ্রব্য খাইলে আহ্মি ছাড়ি দঢ়॥
ত্রেয়োদসিরে করমঙ্গা খাইলে পাতক জে হএ।
পুর্ব্ব অর্জ্জিত পুর্ণ্য বিনাসিনি হএ॥
চতুর্দ্দসিরে য়ানারস খাইলে বড় সোগ।
অমাবৈশ্বারে মৈৎস্য খাইলে বড় রোগ॥
ইসব নিদেস (নিসেদ) দ্রব্য জেইজনে খাএ।
তাহার জে দুক্ষ ভোগ খণ্ডান না জাএ॥
লক্ষি দেবি পুজে জেই হইয়া সন্তোষ।
তাগারে ছাড়িয়া আহ্মি না জাই বিসেস॥
ইসব বৃত্তান্ত আহ্মি করিল বিদিত।
তাহাক ছাড়িএ আহ্মি জানহ নিশ্চিত॥
য়ার এক কথা কহি সুন নারায়ন।
নিজ গৃহের কথা কিছু সুন বিবরন॥
নির্ত্ত নির্ত্ত রন্ধন রান্ধএ জেই নারি।
সে ঘরেত য়াহ্মি থাকিতে না পারি॥
বাসি রন্ধন পৈরে জে সকল নরে।
তাহারে ছাড়িএ য়াহ্মি সুন গদাধরে॥
রাত্রিবাস বস্ত্র না পালে জেই জন।
তাহারে ছাড়িএ য়াহ্মি সুন নারায়ন॥
য়ার এক কথা কহি সুন নারায়ন।
য়াচমন করিয়া দন্ত না সোদে জেই জন॥
য়ার এক কথা কহি সুন জদুমনি।
কুৎসিত বরন হএ জার তনু পুনি॥
এক দিন রান্দিয়া অর্ণ আর দিন খাএ।
তাহার জে দুঃক্ষ ভোগ ছাড়ন না জাএ॥

** ** **

আচমন কালে জেবা কাষ্ট নতি খাএ।
তাহারে ছাড়িয়া য়াহ্মি অন্ত ঘরে জাই॥
দুই পদ না পাখালি সোতে জেই জন।
তাহারে ছাড়িয়ে আহ্মি সুন নারায়ন॥
(পৃঃ ৪।১-২)

এই পুথিখানিতে সপ্তমীর চিহ্ন 'তে' স্থলে 'রে' প্রযুক্ত হইয়াছে। ৩৷৪ পত্র দ্রষ্টব্য।

১৭৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

রচয়িতা—চণ্ডীদাস।

পত্র, ৩—৮, ১০—১৫, ১৭।২—১৮, ১৯।২—৪০, ৪২—৮৮।১, ৮৯—৯৩।১, ৯৪—৯৭, ৯৮।১—১০৩, ১১২—১৪৪, ১৫২—২২৬; অসম্পূর্ণ। ১৫ পত্র পর্য্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; অবশিষ্ট সমস্ত পত্রে ৭ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩½"×৩½"। দোভাঁজ-করা তুলোট কাগজ। ডোর গাঁথিবার জন্য মধ্যস্থলে ছিদ্র আছে। অক্ষর অতি পরিষ্কার, সুন্দর ও সুগঠিত। পুথির মধ্যে তিন ব্যক্তির হস্তাক্ষর দেখা যায়। ৬।২ ও ৭৩।২ পৃষ্ঠায় পার্শী অক্ষরের মত কিছু লেখা এবং ৭৩।২ পৃষ্ঠার বাম দিকে তিন পঙ্‌ক্তি কায়থি অক্ষরে কয়েক ব্যক্তির নাম লিখিত আছে। ৭৪।১ পৃষ্ঠার উপর দিকে এই কয়টি কথা দেখা যায়,—"শ্রীশ্রী৶করেন তবে তানে বন্ধিব।" পুথিখানি আদি ও অন্তে খণ্ডিত; সুতরাং রচনা বা লিপিকালের কোনও তারিখ পাওয়া যায় না। লিপিতত্ত্বে পারদর্শী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ইহার লিপি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই পুথিখানি লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ইহার অস্তিত্ব-সংবাদ জানিতে পারেন এবং ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের

জন্ত পুথিখানি সংগ্রহ করেন। বন-বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী কাঁকিল্যানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গো-শালায় মাচার উপরে এক রাশি পুথির সহিত অযত্ন-রক্ষিত অবস্থায় পুথিখানি পাওয়া যায়। ইহার সহিত একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছিল; তাহার লেখা দেখিয়া অনুমান হয় যে, ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুথিখানি বিষ্ণুপুররাজের পুথিশালায় রক্ষিত ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া গৌড়ে আগমন করেন, তখন পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থরাজি অপহৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু অনুমান করেন যে, সেই সকল গ্রন্থের সহিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' বিষ্ণুপুররাজের গ্রন্থাগারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে[১]। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র-বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক গীতিবাক্য। ইহাতে প্রায় ৪১৫টি পদ আছে এবং প্রত্যেক পদের শেষে ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। পুথির যতখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত; যথা,—১। ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং॥ ২। অথ তাম্বুলখণ্ডঃ॥ ইতি তাম্বুলখণ্ডং সমাপ্তং॥ ৩। অথ দানখণ্ডঃ॥ ইতি দানখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ৪। অথ নৌকাখণ্ডঃ॥ ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ৫। অথ ভারখণ্ডঃ॥ ইতি ভারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ৬। অথ ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ডঃ॥ ৭। অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ॥ ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ৮। অথ যমুনাখণ্ডান্তর্গতকালিয়দমনখণ্ডঃ॥ ইতি যমুনাখণ্ডান্তর্গতকালিয়দমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ৯। অথ যমুনাখণ্ডঃ॥ ইতিযমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ১০। অথ যমুনাখণ্ডান্তর্গতহারখণ্ডঃ॥ ইতি যমুনাখণ্ডান্তর্গতহারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ১১। অথ বালখণ্ডঃ॥ ইতি বালখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ১২। অথ বংশীখণ্ডঃ॥ ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ। ১৩। অথ রাধাবিরহঃ॥

ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই পুথিতে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর বঙ্গভাষার খাঁটি নিদর্শন সংরক্ষিত রহিয়াছে। প্রথম অংশ,—

... ... বস শক্ক॥ ৬॥

সভাপতি আর সব সভাসদ জন।
আলপমতীঞ তোহ্মাতে শরণ॥ ৭॥

... ...

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে[১]॥ ৮॥

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্।
ততঃ সরভসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ॥

কোড়ারাগঃ॥ যতিঃ॥ দণ্ডকঃ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
[কংসে]র কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে॥ ১॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সম্বেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ॥ ২॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলাহ্নি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে॥ ৩॥
তোহ্মে নানারূপেঁ কইলেঁ আসুরের খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ॥ ৪॥

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৮শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১২৫পৃঃ।

১। এই কয়টি চরণ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই।

হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ ভণি খণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥
এহি দুই কেশ হৈবে বসুদেবের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আয়িলা দেবের সুমতি শুণী।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিনি কারণে।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিত্তরে ॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥
মিলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাজ কাড়ে যেন বোকা ছাগ ॥
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা,—

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ ॥
চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ ১ ॥
সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলী ॥ ধ্রু ॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহি যুগল ॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কর্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল ॥ ২ ॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করকুরুবিন্দমাল[১] নির্ম্মিত কমলে ॥
মরকত পাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥
মানিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী ॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

(পৃঃ ৪।২-৫।১)

শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা,—

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাহ্নাঞি রস[২] সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥

১। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "করজরুবিন্দমাল" ছাপা হইয়াছে।

২। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "কাহ্নাঞি রস সম্ভোগ কারণে" এইরূপ ছাপা হইয়াছে। কিন্তু মূল পুথিতে এরূপ পাঠ নাই।

তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥ধ্রু॥
তীন ভুবনজন মোহিনী।
রতি রস কাম দোহনী ॥
শিরীষ কুসুম কোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী ॥ ২ ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥
দৈবেঁ কৈল কাহ্নু মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুঝিল আইহনে ॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ৫।১-২)

ইহার পরের পদেই বড়াই বুড়ির রূপ-বর্ণনা। পাঠক, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিয়া পদটি পাঠ করুন। দেখিবেন, বর্ণনাটি কেমন স্বাভাবিক।

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পদুমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি নৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥
নিযোজিলী নানা পরকারে। আল।
হাট বাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে ॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি ॥ ২ ॥
নাহাপুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী ॥ ৩ ॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে ॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ (পৃঃ ৫।২)

তাম্বুলখণ্ড।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রকলগনী ॥ একতালী ॥
আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে ॥ ১ ॥
কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২ ॥
গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥ ৩ ॥
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি ॥ ৪ ॥
সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী ॥ ৫ ॥
কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ ॥ ৬ ॥
দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ৭ ॥
নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী ॥ ৮ ॥
সরূপ কহিবোঁ তবেঁ মথুরার পথ।
যে কাজ বোলেঁ তোহ্মাক তাত কর সত ॥ ৯ ॥
বোল এক বোলোঁ তোক যবেঁ ধর মনে।
তবেঁ সে করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥ ১০ ॥
তোঁ মোর নাতি যেহ্ন দুঅজ পরাণ।
তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন ॥ ১১ ॥

সত্যেঁ সত্যেঁ করিবোঁ মো[১] তোহ্মার বচন।
যবেঁ আন করোঁ তাক বধওঁ ব্রাহ্মণ ॥ ১২ ॥
উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।
তবেঁ ভাল মতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥ ১৩॥
কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥
(পৃঃ ৬।২-৭।১)

দানখণ্ড।

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী॥

সিশের সিন্দূর তোর লাসে।
মাথার কেশ সুবেশে ॥
আহ্মাকে না চিহ্নসি তোহ্মেঁ।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
দান আহ্মার পরমাণে। এ রাধাল।
না কর মনে আন ভানে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দুধ লআঁ তোএঁ যাসী।
ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী ॥
আহ্মা ছাড়ী[২] জাইবি কোন পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ২ ॥
মুঠি এক[৩] মাঝা বাএ হালে।
তা দেখি মুনিমন টলে ॥
ডাকর ডালিম দুই কুচে।
নান্দসুত কাহ্নাঞিঁকে রুচে ॥
সুঝি যাহা মোর সব দানে।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥

রাধা মোর না কর নিরাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ (পৃঃ ১৭।২)

নৌকাখণ্ড।

গুজ্জরী রাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার।
তাহার দুঅজ আর গজমুতী হার ॥
সংসারের মাঝে রাধা দুলহ জীবন।
হায় পলাহ পাতল হউ তন ॥ ১ ॥
খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ।
এহাতে ধরহ রাধা আহ্মার উপাএ ॥ ধ্রু ॥
আর গরুঅ তোর নিতম্ব জঘন।
তাহাত বান্ধিল রাধা কনক রসন ॥
বান্ধন খসাআঁ রাধা পেলা আভরণ।
সংশয় বেলাতে তবেঁ কিসকে যতন ॥ ২ ॥
গাঅ বেঢ়িল তার দীঘল বসনে।
তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥
আঅর পেলাহ রাধা দধির পসারা।
কিছু পাতল হউ মোর নাঅ ভরা ॥ ৩ ॥
পাঙ্ক পাটের নাঅ গাতর ভরা।
হৃদের কাঞ্চুলী রাধা যমুনাত পেলা ॥
তবেঁ সুখেঁ পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥
(পৃঃ ৮২।২-৮৩।১)

ভারখণ্ড।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ চিত্রকলগনী ॥
দণ্ডকঃ ॥

চির দিন নাহিঁ রাধিকার দরশনে।
তে কারণে বড়ায়ি থীর নহে মনে ॥ ১ ॥
চিন্তিতেঁ দুগুণ ভৈল হৃদয়ে মদনে।
এবেঁ তাক আণী মোর রাখহ জীবনে ॥ ২ ॥

১। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "মো" কথাটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

২। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "ছাড়ি" ছাপা হইয়াছে। কিন্তু পুথিতে আছে "ছাড়ী"।

৩। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "সুচিত্রক" ছাপা হইয়াছে।

যতন করিআঁ তাক রাখে আইহনে।
তার মাঅ রাধিকারে চাহে খনে খনে ॥ ৩ ॥
এতেকেঁ তাহাক আহ্মে আনিতেঁ না পারী।
আপণে উপাঅ মোক বোল তোহ্মে হরী ॥৪॥
উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ।
তড় পথেঁ এবেঁ লোক মথুরাক জাএ ॥ ৫ ॥
এবেঁ তথাঁ কাহ্নাঞিঁর নাহিঁ অধিকার।
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার ॥ ৬ ॥
রাধিকাবে নিব আহ্মি যমুনার পার।
এথাঁ করিবোঁ কাহ্ন কোণ পরকার ॥ ৭ ॥
সরূপ করিআঁ কাহ্ন কহ মোর থানে।
তবেঁ রাধিকারে আণো হরষিত মনে ॥ ৮ ॥
যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ।
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ ॥ ৯ ॥
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার।
সে যেহ্ন আহ্মাকে বহাএ দধিভার ॥ ১০ ॥
ভাল বুইলেঁ কাহ্নাঞিঁ চল তোহ্মে ঝাঁটে।
আহ্মে রাধা লআঁ যাইউ মথুরার হাটে ॥১১॥
এহি পরকারেঁ তোর পুরিব আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥
(পৃঃ ৮৬।১-২)

ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ড।
শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী।
কত না ভাণ্ডসি মোরে আবালী গোআলী ॥
ত্রিদশগণে রাধা মোকে ধরে মাথে।
হেনয়ি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে ॥১॥
সুরতি মানিআঁ[১] মোক বহায়িলেঁ ভার।
লোকমুখে বড় মোর করায়িলেঁ খাঁথার ॥ধ্রু॥
তীন ভুবনে রাধা আহ্মে অধিকারী।
নানা রূপ ধরী আহ্মে অসুর সংহারী ॥
সে দেব হয়িআঁ মোক বিবুধি লাগিল।
তোহ্মার বচনে রাধা ভার বহিল ॥ ২ ॥
হলী বনমালী আহ্মে এ দুয়ি ভাই।
দৈবকী উদরে আহ্মে লাভল ঠাই ॥
অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে।
তোহ্মে কেহ্নে কর এবেঁ আহ্মাক নিরাসে ॥৩॥
এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচনে।
পাছেঁ কৈলি[১] না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে ॥
না পরিহর মোরে দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ *
(পৃঃ ১০০।১)

বৃন্দাবন খণ্ড।
পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥
দশনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ গোপীগণ আহ্মার বচন
অভয় দিলোঁ মো আপণে।
নিজ মন সুখে ফুল তুলী লআঁ
যাহ যাহার যেন মণে ॥ ১ ॥
চির জীঅ কাহ্নাঞিঁ কুলের নন্দন
আহ্মারে দিলেঁ অভএ।
যেন জাতী তোহ্মে যেহ্ন লোক তাহার
উচিত হেন ন[২] হএ ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥২॥
এ বোল শুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ
খণেক মনে বিমরিষে।

১। ছাপা কৃষ্ণকীর্ত্তনে "মাণিআঁ" ছাপা হইয়াছে। কিন্তু পুথিতে ন-কার স্পষ্ট রহিয়াছে।

১। ছাপা কৃষ্ণকীর্ত্তনে "কোলি" আছে। শব্দটিকে "কোলি, কৈলি" দুই রূপেই পড়া যায়। "কৈলি" শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে এখন প্রচলিত; অর্থ—কিন্তু।

২। 'ন' অক্ষরটি মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে ছাপা হয় নাই।

আজি হয়িব মোর কাজের সিধী
পুরী চির অভিলাসে ॥ ৩ ॥
কাহ্নের বদন অতি সুশোভন
দেখিআঁ যুবতীগণে।
দৈব নিয়োজন মদন বাণে
বিকলি ভৈল পরাণে ॥ ৪ ॥
এক তরুণীকে দেখায়িল কাহ্নাঞিঁ
হোর ফুল অতি উচে।
তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী
কাহ্নাঞিঁ ধরিল কুচে ॥ ৫ ॥
আয়র গোপী বুঝিল কাহ্নাঞিঁ
ফুল আছে দূর ডালে।
কেমনে পারিবোঁ এ ফুল কাহ্নাঞিঁ
উপায় বোল সকালে ॥ ৬ ॥
তাহাক তুলিআঁ ধরিল কাহ্নাঞি
সে ফুল তোলএ আপণে।
তুলিতেঁ নাম্বায়িতেঁ পায়িল আলিঙ্গন
কাহ্নাঞিঁ বিনি যতনে ॥ ৭ ॥
আয়র গোপী ফুল তুলিবাক
লাগিল ঝাঁটাল বনে।
গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে ॥ ৮ ॥
সে বনের মাঝেঁ দেব দামোদর
মিলিল দৈব ঘটনে।
পায়িল গোপী আপণ মনে
চুম্বিল তার বদনে ॥ ৯ ॥
পবনে চলিল গাছের পাত
তাত ভয়মনী ছলে।
কোহ্নো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন
ধরিল তাহার গলে ॥ ১০ ॥
হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল
বুলিআঁ দেব মুরারী।
দৃঢ়ক নিআঁ পুরিআঁ কোলে
কৈল গোপী নারী ॥ ১১ ॥
হেন মনে বনে হরিল কাহ্নাঞিঁ
সকল গোপীর মণে।
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলী গণে ॥ ১২ ॥

(পৃঃ ১১৮।২-১১৯।১)

কালিয়দমন খণ্ড।

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল।
লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল ॥
হেন কাহ্ন মৈলা কালীদহে ঝাঁপ দিআঁ।
গোপ যুবতী সব অনাথ করিআঁ ॥ ১ ॥
হৃদয়ত ঘাঅ দিআঁ রাধা গোআলিনী।
করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
কভোঁ না শুনিব আর তোহ্মার বচন।
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন ॥
কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিনি সব নিফল মোরে ॥ ২ ॥
হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল।
কোঁয়ল কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে বিষজালেঁ মায়িল ॥
দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগরবর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
রাধা এক রাখোআল পাঠাআঁ সত্বরে।
বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে ॥
সুণিআঁ নন্দ যশোদা ভৈলা আচেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১২৯।১-২)

পাড়াড়ীআ[1] রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা ॥

তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বগ্‌গ মর্ত্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী ॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতনু ধরি এবেঁ হৈলাহা গোআল ॥ ১ ॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী ॥ ধ্রু ॥
মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠ শরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ ॥
মাহাকোলরূপেঁ দন্তে মেদনী বিদারিলেঁ।
নরহরিরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ ॥ ২ ॥
বামনরূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরামরূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ ॥
শ্রীরামরূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
কলকীরূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্ট জন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥
হেন শুনিআঁ কাহ্নাঞি পাইল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১৩০।১-২)

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে ॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি ছান্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥ ১ ॥

আল ॥

পাইল রাধা কালীদহ কূল
লইআঁ সখি সমাজে।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো
কাজ না বুঝিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপনারীগণ
লাগিলা যমুনাতীরে।
কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে ॥
কেহো না পারিল কবেঁ ধরিতেঁ
খসিল দেহ বসনে।
ওহার এহার মুখ চাহে সব
কাহ্নো থির নহে মনে ॥ ২ ॥
তখন নয়ন নিমেষ না কৈল
দেখি প্রিয় বনমালী।
সকল গোআল যুবতী রহিলা
যেহ্ন কনকপুতলী ॥
এথো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে
বুলিতেঁ নারে বচনে।
কাহ্নাঞিঁ নাম পৃথিবীর চান্দ
তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩ ॥
আনেক যতন করিআঁ রাধা
গেলি কাহ্নের সংমুখে।
বুইল কাহ্নাঞিঁরে খান এক ঘুচ
সখি পাণি নেউ সুখে ॥
পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর
যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ।
তেহ্ন মতেঁ বুঝিল রাধাক উত্তর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১৩২।২-১৩৩।১)

১। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "পাহাড়ীআ" ছাপা হইয়াছে। পুথিতে আছে "পাড়াড়ীআ"।

হারখণ্ড।

বিভাষরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সুণ মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ।
ভাগে পুথী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ ॥
কেহো ধরে ঘোড়া চুলে কেহো ধরে হাথে।
দধির পসার তুলিআঁ দেতি মাথে ॥ ১ ॥
আঅর না জায়িব মা বাছা রাখিবারে।
ষোল শত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে ॥লা॥ধ্রু॥
যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে।
কেলি কৈল রাধা পরপুরুষের সঙ্গে ॥
বুলিতেঁ চাহিলোঁ আসী রাধার দোষে।
আগেঁ আসা দোষে রাধা মোরে সেই রোষে ॥২॥
তোহ্মারি তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন।
ধর্ম্ম ছাড়ী পাপত নাহিঁক মোর মন ॥
বেআকুলী হআঁ রাধা মদন বিকারে।
দুই কান্ধ ফুলায়িল বহায়িআঁ দধিভারে ॥ ৩
গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কুলে।
মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে ॥
সরূপেঁ কহিলোঁ মা তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডিদাস গাএ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১৫২।২-১৫৩।১)

বালখণ্ড।

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শুন কাহ্নাঞি গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥ ১॥
শুণহ কাহ্নাঞি তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাচ বাণে ॥ ধ্রু ॥
পুরুবে রাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে।
কোণো পরকারেঁ না শুনিল মোর বোলে।
কোন কাম না কৈলে তোহ্মাত লাগিআঁ।
আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআঁ ॥২
বিলম্ব না কর কাহ্ন মোর বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন ॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিন বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥৩॥
ত্রিজগতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী ॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাকে যতনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥৪॥

বংশীখণ্ড।

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥১॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ধ্রু॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥২॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥৩॥

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুথাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥৪॥

রাধাবিরহ।

মল্লাররাগঃ॥ রূপকং॥

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পাসআঁ লুকাওঁ॥১॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব থন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ॥ধ্রু॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে॥
মোঞঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত॥২॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ॥৩॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকশিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ॥
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥৪॥

পুথির মধ্যে, প্রত্যেক পদের শেষে, ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। কবির আর একটি নাম ছিল অনন্ত; কয়েকটি পদের ভণিতায় ইহাও অবগত হওয়া যায়; যথা,—

১। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলী চরণে॥

২। গাইল আনন্ত বড় চণ্ডীদাসেঁ
দেবী বাসলীগণে॥

৩। মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ।
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥

৮৭ পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় "শ্রীগুনরাজ খাঁ" এই নাম লেখা আছে। ২২৬ পত্রের পর পুথিখানি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার শেষে কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থখানি সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অন্ধকারাবৃত গুহায় নূতন আলোকপাত করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বানান-প্রণালী, ছন্দ ও লিপিতত্ত্ববিষয়ক নানাবিধ সমস্যা সেই আলোকের সাহায্যে অতি সহজেই সমাধান করা সম্ভবপর হইবে।

১৮০। প্রাচীন পদাবলী।

রচয়িতা—চণ্ডীদাস ও রসিকচান্দ।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অঙ্কহীন একটি পাতা। প্রথম পৃষ্ঠায় ১২ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লিখিত। পরিমাণ, ১২½ × ৪ ইঞ্চি। প্রথমেই একটি হিন্দী দোঁহা আছে। তৎপরে রসিকচান্দ এবং চণ্ডীদাসের দুইটি পদ। পদ দুইটি এখানে তুলিয়া দিলাম।

বেদবিধি জন্ম নাই না ছিল পৃকিতি।
কোন লিঙ্গে হৈল পঞ্চ আত্মার উৎপত্তি॥

কোন বস্তু হৈতে হৈল নাইকা সঞ্চার।
.... নাক্রি আগমের পার॥
অজোনিসম্ভবা কহে সার মত।
শুদ্ধ সত্ত স্থির হৈলে পাবে এই পথ॥
.............পুরুষের চারি হয়।
চন্দ্র সুয্য নামে দুই পুত্র নিকসয়॥
বামা দক্ষিনে দুই ধার বঅ।
দেবা দেবি রাহান (রহেন) তাথে জোর আলঅ॥
ক্রমে ক্রমে কহি চোদ্দ ভুবন প্রকাস।
ব্রহ্মাণ্ডে আসি কৈল জার জে বিলাস॥
চতুর রসিক বাঁকা পার হঞা গেল।
রসিকচান্দের মনে সন্দেহ রহিল ॥১॥ *॥

কামেত জননি ভাবেত সাতিনি
ব্রজরতি অতিথারা।
এ সব বুঝিঞা জে জন মজ্যেছে
উপ[া]সনা বুঝেছে তারা॥
উত্তম ব্যঞ্জন অন্ন ঘ্রত দধি
অলপ থাইঞা চাইঞে রবে।
ভোজন করিলে ক্ষুধা সান্তি হবে
রাগ রতি ভাসিআ জাবে॥
রাগ রতি গেলে তারে নাহি মিলে
কতেক করুক খেদ।
প্রিকিতি জানা গলার মালা
স্বভাব ভাবিতে ভেদ॥
প্রিকিতি সাধন সির্দ্ধ পিঠ সম
জদি থির হত্যে পারে।
চঞ্চল হইলে ও কাম রতিতে
উঠু ডুবু করি মরে॥
পরম আত্মার প্রগটন হইলে
রতি থির তায় [হয়]।
ভাব সির্দ্ধ কিবা পাইলাম সঞোগে
রাখিতে বিসম দায়॥

চণ্ডিদাসে কহে রজকি আবেসে
ডুবিলাম বহুত দুর।
রজকিনির পায় এ তনু সপিলু
ভাঙ্গিল সকল ঘোর॥ ২॥ * ॥

১৮১। পদাবলী।

রচয়িতা—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

পত্র, ১—৬, ১০; অসম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ৯ এবং অবশিষ্ট সমস্ত পৃষ্ঠায় ১ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পত্র কীট-দষ্ট; স্থানে স্থানে লেখা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ— ১৪" × ৪"ই ইঞ্চি। চারিখানি পাতায় মোট কুড়িটি পদ আছে;—তন্মধ্যে প্রথম দশটি বিদ্যাপতির এবং শেষ দশটিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখা যায়। কয়েকটি পদ তুলিয়া দিলাম।—

ইন্দ্র য়াদি করি সুর নর দানব
ত্রিপুর জিনল দসমাথে।
বীস বাহু পর বিজই ধনুর্দ্ধর
নৃপতি নিসাচরনাথে॥
মনিময় কুণ্ডল রতন অভোরন
সোভা করে দশ মুণ্ডে।
দিগবিজই করি বিক্রম বল ধরি
ছত্র ধরল নব দণ্ডে॥
সোই লংকাপতি দৈবে হরল মতি
বিপদ সময় জব ভেল।
রতন মুকুট পর বনচর বানর
চরনঘাত কত দেল॥

হরি হরি দৈবকি গতি নাহি জান।
কবহু রাজপদ বহু সুখ সম্পদ
কবহু গুরুয়া অপমান॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুনহ জগজন
বড় বলবন্ত গোসাঞি।
সুখ সম্পদ জত দৈব নিজোজিত
আপন হাথ কিছু নাঞি॥ ৩॥
(১১-২ পৃঃ)

চণ্ডীদাসের একটি পদ,—

রাই বলে সুন হেদে গো বিনদি
ঘাটের জানহ পথ।
বড়ায়েরে রাধা কহে রস কথা
বড় দেখি অনুরত॥
আর কত দুর আছে মধুপুর
কহ না বেদনি বুড়ি।
সহজ গমনে পথ নাহি চল
চলিয়া জাইতে নারি॥
কানু পরসংগ অলপ ইঙ্গিতে
সুধাইছে জত নারি।
কহিতে কহিতে হইলা মোহিতে
কহ কহ আগ বুড়ি॥
কহিছে বড়াই আপন দড়াই
মাঝারে জমুনা নায়ে।
উ পার হইলে জা চাহ তা দিব
এ পারে নাহিক সোয়ে॥
হাসি কহে রাধা বলে বানি আধা
উ পারে কে রাছে বল।
বড়াই বলিছে কহিলে কহিব
আগে দেখাইব চল॥
হরস বদনি রাই বিনোদিনি
পুলকে পুনু সুধায়।

সে জন কেমন কিব্যা তার নাম
দিজ চণ্ডিদাসে গায়॥ ১৩॥
(পৃঃ ১০।১)

প্রথম তিন পত্রে শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তি এবং দশম পত্রে বড়াই ও সখীগণের সহিত রাধিকার মথুরাগমন সম্বন্ধীয় কয়েকটি পদ আছে।

১৮২। দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ।

(একান্ন পদ)

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ২—১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা কাগজ। ২—৪ পত্রে এবং শেষ পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি, অন্য সমস্ত পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১০$\frac{1}{2}$" × ৪$\frac{1}{2}$" ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল।

পুথিখানিতে মোট ৫১টি পদ ছিল। তন্মধ্যে ১ম পাতাখানি না থাকায় দুইটি পদের অভাব আছে। এই পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। নিশাবসানে শারি-শুকের আলাপে শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় গভীর নিশীথে কুঞ্জ-কুটীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন পর্য্যন্ত বিবিধ লীলা এই সকল পদে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় পত্রের প্রথম এই,—

সারি সুক পিক ঘন ঘন কুহরই
সুনইতে জাগল রাই।
জটিলাগমন সুনি ধনি তনু কাঁপই
তুরিতে সে স্যাম জাগাই॥

সুন বর নাগর কান।
তুরিতেহি বেস বনাহ জতন করি
জামিনি ভেল অবসান ॥ ধ্রুয়া ॥
সারি সুক পিক কপোত কুহরত[১]
মউরা মউরি করু নাদ।
নগরক লোক জাগী যব বৈঠব
তবহুঁ পড়ব পরমাদ ॥
গুরু জন পরিজন ননদিনি দুর্জ্জন
তুহুঁ কিনা জানসি রিত।
গোবিন্দদাস কহে উঠি চল সুন্দরি
বিক(ঘ)টব কানু পিরিত ॥ ৩ ॥
গুরুজন জাগল ভৈগেল বিহান।
গ্র(গৃ)হ নিজ কায সমাপন জান ॥
সখিগন দধি মন্থন করু তাহিঁ।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি ॥
কোই সখি গুরুজন সেবন কেল।
কনককুম্ভ লই কোই চলি গেল ॥
কুসুম তোরি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বেহার ॥
নিতি নিতি ঐছন করতহিঁ রীত।
গোবিন্দদাস কহে অনুপ পিরিত ॥ ৬ ॥
২।২ পত্র)

সারঙ্গ।

সখাগন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
ভোজন করত দুই ভাই।
রোহিনী দেবি করত পরিবেসন
রসবতি দেও বাড়াই ॥
রতনথারি ভরিপুর বিবিধ মিঠাই থির
দধি সাকর অন্ন ব্যেঞ্জন মুমধুর ॥
ভোজন কেলি কহন নাহি জায়ত
আনন্দে কো করু ওর।
ভোজন সারি সয়ন কর পলঙ্কেক
সুখময় নন্দকিসোর ॥
জে কিছু শেষ রহল থারি পর
ভোজন করতহি গোরি।
গোবিন্দদাস ঝারি লই থাড়ি
পরন লুটায়ত থুরি ॥১৮॥ (৫ম পত্র)

কল্যনাদ্রি।

কামুক দরসন ভেল।
সহচরি তুরিতহি গেল ॥
কাহে কথন সুনি ভোরি।
বেস বনায়ত গোরি ॥
প্রিয় সহচরি করি সঙ্গ।
বসন ভুষণ করি অঙ্গ ॥
নব নব নাগরি বালা।
জৈছন চান্দকি মালা ॥
বায়ত কত কত তান।
কত রাগ করতহি গান ॥
রসিক রমনি কত ভাস।
সুনতহি গোবিন্দদাস ॥২৫॥ (৬ষ্ঠ পত্র)

কল্যান।

নব ঘন কাননে সোভন পুঞ্জ।
বিকসিত কুসুমে সোভিত কুঞ্জ ॥
নৌতুন পল্লবে সোভন ডাল।
সারি সুক পিক বোলে রসাল ॥
তহি বনে অপরূপ রতন হিণ্ডোর।
তাহি বৈঠল কিশোরি কিশোর ॥
ব্রজরমনিগন দেত ঝকোর।
গীরত জানি ধনি করতহি কোর ॥
কত কত উপজত রসপরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত রঙ্গ ॥ ২৮ ॥
(৭ম পত্র)

১। পুঁথিতে আছে—'কোপন্ত কুহয়ব কত।'

বড়ারি।

সখিগন মেলি করত জয়কার।
শ্যামের কণ্ঠে দেয়ত ফুলহার ॥
নিজ মন্দিরে ধনি করল পয়ান।
ঘন বোনে রহল সুনাগর কান ॥
সখিগন সঙ্গে রঙ্গে চল গোরি।
মনিভুসনে অঙ্গ উজোরি ॥
সন্ধাসবদ ঘন জয় জয়কার।
সুন্দর বদন কবচ কুচভার ॥ ৩৬ ॥

(৮ম পত্র)

শেষ,—

ভুপালি।

রতি রসে অবস আলসে অতি ঘুম্নিত
সুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধুমদে ভ্রমর ভ্রমরি মৃদু ঝঙ্কর
বিকসিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥
বিনদিনি রাধা মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কণক লতাবলি
দুহু তনু অতি উজোর ॥
ভুজে ভুজে ছন্দ বন্দ করি সুন্দারি
শ্যামের কোরে ঘুমায়।
রতি রসে অবেশ দুহুঁ তনু জর জর
প্রিয়সখি চামর ঢুলায় ॥
সুভাসিত নীর ঝারি ভরি সহচরি
রাখল দুঁহু জন পাসে।
মন্দির নিকটে পদতলে সুতল
সহচরি গোবিন্দদাসে ॥ ৫১ ॥

ইতি দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥৹॥ সন ১২২১॥ শকাব্দা: ১৭৩৬ ॥ তারিখ ১৬ জ্যৈষ্ঠ দশহরা তিথি ॥

৪।১ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠী বিভক্তি অর্থে "ক" প্রত্যয় আছে।

১৮৩। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্র, ১—৪৮; সম্পূর্ণ; ২৮ সংখ্যক পাতা দুইখানি। মাঝের পাঁচখানি এবং শেষের ১১খানি পাতা ঈষৎ নীল রংএর। পুথিখানিতে দুই, কি তিন জন লিপিকরের হাতের লেখা আছে। পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই— ৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত এক এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে। পরিমাণ, ১৪ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল, ১১৮৩ সাল।

গোবিন্দদাসের বিরচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক প্রায় ২৯২টি পদ এই পুথিতে আছে। প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সূচী দেওয়া আছে। কোন্ কোন্ বিষয়ের পদ ইহার মধ্যে আছে, সূচীটি দেখিয়া সহজেই তাহা জানা যায়। (১) গৌরচন্দ্রের রূপ বর্ণন, (২) শ্রীকৃষ্ণের রূপ, (৩) গোষ্ঠবিহার, (৪) গোপীর রূপ, (৫) রাধার পূর্ব্বরাগ, (৬) কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, (৭) গোপীর স্বয়ংদৌত্য, (৮) কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য, (৯) গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী, (১০) রূপোল্লাস, (১১) রাস, (১২) সম্ভোগ, (১৩) রসালস, (১৪) রসোদ্গার, (১৫) অনুরাগ, (১৬) মান, (১৭) বিরহ, (১৮) অভিসারোৎকণ্ঠা, (১৯) অভিসার, (২০) অভিসারানুরাগ, (২১) বাসকসজ্জা, (২২) উৎকণ্ঠিতা, (২৩) বিপ্রলব্ধা, (২৪) খণ্ডিতা, (২৫) কলহান্তরিতা, (২৬) প্রোষিতপ্রেয়সী, (২৭) ভবন্ বিরহ, (২৮) মাথুর, (২৯) বারমাসিয়া, (৩০) স্বাধীনভর্ত্তৃকা, (৩১) ফাগুয়া দোল,

(৩২) দান, (৩৩) নৌকাখণ্ড—এই সমস্ত বিষয়ের পদ পুথিতে সংগৃহীত আছে। বলা বাহুল্য, পদগুলি সবই গোবিন্দদাসের রচিত।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ,—

কানড় রাগ।

নিরুপম হেমযোতি জিতি বরনা।
সঙ্গিত রঙ্গিত রঙ্গিত চরনা॥
নাচত গৌর গুণমনিঞা।
চৌদিগে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়া॥ ধ্রু॥
সরদ ইন্দু নিন্দি সুন্দরবয়না।
অহনিসি প্রেম নিরঝরে ঝরু নয়না॥
বিপুল পুলকপরিপূরিত দেহা।
নিজ রসে ভাসি ন পাবই থেহা॥
জগ ভরি পুরল এহেন আনন্দা।
মহিমা বঞ্চিত দাস গোবিন্দা॥ ৮॥ (পৃঃ ২।২)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ,—

সিন্ধুড়া রাগ।

অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরনা।
তরুনারুন থল- কমল-দল কল-
মঞ্জিররঞ্জিত চরনা॥১॥
দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধারস হাস বিকাসিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥ ধ্রু॥
ইন্দিবর বর গর্ব্ব বিমোচন
লোচন মনমথ ফান্দে।
ভাঙু ভুজগপাসে বাঁধল কুলবতি
কুলদেবতি মন কাঁন্দে॥২॥
ভ্রমর করম্বিত অজানু বিলম্বিত
কেলী কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস চিত নিতি বিহারত
ঐছন মুরতি রসাল॥২৩॥ (পৃঃ ৪।২)

শ্রীরাধার রূপ,—

কুঞ্চিত কেসিনি নিরুপম বেসিনি
রস আবেসিনি ভঙ্গিনি রে।
অঙ্গ তরঙ্গিনি অধর সুরঙ্গিনি
নব নব রঙ্গিনি রে॥ ১॥
সুন্দরি রাধে আয়এ বনি।
ব্রজরমনিগনমুকুটমনি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জরগামিনি মতিম দামিনি
দামিনি চমকি নিহারিনি।
অভরন ভারিনি নব অভিসারিনি
সামর হৃদয়বেহারিনি॥ ২॥
নব অনুরাগিনি অখিল সোহাগিনি
পঞ্চম রাগিনি মোহিনি।
রাসবেহারিনি হাস বিকাসিনি
গোবিন্দদাসচিতসোহিনি॥৩৫২॥
(পৃঃ ৮।২)

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ,—

বড়ারি।

নিসসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘনে অবলম্ব॥
খনে তনু মোড়সি করু কত ভঙ্গ।
অভিনব পুলকমুকুরে ভরু অঙ্গ॥
এ সখি মোরে না করু আর ছন্দ।
জানলোঁ ভেটলি শ্যামরচন্দ॥ ধ্রু॥
ভাব কি গোপসি গোপত নাহি রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই॥
জতনে নেবারসি নয়নক লোর।
গদ গদ সবদে কহসি আধ বোল॥

আন ছলে আঁগণ আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একন্ত॥
দুরে রহুঁ গুরুজন গৌরব লাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ॥ ৫৮॥
(পৃঃ ৯১২)

আগুদুতী,—

নট।

স্তনইতে চমকিত গৃহপতিরাব।
তুয়া নূপুররবে উনমতি ধাব॥
নাহ না হেরই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়ন ঝরু লোর॥ ১॥
সামিক সয়নমন্দিরে নাহি উঠই।
একুলি গহন কুঞ্জ যাহা লুঠই॥
পতিকর পরসে মানই জনজাল।
বিজনে আলিঙ্গন তরুন তমাল॥ ২॥
মুরলিনিসান শ্রবন ভরি পিবই।
গুরুজনবচ[ে]ন বহির সম নবহি (?) (রহই)।
ঐছন জতহু মরম অভিলাস।
কর্তএ নিবেদীব গোবিন্দদাষ॥ ৮৪॥
(পৃঃ ১৪৫)

তথা॥

খিতিতলে সুতলি বালা।
খণ্ডিত মোতিমমালা॥
খসল কবরি কেসপাষ।
খরতর বিরহ হুতাস॥ ১॥
খঞ্জনীনয়নি ধনি রাই।
ক্ষীয়ত তুআ পথ চাহি॥ ধ্রু॥
খনে খনে তুয়া গুন গায়।
খপুর কপুর নাহি খায়॥
খলয় বলয় দুহু হাথ।
খেদ কহই নাহি জাত॥ ২॥
খল সঞে পিরিতিক সাধে।
খোয়ত কুলমরিজাদে॥
খিন তনু তনিক নিসাস।
খোজত গোবিন্দদাস॥ ৩॥ ৯২॥ (পৃঃ ১৫।.)

সম্ভোগ,—

জতিশ্রী॥

ধরি সখি আচরে ভরি উপচঙ্ক।
বৈঠে না বৈঠই হরি পরিজঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাসে অগোরল নাহ॥ ১॥
লুবধল মাধব মুগধিনি নারি।
ও অতি বিদগদ এ রতি গোঙারি॥ ধ্রু॥
পরসিতে তরসি করহী কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়নজল খলই॥
হঠ পরিরম্ভনে থরহরি কাপ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাপ॥ ২॥
সুতলি চীত পুতলি সম গোরি।
চীত নলিনী অলি রহই অগো[ ]র॥
গোবিন্দদাস কহই পরিনাম।
রূপক কুপে মগন ভেল কাম॥ ৩॥ ১১৮॥
(পৃঃ ১৯১২)

বারমাসিয়া,—

আঘন মাস রাস রস সায়র
নায়র মধুপুর গেল।
পুরনাগরিগন পুরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল॥ ১॥
পাওত পোষ তুসার সমীরন
হিমকর হিম অনিবার।
নাগরি কোরে ভোরি রহু নাগর
করব কেমন পরকার॥ ২॥
মাঘে নিদাঘ কোন পাতিআয়ত
আতপ মন্দ বিকাস।
দিনমনি তাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু জিবন হুতাস॥

ফাগুন গুনি [গুনি] গ(গু)নমণি গুনগু(গ)ন
ফাগুয়া খেলত রঙ্গ।
বিরহ পওধি অবধি নাহি পাইএ
ভুতর মদনতরঙ্গ ॥ ৪ ॥
আওত চৈত চীত কত নিবারব
ঋতুপতি নব পরবেস।
কানন কুসুম কুসুমসরে হানল
কানু রহল দুরদেশ ॥ ৫ ॥
মাধবি মাসে সাধ বিধি বাধল
পিকুকুল পঞ্চম গান।
মধুকর বোলে দোলে থিন জীবন
কোন মিলায়ব কান ॥ ৬ ॥
জেঠহ মিঠ কহই সব রঙ্গিনী
চন্দন চন্দনি রাতি।
সীতল পবন সবহুঁ মোহে লাগল
দারুণ মনমথ সাতি ॥ ৭ ॥
আওএ আষাঢ় বাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদপাতি।
নীরদ মুরুতি নয়নে জনু লাগল
নিঝরে ঝরু দিন রাতি ॥ ৮ ॥
সাঙন সঘন গগন ঘন গরজন
উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগরি জামিনি
জিবন কণ্ঠহি কোল ॥ ৯ ॥
ভাদর দর দর দারুন দুরদিন
ঝাপই দিনমনিচন্দ।
শীকর নিকরে থীর নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ ॥ ১০ ॥
আসিন মাসে বিকাসি সিত পদুমিনি
সারস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
মোহে কৈছে বিছুরল কান ॥ ১১ ॥
কার্ত্তিক মাসি নিরাসল কো বিহি
লিলাময় রস রাস।
নিকরুন কানু কোন সমুঝায়ব
চল ভুহুঁ গোবিন্দদাষ ॥ ১২ ॥
(পৃঃ ৪৪।২—৪৫।১)

প্রত্যেক পদের ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। কেবল মাত্র তিনটি পদে গোবিন্দদাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, দ্বিজ রায় বসন্ত ও রূপনারায়ণের নাম দেখা যায়। সেই তিনটি ভণিতা এখানে তুলিয়া দিলাম।—

১। রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধি
নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥—৫ পত্র।
২। গোবিন্দ দাষ ভন রসিক রসায়ন।
রস অতি ভুপতি রূপনারায়ন ॥—৫ পত্র।
৩। গোবিন্দদাষ কহ কিএ মতিমন্ত।
ভুলল জাহে দ্বিজ রায় বসন্ত ॥—৭ পত্র।

পুথির শেষে নৌকাখণ্ডের দুইটি পদ; তাহার শেষ পদটি এই,—

কেদার।

অব লহু লহু হাসি মরমে মরম পসি
নাবে চঢ়াওই তোই।
তইখনে মঝু মন ভেলহি আনহি ছল
বেকত কমল ফল সেই ॥ ১ ॥
সুন্দরি হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ।
ইহ নাবিক অতি চপল চপল মতি
অব জেঙ তেঙ পরবোধ ॥ ধ্রু ॥
গগনহি ঘন বিজুরি ঝলকত
দিনহি ভেল আন্ধিয়ার।
খরতর পবনে তরনি ঘন ঘুরই
পৈঠত জল অনিবার ॥ ২ ॥

চুরজন পানি পড়নে জিউ সংসয়
ইথে জানি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে আযু সব সাখি জিবই
গোবিন্দদাস কহ সার॥ ৩॥ ৯২॥

রাধাকৃষ্ণায় নম॥ ই পুস্তক সমাপ্ত॥ ইতি॥ সন ১১৮৩ সাল॥ তারিখ ৭ ফাগুন॥ * ॥ শ্রীকৃষ্ণনাথ গোস্বামী॥ * ॥ শ্রীরাম রাম সহায়॥

সখি হে হিত বচন কুছ সুনু।
পর উপকার বহু করে গুনু॥
পর উপকার নাহি [ক]রে জেই।
ভুত প্রেত পিচাসিনি সেই॥
জো নারি নাহি জানে পঞ্চ পুরুসকি সুক।
প্রাতকে না হেরোবো তাহাক মুখ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
এ রসে বঞ্চিত একভাতারি॥ ০॥

এই পদটি পরবর্ত্তী কালে ভিন্ন কালিতে অপর কোন লেখকের লিখিত বলিয়া মনে হয়।

১৮৪। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র—৬-৫০, ৫২-৫৪, ৫৭-৬৯; অসম্পূর্ণ। ১১ সংখ্যক পাতাখানি মধ্যদেশে লম্বাভাবে ছিন্ন। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই—৪ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত এক এক পৃষ্ঠায় লিখিত আছে; কয়েকটি পৃষ্ঠা আবার একেবারে শাদা। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দক্ষিণ ও বামে দুইটি করিয়া লাল কালির রেখা এবং শেষের কয়েকটি পত্রের কয়েক ছত্র লাল কালিতে লিখিত। পরিমাণ ১০¾"×৫"।

১৮৩ সংখ্যক পুথির সহিত আলোচ্য পুথিখানি অভিন্ন এবং তাহার ও ইহার পদ ও বিষয় প্রায় এক।

৬ষ্ঠ পত্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপ,—

মাউর ধানসি।

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ জিনি বরন সুছাঁদ।
কুঞ্চিত কেস খচিত শিখিচন্দ্রিক
অলকবলিত ললিতাননচান্দ॥ ১॥
আওএ রে নবনাগর কাহু।
ভাবিনি ভাব বিভাবিত অন্তর
দিন রজনি নাহি জানত আন॥ ধ্রু॥
মধুরাধরহি হাস অতি মনোহর
তহিঁ অতি সুমধুর মুরলি বিরাজ।
ভাঙু বিভঙ্গিম কুটিল নেহারহি
কুলবতি উমতি ছুরে রহু লাজ॥ ২॥
গজপতি ভাঁতি গমন অতি মন্থর
মনি মঞ্জির বাজত রনঝনিঞা।
হেরইতে কত মদন মরুছাই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিঞা॥ ৩॥

৩৮ পত্রে রাস-সম্ভোগ,—

কালিন্দিতির সুধারস সমিরন
কুন্দ কুমুদ অরাবিন্দ বিকাশ।
নাচত মোর মত্ত মধুকর শুক
সারি পিক পঞ্চম ভাষ॥ ১॥
মধুবনে নিধুবনমুগধ মুরারি।
লুবধ গোপবধু অধিক লাখ সঙ্গে
বিহরে বৃখভানুকুমারি॥ ধ্রু॥

নাচত নটিনি গাওএ নটশেখর
গাওএ নটিনি নাচে নটরাজ।
শামর গোরি গোরি শঞে শামর
নব জলধরে কত তড়িত বিরাজ ॥ ২ ॥
হেরি হেরি রাস বিলাস মনোহর
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ।
ভুলল গগনে সগন রজনিকর
চৌদিগে ফিরত দিপধরছন্দ ॥ ৩ ॥
তারাগন সঙ্গে তারাপতি হেরি
লাজে লুকায়ল দিনমনিকাঁতি।
গোবিন্দদাসপঁহু জগতমনমোহন
বিহরত ভেল কলপ সম রাতি ॥ ৪ ॥

শেষ পত্রে দূরপ্রবাস,—

শ্রীগান্ধার রাগ ॥

জাহাঁ জাহাঁ অরুন চরনে চলি জাত।
তাঁহা তাঁহা ধরনি হইএ মঝু গাত ॥
জো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হইহো তহিঁ মাহ ॥ ১ ॥
এ সখি বিরহমরন নিরবন্ধ।
ঐছে মিলএ জব গোকুলচন্দ ॥ ধ্রু ॥
যো দরপনে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ যোতি হইএ তহিঁ মাহ ॥
যো বিজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তহিঁ হইএ মৃদু বাত ॥ ২ ॥
জাহা পহু ভরমই জলধরশ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইএ সোই ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকততনু তোহে কিয়ে ছোরি ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

সমস্ত পদেই গোবিন্দদাসের ভণিতা। ৮ম পত্রে গোবিন্দদাসের নামের সহিত এই দুইটি নাম সংযুক্ত দেখা যায়,—

১। কমলালালিত চরনকমলমধু
মধুপ সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ন
গোবিন্দদাস অনুমান ॥ ৩ ॥
২। গোবিন্দদাস ভন রসিকরসায়ন।
রসময়তু ভুপতি রূপনারায়ন ॥ ৩ ॥

পুথির মধ্যে চ ও দএর আকার অপেক্ষাকৃত পুরান। ৮।১ পৃষ্ঠায় একটি জ কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত জএর মত।

১৮৫। প্রাচীন পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র—১-২, ৪-৩৫ ; অসম্পূর্ণ। ৮ পাতা পর্য্যন্ত বাম দিকের উপরে খানিকটা ছেঁড়া। পুরু শাদা বিলাতী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ২৭ পত্র পর্য্যন্ত এক হাতের এবং ২৮—৩৫ পত্র পর্য্যন্ত অপর হাতের লেখা। পরিমাণ ১১" × ৫২/৩"। পদসংখ্যা—১৯০।

পূর্ব্বে ১৮৩ ও ১৮৪ সংখ্যক যে দুইখানি পুথির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, আলোচ্য পুথিখানি তাহার সহিত অভিন্ন। সেই জন্য ইহার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া, কেবল প্রথম পত্র হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি। ১৮৩ সংখ্যক পুথিতে এই প্রথম অংশটুকু নাই।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

সারঙ্গ রাগ ॥

পহু মোর শ্রীনিবাস গুন গুনধাম।
দিনহিন তারন প্রেমরসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥

চম্পক বরন হরন তনু সুবলিত
কৌসিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম করি কহতি ভাগবত
সোই বরন তনু সাজে ॥
নিজ নিজ ভজন কহত পারিসাদগন
প্রকটই চরনারবিন্দ।
নিরবধি বদনে মধুর নাম জপতহি
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
ভকতি যাচরন গোবিন্দদাস যনাথে ॥১॥

ভূপালি।

শ্রীপাদসুধাকমকরসপানে।
শ্রীবিগ্রহগুন করি গানে ॥
শ্রীমুখবচন শ্রবনসুখসঙ্গি।
অনুভব ভেল কত প্রেমতরঙ্গি ॥
এ মন কাহে করসি যনুতাপ।
পহুক প্রতাপমন্ত্র কর জাপ ॥
জো কিছু বিচারি মনোরথে চড়লি।
প্রভুক চরন সারথি কয়লি ॥
রথক বাহন বাহনক প্রাণ তুরঙ্গ।
আসাপাস জুতি রহ শ্রীঙ্গ ॥
লিলাজলধীতিরে চলু ধাই।
সো রঙ্গময় তরঙ্গত রঙ্গত (?) যবগাহি ॥
রঙ্গতরঙ্গি সঙ্গি হরিদাস।
রতি মনি দেই পুরব অভিলাস ॥
সো রসজলধি মঝে মনু গেহ।
তহি রহ গোরি শ্যামর দেহ ॥
সারথি লেই মিলায়ব তাই।
গোবিন্দদাস গোরাগুন গাই ॥

শ্রীরাগ।

বিদ্যাপতি যুগ চরন সরোরুহ
নিষ্যন্দিত মকরন্দে।
তথি মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে কর যনুবন্দে ॥
হরি হরি কিয়ে মঙ্গলু হোয়ি।
রমনিসিরোমনি নাগরসেখর
লিলা স্ফুরবই মোই ॥
জনু জনু বামন ধরল সুধাকর
পঙ্গু চড়ব জনি সিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দস দিস খোজব
কলপতরুরুহ নিকরে ॥
না বুঝে ধন্ধ করব অনুবন্ধ
ভকতচরননখ ইন্দু।
কিরনঘটায় ভুবন পরিপুরল
হাম কী না পাওব এক বিন্দু ॥
ঐছন জানি নিচ পরিমানিনি
প(পু)জহু পদহি যে জাগী।
গোবিন্দদাস কহে নিতি নব নৌতুন
সো পদযুগল অনুরাগি ॥

ইহার পরেই গৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনা, তাহা পূর্ব্বোক্ত দুইখানি পুথিতে আছে। ৬ষ্ঠ পত্রে গোবিন্দদাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, রাজ শিবসিংহ ও রূপনারায়ণের ভণিতা আছে।

১৮৬। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ১—২৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা কাগজ। ১, ২৪ ও ২৫ সংখ্যক পাতা ছেঁড়া। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। ২২ ও ২৩ পত্রের খানিকটা অন্য লিপিকরের লিখিত। তদ্ভিন্ন আগাগোড়া এক হাতের লেখা। পরিমাণ ১২¾" × ৪¾"।

১৮৩—১৮৫ সংখ্যক পুথির ন্যায় এই পুথিখানিও গোবিন্দদাসের পদ-সংগ্রহ—একই পুথি। তবে এই পুথির শেষে "ফাগুয়া" ও "বিরহচিত্রগীত"-বিষয়ক কতকগুলি পদ অতিরিক্ত আছে—যাহা পূর্ব্বের তিনখানি পুথিতে নাই। বোধ হয়, খণ্ডিত না হইলে আরও পদ ইহাতে পাওয়া যাইত। ২৪ পত্রে ফাগুয়া,—

বসন্ত ॥

ঋতুপতি বিহরতি নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিনি সঙ্গিনি বাম ॥ ধ্রু ॥
চুআ চন্দন পরিমল কুঙ্কুম
ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ
মরুতি যুথ শ...গাওঅত হরি ॥ ১ ॥
কেহো ধরু অম্বর কেহো বহর কেহো
তনু পরশহি রহলী ভোরি।
কেহো লেই মুদরি কেহো লেই মুরলী
ভুরহি দুর কেহো গাওঅত হোলি ॥২॥
ডম্ফ রবাব ....খাউজ
করতলতাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাসপহুঁ নটবরশেখর
নাচত গায়ত তাল ধরি ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বের তিনখানি পুথির ন্যায় এই পুথিতেও কয়েকটি পদে গোবিন্দদাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, রায় সন্তোষ, রূপনারায়ণ, রাজা নরসিংহ (৩ পত্র), শ্রীবল্লভ (৫ পত্র) ও রায় চম্পতির (১৪ পত্র) নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। পুথিখানির অধিকাংশ জ অক্ষর কৃষ্ণকীর্ত্তনের জএর অনুরূপ।

১৮৭। একান্ন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ২—১০; অসম্পূর্ণ। ২—৭ পাতা বাঙ্গালা শাদা এবং ৮—১০ পাতা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১১"×৫½"। পদের পূর্ব্বে রাগের নাম ও পদের শেষে পদ-সংখ্যা লাল কালিতে লেখা।

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীগোবিন্দদাশ ঠাকুরের একান্য পদ শমপ্তং ॥ যথা দৃষ্ঠং নিক্ষতে ॥ ইতি

১৮২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন। সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ সেইখানে দ্রষ্টব্য। এই পুথির ৯ম পত্রে স্থল-পদ্মের সহিত নয়নের উপমা এবং ৫ ও ৭ পত্রে ষষ্ঠ্যর্থে 'ক' প্রত্যয় আছে।

১৮৮। একান্ন পদ।

(পদনির্ণয়)

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ১—৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৭ ছত্র পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ—৯¾"×৪½"। লিপি-কাল, ১১৮৫ সাল।

১৮২ ও ১৮৭ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি এক। উক্ত উভয় পুথিতে প্রথম অংশ না থাকায় এখানে তাহা তুলিয়া দিলায়।

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

নিসি অবসেষ জাগি সব সখিগন
বৃন্দাদেবি মুখ চাই।
রতিরসে অবস সুতি রহু দুহু জন
তুরিতহিঁ দেহি জাগাই ॥
তুরিতহি করহু পয়ান।
রাই জাগাই নেহ নিজ মন্দিরে
নিকটহি হোত বেহান ॥
সারি সুক পীক সকল পখিগন
ও সব দেহি জাগাই।
জটীলাগমন সবহু মেলি ভাখব
সুনইতে জাগবি রাই ॥
বৃন্দা দেবি সব সখিগন জনে জন
মধুর মধুর করু ভাস।
মন্দির নিকটে ঝারি নিয়ে থাড়ে
হেরইতে গোবিন্দদাস ॥ ১ ॥
সময় জানি সখি মিলিল যায়ে।
আনন্দে মগন ভেল দুহু মুখ চায়ে ॥
দুহু জন সেবন সখিগন কেল।
চৌদিস চান্দ হেরি রহি গেল ॥
নিলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকেরি মাল।
গোরিমুখ সুন্দর ঝলকে রসাল ॥
বানরি রব দেই কুকুটী করু নাদ।
গোবিন্দদাসপহু সুনি উনমাদ ॥ ২ ॥

ইহার পরের অংশ ১৮২ সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য। ৩ সংখ্যক পদের প্রথম চারি ছত্র উক্ত পুথিতে যেরূপ আছে, এই পুথিতে সেরূপ নহে; ১৮২ সংখ্যক বিবরণের "সারি সুক পিক" ইত্যাদি অংশ নীচের কয়টি ছত্রের সহিত মিলাইয়া দেখুন।

নিসি অবসেস কোকিল ঘন কুহরবে
জাগল রসবতি রাই।
বানরি নাদে চমকী উঠি বৈঠল
তুরিতহি স্যাম জাগাই ॥—৩ পদ।

সমাপ্তিবাক্য,—

পদনির্ম্ময় সমাপ্ত। পাঠক শ্রীরাম-কীসোদ(র) দর্ত্ত। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন সেন সন ১১৮৫ সাল।

১৮৯। একান্ন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ১—১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; একাদশ পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় ১১ ও শেষ পৃষ্ঠায় ৩ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪"×৫"। পদসংখ্যা—৫১।

১৮২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি এক। সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় উক্ত ১৮২ সংখ্যক বিবরণে দ্রষ্টব্য। এই পুথির দ এবং চ অক্ষর অনেকটা পুরাণ ধরণের। লদি (নদী, ৩ পঃ), লব (নব, ৫ পঃ) লাগরি (নাগরি, ৬ পঃ), লৌতুন (নৌতুন, ঐ), লপুর (নপুর, ৭পঃ) প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া পুথিখানিকে বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলের বলিয়া মনে হয়। ৯ এবং ১১ পত্রে 'শ্যামের' অর্থে 'সামরু' শব্দের প্রয়োগ আছে,

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি তা ৮ পৌষ্য শ্রীবাবুরাম দাষ বৈরাগ্য।

১৯০। চিত্রগীত।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস

পত্র, ১—৮; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ৭, শেষ পৃষ্ঠায় ৪, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১০৳"×৪৳"। পদ-সংখ্যা—২৩। ক-কারাদিক্রমে ২৩টি পদে শ্রীরাধিকার বিরহ-বিধুর অবস্থা পুথিতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥
চিত্রগিত ॥
শ্রীগান্ধার ॥

কাঁচা কাচন কাঁতী কমলমুখি
কুসমিত কাননে জোই।
কুঞ্জ কুটিরে কলাবতি কাতর
কানূ কাহ্নূ করি রোই ॥
কি কহব কিতব কতএ কুলকামীনি
কঠিন কুসুমসর সহই।
করহিঁ কপোল কণ্ঠ করি কুঞ্চিত
কালিন্দিকুল মাহা রহই ॥
কর কেযুর কঙ্কন কটী কীঙ্কিনি
কাঞ্চন কণ্ঠক মালা।
কো কহে কুচতটে কোন কামাওল
কাজরে কাঢ়ীম হারা ॥
কেবল কান্ত- কথা কহি কান্দই
কামকলঙ্কিনি গোরী।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই
গোবিন্দদাসপহুঁ ছোরি ॥ * ॥ ১ ॥

তথা রাগ ॥

খিতিতলে সুতলি বালা।
খণ্ডিত মোতিম মালা ॥
খসল কবরি বেশ কেশ বাশ।
খরতর বিরহ হুতাশ ॥
খঞ্জনিনয়নি ধনি রাই।
খীয়ত তুয়া পথ চাই ॥
খল সঙ্গে পিরিতীক সাধে।
খোয়ল কুলমরিজাদে ॥
খপুর কপুর নাহি ভাওে।
খেনে খেনে তুয়া গুন গাওে ॥
খলয় বলয় দুহুঁ হাত।
খেদ কহই নাহি জাত ॥
খিন তনু তনিক সোয়াস।
খোজত গোবিন্দদাস ॥ ০ ॥ ২ ॥
গুরুজন গঞ্জন বোল।
গৃহপতি গরজন গঞ্জণ ঘোর ॥
গনইতে গোপকিশোরি।
গহন গেহ পরি ছোরি ॥
গোবিন্দ গুনবতি সোই।
গুনি গুনি জামিনি রোই ॥ ধ্রু ॥
গলত গলিত দিঠিধারা।
গিরত গিম মনিহারা ॥
গুপত গুপত রস আষে।
গরলহুঁ কয়ত গরাশে ॥
গদ গদ সরে অবিরামা।
গাবই গিরিধরনামা ॥
গোকুলগোপীবিলাপ।
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ ॥ * ॥ ৩।

মধ্য অংশ,—

থির বিজুরি সম বালা।
থৈরজে রহই না পারা ॥
থুল সুখ কোই না জান।
থলে জলে দহই পরান ॥

থোরহি বুঝবি মুরারি।
থেহি না রহ বরনারি ॥ ধ্রু ॥
থাড়ি করত জব কোই।
থরহরি কাপই সোই ॥
থাতি ধয়লি তুহু লেহ।
থোয়ত ধনি তহিঁ দেহ ॥
থাবর সম তুয়া ভাষ।
থকিতহিঁ গোবিন্দদাষ ॥ ১১ ॥ (৪।২ পত্র)

শেষ অংশ,—

হিরকী হার হৃদিয়ে নাহি ধরই।
হরি মনি হোরি নয়ন ঘন ঝরই ॥
হিমকরকীরনে সো তনু দহই।
হাহা সুমুখি কতএ দুখ সহই ॥
হলধর শহহধর (?) কিয়ে তুহুঁ ভোরি।
হেলে হারাওলি হিরনমনি গৌরি ॥ ধ্রু ॥
হিয় মাহা লেহ মরম কাহে কহই।
হরি হরি বোলী মুরুছি মন রহই ॥
হসী হসী হরখে তরখে খেনে উঠই।
হেমপুতলি তনু মহিতলে লুটই ॥
হরিনিনয়ানি রবধিদিন গনই।
হেরইতে পহু নিমিখ জুগ মনই ॥
হরল গিয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কি না বুঝল গোবিন্দদাষে ॥ ২৩ ॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি চিত্রগীত সমাপ্ত ॥ * ॥

এই পুথিখানির জ কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত জএর অনুরূপ।

১৯১। একান্ন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ৩—৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ, ১৩ $\frac{1}{2}$" × ৫"। খণ্ডিত অংশ বাদে ৪০টি পদ এই পুথিতে আছে।

১৮২ সংখ্যক পুথির সহিত এই পুথি অভিন্ন। সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় ১৮২ সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য।

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি একান্ন পদাবলি শ্রীকবিরাজ ঠাকুরের ॥১॥

আলোচ্য পুথির চ ও ঢ অক্ষর কতকটা পুরাণ ধরণের। ৮ম পত্রে ষষ্ঠ্যর্থে 'ক' প্রত্যয় আছে।

১৯২। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস,
প্রেমদাস ও প্রতাপচন্দ্র।

পত্র, ২—৩; অসম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় ১০, ৩য় পৃষ্ঠায় ১১ এবং ৪র্থ পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্ক্তি লিখিত। দ্বিতীয় পত্রের বাম ভাগের নীচের খানিকটা ছেঁড়া। পরিমাণ, ১৩ $\frac{1}{2}$" × ৪ $\frac{1}{2}$"। পদসংখ্যা—৯। তন্মধ্যে গোবিন্দদাসের ৬টি এবং অপর প্রত্যেকের এক একটি করিয়া পদ আছে। চারি জনের চারিটি পদ নীচে তুলিয়া দিলাম।—

চল বৃন্দাবনে রাই চল বৃন্দাবনে।
নয়ান সফল হব স্যাম দরসনে ॥
অঙ্গুলে অঙ্গরি পর চরনে নপুর।
বৃন্দাবনে জাতে পথে হইব উন্ডুর ॥
গুরুজন জাগিলে তোমার ভাল নাঞি হবে।
মুনিময় অভরন পথে পর‍্যা জাবে ॥

রবাব খমক বিনে বাজে চারু ভিতে।
তার মাঝে চলে রাই ফুলধনু হাতে ॥
দু দিকে দু সখির কাঁধে ভুজ আরপিয়া।
প্রবেসিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া ॥
গোবিন্দদাস কহে দুহুঁ মন ভোর।
সনাএ সোহাগা জেন মিলল উজোর ॥

বৃকভানুনন্দিনি রমনির সিরোমনি
নব নব রঙ্গিনি সঙ্গ
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ দরসনে
রসভরে ডগমগি অঙ্গ ॥
জিনি কত কোটি সোসি মুখে মন্দ মৃদু হাসি
পিঠে দুলে চাঁচর কেসের বেনি।
বেনি আগে সনার ঝাপা মাঝে মাঝে কনকচাঁপা
গোবিন্দের রিদএ মোহিনি ॥
নিলমনি চুড়ি হাথে সনার কঙ্কন তাথে
নিল বসন রাএর গায়।
সনার নপুর পাতামল রাঙ্গা পায় ঝলমল
হংসগমনে চলি জায় ॥
ললিতার দক্ষিন হাথে বাম কর দিয়া তাথে
বৃন্দাবনে প্রবেস করিল।
শ্রীঅঙ্গের কান্তিমালা দস দিগ কর্যাচে আলা
প্রেমদাস আনন্দে ভাসিল ॥ ০ ॥

বন্ধু হে কানাঞি মোর বন্ধু হে কানাঞি।
তোমা বিনে তিলেক জুড়াতে নাঞি ঠাঞি ॥
য়ে ষরকরনে বন্ধু আগুনির খুনি।
তোমার পিরিতি লাগি রাখ্যাচি পরানি ॥
আগম দর্য়ার মাঝে ত্রিন সম ভাসি।
উচিত কহিতে নাঞি এ পাট পড়সি ॥
সিথের উড়নি শ্যাম গিম্নিসের বায়।
বরিসার ছত্র তুমি দরিয়ার না ॥
তুমি জদি কর দয়া এত দুখে সুখ।
জ্ঞানদাসে কহে রাধা তিলেক লাখ যুগ ॥০॥

তোমার লাগিয়া রাধে তোমা আরাধিনু।
মনের মানস জত সকল সাধীনু ॥
অঙ্গ মাঝে হব তোমার অঙ্গ পরিপুর।
অভরন মাঝে হব দুখানি নপুর ॥
নখচন্দ্র চকোর পদকমলে ভ্রমর।
উ রূপে মকুর হব নিরাগে চামর ॥
আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে।
অতি খিন রেনু হয়্যা থাকিব চরনে ॥
রেনু হতে না পাই জদি মনে অনুমানি।
প্রতাপরুদ্রে কৃপা করহ আপনি ॥ ০ ॥

পুথিখানিতে বিভিন্ন পদ-রচয়িতাদের পদ সংগৃহীত হইতেছিল। তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাঁচ ছত্র পর্য্যন্ত লিখিয়া, যে কোন কারণেই হউক, লেখক আর অগ্রসর হন নাই।

১৯৩। প্রাচীন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

১০"×৭২" ইঞ্চি পরিমাণের এক খণ্ড বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। তাহার এক পিঠে বড় বড় অক্ষরে ১১ পঙ্‌ক্তিতে গৌরচন্দ্রের একটি মাত্র পদ। পদটি নীচে তুলিয়া দিলাম।—

৭ শ্রীকৃষ্ণঃ।

গৌরচন্দ্র পদ ॥ ১ ॥

দেখত বেখত গৌরচন্দ্র
বেড়ল ভক[ত] নখতবৃন্দ
অখিল ভুবন উজর কারি
কুন্দ কনক কাতিয়া।

অগতি পতিত কুমদবন্ধু
হেরি উছল রসের সিন্ধু
হৃদয়ে কুহরে তিমির কারি
উদয়ে দিনহু রাতিয়া ॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলী ঢুলী ঢুলী চলত খলত
মত্ত করিবর ভাতিয়া।
লোটন ঘটন ভৈ গেলু ভোর
গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরনী খসত
সোহত পুলকপাতিয়া ॥
মহিক মহিমা কো করু ম্যের
নিজ পর নাহি দেহত কোর
প্রেম অমিয়া হরখি বরখি
তরখিত মহি মাতিয়া।
এ রসে উত্তম অধম ভাশ
একলি বঞ্চিত গোবিন্দদাশ
না জানি কি খেনে কোন গঠল
কাঠকটিনছাতিয়া ॥

—

১৯৪। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর।

পত্র—১—৩৮ ; সম্পূর্ণ ; ২৫ সংখ্যক পত্র দুইখানি। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ—কতকগুলি পুরু, অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত পাতলা। পঙ্ক্তি-বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই; এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ, ১২" × ৫½"। লিপিকাল ১২৫৬ সাল, ১৭৭১ শকাব্দ। পদসংখ্যা—১৪০।

গোবিন্দদাসের দণ্ডাত্মিকা পদাবলী অপেক্ষা এই পুথিখানি আকারে অনেক বড় এবং ইহার বিষয়-বিভাগও অনেক বেশী। প্রত্যেক দণ্ডে রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা-বিষয়ক পদ সন্নিবেশিত হইয়া, বইখানি অন্বর্থ-নামা হইয়াছে. পাঠক দৃষ্টিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দিবা ৩০ এবং রাত্রি ৩০, মোট ষাট দণ্ডে ষাট বা ততোধিক বিষয়ের পদাবলী পুথিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিষয়গুলি এই,—

১। দিবা একদণ্ডে কারস্থামৃতস্নান মোহন বেস। (৩।১)

২। দ্বিতীয়দণ্ডে সখিবিতর্ক। (৫।১)

(ক) অথ প্রভাতসময়ে নন্দিশ্বর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য নিজালয়ে অলখিতে গমনং সয়নঞ্চ। (৭।১)

৩। ত্রিতীয় দণ্ডে শ্রীরাধিকা নন্দালয়ে গমনেন পথাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণস্য চকিতমিলনং রাজগৃহে প্রেবেশ। (৮।১)

৪। চতুর্থদণ্ডে গোদোহনং সংপূর্ণ গৃহাগমনং স্নানবেশাদিকরণং সগনসহিত ভোজনলীলা সম্পুর্ণ। (৯।১)

৫। পঞ্চমদণ্ডে রাধিকাভোজনং। (১০।১)

৬। তত ষষ্ট দণ্ডে ব্রজেশ্বরী উভয় বেস আদি করণং। (১১।২)

৭। দিবা সপ্ত দণ্ডে গোষ্ঠগমনং। (১৩।১)

৮। অষ্টদণ্ডে অনুরাগ। (১৪।২)

৯। নব দণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেষ। (১৫।১)

১০। দশ দণ্ডে দিবা অভিসার। (১৬।২)

১। ততো রাত্রি প্রথমদণ্ডাবধি চতুর্থ দণ্ড পর্য্যন্তং। (২৭।১)

২। রাত্রি পঞ্চমদণ্ডে কৃষ্ণপ্রিয়ানাং ভোজনং। (২৯।১)

৩। ততো রাত্রি ষড়দণ্ডে নিভৃততল্প-রচনা। (৩০।১)

৪। ততো রাত্রি সপ্তদণ্ডাবধি দশদণ্ড পর্য্যন্ত কালানুক্রমে সখিগনের আগমন শ্রীরাধিকার বেশকরণ গমনানুসন্ধান কৃষ্ণ-প্রিয়ানাং অভিশার। (৩০।২)

৫। ততো শ্রীকৃষ্ণস্য অভিসার একাদশ দণ্ড রাত্রিতে। ইত্যাদি। (৩২।২)

প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥

অথ দণ্ডাত্মিকাপদং লিক্ষতে॥ রসঃ গৃহাগমনং॥ বিচ্ছেদোৎকণ্ঠা সয়নঞ্চ॥ সময়ানুভাবঃ স্থান বিরাট

রাগ বিভাস ঃ।

কতহুঁ দুলহ সঙ্গে ভৈ গেল বিচ্ছেদ ঃ।
গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ ঃ॥
ঝর ঝর লোচনে সশিমুখি রোই ঃ।
অলখিতে আওল লখই না কই ঃ॥
সহচরিগণ মেলি সেজ বিছাই ঃ।
অলসে অবশ তহি শুতলি জাই ঃ॥
অন্তরে গর গর শ্যামক লেহ ঃ।
সখিগন সত্বরে চললি নিজ গেহ ঃ॥
সব জন পুরল নিজ নিজ সাধ ঃ।
কহ কবিসেখর রসমরিজাদ ঃ॥ ১॥

যথা রাগ॥

নিন্দে নিন্দাওলি বালা ঃ।
নিসি সব জাগি ভৈগেলি দুবলা ঃ॥
তড়িত লতাবলি রামা ঃ।
রতিরণছরমে ঘরমে ভৈলী শ্যামা ঃ॥
অলসিলি অঙ্গ অথির ঃ।
সম্বর না করু পীতম চীর ঃ॥
মন সিধি সাধই রাধা ঃ।
অলখিতে আওলি না পড়ল বাধা ঃ॥
কহ কবিসেখর রায় ঃ।
ধরম ভরম লাগি ও রস নীভায় ঃ॥২॥

অরুনোদয়ে দেব্যা গমনং॥ গৃহমধ্যো-থানং চাটুক্তি বন্দনা রসবিলাসলক্ষণগোপ্যঞ্চ যথারাগ ঃ॥ ॥

ভগবতি দেবতি সময় সে জান ঃ।
রাইক মন্দিরে করল পয়ান ঃ॥
সুতলি দেখলি অতি বিপরিত ঃ।
গুরুজনবচন না মানয়ে ভীত ঃ॥
তপাসনি করলহু কত অনুমান ঃ।
কর পরশন করি রাই জাগান ঃ॥
চমকি উঠলি ধনি থর থর কাঁপী।
পিত বসনে সবহু তনু ঝাপী ঃ॥
রতি বিপরিত চিহ্ন করতহি গোই ঃ।
রাগে বেকত তনু আরকত হোই ঃ॥
কর যোড়ী কামিনি প্রনতি করু দেবি ঃ।
আজু সফল দিন তুয়া পদ সেবি ঃ॥
কামিনি কাহিনি কহ কত বন্ধে ঃ।
দেবতি মঙ্গল দেওল সুছন্দে ঃ॥
কহে কবিশেখর সুন সুকুমারি ঃ।
পিত বসন তুহুঁ রাখহ সামারি ঃ॥৩॥

... ...

অথ বিপ্রলব্ধা

যথা রাগ ঃ॥

নিসি অবসানে ঃ সব দাসিগনে ঃ
সত্বরে করয়ে কাজ ঃ।
বাসর মন্দির ঃ মাজল সুন্দর ঃ
রাখল বেসের সাজ ঃ॥
কিনা সে দাসির রিত।
জানিয়া মরম করয়ে করম ঃ
জাহাতে আপন হীত ঃ॥

দশন মাজনি : রসনা সোধনি :
থুইল থালিয়ে ভরি : ।
কর্পূর সহিত গন্ধ চুরিত
যতন করিয়া ধরি : ॥
সলিল নির্ম্মল সুগন্ধি সিতল :
পুরিয়া গাগরি ভরি : ।
মুখ পাখালিতে : সিনান করিতে :
বেদির উপরে ধরি : ॥
গামছা কাচিয়া : শুকন করিয়া :
রাখল প্রথক করি : ।
এ তৈল আমলা : আনল শ্রামলা :
বেলিয়ে বেলিয়ে ভ'ব : ॥
উবটন করি : কনকমুঞ্জরি :
আনিল রাইয়ের তরে : ।
মুঞ্জরি রতন করিয়া যতন :
আনিল সিনানচীরে : ॥
গুনবতি তথি : কর্পূর মালতি :
শুগন্ধি শীতল করি : ।
বিধি অগোচর : নানা উপগার :
থালিয়ে থালিয়ে ভরি : ॥
বিচিত্র বশন : তাহাতে ঢাকন :
করল পরম শুখে : ।
রাইয়ের ইঙ্গিতে : রাখল গোপতে :
যেন আন নাহি দেখে : ॥
কর্পূর তাম্বুল : মালতির মাল :
সেখর যতন করে : ।
সে পীত বশন : আনিয়া তখন :
আপন আওয়াসে ধরে : ॥ ৬ ॥

মধ্য অংশ,— (২।২পত্র)

দিবা শোড়ষ দণ্ডে বংশীহরণং ॥

তথা রাগ ॥

সখিগণ মেলি : লইয়া মুরলী :
চলিলা নিভৃত ঘরে ।
নাগর সেখর : পড়ল ফাপর :
মুরুলি নাহিক করে ॥
লাজে লাজায়লি : না দেখি মুরুলি :
রাইয়ের বদন চায় ।
রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরী
সখির নিকটে জায় ॥
মদনমোহন পাইয়া চেতন
সুথির করল চিত ।
মুরলি হরন রাইয়ের কারণ
গমণে বুঝিল রীত ॥
রাই সে সংপ্রতি সখির সঙ্গতি
মুরুলি করল চুরি ।
রঙ্গ বাঢ়াইতে শেখর গোপতে
নাগরে কহল ঠারি ॥ ৩ ॥

যথা রাগ ॥

ইঙ্গিত বুঝিয়া : নাগর আসিয়া :
ধরল রাইর করে ।
সে সব আটব : সাটব দেখিতে :
রাধিকা ডরলি ডরে ॥
ভয়ে ভিত বালা : গেল সব কলা :
মুখে নাহি স্বরে রা ।
হিয়া দুলু দুলু চাহে ঢুলু ঢুলু
এল্যাইল সব গা ॥
হেরিয়া লক্ষণ নাগর তখন
ধনিরে ধরল চোর ।
মাঁগয়ে মুরলি উকটে কাচলি
মদনে হইলা ভোর ॥
ধনি কহে কান কর অবধান
ললিতা লইল বাঁসি ।
তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সকল
রমনি কয়য়ে হাসি ॥
রাইর বচনে চলিলা তখনে
মদনমোহন রায় ।

ললিতা জানিয়া কহয়ে ঠারিয়া
মুরুলি বিশাখা ঠাঁয় ॥
ললিতা বচন বুঝিয়া তখন
বিশাখা সাটোপে বোলে।
মুঞি বিশাখিকা জানহ অধিকা
মুরলি চম্পক কোলে ॥
শুনিয়া বচন তরাসে তখন
কহয়ে চম্পকলতা।
তুঙ্গবিদ্যা পাশে মুরলি রাখিয়া
ইন্দুলেখা গেল কোথা ॥
চিত্রা চমকিতা চলিলা তুরিতা
দেখিয়া এ সব রঙ্গ।
রঙ্গদেবি পাশে বসিলা তরাসে
সুদেবি তাহার সঙ্গ ॥
নাগরসেখর না পাই ঠাহর
সভারে ধরিয়া বুলে।
সকল যুবতি করিয়া যুগতি
বসিলা মাধবিমূলে ॥
হাসিয়া ললিতা রুষি কহে কথা
সুন হে নাগররাজ।
তরল বাঁসের সুথান কাঠীর
তাহাতে কাহার কাজ ॥
ফোরা কাঠীখান কি তার বাথান
কহিতে না বাস লাজ।
মাগিহ আমারে দিব যে তোমারে
যদি বা থাকয়ে কাজ ॥
তাহার বচন সুনিয়া তখন
কহয়ে শেখর রায়।
সুনহ নাগর না হও কাতর
মুরুলি ধনির ঠাঁয় ॥ ৬৪ ॥

ভণিতা,— (১৮।।-১৯।২ পত্র)
১। বিশাখা যতনে করল গোপনে
সেখর দেখিয়া হাসে ॥
২। রাধা মাধব ভব করি এক ঠাঁয়।
দুহুঁকে রূপ নিরখয়ে সেখর রায় ॥
৩। আসিবা জাইবা যশোদা কাছে।
সেখর সঙ্গতি কি ভয় আছে ॥

শেষ,—
ততো ত্রিংশতি দণ্ড রাত্রিতে কক্ষটীবিতর্ক যথা ॥
নিশাচর ঘর গেল অরুণ উদয় কৈল
তারাপতিকাঁতি মলিন।
কুমুদ মুদিত ভেল পদুম প্রকাসল
পরবস পড়ল কঠীন ॥
দেখিয়া দোহার রিতে বৃন্দা বিকল চিতে
আদেসিল কোকিল কোকিলী।
তারা সভে গান করে ভ্রমর ঝঙ্কার পুরে
কেকা কেকা ময়ুর বিকলী ॥
কক্ষটি উঠায় তান কি করহ রাধা কান
তুরিতহি করহ পয়ান।
রাইরে না দেখি ঘরে যটিলা লগুড় করে
বনে আসি করয়ে সন্ধান ॥
কক্ষটি কপট কথা সুনি বৃশভানুসুতা
তরাসে তরল ভেল মন।
রাধা কানু সখি সাথে চলিলা গোপত পথে
তুরিতে তেজল সেই বন ॥
দেখয়ে হরিনি যেন ঐছন রমনিগণ
চকিত নয়ানে ঘন চায়।
নাগর নাগরি পাসে দাড়াইয়া সেখর হাসে
ভয় নাই সভারে বুঝায় ॥ ১৩৯ ॥

বিভাষ ॥

দুহু রূপ লাবনি মনমথ মোহিনি
নিরখি নয়ন ভুলি জায়।
রজনিজনিত রতি বিশেষ আপনে মাতি
অলস রহল দুহুঁ গায় ॥
চাচর কুন্তল তাহে কুসুমদল
দোলত আনহি ভাঁতি।

দুহু দুহা হেরি মুখ হৃদয়ে বাঢ়য়ে সুখ
বোলত ভুলত পাতি ॥
নিজ নিজ মন্দির নাগরি নাগর
চলইতে করু অনুবন্ধ।
বিচ্ছেদ বিশানলে দুহুঁ তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্ধ ॥
ভীতুক চিত পুতলি সম দুহু জন
রহলি বিদায়ক বেলা।
প্রেম পয়োনিধি উছলি উছলি পড়ু
চেতনে অচেতন ভেলা ॥
দুহুঁ জন চিত রিত হেরি সহচরি
ঘন ঘন গগনহি চায়।
রজনি পোহায়ল জন সব জাগল
সে বড়হিঁ অধিক ডরায় ॥
শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব
দুহুঁ অঙ্গ ভঙ্গ করায়।
নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল দুহুঁ
গুরু জন ভেদ না পায় ॥ ১৪০ ॥

ইতি শ্রীরায়সেখর ঠাকুরের মুখবিনির্গত পদ দণ্ডাত্মিকা সমাপ্ত ॥ ইতি তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ সন ১২৫৬ সাল সকাব্দা ১৭৭১ সক লাক্ষর দিনহিন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সিংহ দাষ—

অন্তঃস্থ য-কারের উচ্চারণ বাঙ্গালায় যেখানে জ-কারের ন্যায়, এই পুথির লেখক, সেই সকল শব্দের উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য য-এর উপরে একটি বিন্দু ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—যঁতহু, যঁতনে, যঁতি (৪পত্র)। এই প্রণালী, প্রাচীন কালের অন্য কোনও লেখক অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ পুরাণ পুথির অধিকাংশ স্থলেই য-কারের স্থলে জ-এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'রায়শেখর' অথবা 'কবি-শেখর' ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত মহাশয় সেই সকল পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন। বস্তুতঃ 'কবি-শেখর' বা 'রায়শেখর' উপাধিমাত্র;—উহা বিদ্যাপতিরও যেরূপ থাকা সম্ভব, তেমন অপর কবিরও ঐরূপ উপাধি থাকা অসম্ভব নহে। এই পুথিরও অনেক পদ নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতিতে স্থান পাইয়াছে;—সে সকল পদের ভণিতায় 'রায়শেখর' স্থলে 'কবিশেখর' ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

১৯৫। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর।

পত্র—১-৬, ৮-১০, ১২-৫৪; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই; এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ, ৯½"×৪½"। পদসংখ্যা—৯৫।

১৯৪ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন বলিয়া ইহার আর বিস্তৃত পরিচয় দিলাম না। এখানে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই দুইখানি পুথি এক হইলেও উভয় পুথিতে ঠিক একই প্রণালীতে পদগুলি সজ্জিত হয় নাই—কিছু ইতর-বিশেষ এবং উল্টা-পাল্টা ভাবে সাজান আছে। তাহা হইলেও উভয় পুথিকে অভিন্ন বলার পক্ষে কোনও বাধা নাই।

১৯৬। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর

পত্র—৬-৪২; অসম্পূর্ণ। ২৪ সংখ্যক পত্র ছিন্ন এবং প্রথমকার কতকগুলি পত্র কীট-দষ্ট। শাদা ইংরাজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পুথিতে দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা দেখা যায়; ২৩ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এক হাতের, অবশিষ্ট অপর হাতের লেখা। প্রথম হাতের লেখা স্পষ্ট, দ্বিতীয় হাতের লেখা জড়ান। ৬—১৭ পত্রের পরিমাণ ১০"×৪ৼ; অবশিষ্ট পত্রগুলির ১১"×৪ৼ"। লিপিকাল ১২৫৬ সাল। পদসংখ্যা—১২৯।

এই পুথিখানি ১৯৪ সংখ্যক পুথির অনুলিপি বলিয়া মনে হয়। সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় উক্ত বিবরণে দ্রষ্টব্য।

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীরায়সেখর ঠাকুরের মুখবিনির্গত পদ দণ্ডাত্মিকা সমাপ্ত॥ ইতি তারিখ ২১ অগ্রাহায়ণ সন ১২৫৬ সাল সকাব্দা ১৭৭১ সক সাক্ষর দিন ছিল শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সিংহ দাষ—

১৯৪ সংখ্যক পুথির সমাপ্তি-বাক্যের সহিত এই সমাপ্তি-বাক্য মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উভয় সমাপ্তি-বাক্যের মধ্যে মাত্র "দিন হিন" স্থলে "দিন ছিল" ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নাই। ইহা দেখিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, উভয় পুথি একই লেখক কর্ত্তৃক একই সময়ে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু দুই পুথির হস্তাক্ষর মিলাইয়া দেখিলে, সেরূপ মনে করিবার আর কোন অবসর থাকিবে না। কাজেই বলিতে হয়, ১৯৪ সংখ্যক পুথিখানি দেখিয়া আলোচ্য পুথি লিখিত হইয়াছিল এবং এই পুথির লেখক, আদর্শ পুথির সমাপ্তি-বাক্যটি অবিকল নকল করিয়া লইয়, পুথির শেষে পুনরায় নিজের নাম ও সন তারিখ দিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। ১৯৪ সংখ্যক পুথিতে য-কারের উপরে বিন্দু ব্যবহার করিবার প্রণালী দেখা গিয়াছে; এই পুথির লেখকও কোন কোন স্থলে তাহার অনুসরণ করিয়াছেন।

১৯৭। প্রাচীন পদাবলী।

রচয়িতা—বাসুদেব ঘোষ।

পত্র—৩-১৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ, ১৩"×৪ৼ"। পদ-সংখ্যা—৫৭। পুথির প্রথম এবং শেষ, উভয় অংশই খণ্ডিত। সবগুলি পদই গৌরচন্দ্র-বিষয়ক। দানলীলা, গৌরাঙ্গের রূপ, পূর্ব্বরাগ, অভিষেক, পাশাখেলা, মান, কলহান্তরিতা, বাসকসজ্জা, অনুরাগ, রসোল্লাস,—নবদ্বীপ-নাগরীর এই সকল ভাবের পদ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ,—

অই দেখ গোরাকো(ক)লেবরে।
কত চান্দ জিনি মুখ সুরঙ্গ অধরে॥
করিবরকর জিনি বাহুর বলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ান চাহনি॥
চন্দনতিলক সাজে সুচারু কপালে।
আজানু লম্বিত চারু নব বনমালে॥
বাসুদেব বলে গোরা কোথা ন[া]য়াছিল।
বু(যু)বতি বরি(ধি)তে গোরা বিধি সিরজিল॥
(৩২ পত্র)

দানলীলা,—

আযু মনে কি ভাব পড়িল।
নদিয়া নগরে গোরা দান সিরজিল॥
কি রসের দান চাহে গোরা গুনমনি।
বেত্র দিঞা আগুলিঞা রাখএ তরুনি॥
দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাকে।
নগরে নাগরি সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে য়ামি সাধিয়াছি দান।
সভা (সে ভাব) পড়িল মনে বাসুদেব গান॥

অভিষেক,— (৩১ পত্র)

তৈল হরিদ্রা য়ার কুঙ্কুম কস্তুরি।
গোরা য়ঙ্গে লেপন করয়ে দিজনারি॥
সুবাসিত নির য়ানি কলসে পুরিঞা।
সুগন্ধি চন্দন য়াদি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় দিয়া জল ঢালে গোরাগায়।
শ্রীয়ঙ্গ মুছিয়া কেহো বসন পরায়॥
সিনানমণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
বাশুদেব ঘোস ওই গোরাগুন গায়॥

মান,— (১০।১ পত্র)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘনে ঘনে।
কত সুরধনি বহে য়রুন নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাথে গায়।
ধুলায় ধুশর তনু ভুমে গড়ি জায়॥
মানে মলিন মুখ কিছুই [না] খায়।
রজনি দিবস গোরা যাগিয়া পোহায়॥
খেনে চমকিত য়ঙ্গ ধরনে না যায়।
মানরস গোরাচান্দের বাসুদেব গায়॥

রসোল্লাস,— (১২।১ পত্র)

এ সখি কি কহব রজনিকে বাত।
সুতিঞা ছিনু হাম গুরুজন কাছ॥
আধ রজনী ভেল পুন্নিমা চন্দ।
সুমলয় পবন বহ য়তি মন্দ॥
গোরক প্রেম ভরল মঝু দেহা।
আকুল [হাম] নাহি পওলু থেহা॥
গোর গোর করি উঠ[লু] রোই।
জাগল মনমথ য়ুঠল সবকোই॥
গোরক নাম সুনল সব কান।
গুরুযন তবহি করল চিরযান॥
চোর চোর করি করলহি ভাস।
বাসুদেব ঘোস কহে ঐছন বিলাস॥

রাস,— (১৪।২-১৫।১ পত্র)

বৃন্দাবোনলিলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধনিরে করিল॥
ফুলবোন দেখি বৃন্দাবোনের শমান।
সখা সব গো ীগন করে অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিঞা।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিঞা॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করএ বিলাশ।
রাশরশ গোরা পহু করল প্রকাশ॥

(১৭।২ পত্র)

১৯৮। একুশ পদ।

রচয়িতা—বলরামদাস।

পত্র—১-৬; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। অক্ষর বড় বড় ও স্পষ্ট; তথাপি লিপিকরের অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেক স্থল সুখ-পাঠ্য নহে। পরিমাণ ১৩২/৪"×৪৩/৪"। পদসংখ্যা—২১। নিকুঞ্জ-মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার, নিদ্রা এবং প্রভাতে গৃহগমন পর্য্যন্ত,—পদগুলির বর্ণনীয় বিষয়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

রসাঅলস ॥

পটমঞ্জরি রাগ ॥

স্যামর নাগর বর মঁদ কুঞ্জর
তরুন রস উনমাদ।
সুনিক পুতলি জনু কোঙরি সুনাঅরি
মুরু[ছ]লি রতি অবসাদে ॥
হরি হরি কৈছে চলবি ধনি গেহা।
নিধুবন সমর পরাভব কাতর
সুতলি ছুবরি দেহা ॥
ঘন ঘন চুম্বন গ্রড় পরিরম্ভন
জর জর পড়ি রহু সয়নে।
অম্বর কেস সম্বরি নাহি পারই
ছয়মহি মুদল নয়নে ॥
নিরদয় নাহ তবহু নাহি ছোয়ত
বান্ধল পুন ভুজপাসে ॥
খিন তনু বারি ভারি হিয় ঘুমল
কি করব বলরাম দাসে ॥১॥

যথা রাগ ॥

মেটল চন্দন টুটল অভরন
ছুটল কুন্তলবন্ধ।
অম্বর গলিত খলিত কুসুমাবলি
ধুসর দুহু মুখচন্দ ॥
হরি হরি কব দুহু স্যামর গোরি।
ঙ্গক পরস রভসে দুহু মুরছিত
সতব (সুতল) ছিয় হিয় জোরী ॥
রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরনহি আপি।
নোওল কিসোরি আগরি কোরে পহু
ঘুমল মুখ মুখ ঝাপী ॥
কিয়ে মদনসর ভিতহি সুন্দরি
পৈঠলি হিয় হিয় মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব
করব অমিয়া অবগাহ ॥২॥

মধ্য অংশ,—

সুহই ॥

বিকসিত কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ।
সব বন পরশে পশারল গন্ধ ॥
মধু পিবি ধাবই মধুকরপুঞ্জ।
গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলিনিকুঞ্জে ॥
হরি হরি সখিগণ ঘুমল সয়ণে।
অলসভরে রহু মুকুলিত নয়ণে ॥
কুজই কোকিল মধুর সুনাদ।
সুনি মুনি মনমথ উনমাদ ॥
উজল হিমকর উজরি রাতি।
ঝলকই কিসলয় তরুকুলপাঁতি ॥
দস দিস পুরল খগগনগানে।
বলরাম জাগল নিসি অবসানে ॥৬॥ (২।২ পত্র)

শেষ,—

লিলা যুনইতে সিলা দরপ(ব)এ
শুন যুনি মুনিমোন ভোর।
ও রসসায়রে জগজন নিমগন
শ্রবনপরস নহ মোর ॥
হরি হরি সেল রহল মোর চিতে।
না যুনল শ্রুতি ভরি নাগর নাগরি
দুহুকেরি মধুর চরিত ॥
সেহু জমুনা কেলি কুতুহলি
হতচিত তাহে নাহি রঙ্গে।
সোই বৃন্দাবন সোই গোবর্দ্ধন
সো নব (র)সময় কুঞ্জে ॥
প্রিয় সখিগন কেলি আলাপন
খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয় নাহি ফুরই কত চিত রোদই
ধিক ধিক বলরামদাস ॥২১॥

ইতি শ্রীবলরামদাসকৃতে একুইস পদ ॥সংপুন্ন ॥*

শ্রীশ্রীহরি

বলরামদাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবদাস তাঁহার সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে ইঁহার বন্দনা করিয়াছেন।

১৯৯। রসমঞ্জরী।

রচয়িতা—পীতাম্বর দাস।

পত্র ১—১৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। অক্ষর স্পষ্ট। পরিমাণ ১৪"×৫"। লিপিকাল ১২১৩ সাল।

অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, এই কয়বিধ নায়িকার লক্ষণ ও প্রকার-ভেদ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আটটি অধ্যায়ে পুথি সমাপ্ত। এক এক অধ্যায়ে এক এক নায়িকার লক্ষণ ও প্রকার-ভেদ বর্ণিত আছে। অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য এইরূপ,—

ইতি শ্রীরষমঞ্জরিগ্রন্থে অভিসারিকাবর্ন্নন
সমাপ্তং ॥ (৩।১ পত্র)

ইতি শ্রীরসমঞ্জরিগ্রন্থে বাসকসর্জ্জা বর্ন্নং
সমাপ্তং ॥ (৪।২ পত্র)

ইতি রসমঞ্জরিগ্রন্থে উৎকণ্ঠিতা সমাপ্তং (৬।১ পত্র)

এক এক অধ্যায়ে এক এক নায়িকার অষ্টবিধ প্রকার-ভেদ; মাত্র প্রোষিতভর্ত্তৃকার ভেদ ত্রিবিধ,—এই ত্রিবিধ ভেদের আবার বিভেদ আট রকম। এইরূপে রসের সংখ্যা মোট চৌষট্টি, পুথির প্রথমেই তাহা কথিত হইয়াছে। সংস্কৃত রসগ্রন্থ হইতে নায়িকার লক্ষণ, নায়িকার প্রকার-ভেদ, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুবাদ ও মহাজনকৃত পদ হইতে উদাহরণ, এইরূপ নিয়মে পুথিখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথম অংশ এই,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরনভ্যাং নমঃ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয় গদাধর।
বন্দো নিত্যানন্দচন্দ্র অদ্বৈত ইশ্বর ॥
বন্দো আর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
বন্দো গুরু বৈষ্ণব আর মহাজন ॥
শ্রীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি জাহাঁর ॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা গোপি তৃবিধ প্রকার।
প্রাখর্য্য(র্য্য) মাধ্বর(র্য্য) সাম্যকগুন হয়ত জাহার
বামা দক্ষিনা ধিরাদি হএত ত্রিভেদ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ হয় তাহার উচ্ছেদ ॥
খণ্ডিতাদি অষ্ট রস তাহাতে জে হয়।
অষ্ট অষ্ট চৌসষ্টী রষ তাহার ভেদ কয় ॥
রসকল্পবল্লি গ্রন্থে তাহার অষ্টম কোরকে।
তাহার সুক্ষ্ম করি[তে]পিতা আজ্ঞা দিল মোকে ॥
তাহার কড়চায় সব আছয়ে বর্ন্ন।
গ্রন্থবিস্তার হেতু তেহোঁ না কৈল লীখন ॥
সেই অষ্ট দলের কথোক মঞ্জরি পাইল।
শ্রীরষমঞ্জরি বলি গ্রন্থ জানাইল ॥
অভিসারিকা হৈতে আগে করিব বর্ন্নন।
পশ্চাৎক্রমে কহিব সে রষের কারন ॥
অথো অভিসারিকা ॥
কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা ॥*
এই অভিসারিকা হয় পুন অষ্ট প্রকার।
জ্যোৎস্নি তামসি বর্ষা দিবা অভিসার ॥

* সংস্কৃত শ্লোকের বানান শোধন করিয়া দেওয়া হইল।

কুঝ্‌ঝটিকা তির্থজাত্রা উনমত্তা সঞ্চরা।
গিত বা(প)স্থ রষসান্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা॥
তথাহি ॥০॥ সঙ্গিতদামোদরে,—
স্ফারিকুজ্ঝটিহেমন্তরজনীধ্বান্তসঙ্করা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নবাতাদিকোলাহলবিধুদয়াৎ॥
রাষ্ট্রভঙ্গনৃপাতঙ্কপুরদারমহোৎসবঃ।
প্রদোষশ্চেতি কথিতা দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ॥

অথ জ্যোৎস্নাভিসারিকা॥

মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্ব্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ॥
অথ গীতাবল্যাং,—
স্বং কুচবল্গিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা॥ ইত্যাদি পদ।

সুই রাগ ॥০॥

রাকা নিসাকর কিরন-নিবারি।
জতনে পরয়ে ধনি ধবলিম সারি॥
চন্দনে চর্চ্চিত লেপিত সব অঙ্গ।
সিত কুসুমদাম পসাইল রঙ্গ॥
অব নবরঙ্গিনি করত অভিসার।
কুচজুগে সোভয়ে মোতিম হার॥
অভরন বসন সসি মনি সাজ।
পদ অতি মন্থর জিনি হংসরাজ॥
মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাষ।
গোপালদাষ কহে মিলল হরিপাষ॥
মধ্য অংশে খণ্ডিতা-লক্ষণ,—

অথ খণ্ডিতা।

উন্নিদ্রতা-জনিতরাগবিলোহিতাক্ষঃ
কান্তানখব্রণবিশেষবিচিত্রিতাঙ্গঃ।
যস্যাঃ প্রভাতসময়ে গৃহমেতি কান্তঃ
সা নায়িকা নিগদিতা খলু খণ্ডিতেতি॥ ইতি॥
সকল রজনি ধনি জাগিয়া পোহায়।
প্রভাতে নাগর আইষে তাহার সভায়॥
অন্য নারির ভোগচিহ্ন দেখি কলেবরে।
খণ্ডিতা সখি কোপ করে দে(সে)হ নায়কেরে॥
সেই খণ্ডিতা হয় অষ্ট প্রকার।
ধিরা অধিরা সমা বৈদগ্ধাতা(ন্বিকা) আর॥
নিন্দয়া ক্রোধয়া ভয়ানুকা আর।
প্রগল্ভা মধ্যা মুগ্ধা তৃবিধ প্রকার॥
রোদিতা প্রেমমর্ত্তা এই হয় অষ্ট।
নামভেদে অষ্টভেদে হয় ত বৈসিষ্ট॥০॥

অথ নিন্দয়া॥

প্রভাত সময়ে কান্ত আইসে তার ঘরে।
রতিচিহ্ন দেখএ তাহার কলেবরে॥
সাক্ষাতে নিন্দা করে নায়ক দেখিয়া।
ধিকাধিক ভৎসনা করে তর্জ্জন করিয়া॥

কস্যচিৎ॥

প্রভাতে লোকের বাড়ি কোন লাজে আস্য॥

অথ ক্রোধা॥

পদান্তে পতিতে কান্তে কর্ণোৎপলবিতাড়িতে।
ক্রোধাতিরক্তনয়না সা ক্রোধা কথিতা বুধৈঃ॥
ক্রোধ [ক]রি রহে তবে নায়ক সাক্ষ্যাতে।
নায়কের অ[ঙ্গ]ে তবে হয় দি[ষ্ট]িপাতে॥
চরনে পড়য়ে নায়ক ক্রোধ দেখিঞা।
অন্যো দিগে জায় কর্ণোৎপলেতে তাড়িঞা॥
অধিরা নাইকা সেই নাই লর্জ্জা ভয়।
ভজ্জন করিয়া কটু নায়কেরে কয়॥

কস্যচিৎ॥

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিসি আইলে বিহান॥
হাম বনচারি তহু (রঙ্গ) একেশ্বরিয়া।
চাতুরি না করহ তুহুঁ সতর্ষরিয়া॥
চল চল মাধব না কর জঞ্জাল।
দগধ পরান দগধ কত বার॥ ইত্যাদি।

(৭।২-৮।১ পত্র)

ভণিতা,—

শ্রীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পিতাম্বর দাষ কহে রসের বিস্তার॥

এই এক প্রকার ভণিতাই পুথির সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

শেষ অংশ,—

অথ ভাবোল্বাষ॥

যদুনাথ ভবন্তমাগতং কথয়িষ্যন্তি কদা সদালয়ঃ॥
যুগপৎ পরিতঃ প্রসারিতা বিকশদ্ভির্ব্বদনেন্দু-মণ্ডলৈঃ॥

রাগ ধানসি॥

জব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তুর॥
আলিপনা দেয়ব মতিমহার।
মঙ্গলকলষ করব কুচভার॥
রসাবেষে আঅব রমনিক ঠাট।
চৌদিগে পসারব চান্দকি হাট॥
সাকর পম্বব চঞ্জক(?) ভেল।
মাধব সেবন মনমথ কেল॥
ধুপ দিপ নৈবেদ্য ধরব প্রিয়া আগে।
লোচননিরে করব অভিসেখে॥
আলিঙ্গন দেয়ব প্রিয়াকর আগে।
ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ রষ আগে॥

ভটীয়ালি রাগ॥

চিকুর ফুরিছে বসন খুসিছে
পুলক জোবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
সজনি মাধব আসিব ঘরে।
সব সুলক্ষন দেখিলু এখন
নিশ্চয় কহিলু তোরে॥
দেখিলু সপন চান্দ চন্দন
গিরির উপরে বসি।
মালতির মালা দধির পসরা
মাধব মিলিব আসি॥
হাথের বসন খসিছে এখন
দেবের মাথার ফুল।
কহয়ে লোচন সব সুলক্ষন
বিহি ভেল অনুকুল॥ ৮॥

খণ্ডিতাদি অষ্ট রষ অষ্ট অষ্ট করি।
চৌসষ্টি রষ বর্ণনা কৈল শ্রীরষমঞ্জরি॥
গন্থ পন্থ সঙ্গিত ইহার প্রমানে।
অবোধ না বুঝে ইহা রসিক সে জানে॥
শ্রীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পিতাম্বর দাষ কহে র[সের] বিস্তার॥ ইতি॥

রষংস্নবন্দি(স্ত্রী) গ্রন্থে জেবা অবসিষ্ট ছিল। তাহা বিবরিয়া ইহাতে বর্ন্না করিল॥ ইতি॥ রসমঞ্জরিগ্রন্থে প্রোসিতভত্তৃকা-বর্ন্নং॥ *॥ ১॥ *॥ ইতি শ্রীরষমঞ্জরি গ্রন্থ সমাপ্তং॥ *॥ *॥ *॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং নিক্ষকো নাস্তি দোষক॥ *॥ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিক্রম॥ *॥ অনর্পিতচরীং চিরাৎ [ইত্যাদি শ্লোক]॥ লিখিতং শ্রীগুরু-প্রসা[দ] দাষ মিত্রী সন ১২১৩ সাল তাং ২৯ পৌষ॥ *॥

যে সকল পদকর্ত্তাদের পদ এই পুথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল;—গোপালদাস, গোবিন্দদাস, কবিরঞ্জন, যশোমন্তরাজ খান, বিদ্যাপতি, জয়দেব, কবিশেখর, লোচনদাস, সনাতন গোস্বামী। ইহা ছাড়া গ্রন্থকার আরও অনেক পদ গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু সেই সকল পদের ভণিতার অংশ না

থাকায়, সেগুলি কোন্ কোন্ কবির রচিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থকারের নিজকৃত একটি পদও পুথিতে স্থান পাইয়াছে। পদকর্ত্তাদের নামের তালিকার মধ্যে যশোমন্তরাজ খানের নাম দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার একটি পদের ভণিতায় হুসেন শাহের নাম পাওয়া যায়; তাহা এই ;—

শ্রীজুত হসন জগতভূষন
সোই ইহ রষ জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে জযমন্তরাজ খান॥
—(৩।১ পত্র)।

সঙ্গীতদামোদর, কৃষ্ণমঙ্গল, গীতগোবিন্দ, গীতাবলী, পদ্যাবলী, কৃষ্ণামৃত, সঙ্গীতশেখর, কাব্যসন্তোষ, এই সকল পুস্তক হইতে পীতাম্বরদাস প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা, রসকল্পবল্লী নামে একখানি বই রচনা করেন; তাহার অষ্টম কোরক অবলম্বন করিয়া, তিনি 'রসমঞ্জরী' সঙ্কলন করিয়াছেন। যদিও পীতাম্বর, রসমঞ্জরীতে তাঁহার পিতৃ-পিতামহের পরিচয় কিছুই দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পিতার রচিত রসকল্পবল্লীতে এ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যান। মহাপ্রভু মহানন্দকে সেবাধর্ম্ম সাধন করিতে এবং চক্রপাণিকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করেন। চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নিত্যানন্দ, তাঁহার পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী। গঙ্গারামের পুত্র শ্যামরায়, তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ মদনরায় চৌধুরী—ইনি গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ করেন এবং কনিষ্ঠ রামগোপাল—রসকল্পবল্লীর রচয়িতা এবং পীতাম্বরদাসের পিতা।* শ্রীখণ্ড-নিবাসী শ্রীশচীনন্দন ঠাকুর পীতাম্বরের গুরু ছিলেন, এ কথা গ্রন্থকার প্রতি অধ্যায়ের শেষে বলিয়া গিয়াছেন। রামগোপালদাস ১৫৯৫ শকাব্দের বৈশাখ মাসে রসকল্পবল্লীর রচনা আরম্ভ করিয়া, ঐ সালের কার্ত্তিক মাসে শেষ করেন।

২০০। পদাবলী

বাঙ্গালা তুলোট কাগজের ১১"×৮½" পরিমিত ডিমাই আকারের একখানি খাতা। মোট ১৬টি অঙ্কহীন পাতা আছে। তন্মধ্যে ১২ সংখ্যক পত্র পর্য্যন্ত শেখর, যদুনাথ, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর, মনোহরদাস, চণ্ডীদাস, মোহনদাস, বাসুঘোষ, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, ব্রজকিশোর, এই সকল পদকর্ত্তাদের কয়েকটি করিয়া পদ সঙ্কলিত আছে। খাতার প্রথম অংশ খণ্ডিত। যে পাতাগুলি আছে, তাহার প্রথম হইতে ৭ম পত্র পর্য্যন্ত খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মাথুর, নিশাভিসার ও শ্রীনিবাসস্তোত্র, এই কয় বিষয়ক পদাবলী এবং ৮ম হইতে ১২শ পত্র পর্য্যন্ত গোবিন্দদাসের একান্ন পদ (দণ্ডাত্মিকা পদাবলী) লিখিত রহিয়াছে। অবশিষ্ট পত্রগুলিতে চানক্যসার-সংগ্রহ। ১৫ সংখ্যক

* সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "রসমঞ্জরী", ভূমিকা, ✓০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পাতার অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া গিয়াছে। খাতাখানি বোধ হয়, কোনও কীর্ত্তনীয়ার লিখিত হইবে। কেন না, গোবিন্দদাসের একান্ন পদ ব্যতীত অবশিষ্ট অধিকাংশ পদেই 'আখর' সংযুক্ত রহিয়াছে। বানান অতিশয় অশুদ্ধ; তাহার উপর আবার পদমধ্যে 'আখর' সন্নিবিষ্ট থাকায় অনেক পদেরই প্রকৃত পাঠ বাহির করা কষ্টকর। মধ্যে মধ্যে দুই একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আছে। ৩য় পত্রে "সন ১২২৪ সাল ইঃ ১৮১৭" এবং ১২শ পত্রে "১২২৩ সাল" লেখা আছে।

খণ্ডিতা,—

জেখানে বসিলে কৃষ্ণ তুল্যা নেহ মাটী।
সখিগনে ডাকে বলে দে গো ছড়া ঝাটি॥
জালিয়া মোমের বাতি।
আস্য আস্য করি সারা রাতি মরি
কান্দিয়া পোহালাম রাতি॥
কালি পথ পানে চায়্যা আখি গেছে ঠিকরিয়া
বন্ধু কালি গিয়েছিলে তুমি কোথা।
খলের বচনে পাতিয়ে শ্রবনে
খাইলু আপন মাথা॥
জাগ্যাছি রজনি সারা হয়েছি বাউলি পারা
নেত্র নাহি গো দেখিতে।
শ্রবনে না যুনি বানি নয়ানে বহিছে পানি
অই মা মরি সিরজালাতে॥
উহু উহু করি সারা রাতি মরি
গাঁথিলু ফুলেরি হার।
সেখর কহেন ওচাঁদ বদ(চ)ন
নাহি রব আর॥

কলহান্তরিতা,—

জেই কালে কৃষ্ণচন্দ্র গমন করিল।
মানিনির মানের কপা[া]ট খুলে গেল॥
জানিলু মানিনির মান সৈলের সমান।
তাহাতে পড়িয়া গর্ত্ত চুনের সমান॥ (?)
উলটী পালটি কহে সখিগনে ডাকি।
কহো গো পরাণসখি কহো ইন্দুরেখি॥
তোরা নাকি মানে তারে সভাই ভুলিলি।
গোবিন্দদাসের মোনে বিরহ রাখিলি॥

মাথুরোচিত গৌরচন্দ্র,—

নাহি হেরি সখি গৌরমুখ
দগ দগ করে হামারি বুক
তিল আদ নাহি মনমে যুখ
ক্যা কর অব সজনি।

বদন-কমল-অমিঞা-বাত
না যুনি শ্রবনে জব(র)হী বা(ঘা)ত
সিরহি মারত কঙ্কন ঘাত
জৈছে বিদরে মেহুনি॥

মুড়ায়ে চাচর চিকুর কেষ
নাগরালী ছাড়ি ভিক্কারি বেষ
এমন করত দেসহি দেষ
সন্ন্যাসির দ্বিজচুড়ামুনী।

গৌরব গেও গৌর সঙ্গ
অবহি মিটল প্রেমহি রঙ্গ
তাহে মদন করত জঙ্গ
ঘড় গন নাহি সহনি।
সঙ্গে নাহি মেরো গোর চল
মেরি নিয়ে বিরহজাল
মোহনদাষ হৃদয়ে সাল
তাহে পড়ু অব দলনী॥

নিশাভিসারের পর নরোত্তমদাসকৃত শ্রীনিবাস আচার্য্যের একটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-মিশ্রিত স্তোত্র আছে। তাহার এক স্থলে উল্লিখিত আছে যে, আচার্য্য মহাশয় থাড়ি

হাম্বিরকে প্রেমদান করিয়া নিজের মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই পদ্যাংশটি এই,—

শ্রীধাড়ি হাম্বিরে দিয়া সে প্রেমডোরে
প্রকাশি নিজগুন কিঞ্চিত।
জগত জয় জশ করিয়া প্রেমবশ
সদত গৌরপদ বন্দিত ॥

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাজা বীর হাম্বিরকে শ্রীনিবাস আচার্য্য বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ধাড়িহাম্বির বোধ হয়, তাঁহারই পুত্র হইবেন। এই স্তোত্রটির পর সংস্কৃতভাষায় লিখিত যুগলাষ্টক—বর্ণাশুদ্ধির জন্ত একেবারে অপাঠ্য। তৎপরে গোবিন্দদাসের একান্ন পদ। একান্ন পদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে (১৮২ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য); সুতরাং এখানে পুনরায় ইহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শেষে লিপিকরের নাম-ধাম কিছুই নাই।